ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

বেদান্তরত্নাবলী।

চতুর্থকল্পঃ।

মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত পরমহংসাচার্য্যমাধব-পরিব্রাজকের
বিবৃতি সহিত "কাপিলসূত্র" শেষনাগবিরচিত "পর
মার্থসার" শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কৃত "মণিরত্নমালা"
দত্তরামকৃত "নাড়ীপ্রকাশ।"

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা হইতে
শ্রীশ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তগত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্ত-
সার" "পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদি-
বিবিধ শাস্ত্র প্রকাশক
শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।
(সভার কার্য্যালয়, ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
বাগবাজার রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্, ৮৩ নং, নব সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১০, শ্রাবণ।
(All rights reserved)

মাশুল ৵০ এক আনা।] [মূল্য ৸০ বার আনা।

বিজ্ঞাপন।

"নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা" হইতে

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশ[redacted]

মূল, শ্রুতি, সূত্র, ভাষ্য, টীকা ও দীপিকা (যাহার যাহা আছে) এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমাদিগের নিকট প্রাপ্তব্য।

উপনিষৎ (শাঙ্করভাষ্য ও দীপিকা-সহিত)		মূল্য	মা[illegible]ল
ঋগ্বেদীয়	"ঐতরেয়োপনিষৎ" ...	।৶০ ...	৴১০
সামবেদীয়	"ছান্দোগ্যোপনিষৎ" ...	৬৸৶০ ...	৶০
" " শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়	"কেনোপনিষৎ" ও "ঈশোপনিষৎ" ...	।৶০ ...	৴১০
" "	"মুক্তিকোপনিষৎ" ...	।/০ ...	৴১০
কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়	"শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ" ...	১।০ ...	/০
" "	"কঠোপনিষৎ" ...	১৲ ...	৴১০
" "	"তৈত্তিরীয়োপনিষৎ" ...	১।৶০ ...	/০
" " " "	"তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু ও অমৃতবিন্দু-উপনিষৎ" ...	॥৶০ ..	৴১০
অথর্ব্ববেদীয় " "	"অথর্ব্বশির-উপনিষৎ" ও "অথর্ব্বশিখোপনিষৎ" ...	॥৶০ ...	৴১০
" "	"প্রশ্নোপনিষৎ" ...	৸০ ...	৴১০
" "	"মুণ্ডক্যোপনিষৎ" ...	॥৶০ ...	৴১০
গৌড়পাদীয়কারিকার অনুবাদ-সহিত অথর্ব্ববেদীয়	"মাণ্ডুক্যোপনিষৎ" ...	১॥৶০ ...	/০

"গর্ভোপনিষৎ, ব্রহ্মোপনিষৎ, প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ, সর্ব্বোপনিষৎসারঃ, ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ, কৈবল্যোপনিষৎ, ক্ষুরিকোপনিষৎ, যোগতত্ত্বোপনিষৎ, যোগশিখোপনিষৎ, হংসোপনিষৎ, নাদবিন্দূপনিষৎ, শ্রীরামোপনিষৎ, ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ" এই তেরখানি উপনিষৎ একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল /০ আনা।

"জাবালোপনিষৎ, পরমহংসোপনিষৎ, সন্ন্যাসোপনিষৎ, আরুণেয়োপনিষৎ, কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ, পিণ্ডোপনিষৎ, আত্মোপনিষৎ, চুলিকোপনিষৎ, নীলরুদ্রোপনিষৎ" এই নয়খানি উপনিষৎ একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৸০ আনা, মাশুল /০ আনা।

অথর্ব্ববেদীয় "রামতাপনীয়োপনিষৎ" ও "গোপালতাপনীয়োপনিষৎ" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল /০ আনা।

অথর্ব্ববেদীয় "নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ" ও "ষট্‌চক্রোপনিষৎ" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৩॥০ টাকা, মাশুল ৶০ আনা।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-"বৃহদারণ্যকোপনিষৎ" ছাপা হইতেছে।

☞ অতঃপর এইপ্রকার নিয়মে চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতে চলিল।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

বেদান্তরত্নাবলী।

চতুর্থকল্প।

মূল ও বঙ্গানুবাদ-সমেত পরমহংসাচার্য্যমাধব পরিব্রাজকের
বিবৃতি সহিত "কাপিলসূত্র" শেষনাগবিরচিত "পর-
মার্থসার" শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত "মণিরত্নমালা"
দত্তরামকৃত "নাড়ীপ্রকাশ।"

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে
শ্রীশ্রীশ্রী পূজ্যপাদ ভগবান্ সাক্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং ষড়্‌দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।
বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।
(*All rights reserved.*)

ভূমিকা।

বেদান্তরত্নাবলীতে যাবতীয় বেদান্তগ্রন্থ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বিরচিত গ্রন্থ সমুদয় বাঙ্গালা অনুবাদ-সহকারে প্রকাশিত করাই নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সারসঙ্কল্প ; সুতরাং ইহার প্রথমকল্পে সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা-সহিত "বেদান্তসার" শাঙ্করভাষ্য-সহিত "হস্তামলক" শঙ্করাচার্য্যের "নিরঞ্জনাষ্টক" এবং মধুসূদন সরস্বতী-বিরচিত "সিদ্ধান্তবিন্দুসার" ; ইহার দ্বিতীয়কল্পে শঙ্করাচার্য্যের "আত্মবোধ" ও বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর-কৃত দীপিকা সহিত শঙ্করাচার্য্যের "অপরোক্ষানুভূতি" এবং ইহার তৃতীয়কল্পে মহেশ্বর-কৃত টীকা-সহিত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-কৃত "প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটক" ও শঙ্করাচার্য্যের "তত্ত্বোপদেশ" বাঙ্গালা-অনুবাদ-সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার চতুর্থকল্পে বঙ্গানুবাদ-সমেত পরমহংসাচার্য্য মাধব-পরিব্রাজকের বিবৃতি সহিত "কাপিলসূত্র" শেষনাগবিরচিত "পরমার্থসার" শঙ্করাচার্য্য-কৃত "মণিরত্নমালা" ও দত্তরাম-কৃত "নাড়ীপ্রকাশ" প্রকাশিত হইল। পরন্তু ইহার পঞ্চমকল্পে ধর্ম্মরাজধ্বরীন্দ্র-কৃত মূল ও শিবদত্ত-কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ-সহিত "বেদান্তপরিভাষা" প্রকাশিত হইতেছে।

বেদান্তরত্নাবলীর চতুর্থকল্পে "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন" বা "ব্রহ্মসূত্র" প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল। কিন্তু মাধ্বভাষ্য ও জয়তীর্থমুনির "তত্ত্বপ্রকাশিকানাম্নী-টীকা ইহাতে সন্নিবেশিত করাতে গ্রন্থখানি অত্যন্ত বৃহদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; সুতরাং এই গ্রন্থখানিকে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। অলমতি।

উপনিষৎকার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ;
যোড়াসাঁকো ; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরায় নমঃ।

কাপিলসূত্রম্।

অথাতস্তত্ত্ব সমাসঃ ॥ ১ ॥

অচিন্ত্যমব্যক্তমনাদিমব্যয়ং জগন্নিদানং পরমাক্ষরং বিভুং।
প্রণম্য বাচা মনসা চ কায়কৈর্ব্বিনির্ম্মমে কাপিলসূত্রবৃত্তিকাং॥

ইহ খলু জগতি নিখিলচেতনাবতাং জন্তূনাং সুখং ভূয়াদ্দুঃখং মে মাভূদিতি সুখোৎপত্তৌ দুঃখহানৌ চ বলবতীচ্ছা জায়তে। নহি কদাচিদ্দুঃখাভাবমন্তরেণ সুখোৎপত্তিঃ সম্ভবতি সুখদুঃখয়োর্ব্বিরুদ্ধধর্ম্মত্বাৎ। তমঃপ্রকাশনয়োরিব তয়োঃ কদাপি একাধিকরণে সমাবেশোঽস্তীতি ভাবঃ। অস্মিন্ননাদিসংসারে সদৈব দুঃখবাহুল্যং দৃশ্যতে। যদ্যপীহ

এই জগতে প্রাণিমাত্রেরই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির ইচ্ছা হয়, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তি না হইলে সুখোৎপত্তির সম্ভব নাই। যেহেতু সুখ ও দুঃখ এই উভয় পরস্পর বিরোধী, কদাচ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত সুখ ও দুঃখ এই উভয়ের একাধারে সমাবেশ সম্ভবে না। যেমন অন্ধকার ও প্রকাশ এই উভয়ের একাধারে অবস্থান হইতে পারে না, সেইরূপ সুখ ও দুঃখের একস্থানে সমাবেশ অসম্ভব। যদি এই অনাদি সংসারে দুঃখ না থাকিত, তাহাহইলে কে দুঃখ নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করিত? সুতরাং এই সংসারে দুঃখাধিক্য জানা যাইতেছে। অতএব ত্রিবিধ দুঃখ, অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই দুঃখত্রয় নিবারণে অবশ্য যত্ন করিবে। বিশেষতঃ দুঃখত্রয় নিবারণই পরমপুরুষার্থ। ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই অলৌকিক সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাহইলেই পরমপুরুষার্থ

দুঃখং ন ভবেৎ তদা কস্তন্নিরাকরণোপায়ং কুর্য্যাৎ। পরন্তু ত্রিবিধদুঃখনিবারণে অবশ্যং যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। তাপত্রয়নিবৃত্তেরেব পরমপুরুষার্থত্বাৎ। শাস্ত্রজ্ঞানমেব তাপত্রয়নিবৃত্ত্যুপায়ঃ নান্যদুপায়ান্তরং কিমপি নাস্তীতি। যতঃ প্রারীপ্সিতশাস্ত্রপ্রতিপাদিতজ্ঞানমেব বিবেককারণম্। ইতি মনসি বিচারয়ন্ ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্যঃ স্বাধ্যায়োঽধ্যয়নীয় ইত্যধ্যয়নবিধিনা-সাঙ্গবেদাদিস্বাধ্যায়মধীত্য প্রকৃতিতোবিবেক্তব্য আত্মা ইতি চরমফলদাতৃত্বেন সংগৃহ্য নারায়ণাবতারং ঋষিপ্রবরং কপিলমুপাজগাম। ততঃ সদসদ্বিচারবিমলচেতাঃ কপিলোঽনেন দ্বাবিংশতিসংখ্যকসূত্রেণ অজ্ঞাননিরাকরণদ্বারা হেয়ং প্রতিপাদয়িষ্যন্ শিষ্যপরিবোধার্থং সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রারম্ভং প্রতিজ্ঞাতবান্। ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তেরেব পরমপুরুষার্থ-

---

সাধিত হইল জানা যায়। পরন্তু শাস্ত্রজ্ঞানই সেই ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তির কারণ, জ্ঞানব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়েই দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। যেহেতু শাস্ত্রপ্রতিপাদিত জ্ঞানই বিবেকের প্রতি অদ্বিতীয় কারণ মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য্য এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া "স্বীয় অধ্যেয় বিষয় অবশ্য অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য" ইত্যাদিরূপ অধ্যয়নবিধি অবলম্বন করিয়া সাঙ্গ বেদাদি স্বীয় অধ্যেয় শাস্ত্রসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে অবশ্য আত্মবিবেক কর্ত্তব্য, যেহেতু আত্মজ্ঞানই চরমফল প্রদান করে। পঞ্চশিখাচার্য্য এইরূপ স্থির করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে দৃঢ় অধ্যবসায় আশ্রয় পূর্ব্বক নারায়ণস্বরূপ কপিল ঋষির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মমনোগত বিজ্ঞাপন করিলে সদসদ্বিচারদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ কপিলঋষি বক্ষ্যমাণ দ্বাবিংশতি সূত্রদ্বারা অজ্ঞান নিরাকরণপূর্ব্বক হেয় প্রতিপাদন অভিপ্রায়ে শিষ্যবোধার্থ সংক্ষেপে শাস্ত্রারম্ভ করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। যোগিপ্রবর কপিলঋষি ষড়ধ্যায় সাংখ্যশাস্ত্রে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি রূপ পরমপুরুষার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন, এইক্ষণও পুনর্ব্বার সেইরূপ পুরুষার্থ নিরূপণে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন; সুতরাং পৌনরুক্ত দোষ ঘটি-

তয়া ষড়াধ্যায়াত্মকসাংখ্যশাস্ত্রস্য ন পৌনরুক্ত্যাপত্তিঃ সমাধিপারদর্শিনঃ কপিলস্যৈবাত্র ঈষদ্ভাষিতত্বাৎ। প্রতিজ্ঞাত মুদ্ভাবয়ন্ শাস্ত্রার্থমুপদিশতি অথেতি। যদ্যপি অথ স্যান্মঙ্গলে প্রশ্নে কার্য্যারম্ভেষ্বনন্তরে। অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামন্বাদেশাদিষু কচিদিত্যাদিনা অথ শব্দস্যার্থবাহুল্যং দৃশ্যতে তথাপ্যন্যেষামর্থানামত্রানুপযোগিত্বাদথশব্দস্যাধিকারার্থএব গৃহ্যতে। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থসমাপ্তিপ্রতিবন্ধকীভূতদুরদৃষ্টনাশপূর্ব্বকনির্ব্বিঘ্নং গ্রন্থসমাপ্তয়ে মঙ্গলাচরণস্যাবশ্যকত্বমুক্তং। নহি মঙ্গলাচরণমন্তরেণ গ্রন্থস্য পরিসমাপ্তির্ভবতীতি চেদথশব্দোচ্চারণমাত্রেণৈব বিঘ্নব্যূহনিবারকেণ মঙ্গলাচরণং প্রতীয়তে। এতেন শিষ্টাচারঃ প্রতিপালিতোভবতি। যথেহ কর্ম্মচিতোঽপিলোকঃ ক্ষীয়তে। এবমেবামুত্র পুণ্যচিতোঽপিলোকঃ ক্ষীয়ন্তে ইত্যাদিশ্রুত্যা কর্ম্মফলস্যানিত্যত্বং প্রতীয়তে। যতঃ কর্ম্মফলস্যানিত্যত্বং অতস্তত্ত্বপর্য্যালোচনৈব প্রকৃতফলপ্রদা স্যাদিতি সুতরামেব তত্ত্বানুসন্ধানং বিধেয়মিতি ॥ ১ ॥

তেছে। বাস্তবিক সমাধিবিশারদ কপিল শ্রুতিপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষার্থের কিঞ্চিন্মাত্র এই গ্রন্থে নিরূপণ করিয়াছেন; সুতরাং পৌনরুক্ত দোষের আশঙ্কা নাই। এই গ্রন্থে অল্পমতি বালকদিগের বোধের নিমিত্ত অবতরণিকামাত্র করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রযুক্ত গ্রন্থকার স্বীয়গ্রন্থের প্রারম্ভে অথ শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। অথ শব্দের উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ সকল বিঘ্ন নিবারিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই প্রথমতঃ অথ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভের সম্ভব নাই। যেহেতু যেমন কর্ম্মচিত লোক ক্ষয় পায়, অর্থাৎ যাঁহারা অশ্বমেধ যাগাদির যথাবিধি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের সেই যাগজন্যফল-ভোগান্তে ক্ষয় হয়, সেইরূপ যাহাদিগের অতুল পুণ্যরাশি সঞ্চিত আছে, সেই পুণ্যও ভোগাবসানে ক্ষয় পাইয়া থাকে; সুতরাং কর্ম্মফলের অনিত্যতাপ্রযুক্ত আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানে অবশ্য যত্ন করিবে। সেই আত্মজ্ঞান কথনও ক্ষয় পায় না ॥ ১ ॥

কথয়ামি অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ॥ ২ ॥

তত্ত্বং ব্যাকুর্ব্বন্ সূত্রমবতারয়তি কথয়ামীতি। কথয়ামীতি বাক্যচ্ছেদঃ। অষ্টৌ প্রকৃতীঃ কথয়ামীতি তাৎপর্য্যং। প্রকৃতেঃ কোঽর্থঃ কতমা প্রকৃতিঃ কতিবিধা সা ইতি সংশয়ং পরিজিহীর্ষন্ বদতি। প্রকরোতীতি প্রকৃতির্জ্জগৎপ্রসবিনীত্যর্থঃ। সা প্রকৃতির্দ্বিবিধা, বিশুদ্ধা বিমিশ্রা চ। গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থয়া জগতঃ কারণভূতমব্যক্তং প্রধানং শুদ্ধা পুনরেষাং বৈষম্যাবস্থয়া মহত্তত্ত্বাহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাণীতি সপ্তপ্রকৃতিবিকৃতিভূতানীতি বিমিশ্রা। একা শুদ্ধা সপ্ত বিমিশ্রাঃ এতা অষ্টৌপ্রকৃতয়ঃ। তথাহি প্রকৃতের্ম্মহত্তত্ত্বং জায়তে মহত্তত্ত্বাদহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি জায়ন্তে। বুদ্ধিবিশেষএব মহত্তত্ত্বং অহং করোমীতি ব্যবহারোঽহঙ্কারঃ। পঞ্চতন্মাত্রাণি তু রূপরসগন্ধস্পর্শবিশেষাণি সূক্ষ্ম

এইক্ষণ তত্ত্বনিরূপণার্থ বলিতেছেন, প্রথমতঃ প্রকৃতি কহিতেছি। ক্রমশঃ অষ্ট প্রকৃতি কহিব। প্রকৃতি শব্দের অর্থ কি ? কতপ্রকার প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সংখ্যা কত ? এই সকল আশঙ্কা নিরাসার্থ ইহাই বক্তব্য যে, যিনি সম্যক্ প্রকারে এই জগতের কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃতি, অর্থাৎ সেই প্রকৃতিই এই জগৎ প্রসব করিতেছেন। সেই জগৎপ্রসবিনী প্রকৃতি দুই প্রকার,—মিশ্রা ও শুদ্ধা। যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাদ্বারা জগতের প্রধান কারণ, ইনি শুদ্ধা প্রকৃতি, এই প্রকৃতি অব্যক্ত ও অচেতন। আর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহাদিগের বৈষম্যাবস্থাহেতু মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র ইহারাই প্রকৃতি নামক, এই সপ্তকে মিশ্র প্রকৃতি বলা যায়। উক্ত সপ্ত মিশ্র প্রকৃতি এবং বিশুদ্ধ প্রকৃতি এই সমুদায়ে অষ্ট প্রকৃতি হয়। এই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব কি ? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, বুদ্ধিবিশেষেই মহত্তত্ত্ব শব্দের প্রতিপাদ্য। আর "আমি করিতেছি" এইরূপ জ্ঞানকে অহঙ্কার বলা যায়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাদিগের সূক্ষ্মভাগকে পঞ্চতন্মাত্র কহে।

ভূতানি। ননু কথমিদমুচ্যতে অচেতনায়াঃ প্রকৃতের্জ্জগদুৎপত্তিঃ ঘটোৎপত্তাবিব চেতনকর্ত্তারং বিনা নহ্যুৎপত্তিরস্তিঃ সত্যমেতৎ। কেবলা চেতনস্যাপি শক্তির্দ্দৃশ্যতে। যথা অচেতনমপি দুগ্ধং বৎসানাং বৃদ্ধিং করোতি পুনরচেতনাদ্গোময়াদেঃ কীটাদয়োজায়ন্তে। যদি পুনরুচ্যতে গোময়ে দুগ্ধে চ গোমাতৃশরীরস্যাধিষ্ঠানাদেব সচেতনত্বং তেনৈব তয়োঃ শক্তিঃ স্বীক্রিয়তে ইতি। নৈতৎ সাধূক্তং ভবদ্ভিঃ। গোমাতৃশরীরয়োশ্চেতনাবত্ত্বেপি তাভ্যাং পরিত্যক্তয়োর্গোময়ক্ষীরয়োঃ কুতশ্চেতনত্বপ্রতীতিঃ। বস্তুতস্তু যথা চেতনাসংযুক্তস্যায়স্কান্তস্য সন্নিধিমাত্রেণ লোহানাং স্পন্দন শক্তি র্দ্দৃশ্যতে তথা সর্ব্বত্রাপি চেতনসংসর্গাদেব অচেতনানাং চেতনত্বং প্রতীয়তে ইতি মন্তব্যং ॥ ২ ॥

এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, অচেতন প্রকৃতিই জগৎপ্রসবিনী বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু অচেতন হইতে কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে? কদাচ চেতন কর্ত্তা ব্যতিরেকে উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না। যেমন ঘটাদির উৎপত্তিকালে সচেতন কর্ত্তা ব্যতিরেকে ঘটোৎপত্তি হইতে পারে না, সেইরূপ অন্যান্য পদার্থের উৎপত্তিও সচেতন কর্ত্তা ব্যতিরেকে সম্ভবিতে পারে না; সুতরাং প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া তাহার জগৎ কর্ত্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম, কিন্তু কেবল অচেতনেরও উৎপাদকতা শক্তি দেখিতেছি। দুগ্ধ অচেতন পদার্থ বটে, তথাপি তাহার বৎসের বর্দ্ধনকারিত্ব শক্তি আছে এবং অচেতন গোময়পিণ্ড হইতেও কীট জন্মিতে দেখা যায়। তথাপি যদি বল, দুগ্ধেতে মাতার এবং গোময়ে গোর অধিষ্ঠান প্রযুক্ত মাতার ও গোর সচেতনত্বহেতু দুগ্ধে ও গোময়েও সচেতনতা আছে; সুতরাং দুগ্ধের ও গোময়ের বৎসবর্দ্ধন কারিত্ব ও কীটোৎপাদকত্ব শক্তি সম্ভবিতে দোষ কি? ইহা সংকল্প নহে, মাতৃশরীর ও গোশরীরের সচেতনত্ব থাকিলেও পরিত্যক্ত দুগ্ধ ও গোময়ের সচেতনত্ব হইতে পারে না। কখনও পরিত্যক্ত বস্তুতে পূর্ব্বসংসৃষ্ট পদার্থের গুণ ও দোষ সম্ভবে না। বাস্তবিক যেমন চেতনা

ষোড়শস্তু বিকারঃ ॥ ৩ ॥

প্রকৃতিং কথয়িত্বা বিকারান্ কথয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ষোড়শেতি। ক্ষিত্যপ্তেজোবায়্বাকাশানি ভূতানি পঞ্চ, বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মকানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বাত্বগাত্মকানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ এষ ষোড়শসংখ্যকোবিকারঃ। পঞ্চতন্মাত্রবৎ পৃথিব্যাদীনামুভয়াত্মকত্বাৎ ঘটাদ্যুপাদানভূতানাং ভূম্যাদীনাং বিকারতা সিধ্যতি। নাপি ক্ষীরস্য বিকারোদধি দধ্নোবিকারো নবনীতং তদ্বিকারো দৌর্গন্ধ্যমিত্যাদ্যনবস্থাপ্রসক্তেঃ। বস্তুতস্তু ঘটপটাদীনি ন পৃথিব্যাদ্যতিরিক্তানি। বাচারম্ভণং বিকারো মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৩ ॥

সংযুক্ত অয়স্কান্তের সন্নিধিমাত্র অচেতন লৌহাদির স্পন্দন হয়, সেইরূপ অচেতন প্রকৃতি হইতে উৎপত্তি হইতে পারে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া এই সূত্রে বিকার নিরূপণ করিতেছেন। ষোড়শ বিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা ও নাসিকা এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ এই ষোড়শ বিকার জানিবে। যদি বল, পৃথিবী প্রভৃতিরা ঘটাদির উপাদান; সুতরাং ইহাদিগকে কিরূপে বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? পঞ্চতন্মাত্রবৎ পৃথিব্যাদিরও উভয়াত্মকত্ব আছে, দুগ্ধের বিকার দধি, দধির বিকার নবনীত এবং নবনীতের বিকার দুর্গন্ধ ইত্যাদিরূপে অনবস্থা দোষ ঘটিয়া উঠে। বিশেষতঃ ঘটপটাদি বস্তু সকল পৃথিব্যাদির অতিরিক্ত নহে। "ঘট, পট ইত্যাদি নামই বিকার, বাস্তবিক ঐ সমুদায়ই মৃত্তিকা" ইত্যাদি শ্রুতিতেও ঘটপটাদির বিকারতা জানা যায় এবং সেই ঘটাদি মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে পৃথক নহে; অতএব পৃথিব্যাদির বিকারতা কথনে দোষ নাই। ভূমিতে ও ঘটাদি ইন্দ্রিয় সংযোগ তুল্যরূপেই হইয়া থাকে, কিন্তু বিকারহেতুই মৃত্তিকা হইতে ঘটকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ হয় ॥ ৩ ॥

পুরুষঃ ॥ ৪ ॥

যথা অচেতনস্তরথাদেরশ্বসংযোগাৎ গতিস্তথা সর্ব্বত্র চেতনসম্বন্ধেন সচেতনত্বোপলব্ধিরিত্যাহ পুরুষ ইতি। পুরীশয়নাৎ পুরুষ ইত্যুচ্যতে। শরীরমেবপুরী, পুরুষসংযোগেনৈব সর্ব্বং চেতনাবদ্বিভাতি। সএব ভোক্তা নির্লেপো হপ্রসবধর্ম্মী নিত্যশ্চ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবা ধূমকঃ ঈশানো ভূতভব্যস্য অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদিশ্রুতেঃ। কিমত্র পুরুষ এক এব বহবো বা। নাদ্যঃ পুরুষস্যৈকত্বে একস্মিন্ পুরুষে মৃতে সর্ব্বএব ম্রিয়েরন্ সুতরামেব সৃষ্টিলোপাপত্তিঃ স্যাৎ। নন্থ তথাপি একত্বমেব পুরুষস্য স্যাৎ ঘটাকাশমঠাকাশবদৌপাধিকভেদেন বহুত্বমিতি। তথাসতি পুরুষস্যৌপাধিকত্বেহপ্যভ্যুপগম্যমানে কালেন সংসারলোপাপত্তিঃ প্রসজ্যেত। তত্ত্বজ্ঞানেনোপাধিবিনাশে মোক্ষাভাবশ্রবণাৎ অবুদ্ধি-

যেমন অচেতন রথাদিতে অশ্ব সংযোগবশত তাহার গমনপ্রতীতি হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্রই চেতন সম্বন্ধ বশত অচেতনেরও চেতনত্ব প্রতীতি হইতে পারে। যিনি পুরীতে শয়ন করিয়া আছেন, তিনিই পুরুষ, অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মাই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয়েন। সেই পুরুষের সংযোগ বশতই সকল পদার্থ সচেতনরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই পুরুষই ভোক্তা, নির্লিপ্ত, নিত্য ও অজন্মা। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর নির্ধূম জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনিই ভূত ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের কর্ত্তা। এই পুরুষ শব্দ, স্পর্শ ও রূপরহিত এবং অব্যয়। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি পুরুষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেন, ইনি এক, কি বহু? যদি পুরুষ এক হইতেন, তাহাহইলে এক ব্যক্তির মরণে সকলের মৃত্যু হইতে পারে; সুতরাং সহসা সৃষ্টি লোপ হইয়া উঠে। তথাপি পুরুষের একত্ব স্বীকার করি, যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশাদি উপাধিভেদে আকাশের বহুত্ব হয়, সেইরূপ উপাধিভেদে এক পুরুষেরও বহুত্ব হইতে পারে। তাহাও হইতে পারে না, পুরুষের ঔপাধিক বহুত্ব স্বীকার

মদ্বস্তনঃ কদাচিদবস্থিতির্ন সম্ভবতি। যথা নিরন্তরবিতরণশীলস্য অচিরেণৈব কালেন অপরিমিতধনরাশীনামায়হীনানাং সমূলোচ্ছেদোভবতি তদ্বৎ সৃষ্টিনাশঃ সম্ভবেৎ। নৈতদ্যুক্তিযুক্তং মাতাপিতৃভ্যামুৎপন্নস্য পুত্রদেহস্য মাতাপিত্রোরংশভূতত্বেন তচ্ছরীরাধিষ্ঠিতপুরুষয়োবংশঃ পুত্রাদৌ কেন বার্য্যতে। যথা উপাদানভূতাৎ তন্ত্বাদে রক্তপীতসংযোগিনঃ পটোরক্তঃ পটঃ পীত ইতি তদ্বৎ স্বসমানজাতীয়চৈতন্যং কার্য্যেঽবগম্যতে কলেরংশশ্চ সংযজ্ঞে ভূবি দুর্য্যোধনোনৃপ। ইতি মহাভারতে আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। অনেন মাতাপিত্রোরংশভূতানাঞ্চ নিখিলপুরুষাণাং মধ্যে কেচিৎ সংসরন্তি কেচিন্মুচ্যন্তে। তন্ন সম্প্রদায়বিদাং রুচিতং। ন দ্বিতীয়ঃ সুখদুঃখজন্মমরণাদীনাং নানাত্বাৎ বর্ণা-

করিলেও কালেতে সংসারলোপাপত্তি হইয়া উঠে। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা উপাধি বিনাশই মোক্ষ শ্রবণ আছে। কদাচ অবৃদ্ধিমদ্বস্তর অবস্থাত সম্ভবে না। যেমন কোন ব্যক্তির অপরিমিত ধন থাকিলেও যদি তাহার বৃদ্ধি না হয়. অথচ নিয়ত ব্যয় হইতে থাকে, তাহাহইলে সেই অপরিমিত ধনও অল্পকাল মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়। সেইরূপ যাহার বৃদ্ধি নাই, তাহা অচিরে নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং বৃদ্ধিহীনের অবস্থান হইতে পারে না। ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না, মাতা ও পিতা হইতে উৎপন্ন পুত্র শরীরে মাতা পিতার অংশত্বহেতু তাহাতে মাতা পিতার শরীরাধিষ্ঠিত পুরুষের অংশ আছে; সুতরাং পুত্রাদিতে পিতা মাতার বাসনার অংশ কে বারণ করিতে পারে? কদাচ পিতা মাতার শরীরের অংশ ভিন্ন কোন প্রাণীর আবির্ভাব হইতে পারে না। কার্য্যভূত পদার্থেতে স্বসমান জাতীয় পদার্থের চৈতন্য জানা যায়। যেমন বস্ত্রের উপাদান সূত্র সকল রক্ত, পীত অথবা নীলবর্ণ হইলে বস্ত্রও রক্ত, পীত অথবা নীলবর্ণ হইয়া থাকে। সেইরূপ পুত্রের প্রতি উপাদান ভূত পিতা মাতার শরীরাধিষ্ঠিত পুরুষের চৈতন্যাবগতি হয়। মহাভারতে লিখিত আছে যে, দুর্য্যোধন কলির অংশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ত্রৈগুণ্যাৎ ॥ ৫ ॥

শ্রমাদিধর্ম্মাণাঞ্চ বহুত্বাৎ পুরুষস্য বহুত্বং। অস্মিন্ পক্ষেপি জগতো বিনাশ ইতি ন বাচ্যং পুরুষাণাং অনন্তত্বেপি বিরোধাৎ। সাংখ্যাচার্য্যাঃ এতানি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি মন্যন্তে। যদ্যেবং পুরুষ আদিমান্ কথং ন স্যাৎ সত্যং অনন্তবাসনাবশেন কুলালচক্রবৎ ঘটীযন্ত্রবচ্চ অসকৃজ্জন্মমরণ প্রতিপাদ্যশ্রুত্যনবকাশাৎ। সংবৎসরো বৈ প্রজাপতি স্তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ তদবেহি বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তেঃ কৃত ইত্যুপাসতে। তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে তএব পুনরাবর্ত্তন্তে তে ঋষয়ঃ প্রজাকামাঃ দক্ষিণং প্রতিপাদ্যন্তে। এষ ভুমৈব রয়ি পিতৃযান অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া জ্ঞানমন্বিষ্যাদিত্যভিজায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ॥ ৪ ॥

ইতঃপূর্ব্বং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি নিরূপ্য ইদানীমবান্তরগুণা নিরূপ্যন্তে। সত্ত্বরজস্তমাংসীতি ত্রয়ো গুণাস্তেষাং ভাবস্ত্রৈগুণ্যং সত্ত্বরজস্তমসাং পরস্পরগুণপ্রধানভাবং বিহায় সামান্যেন স্বরূপেণাবস্থানং জ্ঞায়তে। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।

এবং শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে প্রতীতি হইতেছে যে, সকল পুরুষই পিতা মাতার অংশভূত, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংসারে বিচরণ করে, অপর কতকগুলি মুক্ত হয়। এইমত সিদ্ধান্তবাদীদিগের রুচিকর নহে। অতএব দ্বিতীয়পক্ষ অর্থাৎ পুরুষের বহুত্বই স্বীকার করা যায়, যেহেতু সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণাদির নানাত্ব এবং বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের বহুত্ব দৃষ্ট হয়। এই পক্ষে পুরুষের অনন্তত্ব প্রযুক্ত একদা সৃষ্টিলোপ সম্ভবে না, সাংখ্যাচার্য্যেরাও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, কুললাচক্রেরন্যায় জীবসকল পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাদিদ্বারা এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে; সুতরাং পুরুষের বহুত্বই প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ অবান্তর গুণবিভাগ নিরূপণ করিতেছেন।—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারাই গুণত্রয়নামে প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত গুণত্রয়ের পরস্পর প্রধানভাব পরিত্যাগ করিয়া

সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ৬ ॥

অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ। ইত্যাদি শ্রুতিবিহিতত্বাৎ। এতৈরুপাদানভূতৈঃ সুখদুঃখাদ্যাত্মকৈর্গুণৈঃ সহ নিঃসঙ্গস্য চেতনাবতঃ পুরুষস্য প্রদীপতমসোরিব সম্বন্ধোঽস্তি সন্নিধিমাত্রত্বাৎ। কথমিদমুক্তং নিরবয়বে জগদুপাদানভূতে গুণানাং সম্বন্ধঃ সম্ভবেদিতি ন কদাপি নিরবয়বে আকাশাদৌ গুণসম্বন্ধো দৃশ্যতে লোকে উৎপলাদাবয়বিনি নীলাদয়োগুণা দৃশ্যন্তে। সত্যং বৈদিকস্য সর্ব্বশক্তিমত্বাৎ লৌকিকবদলৌকিকবেদাববোধস্য শক্তির্ন বিদ্যতে ইত্যেবমিদানীং বর্ণ্যতে। পক্ষান্তরে নিরবয়বেষু লৌকিকেষু পরমাণ্বাদিষু যদি শুক্লাদয়োগুণাঃ স্বীক্রিয়ন্তে তদা সর্ব্বশক্তিমতো জগৎকারণস্য দূষণং ভূষণমেব স্যাৎ ॥ ৫ ॥

প্রকৃতেঃ সত্ত্বাদিগুণানামুৎপত্তিমুক্ত্বা তেষাং ধর্ম্মান্ বিবক্ষুঃ সূত্রমবতারয়তি। সঞ্চরঃ উৎপত্তিঃ প্রতিসঞ্চরঃ প্রলয়ঃ। অষ্টাভ্যঃ প্রকৃতিভ্য উৎপত্তি-

---

শ্রুতিবাক্য প্রমাণে প্রকৃতির স্বরূপে অবস্থান জানা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, এক নিত্যাপ্রকৃতি বহুপ্রজা সৃষ্টি করেন এবং পুরুষ সেই প্রকৃতির সেবায় অনুগত রহিয়াছেন। যখন পুরুষ সেই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে, তখনই মুক্ত হয়। যেমন প্রদীপের সন্নিধানমাত্র অন্ধকারে প্রদীপের সম্বন্ধ হয়, সেইরূপ সন্নিধিমাত্রই উপাদানাবস্থিত সুখদুঃখাদ্যাত্মক গুণত্রয়ের সহিত চেতন পুরুষের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যদি বল, জগদুপাদানভূত নিরবয়ব পুরুষেতে কিরূপে গুণসম্বন্ধ সম্ভবিতে পারে? লোকেতে সাবয়ব উৎপলাদিতেই নীলাদিগুণের সম্বন্ধ দেখা যায়, কখনও নিরবয়ব আকাশাদিতে গুণসম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। তথাপি বেদবাক্যানুসারেই পুরুষের গুণ সম্বন্ধ প্রতীত হয়। অথবা যদি লোকে নিরবয়ব পরমাণুতে শুক্লাদি গুণসম্বন্ধ স্বীকার করে, তাহাহইলে সর্ব্বশক্তিমান জগৎকারণ নিরবয়ব পুরুষের গুণসম্বন্ধে দোষ কি? ॥ ৫ ॥

প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই গুণ সকলের অবান্তর ধর্ম্ম বলিতেছেন।—সঞ্চর শব্দের অর্থ উৎপত্তি এবং প্রতি সঞ্চর শব্দে

অধ্যাত্ম-মধিভূত-মধিদৈবঞ্চ ॥ ৭ ॥

স্তাসু প্রলয়ং শ্রূয়তে। যতঃ প্রকৃতের্ম্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি জায়ন্তে এবং পঞ্চতন্মাত্রাণি অহঙ্কারে অহঙ্কারো মহতি মহান্ প্রকৃতৌ বিলীয়তে ইতি। কূর্ম্মো যথা স্বদেহং কচিৎ প্রসরতি কদাচিদাকুঞ্চয়তি অথবোর্ণনাভঃ সূত্রং স্বয়মেব বহির্নিঃসারয়তি অন্তরাক্রামতি চ তথা অনুলোমবিলোমেন প্রকৃত্যাদয়ো জায়ন্তে প্রবিলীয়ন্তে চ! ইতি ॥ ৬ ।

প্রকৃত্যাদীনাং ধর্ম্মানুক্ত্বা ইদানীং সাংখ্যানুমন্যমানানাং প্রকৃত্যাদি পদার্থানাং সুখদুঃখাত্মকতয়া তৎস্বরূপমাহ। চতুর্ব্বিধপ্রাণিজাতং জগৎ তাপত্রয়াসংযুক্তং ন জ্ঞাতব্যং ত্রৈবিধ্যাশ্রয়াদিতি। ত্রৈবিধ্যং কিন্তাবদত্রোচ্যতে অধ্যাত্মমধিভূমধিদৈবঞ্চেতি ত্রৈবিধ্যং। আত্মনি শরীরে চিত্তে বা অধিব্যাপ্য বর্ত্ততে ইতি অধ্যাত্মং তচ্চ শারীরং মানসঞ্চেতি দ্বিবিধং

প্রলয় জানা যায়, অষ্টপ্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি হয় এবং সেই অষ্ট প্রকৃতিতেই জগৎ লয় পাইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে। এইরূপে পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারে অহঙ্কার, মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় পায়। যেমন কূর্ম্ম কখন কখন স্বীয় অঙ্গসকল বিস্তৃত করে, কখন বা সেই সকল অঙ্গ সঙ্কোচিত করিয়া থাকে এবং উর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন কোন সময়ে আপন অঙ্গ হইতে সূত্র বহির্গত করে এবং কোন কালে সেই সূত্র আপনার অঙ্গমধ্যে নিবেশিত করে, সেইরূপ অনুলোম বিলোমে প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে উৎপত্তি প্রলয় হয়। ৬।

এক্ষণ সাংখ্যমতানুযায়ী পদার্থ সকলের সুখদুঃখস্বরূপত্বহেতু তৎস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—এই জগৎ ত্রিবিধ দুঃখে অসংযুক্ত নহে। অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈবত ইহারাই ত্রিবিধদুঃখ। শরীর অথবা চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া যে দুঃখ হয়, তাহার নাম অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্ম দুঃখ দ্বিবিধ, শারীর ও মানস। বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যহেতু শারীর দুঃখ জন্মে এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভীতি ও বিষাদহেতু মনোরথ সিদ্ধির

বায়ুপিত্তকফানাং বৈষম্যাং শারীরং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহভীতিবিষাদৈর্ম্মনোরথানামপ্রাপ্তিনিমিত্তং মানসং। এতৎ সর্ব্বমেবাধ্যাত্মদুঃখং জ্ঞাতব্যং আন্তরিকত্বাৎ। ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তমানং যত্তদধিভূতং তচ্চপশুপক্ষিসর্পাদিস্থাবরনিমিত্তং। দৈবং লক্ষীকৃত্য অধিদৈবং তদৈব বিনায়কগ্রহ-রাক্ষস-যক্ষাদ্যাবেশ নিমিত্তং। এবম্বিধৈস্ত্রিবিধৈর্দুঃখৈঃ প্রকৃতের্ব্বিকারাণাঞ্চ তাদাত্ম্যমিতি ভাবঃ। এতেষাং দুঃখত্রয়াণাং বিনাশে বহবঃ সুখোপায়াঃ সন্তি। তথাহি শারীরদুঃখস্য উপশমনার্থং বৈদ্যনিকরৈরোষধিরসায়নঃ সুখোপায়ঃ কৃতঃ মানসিকস্যাপি দুঃখস্য নিরাকৃতয়ে সুরম্যহর্ম্ম্য-কামিন্য-পূর্ব্ব-ভোজনালঙ্কারাদিঃ সুগমো হেতুর্ব্বিদ্যতে। এবং বিবিধাধিভৌতিকদুঃখস্য প্রতীকারে নীতিশাস্ত্রাভ্যাসপটুতারূপং কারণমস্তি। তথা অধিদৈবস্য দুঃখস্য উপশমায় মণিমন্ত্রপ্রয়োগো বিশিষ্টহেতুরস্তি। যদ্যপ্যেবং তথাপি ন তাপত্রয়াণামেষামেতৈ রতিশয়া নিবৃত্তিঃ পুনঃ পুনরুৎপত্তিসম্ভবাদিতি বোধ্যং ॥ ৭ ॥

অপ্রাপ্তি নিমিত্ত মানস দুঃখ হইয়া থাকে। এই সমুদায়কেই অধ্যাত্ম দুঃখ জানিবে। ভূতসমূহকে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ হয়, তাহাকে অধিভূত দুঃখ বলা যায়। মানুষ, পশু, পক্ষী, সর্প, স্থাবরাদি নিমিত্ত এই দুঃখ হইয়া থাকে। আর দৈবসম্বন্ধী দুঃখের নাম অধিদৈব দুঃখ। এই দুঃখ গ্রহ, বিনায়ক, যক্ষ ও রাক্ষসাদির আবেশ নিমিত্ত হয়। যদিও প্রাণি মাত্রই উক্ত ত্রিবিধ দুঃখে অভিভূত থাকুক, তথাপি এই দুঃখসকলের বিনাশে বহুবিধ সুগম উপায় আছে। শারীর দুঃখের বিনাশের নিমিত্ত বৈদ্যগণ অনেক প্রকার বনস্পতি রসায়ন, অর্থাৎ বহুবিধ ঔষধির উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকল ঔষধদ্বারা আমরা শারীর দুঃখের নিবারণ করিতে পারি। সুরম্য হর্ম্ম্য, কামিনী, অপূর্ব্ব ভোজন এবং অলঙ্কারাদিদ্বারা মানস দুঃখের পরিহার হয়, নীতিশাস্ত্রের পটুতাদ্বারা অধিভূত দুঃখের বিনাশ হইতে পারে এবং অধিদৈব দুঃখের নিবারণের নিমিত্ত বিবিধ মণিমন্ত্রপ্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে। যদিও উক্ত উপায় সকল ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের সহজ উপায় বটে, তথাপি উক্ত উপায়সমূহ-

পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮ ॥

ইদানীং বুদ্ধেঃ সাধারণং ধর্ম্মং নিরূপয়িষ্যন্ সূত্রমবতারয়তি পঞ্চেতি। অভিবুধ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে আভিরিত্যভিবুদ্ধয়ঃ কিয়ত্যস্তা ইত্যাশয়নে পঞ্চাভিবুদ্ধয়ো প্রদর্শ্যন্তে। ত্রিবিধমন্তঃকরণং বুদ্ধীন্দ্রিয়ং কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতি পঞ্চ। অন্তঃকরণানি তু বুদ্ধ্যহঙ্কারমনাংসি। অধ্যবসায়ো বুদ্ধের্দ্ধর্ম্মবিশেষঃ অভিমানস্তু অহঙ্কারস্য। সঙ্কল্পবিকল্পৌ মনসঃ। বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি তু যথাসংখ্যং দর্শনাদিক্রিয়াসাধনানি চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্‌ঘ্রাণরসনারূপাণি। দর্শনাদয়োঽপি বুদ্ধেরবান্তরধর্ম্মবিশেষাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃসন্তি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ যথাসংখ্যং বচনাদিক্রিয়াসাধনানি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মকানি পঞ্চ। সাকল্যেন ত্রয়োদশবিধং করণমিত্যর্থঃ। অতএব নিরন্তরোৎপত্তিবিনাশবতি অনাদি জগতি নিখিলবস্তুজাতস্য বিজ্ঞাতব্যত্বেন অভিবুদ্ধয়ঃ শক্যাঃ। কেচিত্তু অন্তঃকরণানাং মধ্যে মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বং বদন্তি তন্ন সাম্প্রতং সর্ব্বেন্দ্রিয়-

দ্বারা নিঃশেষরূপে দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি হয় না, যেহেতু উক্ত উপায়ে একবার দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও পুনর্ব্বার সেই সকল দুঃখের উৎপত্তির সম্ভব আছে। ৭।

এইক্ষণ বুদ্ধির সাধারণ ধর্ম্ম নিরূপণ করিতেছেন।—যাহাদ্বারা জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বুদ্ধি বলা যায়। সেই বুদ্ধি পঞ্চবিধ, যথা ত্রিবিধ অন্তঃকরণ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন ইহাদিগকেই অন্তঃকরণ বলা যায়। অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্ম, অভিমান অহঙ্কারের ধর্ম্ম। দর্শনাদি ক্রিয়া সাধক চক্ষুঃ শ্রোত্র, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং বচনাদি ক্রিয়াসাধক বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। অতএব সাকাল্যে ত্রয়োদশবিধ করণ (ইন্দ্রিয়) জানা যাইতেছে। উক্ত ত্রয়োদশবিধ করণদ্বারা নিরন্তর জন্মমরণশালী সমস্তবস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। কোনমতে অন্তঃকরণের মধ্যে মনকে ইন্দ্রিয় বলে না, এই মতকে যুক্তিযুক্ত বলা যায় না, যেহেতু মনই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরক এবং ইন্দ্রিয়গণ মনের সহিত স্ব স্ব বিষয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং মন ইন্দ্রিয় নহে, ইহা বলা যায় না। এইরূপে বুদ্ধি ও অহ-

পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥ ৯ ॥

পঞ্চ বায়বঃ ॥ ১০ ॥

নিয়ম্য মনসা সহ স্বস্ববিষয়েষু ইন্দ্রিয়াণাং তাদাত্ম্যাববোধাৎ। এতেন বুদ্ধ্যহঙ্কারয়োরিন্দ্রিয়ত্বং স্ফুটীকৃতমাসীৎ। অহং সুখী অহমেব দুঃখী ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ সম্ভবেৎ ॥ ৮ ।

বাসনায়া আবিষ্করণং কুতএবস্যাদিতি শঙ্কাং পরিহরন্ সূত্রমুত্থাবয়তি পঞ্চেতি। কর্ম্মৈব যোনিঃ কারণং যেষাং তে কর্ম্মযোনয়ঃ বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষাঃ। প্রাণিনাং সুখদুঃখয়োরুপভোগার্থং ক্লিষ্টাক্লিষ্টভেদেন পঞ্চৈব কর্ম্মযোনয়ো ব্যবহ্রীয়ন্তে ইতি যাবৎ। অনয়া ক্লিষ্টবৃত্ত্যা সংসারানলপ্রতপ্তো জীবো দুগ্ধাদিকং পিবতি অপরতশ্চাক্লিষ্টবৃত্ত্যা মুমুক্ষুঃ সমুৎপন্নবিবেকঃ সন্ পরমানন্দং সুখমুপভুঙ্ক্তে। প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্পনিদ্রা-স্মৃতয়স্তাঃ পঞ্চেতি ভাবঃ। সাংখ্যভাষ্যকৃতা শ্রীমতা বিজ্ঞানাচার্য্যেণ ষড়ধ্যায়সাংখ্যভাষ্যে প্রপঞ্চিতমেতদতি বিস্তারভিয়া নাত্র প্রপঞ্চিতমিতি ॥ ৯ ॥

ইদানীং পঞ্চভূতানাং মধ্যে একতমস্য বায়োঃ প্রকারভেদদর্শনায়-

ঙ্কার ইহারাও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পরিগণিত হয়। কারণ সকলেরই "আমি সুখী এবং আমি দুঃখী" এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বুদ্ধিবৃত্তিই কর্ম্মযোনি; অর্থাৎ কর্ম্মই বুদ্ধিবৃত্তির কারণ। প্রাণিদিগের ক্লিষ্টাক্লিষ্টভেদে পঞ্চ কর্ম্মযোনি ব্যবহৃত হয়। এই ক্লিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারাই জন্তুগণ সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া দুঃখভোগ করে এবং অক্লিষ্টবুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু মানব সকল পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ইহারাই পঞ্চ কর্ম্মযোনি। আচার্য্যপ্রবর বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে এই বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন, এই স্থানে বিস্তারভয়ে তাহা পুনঃ প্রতিপাদিত হইল না ॥ ৯ ॥

জন্তুগণের দেহমধ্যে পঞ্চবিধ বায়ু বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চ বায়ু হইতেই উৎপপত্তি বিনাশভাগী প্রাণিগণের নানাবিধ বৃত্তি হয়।

সূত্রমবতারয়তি পঞ্চেতি। যতঃ প্রলয়োৎপত্তিমতাং প্রাণিনাং বিবিধাবৃত্তয়ঃ স্যুস্তে এতে পঞ্চবায়বো জ্ঞাতব্যা ইত্যর্থঃ। তথাহি প্রাণাপান সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়ব ইতি। প্রাণস্য মুখনাসাদ্যধিষ্ঠিতাবৃত্তিঃ। অপানস্য বৃত্তিঃ পৃষ্ঠপায়ূপস্থাদ্যধিষ্ঠিতা। সমানস্য বৃত্তিঃ কণ্ঠাদিসমাশ্রিতা। উদানস্য বায়োর্ব্বৃত্তিস্তু হৃন্নাভিসর্ব্বসন্ধ্যধিষ্ঠিতা। ব্যানস্য বৃত্তিস্তু ত্বগাদ্যধিষ্ঠিতা। নন্বত্র বায়ুরেব সর্ব্বক্রিয়াসাধনশ্চেতনশ্চঞ্চলশ্চ সন্ সমস্তং প্রাণিজাতং প্রেরয়তি কিং পুনরেতদতিরিক্তঃ সচেতনঃ পুরুষঃ স্বীক্রিয়তে সত্যং নাত্র কশ্চিদ্বিবাদঃ শ্রুতৌ প্রাণাদ্যতিরিক্তপুরুষ প্রসিদ্ধেঃ। তথাচ শ্রুতিঃ অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি। অপিবা প্রাণ এব যদি চেতনস্তদা সুষুপ্তিপ্রাপ্তস্য পুরুষস্য প্রাণানুৎক্রমণস্য সুষুপ্তিকালে প্রাণস্য বিদ্যমানত্বেনাপি জাগ্রৎকালে প্রত্যক্ষইব তত্র ঘটপটাদয়োপ্যবগম্যন্তে। প্রকৃতেপি সুষুপ্তিকালে ন ঘটপটাদিবাহ্যপদার্থাবগতিঃ সম্ভবতি। করণোপরমাৎ। যথা গৃহস্বামী একং দৌবারিকং দ্বাররক্ষণে নিয়োজ্য সপরিবারো বহির্গচ্ছতিঃ। তথা পুরুষো দেহমধ্যে প্রাণমাত্রং স্থাপয়িত্বা আনন্দেন বিশ্রাম্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি বায়ুর নাম। স্থানবিশেষে উক্ত পঞ্চ বায়ুর বৃত্তি হইয়া থাকে। মুখ ও নাসিকাদিতে প্রাণ বায়ুর বৃত্তি হয়। আপনবায়ুর বৃত্তি পৃষ্ঠপায়ু ও উপস্থাদিতে অধিষ্ঠিত। সমানবায়ুর বৃত্তি কণ্ঠাদিতে সমাশ্রিত আছে, উদানবায়ুর বৃত্তি হৃদয়, নাভি এবং সর্ব্বসন্ধির আশ্রিত এবং ব্যানবায়ুর বৃত্তি ত্বগাদিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। যদি বায়ুকে সর্ব্বপ্রাণীর ক্রিয়া কারক, চঞ্চল ও চেতন বলিয়া স্বীকার করিলে এবং সেই বায়ুই নিখিল প্রাণীকে প্রেরণ করে ও প্রকাশ করে, তাহাহইলে বায়ুর অতিরিক্ত চেতনপুরুষ স্বীকার করি কেন? ইহা সত্য, পরন্তু প্রাণ ও পুরুষ এই উভয় বিষয়ে কোন বিবাদই নাই, যেহেতু "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ" ইত্যাদিশ্রুতিতে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর অতিরিক্ত পুরুষের শ্রবণ আছে। অথবা যদি প্রাণই চেতন হইল তাহাহইলে যখন পুরুষের সুষুপ্তি হয়, তখন তাহার প্রাণ বহির্গত হয় না, দেহেতেই প্রাণ বিদ্যমান থাকে; সুতরাং জাগ্রৎ অবস্থায় ন্যায় সুষুপ্তি

পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ ॥ ১১ ॥

প্রকৃতের্গুণান্মুক্ত্বা কর্ম্মনিবর্ত্তকং নিরূপয়তি পঞ্চেতি। আত্মা কর্ম্মণাং নিবর্ত্তক ইতি যাবৎ। কর্ম্মণাং আত্মানঃ পঞ্চ জ্ঞাতব্যাঃ। এতা যমাভ্যাসসমাধিপ্রজ্ঞা উৎপদ্যন্তে অতএব পুরুষাণাং নিখিলাঃ ক্রিয়া নিবর্ত্তন্তে। ক্রমেণ যমাদীনাহ কে তে যমাদয়ঃ অহিংসা-সত্যমস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাণাং যমসংজ্ঞা কথ্যতে। নিরন্তরদীর্ঘকালসদ্বিষয়যত্নোঽভ্যাসঃ। পরত্রেহ ভোগবিরাগো বৈরাগ্যং। মনস একাগ্রতা সমাধিঃ। সত্বপুরুষান্যথাজ্ঞানং প্রজ্ঞা। এতৎ পাতঞ্জলে ব্যাসদেবেন প্রপঞ্চিতমিতি ॥ ১১ ॥

কালেও ঘটপটাদির জ্ঞান হইতে পারে। বাস্তবিক সুষুপ্তিকালে কোন জ্ঞানই হয় না। যেমন কোন পুরস্বামী দ্বাররক্ষণের নিমিত্ত কোন দৌবারিক নিযুক্ত করিয়া সপরিবারে বহির্গমন করে, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে পুরুষ প্রাণকে দেহরক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়া স্বয়ং ইন্দ্রিয়গণের সহিত মহানন্দে বিশ্রাম করিতে থাকে ॥ ১০ ॥

ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতির সত্বাদি গুণ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ যাহাতে কর্ম্মের নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহার উপায় কহিতেছেন।—আত্মাই কর্ম্মের নিবৃত্তি করিয়া থাকে। এইস্থলে পঞ্চবিধ উপায় আছে, যথা—সংযম, অভ্যাস বৈরাগ্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা। ক্রমশঃ এই পঞ্চবিধ উপায় আশ্রয় করিলেই পুরুষের নিখিল ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়। প্রমাণনন্তরে জানা যায় যে, যাহার সংযমাদি সাধিত হইয়াছে, তাহার কোন ক্রিয়া নাই। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই সকলই যম নামে অভিহিত হয়। দীর্ঘকাল নিরন্তর সদ্বিষয়ের প্রযত্নকে অভ্যাস বলা যায়। ইহকালে ও পরকালে ভোগাভিলাষের, নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য, মনের একাগ্রতাই সমাধি এবং সৎপুরুষেতে প্রকৃত জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা যায়। ব্যাসদেব পাতঞ্জল ভাষ্যে এই যমাদি সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যাঃ॥ ১২ ॥

ইদানীং পঞ্চানামবিদ্যানামবান্তরভেদনিরূপণার্থং সূত্রমবতারয়তি পঞ্চেতি। পর্ব্বশব্দোঽত্র গ্রন্থিবাচকঃ। গ্রন্থিবিশিষ্টাঃ পঞ্চ অবিদ্যাঃ স্যুরিত্যর্থঃ। রজ্জূগ্রন্থের্দৃঢ়ত্বাৎ যথা তাং সহসা মোক্তুং পুরুষো ন শক্নোতি তথা সংসার গ্রন্থেরাতিশয্যতয়া তস্যাঃ পরিমোচনং দুষ্করমিতি ভাবঃ। মদাস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ অবিদ্যাঃ তা যথাক্রমং তমো-মোহ-মহামোহ-তামিস্রান্ধতামিস্রসংজ্ঞাঃ পঞ্চ অবিদ্যাঃ স্যুঃ। অনাত্মন্যাত্মজ্ঞানাৎ ব্রাহ্মণোঽহমিতি বৃত্তিরূপোমদঃ। অস্মিতাহি অভিমানরূপা। বহুতরং ধনং মে ভূয়াদিতি বৃত্তিরূপোরাগঃ। বিনাশিত্বাদিদং মে নেষ্টমিতি দ্বেষঃ। জন্মমরণরূপা বৃত্তিরভিনিবেশঃ। তমঃপ্রভৃতীনাং পৃথগ্বিধোভেদো দ্রষ্টব্যঃ। যথা মোহতমসোরষ্টবিধো ভেদঃ দশবিধো মহামোহস্য তামিস্রান্ধতামিস্রয়োরপি ষট্‌ত্রিংশদ্বিধা ভেদা বক্ষ্যন্তে। এতাঃ পঞ্চ অবিদ্যা এব জীবানাং বন্ধকারকাঃ স্যুরিত্যর্থঃ। ১২ ॥

এইক্ষণ অবিদ্যার অবান্তর বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন।—অবিদ্যার পঞ্চ গ্রন্থি আছে। যেমন রজ্জুগ্রন্থির দৃঢ়তাপ্রযুক্ত তাহা হইতে সহসা কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ পঞ্চবিধ অবিদ্যাগ্রন্থি হইতে মুক্তিলাভ করা অতি দুষ্কর ব্যাপার জানিবে। মদ, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহারাই অবিদ্যার পঞ্চ গ্রন্থিস্বরূপ। এই সকলের তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চ সংজ্ঞা হয়। অনিত্য অশুচি দেহেতে সর্ব্বদা নিত্য ও শুচিজ্ঞানই অবিদ্যার কার্য্য। অনাত্মভূত শরীরে আত্মজ্ঞান করিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ জ্ঞানই মদ। অভিমানাখ্যবৃত্তিই অস্মিতা। ধন আমার অতি প্রিয়, এইরূপ বৃত্তিকে রাগ বলা যায়। ইহা বিনাশ্য, এইনিমিত্ত ইহা আমার ইষ্ট নহে, এইরূপ বৃত্তির নাম দ্বেষ। আর জন্মমরণরূপ বৃত্তিকে অভিনিবেশ বলে। তম ও মোহ ইহাদিগের অষ্টপ্রকার, মহামোহের দশপ্রকার, তামিস্র ও অন্ধতামিস্রের ষট্‌ত্রিংশৎপ্রকার ভেদ আছে, স্থানান্তরে ইহার বিশেষ বিবরণ উক্ত হইবে। ১২।

অষ্টাবিংশতিধা অশক্তিঃ ॥ ১৩ ॥

নবধা তুষ্টিঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চ অবিদ্যাভেদানুক্ত্বা ইদানীং অষ্টাবিংশতিশক্তিং দর্শয়তি অষ্টেতি। ধাপ্রত্যয়োঽত্র প্রকারার্থে অষ্টাবিংশতিপ্রকারা শক্তিরিত্যবগম্যতে। ইন্দ্রিয়াণাং ব্যাঘাতাৎ একদশেন্দ্রিয়াণাং একদশধা ব্যাঘাতা একাদশধা অশক্তিঃ যথা শ্রোত্রস্য বধিরতা নেত্রস্যান্ধতা নাসিকায়া অঘ্রাণতা ত্বচঃ কুষ্ঠতা, রসনায়া জড়তা বাক্যস্য মূকতা হস্তস্য বিকারতা পাদস্য খঞ্জতা গুহ্যস্যোদাবর্ত্ততা উপস্থস্য ক্লীবতা মনসো মত্ততা এতা একাদশবিধা অশক্তয়ো বর্ত্তন্তে। এবং তুষ্টিসিদ্ধীনাং সপ্তদশধেতি সমষ্ট্যা অষ্টাদশধা অশক্তয়ো বিদ্যন্তে তুষ্টিসিদ্ধী স্বয়মেব বক্ষ্যতি। ১৩ ॥

ইদানীং তুষ্টিভেদং দর্শয়তি নবধেতি। তুষ্টির্দ্বিবিধা আধ্যাত্মিকা বাহ্যাশ্চ। আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ বাহ্যাশ্চ পঞ্চ সমষ্টিরূপেণ নবধা তুষ্টিরিত্যর্থঃ। আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রো যথা প্রকৃত্যুপাদনকালভাগ্যাখ্যাঃ প্রকৃতিরেব বিবেক

পূর্ব্বসূত্রে অবিদ্যার পঞ্চবিধ ভেদ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি নিরূপণ করিতেছেন।—শাস্ত্রে অষ্টাবিংশতিপ্রকার অশক্তি নিরূপিত আছে, এই অষ্টাবিংশতি অশক্তি হইতেই অবিদ্যার বৈচিত্র হইয়া থাকে। একাদশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাঘাতহেতু একাদশপ্রকার অশক্তি হয়। কর্ণের বধিরতা, চর্ম্মের কুষ্ঠতা, নেত্রের অন্ধতা, রসনার জড়তা, নাসিকার অঘ্রাণতা, বাক্যের মূকতা, হস্তের অকার্য্যকরণতা, পাদের খঞ্জতা, গুহ্যের উদাবর্ত্ততা, (মলনিক্রামণে অশক্তি) উপস্থের ক্লীবতা ও মনের মত্ততা এই একাদশবিধ এবং তুষ্টি ও সিদ্ধি সপ্তদশবিধ, সাকল্যে অষ্টাবিংশতিপ্রকার অশক্তি হয় ॥ ১৩ ॥

এইক্ষণ তুষ্টির ভেদ কহিতেছেন।—আপাততঃ তুষ্টি দুই প্রকার আধ্যাত্মিক ও বাহ্য। প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্যাখ্য এই চতুর্ব্বিধ আধ্যাত্মিক তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকারই প্রকৃতির পরিমাণ ভেদ করে, আমি পূর্ণ, ধ্যানাদিদ্বারা আমার প্রয়োজন কি? এইরূপ আত্মচিন্তন হইতে শিষ্যের যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম প্রাতিক তুষ্টি, ইহা অন্তঃ স্বরূপ।

সাক্ষাৎকারং হি পরিণামভেদং করোতি। অইস্তু পূর্ণঃ ধ্যানাদিনা ইত্যাত্ম চিন্তনতো যেয়ং শিষ্যস্থ তুষ্টিরস্ত উচ্যতে। যতঃ প্রব্রজ্যায়াং প্রকৃতিমাত্রত্বাৎ নাস্তিবিবেকঃ সাতুষ্টিরলং ধ্যানাদিনা অত্রোপদেশেন যা তুষ্টির্ভবতি সোপাদানাখ্যা সলিলমিতি কথ্যতে। বহুকালমপেক্ষ্য সমাধিনা প্রব্রজ্যা ভবিষ্যতীতি ব্যর্থ্যং তব চপলতয়া ইত্যুপদেশে যা তুষ্টির্ভবেৎ সা কালাখ্যা তুষ্টিরিতি মেঘ উচ্যতে। ভাগ্যবশাদেব নির্ব্বিকল্পকসমাধৌ যা তুষ্টির্ভবেৎ সা ভাগ্যাখ্যা তুষ্টিরিত্যুচ্যতে বৃষ্টিঃ। প্রকৃতিমহদহঙ্কারপঞ্চ তন্মাত্র-স্থূলভূতেষু আত্মত্বেনাভিমন্যমানস্থ পঞ্চ বাহ্যাস্তুষ্টয়ো জায়ন্তে। অর্জ্জন-রক্ষণ-নাশোপভোগে হিংসানাং বিষয়াণামুপরমাৎ যাঃ পঞ্চতুষ্টয়ো ভবন্তি তাএব যথাক্রমং পারং সুপারং পারপারং অনুত্তমাম্ভঃ উত্তমাম্ভঃ সংজ্ঞকাঃ স্যুঃ। যে জনা বাহ্যাং তুষ্টিমালভ্য হর্ষিতাঃ স্যুর্ন তে তত্ত্বদর্শিনঃ। উপার্জ্জিতানামর্থানাং বহুদুঃখসাধ্যতয়া তত্র তত্ত্বজ্ঞানা ভাবাৎ। তথাহি

প্রব্রজ্যাতে বিবেক নাই, এইরূপ হইলে ধ্যানাদি ব্যর্থ। এইরূপ উপদেশে যে তুষ্টি হয়, তাহাই উপদেশাখ্য তুষ্টি, ইহা সলিলস্বরূপ বলা যায়। বহুকাল অপেক্ষা করিলে সমাধিদ্বারা প্রব্রজ্যা হইবে, তোমার চপলতা নিরর্থক, এইরূপ উপদেশে যে তুষ্টি হয় তাহাকেই কালাখ্যতুষ্টি বলে, এই তুষ্টি মেঘতুল্য জানিবে। ভাগ্যবশত নির্ব্বিকল্পক সমাধি হইলে যে তুষ্টি জন্মে, তাহার নাম ভাগ্যাখ্য তুষ্টি, এই তুষ্টিকে বৃষ্টিস্বরূপ বলিয়া থাকে। আর যাহারা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ও স্থূলভূত এই সমুদায়কে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের পঞ্চবিধ তুষ্টি জন্মে, এই পঞ্চ তুষ্টিকে বাহ্য তুষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ধনাদির অর্জ্জন, রক্ষণ, নাশ উপভোগ ও হিংসা এই সকল বিষয়ে অনুরাগবশত উক্ত পঞ্চ তুষ্টির ক্রমশঃ পার, সুপার, পারপার, অনুত্তমাম্ভঃ ও উত্তমাম্ভ এই পঞ্চ সংজ্ঞা হয়। যে যে মনুষ্য বাহ্য তুষ্টি লাভ করিয়াই হর্ষিত হয়, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারে না। কারণ অর্থের অর্জ্জনাদিতে প্রকৃত তুষ্টি হয় না, উহাতে দুঃখই হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান নাই। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অর্থের উপার্জ্জনে, রক্ষণে, ভোগে, ক্ষয়ে ও হিংসাতে তুল্য

অষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে। ভোগে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং হিংসায়াং দুঃখমেব বা ইতি সমষ্ট্যা নবধা তুষ্টির্ভবতীতি স্থিতং। ১৪।

ইদানীং পূর্ব্বোক্তানামবিপরীতানাং সিদ্ধীনাং অবান্তরভেদং দর্শয়ন্ সূত্রমবতারয়তি অষ্টেতি। পুনরষ্টধা সিদ্ধিঃ কেতি বিশেষেণ নির্দ্দিশ্যতে। সা দ্বির্দ্বিধা মুখ্যাস্তিস্রঃ গৌণ্যঃ পঞ্চ সাকল্যেনাষ্টধা সিদ্ধিরুদাহৃতা। প্রমোদা মুদিতা মোদনেতি মুখ্যাস্তিস্রঃ অধ্যয়নং শব্দ-ঊহ-স্বজনপ্রাপ্তির্দ্দানঞ্চেতি পঞ্চ গৌণ্যঃ। তথাহি যদধিদৈবস্য দুঃখস্যাপনয়নং কৃত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা প্রমোদনা নাম সিদ্ধিঃ। যদধিভূতস্য দুঃখস্য সেবাদিনা তিরোধানং কৃত্বা জ্ঞানমুৎপন্নং সা মুদিতা সিদ্ধিঃ যদাধ্যাত্মিকস্য দুঃখস্যাপনয়নানন্তরং জ্ঞানং জায়তে সা মোদনা নাম সিদ্ধিরুচ্যতে। সদ্গুরোঃ সকাশাদ্বিধিবদাত্মবিদ্যোপদেশোঽধ্যয়নং গুরূপদেশমন্তরেণ পূর্ব্বাভ্যাসবশাৎ যত্তত্ত্বস্য নিরূপণং সা সিদ্ধিরূহেতি কথ্যতে। স্বজনসান্নিধ্যবশাৎ

ক্লেশ জানিবে। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চতুর্ব্বিধ এবং বাহ্য তুষ্টি পঞ্চবিধ সাকল্যে নববিধ তুষ্টি কথিত হইল ॥ ১৪ ॥

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধির অবান্তর ভেদ গণনা করিতেছেন।— অষ্টপ্রকার সিদ্ধি নিরূপিত আছে। এই অষ্ট সিদ্ধি দুইভাগে বিভক্ত। মুখ্যসিদ্ধি তিন এবং গৌণ সিদ্ধি পাঁচ। প্রমোদা, মুদিতা ও মোদমানা এই সিদ্ধিত্রয় মুখ্য এবং অধ্যয়ন, শব্দ, ঊহ, স্বজনপ্রাপ্তি ও দান এই পঞ্চ সিদ্ধিকে গৌণীসিদ্ধি কহে। অধিদৈব দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রমোদনামা সিদ্ধি, আর অধিভূত দুঃখের অপগম করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে মুদিতা সিদ্ধি বলিয়া থাকে এবং আধ্যাত্মিক দুঃখের নিবৃত্তি হইলে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম মোদমানা সিদ্ধি। সদ্গুরুসমীপে বিধিপূর্ব্বক আত্মোপদেশগ্রহণই অধ্যয়ন। এই উপদেশপ্রতিপাদ্যই শব্দ, গুরুর উপদেশব্যতিরেকে পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশত যে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই ঊহন,

দশমূলিকার্থাঃ ॥ ১৬ ॥

য আনন্দঃ প্রাপ্যতে সৈব সুহৃৎপ্রাপ্তির্নাম সিদ্ধিরুদিতা। নিতান্ত নিষ্পাপচিত্তেন বিধিবৎ যদ্দানং তদ্দানসিদ্ধিরুচ্যতে। গৌণমুখ্যভেদেনাষ্টসিদ্ধয়ো নিরূপ্যন্তে ॥ ১৫ ॥

সম্প্রতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেষু ধর্ম্মান্ বিভজয়ন্ সূত্রমবতারয়তি দশেতি। এতে বক্ষ্যমাণাঃ মূলিকা মূলীভূতা দশ অর্থা বিষয়া জ্ঞাতব্যা ইত্যর্থঃ। এতেষাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং মধ্যে প্রত্যেকং যথা সম্ভবমেতে দশবিষয়াস্তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ। কে তে বিষয়াঃ কুত্র বা তিষ্ঠন্তি ইত্যাশয়েনাহ। প্রধানমধিকৃত্য একত্বমর্থবত্ত্বপারার্থ্যঞ্চেতি। পুরুষমধিকৃত্য অন্যতা বহুবিধত্বসকর্তৃত্বঞ্চেতি। উভয়মধিকৃত্য সংযোগবিয়োগাবস্তিত্বঞ্চোক্তমিতি। তএবার্থাঃ স্থূলসূক্ষ্মশরীরমপেক্ষ্য তিষ্ঠন্তীতি যাবৎ। ভোজবার্ত্তিকে প্যুক্তং প্রধানাস্তিত্বমেকত্বমর্থবত্ত্বমথান্যতা। পারার্থ্যঞ্চ তথানৈক্য বিয়োগো যোগ্য এবচ। শেষবৃত্তির কর্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ। ইতি ॥ ১৬ ॥

আর স্বজন সন্নিধিমাত্র যে আনন্দ হয়, তাহার নাম স্বজনপ্রাপ্তি সিদ্ধি এবং নিতান্ত নিষ্পাপচিত্তে দান করিলে যে সন্তোষ জন্মে, তাহাকে দান সিদ্ধি বলা যায়। এই সমুদায়ে অষ্টবিধ সিদ্ধি কথিত হইল ॥ ১৫ ॥

এইক্ষণ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ধর্ম্মবিভাগ করিতেছেন।—দশবিধ বিষয়ই মূলীভূত জানিবে। যেহেতু পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে যথাসম্ভব এক এক পদার্থে এই দশবিধ বিষয় বর্ত্তমান আছে। এই দশবিধ অর্থ, এই—প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া একত্ব, অর্থবত্ত্ব ও পারার্থ্য এই সকল বিষয় উক্ত আছে। পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া অন্যতত্ব, অকর্তৃত্ব, ও বহুবিধত্ব এইসকল অর্থ রহিয়াছে। আর প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে আশ্রয় করিয়া অস্তিত্ব, সংযোগ ও বিয়োগ এই সকল ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে অপেক্ষা করিয়া ইহাদিগের অবস্থিতি জানিবে। ভোজবার্ত্তিকে লিখিত আছে যে, অস্তিত্ব, একত্ব, অর্থবত্ব, অন্যতা, পারার্থ্য, অনৈক্য, বিয়োগ, সংযোগ এবং অকর্তৃত্ব এই সকল মৌলিক অর্থ জানিবে ॥ ১৬ ॥

অনুগ্রহঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

প্রাক্ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং ধর্ম্মানুক্ত্বা সৃষ্টিপ্রকারং নিরূপয়ন্ সূত্রমারভতে অনুগ্রহেতি। সহার্থেঽত্রানুশব্দঃ প্রযুক্তস্তথাচ অনুগৃহ্লাতীত্যনুগ্রহঃ স চ উৎপত্তিরিতি কথ্যতে। স চ দ্বিবিধো নিরূপিতঃ। বাসনা রূপং সূক্ষ্মশরীররূপঞ্চেতি। উভয়োরবিনাভাবাৎ জ্ঞাতুং শক্যতে। নহি বাসনা ব্যতিরেকেণ লিঙ্গশরীরস্থ বিদ্যমানতা সম্ভবতি। তথা লিঙ্গশরীরাভাবেঽপি বাসনায়া অস্তিত্বং বিদ্যতে। যথা বীজাঙ্কুর ইতি। ননু বুদ্ধ্যাদি পদার্থানামেতেষামনাদিত্বাৎ সর্গো দ্বিবিধঃ কথং স্যাদিতি মন্যতে। সত্যং পরন্তু বুদ্ধ্যাদীনামনাদিত্বেঽপি বীর্চিতরঙ্গন্যায়েন আবির্ভাবতিরোভাবরূপঃ সর্গ ইতি। আবির্ভাবতিরোভাবৌ চ সর্গপ্রলয়ৌ সূচয়তি ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ নিরূপণ করিতেছেন।—অনুগ্রহ, অর্থাৎ উৎপত্তিই সৃষ্টি। এই সৃষ্টি দুইপ্রকার, বাসনারূপ ও সূক্ষ্ম শরীররূপ, এই উভয়ের অবিনাভাবসম্বন্ধহেতু ইহার তত্ত্ব জানিতে হইবে। কদাচ বাসনা ব্যতিরেকে লিঙ্গশরীর হয় না এবং লিঙ্গ শরীরাভাবে বাসনা সম্ভবে না। যেমন বীজ ব্যতিরেকে অঙ্কুর জন্মে না এবং অঙ্কুর ব্যতিরেকে বীজের উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহাই বীজ ও অঙ্কুরের অবিনাভাবসম্বন্ধ, সেইরূপ বাসনা ও লিঙ্গশরীর পরস্পর সাপেক্ষপ্রযুক্ত উহাদিগেরও অবিনাভাব সম্বন্ধ জানিবে। যদি বল, বুদ্ধ্যাদিপদার্থের অনাদিত্ব হেতুস্বরূপ সৃষ্টি আদিমান্ হইতে পারে? ইহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বুদ্ধ্যাদি পদার্থের অনাদিত্ব হইলেও বীচিতরঙ্গ প্রবাহন্যায়ে আবির্ভাবতিরোভাবরূপ সৃষ্টিই সূচিত হইয়াছে, অর্থাৎ যখন নদী প্রভৃতিতে তরঙ্গমালা উৎপন্ন হয়, তখন যেমন এক এক তরঙ্গের লয় হইয়া অন্যতরঙ্গের আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এই স্থলেও আবির্ভাবতিরোভাবই সৃষ্টি জানিবে ॥ ১৭ ॥

চতুর্দ্দশবিধো ভূতসর্গঃ ॥ ১৮ ॥

প্রাক্ সাধারণতঃ সর্গং নিরূপ্যেদানীং ব্যষ্টিরূপেণসর্গং নিরূপয়িষ্যন্ সূত্রমবতারয়তি চতুর্দ্দশেতি। নিখিলভূতানামেব চতুর্দ্দশবিধঃ সর্গোবিজ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। যতো বাসনাবশেন সত্ত্বরজস্তমসাং বৈষম্যাবস্থায়াং সর্ব্বে প্রাণিনঃ স্বেদজাণ্ডজোদ্ভিজ্জজরায়ুজরূপেণ আবির্ভবন্তি। অবান্তরভেদেন সএব সর্গস্ত্রিধো ভিদ্যতে যথা দৈবো মানুষঃস্তির্য্যক্‌যোনয়শ্চেতি দৈবঃ সর্গোঽষ্টবিধঃ। মানুষঃ সর্গ একবিধঃ তির্য্যকযোনয়ঃ পঞ্চবিধাঃ ভবন্তি এতেষাং প্রকারভেদমাহ। ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যৈন্দ্রগান্ধর্ব্বযাক্ষরাক্ষসাসুরপৈশাচা ইত্যষ্টধা দৈবঃসর্গঃ। একবিধ এব মানুষঃসর্গঃ। তির্য্যক্ যোনয়শ্চ পশু, মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপস্থাবরা ইতি পঞ্চবিধাঃ সর্গা দৃশ্যন্তে। ননু কথমত্র চতুর্দ্দশবিধো ভূতসর্গ ইতি কথ্যতে। ঘটাদিভূতসর্গাবলোকনাৎ বহব এব সর্গাঃ সম্ভবতি। নহি পঞ্চভূতাতিরিক্তানামুৎপত্তিমতামনবগমাৎ সর্ব্বত্রাপ্যেব মূহনীয়মিতি ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে সামান্যরূপে সৃষ্টি কীর্ত্তন করিয়া এই সূত্রে সেই সৃষ্টির বিস্তার করিতেছেন।—ভূত সৃষ্টি চতুর্দ্দশ প্রকার জানিতে হইবে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বৈষম্যাবস্থাতে বাসনাবশতঃ স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ রূপে প্রাণিগণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই সৃষ্টির ত্রিবিধ অবান্তর বিভাগ আছে। দৈব, মানব ও তির্য্যক্ যোনি। তন্মধ্যে দৈব সৃষ্টি অষ্টবিধ, মানুষ সৃষ্টি একবিধ এবং তির্য্যক্ সৃষ্টি পঞ্চবিধ। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষাস, আসুর ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ দৈব সৃষ্টি উক্ত আছে। মানুষ সৃষ্টির কোন প্রকার ভেদ নাই। মানুষ হইতেই মানুষসৃষ্টি হইয়া থাকে। পশুসৃষ্টি, মৃগসৃষ্টি, পক্ষিসৃষ্টি, সরীসৃপসৃষ্টি এবং স্থাবর সৃষ্টি এই পঞ্চবিধ সৃষ্টিই তির্য্যক্‌সৃষ্টিমধ্যে পরিগণিত। অতএব সাকল্যে চতুর্দ্দশবিধ সৃষ্টি প্রমাণীকৃত হইল। এইক্ষণ যদি বল, ঘটাদিসৃষ্টি ভেদে অসংখ্য প্রকার সৃষ্টি দেখা যায়, চতুর্দ্দশবিধ ভূত সৃষ্টি, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঘটাদি সৃষ্টি,

ত্রিবিধো বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

যদ্যেবং স্যাৎ নহি প্রাগুক্তানামেতেষাং পদার্থানাং জ্ঞানমন্তরেণ বন্ধনিবৃত্তিঃ সম্ভবতি তস্যানাদিত্বাদতস্তৎস্বরূপনিরূপণার্থং সূত্রমবতারয়তি ত্রিবিধেতি উপাধিনিমিত্তোমিথ্যাজ্ঞানকল্পিত এব বন্ধঃ ন স পারমার্থিক ইতি। বন্ধস্য ত্রৈবিধ্যমাহ প্রাকৃতিকোবৈকারিকো দাক্ষিণকশ্চেতি ত্রিবিধা বন্ধা বেদিতব্যা ইত্যর্থঃ। ক্রমেণৈতান্ বিবৃণোতি যেতু অষ্টাসু প্রকৃতিষু পরমার্থতত্ত্বং মন্যমানাঃ সমাধিনা যামুপাসতে তেষাং তাসু লয়ঃ প্রাকৃতিকো বন্ধ উচ্যতে। যেতু বিকারেষ্বিন্দ্রিয়াদিচৈতন্যং সমর্থয়ন্তস্তান্যেবোপাসতে তেষামিন্দ্রিয়লয়ো বৈকারিকলয়ঃ কথ্যতে। যে পুনঃ সংসারবিমুগ্ধচেতসঃ কেবলং দক্ষিণায়নকর্ম্মকলাপং মন্যমানাঃ অশ্বমেধাদিরেব পুরুষার্থোনান্য ইতি মন্যন্তে কর্ম্মফলান্যশ্নন্তি তেষাং দাক্ষিণকো বন্ধঃ কথিতঃ প্রতিনিয়তজন্মমরণানুরাগত্বাৎ দাক্ষিণকো বন্ধঃ চক্রবৎ বর্ত্ততে। তথাহি শ্রুতিঃ যোনি মন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি

ভূতসৃষ্টির অতিরিক্ত নহে। পঞ্চভূতাতিরিক্ত ভূত সৃটির দর্শন নাই; সুতরাং সকল সৃষ্টিই উক্ত চতুর্দ্দশ প্রকার সৃষ্টির অন্তর্গত ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলের পরিজ্ঞান ব্যতিরেকে সংসারবন্ধনের নিবৃত্তি হয় না, অতএব পদার্থ সকল নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ বন্ধস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—বন্ধ মিথ্যাজ্ঞানজনিত, উহা পারমার্থিক নহে। এই বন্ধ ত্রিবিধ, প্রাকৃতিক বন্ধ, বৈকারিক বন্ধ এবং দাক্ষিণক বন্ধ। যাহারা অষ্ট প্রকৃতিতে পরমার্থ তত্ত্ব স্বীকার করিয়া সমাধিদ্বারা সেই প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহাদিগের যে সেই প্রকৃতিতে লয় হয়. তাহাই প্রাকৃতিক বন্ধ বলা যায়। যাহারা পৃথিব্যাদি ও ইন্দ্রিয়াদি বিকারজাত পদার্থের চৈতন্য কল্পনা করিয়া সেই পৃথিব্যাদি ও ইন্দ্রিয়াদির উপাসনা করে, তাহাদিগের যে সেই পৃথিব্যাদিতে লয় হয়, তাহাই বৈকারিক বন্ধ। আর যাহারা সংসারাশক্ত হইয়া বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াছে, কেবল দক্ষিণায়ণ বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে, তাহাদিগের দাক্ষিণক বন্ধ হয়। এই সকল

ত্রিবিধোমোক্ষঃ ॥ ২০ ॥

যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ইতি। ত্রিবিধ বন্ধ এব সংসারমূলং সএব ভুতান্-সংসারাবর্ত্তে ন্যপাতয়দিতি! অনেন ত্রিবিধবন্ধেনৈব জীবাঃ সংসারাবর্ত্তে পুনঃ পুনরাবর্ত্তন্তে। যাবদ্বন্ধনিবৃত্তির্ন স্যাত্তাবন্মোক্ষো ন ভবেদিতি ॥ ১৯ ॥

বন্ধস্যানাদিত্বেপি প্রযত্নেন তন্নিরাসঃ কর্ত্তব্য ইতি মনসি নিধায় সূত্রমবতারয়তি। ত্রিবিধেতি প্রাণিনাং পুণ্যপাপাপচয়াবলোপেনত্রিবিধোমোক্ষঃ প্রবর্ত্ততে। তমেব বিশেষেণাহ ক্রমমোক্ষোবিদেহকৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চেতি ত্রিবিধোমোক্ষোবেদিতব্যঃ ইত্যর্থঃ। বিষয়াশক্তচেতসস্তত্ত্বানুসন্ধানং কুর্ব্বতঃ ক্রমশোজন্মান্তরে যো মোক্ষোভবেৎ স এব ক্রমমোক্ষ উক্তঃ। তথাচ স্মৃতিঃ বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ইতি। সুখদুঃখয়োঃ সাম্যং মন্যমানস্য বিষয়বিরাগিণো যদানন্দলাভঃ সএব বিদেহঁবৈকল্যং নির্দ্দিষ্টমিতি যাবৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—অপামসোম অমৃতা অভূম ইত্যাদি। অনন্তকালং ব্যাপ্য যৎ স্বরূপেণাবস্থানং

বন্ধনে বদ্ধ ব্যক্তিরা নিয়ত জন্মমরণের অনুগত থাকে এবং চক্রবৎ পুনঃ পুনঃ সংসারে ভ্রমণ করে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কোন কোন প্রাণী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং অন্য কতিপয় ভূত স্থাণু হইয়া থাকে, কর্ম্মানুসারেই ভূত সকলের অবস্থা প্রপ্তি হইয়া থাকে, ইহাই স্মৃতি শ্রুতি-প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

বন্ধ অনাদি হইলেও যত্নপূর্ব্বক তাহার নিবৃত্তি করিবে। এই অভিপ্রায়ে মোক্ষস্বরূপ বলিতেছেন।—পাপপুণ্যের ক্ষয় হইলেই পুরুষের মোক্ষ হইয়া থাকে, সেই মোক্ষ ত্রিবিধ, ক্রমমোক্ষ, বিদেহকৈবল্য ও স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। বিষয়ানুরাগীর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে করিতে জন্মান্তরে যে মোক্ষ হয়, তাহাকেই ক্রমমোক্ষ কহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা বহু বহু জন্মের পর আমাকে লাভ করিতে পারে। যাহারা বিষয়বিরক্ত, তাহারা যে সুখ ও দুঃখকে সমানজ্ঞান করিয়া আনন্দলাভ করে, তাহাই বিদেহকৈবল্য। আর অনন্তকালব্যাপিয়া

ত্রিবিধং প্রমাণলক্ষণং ॥ ২১ ॥

স চ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা উক্তা। শ্রুতিরপি ন হ বৈ শরীরস্থ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তীত্যাহ। এতে ত্রয়ো মোক্ষাঃ প্রাণিনাং সংসারমোচকা ভবন্তীতি ভাবঃ। উক্ত মোক্ষত্রয়েণৈব জীবা নিবৃত্তিমাপ্নুবন্তি। যে পুনর্ম্মোক্ষভাজস্তেষাং ন পুনঃ সংসারপ্রবৃত্তিঃ ॥ ২০ ॥

প্রাক্ ত্রিবিধং মোক্ষমুক্ত্বা ইদানীং প্রমাণলক্ষণনিরূপণার্থং সূত্রং পঠতি ত্রিবিধেতি। প্রমীয়তে যেনেতি প্রমাণং প্রমাজ্ঞানকারণমিতি ভাবঃ। তৎ কিন্তাবদিত্যাহ দৃষ্ট-মনুমান-মাপ্তবচনঞ্চেতি। বুদ্ধির্যদ্‌যদ্বস্তুজাতমিন্দ্রিয়দ্বারেণ চিদাত্মরূপেণ বিষয়ীকরোতি তৎপ্রত্যক্ষমেব দৃষ্টং প্রমাণমিত্যর্থঃ। সূর্য্যং পশ্যে শব্দং শৃণোমি ইত্যাদি জ্ঞানমেব প্রত্যক্ষং। পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চেতি ত্রিবিধমনুনানং কারণেন যত্র কার্য্যমনুমীয়তে তৎ পূর্ব্ববদনুমানং যথা মেঘোন্নতিদর্শনে বৃষ্টেরনুমানং।

যে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি হয়, তাহাই স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। বন্ধনিবৃত্তি হইয়া এই তিনপ্রকার মোক্ষ হইয়া থাকে। পাত্রবিশেষেই এই ত্রিবিধ মোক্ষ হয়, উক্ত ত্রিবিধ মোক্ষদ্বারা জীবের সংসারনিবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহারা উক্ত ত্রিবিধ মোক্ষভাগী, তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ সংসারপ্রবৃত্তি হয় না ॥ ২০ ॥

এইক্ষণ প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন।—যাহাদ্বারা যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রমাণ শব্দবাচ্য। এই প্রমাণ ত্রিবিধ জানিবে, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন। এই ত্রিবিধপ্রমাণেই জ্ঞানের নিশ্চয়তা জন্মে। বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুসকলকে বিষয় করে, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শনাদি করিলে যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। আমি সূর্য্যদর্শন করিতেছি ইত্যাদিজ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। অনুমান ত্রিবিধ, পূর্ব্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণদ্বারা যে কার্য্যের অনুমান হয়, তাহাই পূর্ব্ববৎ অনুমান, মেঘের আতিশয্যদর্শন করিলে যে বৃষ্টির অনুমান হইয়া থাকে, ইহাকেই পূর্ব্ববৎ অনুমান বলা যায়। কার্য্যদর্শন করিয়া যে কারণের অনুমান হয়, তাহাকে শেষবৎ অনুমান বলে। যেমন ঘট দর্শন করিলেই

এতৎ সম্যক্‌জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ ন পুনস্ত্রিবিধেন দুঃখেনানুভূয়তে ॥ ২২ ॥

ইতি কাপিলসূত্রং সমাপ্তং ॥

যৎ কার্য্যেণ কারণানুমানং ভবতি তৎ শেষবদনুমানং যথা ঘটদর্শনে পরমাণ্নুমানং। যদন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র দর্শনং তৎ সামান্যতো দৃষ্টমনুমানং ভবতি। যথা গৃহে দৃষ্টস্য দেবদত্তস্য বহির্দ্দর্শনেন গমনমনুমীয়তে। দেবযক্ষপতগ-মনুষ্য-বর্ণাশ্রমাদিবিভাগহেতোঃ সর্ব্বজ্ঞানাকরস্য বেদশাস্ত্রস্য অপৌরুষেয়তয়া ইদং সদিদমসৎ অয়ং ঘট ইত্যাদি বৃদ্ধব্যবহারমূলং আপ্তবচনং। ত্রিবিধেনানেন প্রমাণেন প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পৃথগবগতিঃ স্যাদিতি পরমপুরুষার্থকারণমুচ্যতে। অনেন প্রমাণত্রয়েণ পরমাত্মসাক্ষাৎকারো ভবতি। সুতরামেবৈতেষাং প্রমাণত্বমুক্তং ॥ ২১ ॥

প্রকৃত্যাদি পদার্থানুক্ত্বা ইদানীং তদববোধেন মুক্তিং সাধয়িতুং সংক্ষে

ঘটারম্ভক পরমাণুর অনুমান হইয়া থাকে। এইস্থলে পরমাণুর অনুমানই শেষবৎ অনুমান। আর কোন বিষয় একস্থানে একবার দর্শন করিয়া অন্যত্র সেই বিষয় দর্শন করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলা যায়। যেমন কোন ব্যক্তিকে একবার গৃহে দর্শন করিয়া যদি তাহাকে স্থানান্তরে দেখা যায়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তির গমনানুমান হইয়া থাকে। ইহাই এইস্থলে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। দেবতা, যক্ষ, পক্ষী ও মনুষ্য ইহাদিগের বিভাগের নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞানাকর বেদশাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্বপ্রযুক্ত ইহা সৎ. ইহা অসৎ এবং এইটি ঘট ইত্যাদি বৃদ্ধব্যবহারমূলক বাক্যই আপ্তবচন। উক্ত প্রত্যক্ষ অনুমান ও আপ্তবচনরূপ ত্রিবিধ প্রমাণদ্বারা প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্যাবগতিই পরপুরুষার্থলাভের কারণ। এই প্রমাণদ্বারাই পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয়; সুতরাং প্রত্যক্ষাদিত্রয়ের প্রমাণত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলের পরিজ্ঞান হইলেই মুক্তিসাধন হয়, এইক্ষণ সংক্ষেপে সেই মুক্তি নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি পূর্ব্বোক্ত পদার্থ-সকল

পেণ সূত্রং পঠতি এতদিদিতি। এতৎ পূর্ব্বোক্তপদার্থানাং সাধর্ম্ম্যং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ মোক্ষং লভতে ইত্যর্থঃ। যঃ পূর্ব্বোক্তপদার্থনে জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবেৎ স ন চাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকেতি ত্রিবিধদুঃখেনাভিভূতো ভবতীতি ভাবঃ। তেষামত্যন্তলয়েন পুনরুৎপত্ত্যভাবাদিতি। অত্যন্তলয়াভাবেন পুনঃ পুনরুৎপত্তিবিনাশাবাপদ্যেতে অত্যন্তলয়ে পুনঃ তৌ ন স্যাতামিতি ॥ ২২ ॥

বেদান্তার্থাবগতিনা শ্রীমতা সাধবেন চ।
কপিলের্ম্মতমাস্থায় তৎসূত্রং বিবৃতং ময়া।

ইতি বেদান্তবাগীশ-শ্রীহরিহরাত্মজেন পরমহংসাচার্য্য-
মাধব-পরিব্রাজকেন বিরচিতং কাপিল-
সূত্রবিবরণং সমাপ্তং ॥

জানিয়া কৃতকৃত্য, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তিনি আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধদুঃখে অভিভূত হয়েন না। তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং পরমপদ লাভ হয়, অর্থাৎ তাহার অত্যন্ত লয় হইয়া থাকে, যাবৎ অত্যন্ত লয় না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করিতে থাকে, অত্যন্ত লয় হইলে আর তাহা হয় না। ২২ ॥

ইতি কাপিলসূত্র সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ ।

পরমার্থসারঃ ।

অব্যক্তাদণ্ডমভূদণ্ডাদ্‌ব্রহ্মা ততঃ প্রজাসর্গঃ ।
মায়াময়ী প্রবৃত্তিঃ সংহ্রিয়ত ইয়ং পুনঃ ক্রমশঃ ॥ ১ ॥
মায়াময়োপ্যচেতা গুণকরণগণং করোতি কর্ম্মাণি ।
তদধিষ্ঠাতা দেহী সচেতনোঽপি ন করোতি কিঞ্চিৎ ॥ ২ ॥

অনিত্য সংসারবাসনাই জীবের দুঃখের কারণ, ঐ সংসারমায়ার বিনাশ হইলেই জীবের দুঃখবিনাশ হইয়া প্রকৃতসুখের আবির্ভাব হইতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে সংসারবাসনার পরিত্যাগ সম্ভব নাই, অতএব গ্রন্থকার তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবগণের হিতসাধনার্থ এই পরমার্থসার নামক গ্রন্থের অবতারণ করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন।—সৃষ্টির প্রারম্ভে অব্যক্ত পরব্রহ্ম হইতে এক অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, অনন্তর ব্রহ্মা হইতেই অনন্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের মায়াময়ী প্রবৃত্তিই এই সৃষ্টির কারণ। এইরূপে প্রজার সৃষ্টি হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগের সংহার হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এইরূপ সৃষ্টি ও সংহার পুনঃ পুনঃ হইতেছে। ১।

ঈশ্বরের মায়াময় গুণসকল ও ইন্দ্রিয়গণ ইহারা অচেতন হইয়াও কর্ম্ম সমুদায় করিয়া থাকে। আত্মাই ঐ গুণ ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, তিনি সচেতন, তথাপি কোন কর্ম্ম করেন না ॥ ২ ॥

যদ্বদচেতনমপি সন্নিকর্টস্থে ভ্রামকে ভ্রমতি লোহং ।
তদ্বংকরণণসমূহশ্চেষ্টতি চিদধিষ্ঠিতে দেহে ॥ ৩ ॥
যদ্বৎ সবিতর্য্যুদিতে করোতি কর্ম্মাণি জীবলোকোঽয়ং ।
নচ তানি করোতি রবির্ন কারয়তি তদ্বদাত্মাপি ॥ ৪ ॥
মনসোঽহঙ্কারদ্বারা মূর্চ্ছিতস্য চৈতন্যবোধিতস্যেহ ।
পুরুষাভিমানসুখদুঃখভাবনা ভবতি মূঢ়স্য ॥ ৫ ॥
কর্ত্তা ভোক্তা দ্রষ্টাপি কর্ম্মণামুগ্রমাদীনাং ।
তৎস্বভাববিমলাভিমন্যতে সর্ব্বগোপ্যাত্মা ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়গণ অচেতন, তাহারা কিরূপে কার্য্যসাধন করিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন লৌহ অচেতন হইয়াও যখন চুম্বকের নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহমধ্যে সচেতন আত্মার অধিষ্ঠানবশতই অচেতন ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে, অর্থাৎ অচেতন লৌহের গমনে যেমন চুম্বকসান্নিধ্যই হেতু, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যকরণেও সেইরূপ সচেতন আত্মার অধিষ্ঠানই মূলকারণ জানিবে ॥ ৩ ॥

যেমন সূর্য্যের প্রকাশ হইলেই লোক সকল আলোক পাইয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু সূর্য্য স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না, কিম্বা কাহাকেও কোন কর্ম্মে নিয়োজিত করেন না। সেইরূপ লোক সকল আত্মার অধিষ্ঠানেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্যেও নিয়োগ করেন না ॥ ৪ ॥

মন অহঙ্কার দ্বারা মূর্চ্ছিত এবং চৈতন্যদ্বারা প্রবোধিত হয়; সুতরাং ঐ মনকে বিমুগ্ধ জানিবে। ঐ বিমুগ্ধ মনেরই পুরুষাভিমান এবং সুখদুঃখ ভাবনা হইয়া থাকে, অর্থাৎ আমি পুরুষ, আমি সুখী ও আমি দুঃখী এই ভাবনা মনে মনেই উৎপন্ন হয় ॥ ৫ ॥

স্বভাবতই আত্মা নির্ম্মল, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সৎ ও অসৎ কর্ম্ম

নানাবিধবর্ণানাং বর্ণান্ ধত্তে যথামলস্ফটিকং।
তদ্বদুপাধের্গুণভাবিতস্য ভাবং বিভুর্ধত্তে ॥ ৭ ॥
গচ্ছতি গচ্ছতি সলিলে দিনকরবিম্বং স্থিতে স্থিতিং যাতি।
অন্তঃকরণে গচ্ছতি গচ্ছত্যাত্মাপি তদ্বদিহ ॥ ৮ ॥
রাহুরদৃশ্যোপি যথা শশিবিম্বস্থঃ প্রকাশতে জগতি।
সর্ব্বগতোপি তথাত্মা বুদ্ধিস্থো দৃশ্যতামিতি ॥ ৯ ॥
আদর্শে মলরহিতে যদ্রূপং বিচিনুতে লোকঃ।
আলোকয়তি তথাত্মা বিশুদ্ধবুদ্ধৌ স্বমাত্মানং ॥ ১০ ॥

সকলের ফলভোগ করেন, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এবং আমি দ্রষ্টা এইরূপ অভিমান আত্মারই হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যেমন স্ফটিকমণি স্বভাবত নির্ম্মল হইয়াও নানাবিধ বর্ণের সান্নিধ্য বশত নানাপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মা স্বভাবনির্ম্মল ও সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সত্ত্বাদি গুণজন্য উপাধির ভাব ধারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আত্মা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারাই নানাপ্রকার উপাধি ধারণ করিতেছেন ॥ ৭ ।

যেমন যখন জল চঞ্চল হয়, তখন সেই জলমধ্যগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বও চলিতে থাকে এবং ঐ জল যখন স্থির হইয়া থাকে, তখন সেই সূর্য্যবিম্বও স্থিরীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ প্রচলিত হইলে আত্মাও প্রচলিত হয় এবং সেই অন্তঃকরণ স্থিরীভূত হইলে আত্মাও স্থিরতর হইয়া থাকে ॥ ৮ ।

যেমন রাহু অদৃশ্য পদার্থ, তথাপি যখন চন্দ্রবিম্বগত হয়, অর্থাৎ চন্দ্রকে আচ্ছাদন করে, তখনই সেই রাহু জগতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ আত্মা সর্ব্বব্যাপী বটেন, তথাপি তিনি যখন বুদ্ধিস্থ হয়েন, তখনই জীব তাঁহাতে দর্শন করিতে পারে ॥ ৯ ॥

যেমন মনুষ্যগণ নির্ম্মল দর্পণাদিতে আপন রূপ অবলোকন করে, সেইরূপ স্বীয় বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে, সেই বুদ্ধিরূপ আদর্শে আত্মাকে দর্শন

সর্ব্বগতং তন্নিরূপমমদ্বৈতং তচ্চ চেতসাগম্যং।
যদ্‌বুদ্ধিগতং ব্রহ্মোপলভ্যতে শিষ্যবোধ্যং তৎ ॥ ১১ ॥
বুদ্ধিমনোহঙ্কারাস্তন্মাত্রেন্দ্রিয়গণাঃ সভূতগণাঃ।
সংসারসর্গপরিরক্ষণক্ষমাঃ প্রাকৃতা হেয়াঃ ॥ ১২ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখদুঃখকল্পনা স্বর্গনরকবাসশ্চ।
উৎপত্তিনিধনবর্ণাশ্রমা ন সন্তীহ পরমার্থে ॥ ১৩ ॥
মৃগতৃষ্ণায়ামুদকং শুক্তৌ রজতং ভুজঙ্গমো রজ্জ্বাং।
তৈমিরিকচন্দ্রবৎ ভ্রান্তং নিখিলং জগদ্রূপং ॥ ১৪ ॥

করিতে পারে। বুদ্ধিনির্ম্মল না হইলে কখনও আত্মদর্শন হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার কোন উপমা নাই, তিনি অদ্বৈত এবং এবং মনের অগোচর। কেবল বুদ্ধিদ্বারাই তাঁহাকে উপলাভ করা যায়, শিষ্যবর্গের ব্রহ্মপরিজ্ঞানর্থ এইরূপে উপদেশ করিবে ॥ ১১ ॥

বুদ্ধি, মনঃ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত ইহারা সকলেই সংসারের সৃষ্টি ও পরিরক্ষণে সমর্থ, বাস্তবিক ইহারা হেয়। যাবৎ ইহাদিগের সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাবৎ জীবের বন্ধন দূর হয় না, অতএব বুদ্ধিপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে ॥ ১২ ॥

যাবৎ জীব সংসারাবস্থায় থাকে, তাবৎ তাহার ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, কল্পনা, স্বর্গভোগ, নরকবাস, উৎপত্তি, নিধন, বর্ণ ও আশ্রম, এই সকলের পরিগণনা হয়, পরমার্থপক্ষে ইহারা কিছুই নহে, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কিছুই থাকে না ॥ ১৩ ॥

যেমন মরীচিকাতে স্থলে জলবোধ হয়, ভ্রান্তিবশত শুক্তিতে রজতজ্ঞান জন্মে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় এবং চক্ষুর দোষে এক চন্দ্রকেই দুই চন্দ্র দর্শন করে, এই সমস্ত জগৎ সেইরূপ জানিবে, অর্থাৎ জলাদিজ্ঞান যেমন ভ্রান্ত, সেইরূপ জগতের সত্যতাজ্ঞানও ভ্রান্তিমূলক জানিবে ॥ ১৪ ॥

যদ্বদ্দিনকর একো বিভাতি সলিলাশয়েষু সর্ব্বেষু ।
তদ্বৎ সকলোপাধিষ্ববস্থিতো ভাতি পরমাত্মা ॥ ১৫ ॥
খমিব ঘটাদিষ্বন্তর্ব্বহিঃস্থিতং ব্রহ্ম সর্ব্বপিণ্ডেষু ।
দেহোঽহমিত্যনাত্মনি বুদ্ধিঃ সংসারবন্ধায় ॥ ১৬ ॥
সর্ব্ববিকল্পনাহীনঃ শুদ্ধোবুদ্ধোজরোঽমরঃ শান্তঃ ।
অমলঃ সকৃদ্বিভাতশ্চেতন আত্মা খবদ্ব্যাপী ॥ ১৭ ॥
রস-ফাণিত-শর্করিকা-গুড়খণ্ডাবিকৃতয়ো যথৈবেক্ষোঃ ।
তদ্বদবস্থাভেদাঃ পরমাত্মন্যেব বহুরূপাঃ ॥ ১৮ ॥

যেমন একই সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হন, সেইরূপ একই আত্মা নানাবিধ শরীরাদি উপাধিতে থাকিয়া নানাবিধ আত্মা বলিয়া পরিজ্ঞেয় হয়েন । ১৫ ।

যেমন আকাশ ঘটাদি পদার্থের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বপদার্থের অন্তরে ও বাহ্যে বর্ত্তমান আছেন । বাস্তবিক ব্রহ্মের বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই, কিন্তু অনাত্ম দেহাদিতে যে “আমি” এইরূপ আত্মত্ব প্রকারক বোধ, তাহাই বন্ধনের কারণ, অর্থাৎ যাবৎ দেহেতে আত্মভ্রান্তি থাকে, তাবৎ কাহারও মুক্তি হইতে পারে না । ১৬ ।

আত্মা সর্ব্বপ্রকার বিকল্পবিহীন ও শুদ্ধ, অর্থাৎ আত্মাতে কোন প্রকার দোষস্পর্শ নাই । তাহার বৃদ্ধি নাই, জরা নাই এবং মৃত্যু নাই । তিনি শান্ত, অর্থাৎ বিষয় বিলিপ্ত নহেন এবং সর্ব্বপ্রকার বিকাররূপ মলরহিত । একবার মাত্র তিনি প্রকাশিত হয়েন এবং তিনি চিন্ময় । আর আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী, আত্মাও সেইরূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকেন ॥ ১৭ ॥

যেমন ইক্ষু হইতে রস বহির্গত হইয়া সেই রস অগ্নিসংযোগে ঘনীভূত হয়, অনন্তর গুড় জন্মে, সেই গুড় হইতে শর্করা এবং শর্করা হইতে মিশ্রী উৎপন্ন হয় । এইস্থলে দেখা যায় যে,এক ইক্ষুরই রসাদি নানাপ্রকার অবস্থা হইতেছে, সেইরূপ এক আত্মার নানাপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে । ১৮ ।

বিজ্ঞানান্তর্যামিপ্রাণবিরাড্‌দেহজাতিপিণ্ডান্তাঃ।
ব্যবহারস্থস্যাত্মন এতেঽবস্থাবিশেষাঃ স্যুঃ ॥ ১৯ ॥
রজ্জ্বাং নাস্তি ভুজঙ্গঃ সর্পভয়ং ভবতি হেতুনা কেন।
তদ্বদ্দ্বৈতবিকল্পভ্রান্তিরবিদ্যা ন সত্যমিদং ॥ ২০ ॥
এতত্তদন্ধকারং যদনাত্মন্যাত্মতা ভ্রান্ত্যা।
ন বিদন্তি বাসুদেবং সর্ব্বাত্মানং নরা মূঢ়াঃ ॥ ২১ ॥
প্রাণাদ্যনন্তভেদৈরাত্মানং সম্বিতত্য জালমিব।

আত্মা যখন ব্যবহারাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার বিজ্ঞান, অন্তর্যামী, প্রাণ, বিরাট্, দেহ, জাতি ও পিণ্ড এই সকল বিশেষ বিশেষ অবস্থা হইয়া থাকে। আত্মা যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত ও বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া চৈতন্যস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার বিজ্ঞানাবস্থা হয়। সৎ বা অসৎ হইতে বিভিন্ন সত্ত্বরজস্তমোময় ও জ্ঞানবিরোধী ঈশ্বরের শক্তিবিশেষই অজ্ঞান, এই অজ্ঞানরূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যই অন্তর্যামী। সূক্ষ্ম শরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যই প্রাণ। স্থূল শরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যই বিরাট, ইত্যাদি সমুদায়ই আত্মা ॥ ১৯ ॥

যেমন রজ্জু সর্প নহে, তথাপি তাহাতে যে সর্প ভয় হয় তাহার প্রতি অজ্ঞানই প্রধান কারণ, সেইরূপ আত্মাতে যে দ্বৈত ও বিকল্প জ্ঞান হয় উহা ভ্রান্তি। অজ্ঞানই এইরূপ ভ্রান্তির কারণ, বাস্তবিক আত্মাতে দ্বৈত বা বিকল্প কিছুই নাই। ভ্রান্তিবশতঃই আত্মাতে দ্বৈত জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

যে কারণে মূঢ় মনুষ্যগণ অনাত্মভূত দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করিয়া সর্ব্ববস্তুর অন্তরাত্মাস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারে না, সেই কারণের নামই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই সর্ব্ববিষয়ে ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

যেমন ধীবরগণ একবার জাল বিস্তারকরে এবং পরক্ষণেই সেই জাল সংহরণ করিয়া লয়, পরমাত্মাও সেইরূপে সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন; তিনি

সংহরতি বাসুদেবঃ স্ববিভূত্যা ক্রীড়মাণইব ॥ ২২ ॥
ত্রিভিরেব বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞৈস্তৈরাদিমধ্যনিধনাখ্যৈঃ।
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তৈর্ভ্রমভূতৈশ্ছাদিতং তূর্য্যং ॥ ২৩ ॥
মোহয়তীবাত্মানং স্বমায়য়া দ্বৈতরূপয়া দেবঃ।
উপলভতে স্বয়মেবং গুহাগতং পুরুষমাত্মানং ॥ ২৪ ॥
জ্বলনাদ্ধূমোদ্গতিভির্ব্বিবিধাকৃতিরম্বরে যথা ভাতি।
তদ্বিষ্ণোঃ সৃষ্টিঃ স্বমায়য়া দ্বৈতবিস্তরোভাতি ॥ ২৫ ॥
শান্তইব মনসি শান্তে হৃষ্টে হৃষ্টইব মূঢ় ইব মূঢ়ে।

একবার প্রাণাদি অসংখ্য অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি বিস্তার করেন এবং কখন বা সেই সকল অবস্থা সংহরণ করিয়া বিশ্ব সংহার করিয়া থাকেন। এইরূপে পরমাত্মা আপন ঐশ্বর্য্য প্রভাবেই যেন ক্রীড়া করিতেছেন ॥২২॥

পরমাত্মার বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই অবস্থাত্রয়েই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। জীবেরও ঐরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত অবস্থাত্রয়ই ভ্রান্তিস্বরূপ, ঐ ভ্রান্তিদ্বারাই তূরীয়-ব্রহ্ম-চৈতন্য আচ্ছাদিত আছে। ২৩ ॥

স্বপ্রকাশমান আত্মা দ্বৈতরূপিণী মায়াদ্বারা আপনাকে যেন মুগ্ধ করিতেছেন এবং প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা স্বয়ংই আপনাকে বুদ্ধিরূপ গুহাগত পুরুষরূপে উপলাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাবৎ দ্বৈত জ্ঞানের নিবৃত্তি না হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় না হয় তাবৎ পরমাত্মপরিজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

যেমন অগ্নি প্রজ্জলিত হইলে তাহাহইতে ধূম উদ্গত হইয়া আকাশকে পরিব্যাপ্ত করে এবং সেই ধূমের ঊর্দ্ধগতিদ্বারা আকাশের নানাপ্রকার আকৃতি প্রকাশ পায়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্ম পুরুষের স্বীয় মায়াতেই নানাপ্রকার সৃষ্টি প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মন শান্ত হইলে আত্মাও যেন শান্ত হয়েন, মন হৃষ্ট হইলেই আত্মাও যেন তাহাতেই হৃষ্ট থাকেন এবং মন

ব্যবহারস্থো ন পুনঃ পরমার্থত্ত ঈশ্বরো ভাতি ॥ ২৬ ॥
জলধর-ধূমোদ্গতিভির্ম্মলিনীক্রিয়তে যথা ন গগনতলং।
তদ্বৎ প্রকৃতিবিকারৈরপরামৃষ্টঃ পরঃ পুরুষঃ ॥ ২৭ ॥
একস্মিন্নপি চ ঘটে ধূমাদিমলাবৃতে ঘটাঃ শেষাঃ।
ন ভবন্তি মলোপেতা যদ্বজ্জীবোপি তদ্বদিহ ॥ ২৮ ॥
দেহেন্দ্রিয়েষু নিয়তাঃ কর্ম্মগুণাঃ কুর্ব্বতে স্বভোগার্থং।
নাহং কর্ত্তা ন মমেতি জ্ঞানতঃ কর্ম্ম নৈব বধ্নাতি ॥ ২৯ ॥

মুগ্ধ হইলে আত্মাও যেন তাহাতেই মুগ্ধ হয়েন। এই সকল আত্মার প্রকৃত ভাব নহে, কেবল সংসারাবস্থায়ই আত্মার ঐ সকল ভাব ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে মনের কোনরূপ ভাবান্তরে আত্মার ভাবান্তর হয় হয় না, তিনি স্বয়ংই প্রকাশ পাইতেছেন। মনের শান্তিতে তাঁহার শান্তি, মনের সন্তোষে আত্মার সন্তোষ এবং মনের মোহে আত্মার মোহ, এই সকল ব্যবহার মাত্র। ২৬।

যেমন মেঘের কারণীভূত ধূমের ঊর্দ্ধগতিদ্বারা আকাশতল মলিন হয় বটে, বাস্তবিক সেই মল আকাশের নহে এবং আকাশ তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মার যে বিকার দেখা যায়, উহা প্রকৃতির বিকার বটে, ঐ বিকার আত্মার নহে এবং সেই বিকারে আত্মা লিপ্ত হয়েন না, অর্থাৎ আত্মা নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত ॥ ২৭।

যেমন ধূমাদিদ্বারা এক একটি ঘট মলিন হইলেও অন্যান্য ঘট সকল মলিন হয় না, সেইরূপ এক দেহস্থিত জীব স্বীয় কর্ম্মাদিদোষে মলিন হইলে সেই কর্ম্মদোষে অপরাপর দেহস্থিত জীব মলিন হইতে পারে না, অর্থাৎ এক ব্যক্তির দোষ বা গুণ অন্য ব্যক্তিতে আশক্ত হয় না ॥ ২৮ ॥

কর্ম্মফল সকল জীবের ভোগের নিমিত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহে নিরত থাকিয়া কার্য্য করে, অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগের অবশ্যম্ভাবিত্বপ্রযুক্ত জীব সেই ফলভোগার্থ বদ্ধ থাকে, "আমি কর্ত্তা নহি এবং কোন বস্তু আমার নহে" এইরূপ জ্ঞান হইলে জীব আর কর্ম্মে বদ্ধ হয় না ॥ ২৯।

অন্যশরীরেণ কৃতং কর্ম্ম ভবেৎ যেন দেহ উৎপন্নঃ ।
তদবশ্যং ভোক্তব্যং ভোগাদেব ক্ষয়োঽস্য নির্দ্দিষ্টঃ ॥৩০॥
প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তিচিতং যৎ কর্ম্ম জ্ঞানশিখিশিখালীঢ়ং ।
বীজমিব দহনদগ্ধং জন্মসমর্থং ন তদ্ভবতি ॥ ৩১ ॥
জ্ঞানোৎপত্তেরূর্দ্ধং ক্রিয়মাণং কর্ম্ম যত্তদপি ।
ন শ্লিষ্যতি কর্ত্তারং পুষ্করপর্ণং যথা বারি ॥ ৩২ ॥
বাগ্দেহমানসৈরিহ কর্ম্মচয়ঃ ক্রিয়ত ইতি বুধাঃ প্রাহুঃ ।
একোপি নাহমেষাং কর্ত্তা তৎ কর্ম্মণামস্মি ॥ ৩৩ ॥

জীব পূর্ব্ব শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, সেই সকল কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্তই তাহার বর্ত্তমান দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, ভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মফল ক্ষয় পায় না ; সুতরাং কর্ম্মানুরোধেই জীব পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করে ॥ ৩০ ॥

জীব জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে এই শরীরেই যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, জ্ঞানোদয় হইলে সেই জ্ঞানাগ্নির শিখাদ্বারা সেই কর্ম্মফল দগ্ধ বীজের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, অর্থাৎ যেমন বীজ দগ্ধ হইলে সেই বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মফল অন্য শরীর উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩১ ॥

জীবের জ্ঞান জন্মিলেও যদি তখন কর্ম্ম করে, তথাপি সেই কর্ম্মে জীব লিপ্ত হয় না। যেমন পদ্মপত্রে জল সমাশক্ত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানোৎপত্তি হইলে কোন কর্ম্মফলের ভোগার্থ জীব সমাশক্ত হয় না। জ্ঞানোৎপত্তির পর কর্ম্ম করুক আর নাই করুক, কিছুতেই জীবের কোন প্রকার বন্ধন হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, বাক্য, শরীর ও মন ইহারাই কর্ম্ম করিয়া থাকে। আমি বাক্য, শরীর কিম্বা মন নহি, সুতরাং সেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তাও আমি নহি এই নিমিত্তই জীব কর্ম্মকর্ত্তা নহে এবং এইরূপ জ্ঞান হইলে আর জীব কর্ম্মফলও ভোগ করে না ॥ ৩৩ ॥

কর্ম্মফলবীজনাশাৎ জন্মবিনাশো নচাত্র সন্দেহঃ।
বুদ্ধেবমপগততমাঃ সবিতেব বিভাতি ভারূপঃ ॥ ৩৪ ॥
যদ্বদিষীকা তূলং পবনোদ্ধূতং দশদিশো যাতি।
ব্রহ্মণি তত্ত্বজ্ঞানাৎ তথৈব কর্ম্মাণি তত্ত্ববিদঃ ॥ ৩৫ ॥
ক্ষীরাদুদ্ধৃতমাজ্যং ক্ষিপ্তং যদ্বন্ন পূর্ব্ববত্তস্মিন্।
প্রকৃতিগুণেভ্যস্তদ্বৎ পৃথক্ কৃতশ্চেতনোপ্যাত্মা ॥ ৩৬ ॥
গুণময়মায়াগহনং নির্দ্ধূয় যথা তমঃসহস্রাংশুঃ।
বাহ্যান্তরচারী সৈন্ধবঘনবৎ ভবেৎ পুরুষঃ ॥ ৩৭ ॥

যখন কর্ম্মফলের বীজ বিনাশ পায়, তখন আর জীবের জন্ম হইতে পারে না, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জীবের অজ্ঞান বিনাশ হইয়া যায় এবং অজ্ঞান রূপ অন্ধকার বিনাশ হইলেই জীব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে ॥ ৩৪ ।

যেমন শরের অগ্রে তূলা জন্মিয়া থাকে বটে, কিন্তু যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সেই তূলাসকল উড়িয়া দশদিকে যায়, সেই শরের অগ্রে আর তূলা দেখা যায় না। সেইরূপ কোন ব্যক্তি কর্ম্ম করিলেও যখন ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হয়,তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মবিজ্ঞান বলে কর্ম্ম ফল থাকিতে পারে না ॥ ৩৫ ।

যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃত উত্তোলন করিয়া পুনর্ব্বার সেই দুগ্ধে সেই ঘৃত নিক্ষেপ করিলেও তাহা পূর্ব্ববৎ দুগ্ধে মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ চেতনস্বরূপ আত্মাকে একবার প্রকৃতির গুণ হইতে পৃথক করিতে পারিলে আর সেই আত্মা প্রকৃতির গুণে পরিলিপ্ত হইতে পারে না ॥ ৩৬ ।

যেমন দিবাকর স্বীয় কিরণবলে অন্ধকাররাশি বিনাশ করিয়া প্রকাশিত হন, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা আপন জ্ঞানজ্যোতির আলোক দ্বারা সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের মায়াময় সংসার বনকে বিনাশ করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকেন। সৈন্ধবখণ্ড যেমন বাহ্য ও অভ্যন্তরে সমান, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীরা সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৩৭ ।

যদ্বদ্দেহাবয়বা মৃদেব তস্থাবিকারজাতানি ।
তদ্বৎ স্থাবরজঙ্গমমদ্বৈতং দ্বৈতবদ্ভাতি ॥ ৩৮ ॥
একস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাৎ বহবঃ ক্ষেত্রজাতয়োজাতাঃ ।
লোহগতাদিব দহনাৎ সমস্ততোবিস্ফুলিঙ্গকণাঃ ॥ ৩৯ ॥
তে গুণসঙ্গমদোষাৎ বদ্ধাইব ধান্যজাতয়ঃ স্বতুষৈঃ ।
জন্ম লভন্তে তাবৎ যাবন্ন জ্ঞানবহ্নিনা দগ্ধাঃ ॥ ৪০ ॥
ত্রিগুণা চৈতন্যাত্মনি সর্ব্বগতেবস্থিতাখিলাধারে ।
কুরুতে সৃষ্টিমবিদ্যা সর্ব্বত্র স্পৃশ্যতে তয়া নাত্মা ॥ ৪১ ॥

যেমন ঘট শরাবাদি অনেক প্রকার পদার্থ মৃত্তিকার বিকার মাত্র, উহা মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ স্থাবরজঙ্গমাদি সকল বস্তুই আত্মা, কেবল দ্বৈতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, বাস্তবিক এই সকল দ্বৈত নহে, উহারা সকলই অদ্বৈত আত্মা ॥ ৩৮ ॥

যেমন একটী লৌহ দগ্ধ করিলে তাহাহইতে অসংখ্য বিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ এক পরমাত্মা হইতেই নানা জাতি জীবের সৃষ্টি হইয়া সংসার জন্মিয়াছে। বাস্তবিক আত্মাই সকলের কারণ ও সর্ব্বময় ॥ ৩৯ ॥

যাবৎ ধ্যান্যের তুষ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ না হয়, তাবৎ ধান্য আবরণভূত তুষদ্বারা বদ্ধ থাকে; সুতরাং সেই ধান্য হইতে যেমন অঙ্কুর জন্মিতে পারে, সেইরূপ জীবের আবরণ স্বরূপ প্রকৃতির গুণ সকল যাবৎ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ না হয়, তাবৎ জীব প্রকৃতির গুণসংসর্গে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে ॥ ৪০ ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধারভূত চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, পরন্তু ঐ অবিদ্যা সর্ব্বত্র স্পর্শ করিতে পারে বটে, কিন্তু পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পরে না ॥ ৪১ ॥

রজ্জ্বাং ভুজঙ্গহেতৌ প্রভববিনাশৌ যথা ন স্তঃ।
জগদুৎপত্তিবিনাশৌ নচ কারণমস্তি তদ্বিদিহ ॥ ৪২ ॥
জন্ম-বিনাশন-গমনাগমনমলৈঃ সঙ্গবর্জ্জিতোনিত্যং।
আকাশইব ঘটাদিষু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোপেতঃ ॥ ৪৩ ॥
কর্ম্ম শুভাশুভজনিতৈঃ সুখদুঃখৈর্বদ্ধোভবত্যুপাধীনাং।
তৎসংসর্গাদ্বদ্ধস্তস্করসঙ্গাদতস্করবৎ ॥ ৪৪ ॥
দেহগুণকরণগোচরসঙ্গাৎ পুরুষস্য যাবদিহ ভাবাঃ।
তাবন্মায়াপাশৈঃ সংসারে রুদ্ধইব ভাতি ॥ ৪৫ ॥

রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয়. কেবল ভ্রান্তিই তাহার প্রতি কারণ. প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা রজ্জুতে সর্পবোধ হয় না. কারণ যখন ভ্রান্তি দূর হয়, তখন সর্পজ্ঞানও নিবৃত্তি হইয়া যায়। অতএব যেমন সর্পজ্ঞানের প্রতি ও সর্পজ্ঞান নিবৃত্তির প্রতি রজ্জু কারণ নহে, সেইরূপ পরমাত্মা অবিদ্যাদ্বারাই জগতের উৎপত্তি বিনাশের প্রতি কারণ হয়েন। যেহেতু যখন জ্ঞানোদয় দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হয়, তখন দ্বৈত জগতেরও বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব জানা যায় যে, জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই এবং তাহার কোন কারণও নাই ॥ ৪২ ॥

যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইলেও যখন ঘট মঠাদির অভ্যন্তর বর্ত্তী হয়, তখন ঘটাকাশ মঠাকাশ এই প্রকার জ্ঞান হয়। সেইরূপ আত্মা জন্ম মৃত্যুরহিত, গমনাগমনবর্জ্জিত, নির্ম্মল ও সঙ্গরহিত হইলেও তিনি সর্ব্ব পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববস্তু স্বরূপে জানা যায় ॥ ৪৩ ॥

যেমন সাধুব্যক্তিও যদি চোরের সংসর্গে থাকে, তাহাহইলে লোকে সেই সাধুকেও চোর বলিয়া মনে করে। সেইরূপ শুভাশুভ কর্ম্মফলদ্বারা সুখদুঃখে আবদ্ধ দেহাদি উপাধি সংসর্গ থাকাতে আত্মাকেও বদ্ধ বলিয়া বোধ হয় ॥ ৪৪ ॥

যাবৎ শরীর, গুণ, ইন্দ্রিয় এবং শব্দাদি বিষয়ের সংসর্গে মনের আসক্তি থাকে, তাবৎ জীব সংসারের মায়াপাশে রুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

মাতৃ-পিতৃ-পুত্র-কলত্র-বান্ধব-ধনসংভোগ-মূঢ়ঃ।
জন্মজরামরণময়ে চক্রইব ভ্রাম্যতে জন্তুঃ॥ ৪৬॥
লোকব্যবহারকৃতাং য ইহাবিদ্যামুপাসতে মূঢ়াঃ।
তে জননমরণধর্ম্মাণো ধ্বান্তমত্রেত্য খিদ্যন্তে॥ ৪৭॥
হিমফেনবুদ্বুদাইব জলস্য ধূমোযথা বহ্নেঃ।
তদ্বৎ স্বভাবভূতা মায়ৈষা কীর্ত্তিতা বিষ্ণোঃ॥ ৪৮॥
এবং দ্বৈতবিকল্পাং ভ্রমস্বরূপাং বিমোহিনীং মায়াং।
উৎসৃজ্য সকলনিষ্কমলদ্বৈতং ভাবয়েৎ ব্রহ্ম॥ ৪৯॥
যদ্বৎ সলিলে সলিলং ক্ষীরে ক্ষীরং সমীরণে বায়ুঃ।
তদ্বদ্ব্রহ্মণি বিমলে ভাবনয়া তন্ময়ত্বমুপযাতি॥ ৫০॥

জীবসকল জনকজননীর স্নেহে, পুত্রাদির মমতায়, বন্ধুবান্ধবের সৌহৃদ্যে এবং ধনসম্পত্তির উপভোগে মুগ্ধ হইলেই জন্মজরামরণময় এই সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। ৪৬॥

যে সকল অজ্ঞ মূঢ়েরা লৌকিক ব্যবহারের অনুরোধে অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা এই সংসারে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া বারম্বার জননমরণজন্য ক্লেশ ভোগ করে। ৪৭।

যেমন হিমকণা, ফেণ ও বুদ্বুদ এই সকল এক জলেরই স্বভাব এবং ধূম অগ্নির স্বভাব, সেইরূপ মায়াই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার স্বভাব। ৪৮॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বৈত বিকল্প এবং মোহকারিণী ভ্রান্তিস্বরূপা মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় বস্তুকে অদ্বৈত নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপে চিন্তা করিবে॥ ৪৯॥

যেমন জলেতে জল, ক্ষীরেতে ক্ষীর এবং বায়ুতে বায়ু সর্ব্বতোভাবে মিশ্রিত হইয়া একীভূত হয়, সেইরূপ জীব নিষ্কল ব্রহ্মকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মেতে মিশ্রিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ৫০॥

ইত্থং দ্বৈতসমূহে ভাবনয়া ব্রহ্মভূয়মুপযাতি।
কোমোহঃ কঃ শোকঃ সর্ব্বং ব্রহ্মাবলোকয়তঃ ॥ ৫১ ॥
বিগতোপাধিঃ স্ফটিকঃ স্বপ্রভয়া ভাতি নির্ম্মলো যদ্বৎ।
চিদ্দীপঃ স্বপ্রভয়া তথা বিভাতীহ নিরুপাধি ॥ ৫২ ॥
গুণ-করণগণ-শরীর-প্রাণৈস্তন্মাত্রজাতিসুখদুঃখৈঃ।
অপরামৃষ্টোব্যাপী চিদ্রূপোহয়ং সদা বিমলঃ ॥ ৫৩ ॥
দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা স্পর্শয়িতা রসয়িতা গ্রহীতা চ।
দেহী দেহেন্দ্রিয়ধীবিবর্জ্জিতঃ স্যান্ন কর্ত্তাসৌ ॥ ৫৪ ॥
একো নৈকত্রাবস্থিতো মহৈশ্বর্য্যং যোগতোব্যাপ্তঃ।
আকাশবদখিলমিদং নকশ্চিদপ্যত্র সন্দেহঃ ॥ ৫৫ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমুদায় সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্ম ভাবনা করে, তাহার নিকট সমুদায় সৃষ্ট বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। অতএব যাহার সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন হয়, তাহার শোক বা মোহ কিছুই থাকে না ॥ ৫১ ॥

যেমন নির্ম্মল স্ফটিক অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে না থাকিলে আপন প্রভায় দীপ্তি পায়, সেইরূপ চিদ্রূপ পরমাত্মা উপাধিরহিত হইলেই স্বকীয় প্রভায় প্রকাশ পাইতে থাকেন ॥ ৫২ ॥

গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, শরীর, প্রাণ, পঞ্চতন্মাত্র, জাতি, সুখ ও দুঃখ ইহারা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদা নির্ম্মল চিন্ময় পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ পরমাত্মার গুণাদি কিছুই নাই ॥ ৫৩ ॥

যাহার দেহ ও ইন্দ্রিয় আছে, তিনিই দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শন, আস্বাদন এবং গ্রহণ করিতে পারেন। আত্মার দেহ বা ইন্দ্রিয় কিছুই নাই; সুতরাং তিনি দর্শনাদি করিতে পারেন না এবং কর্ত্তা নহেন ॥৫৪॥

যেমন এক আকাশ অনেক স্থানে বিদ্যমান আছে, সেইরূপ এক আত্মা অনেক স্থানে অবস্থিতি করিয়া গুণসংসর্গে মহৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আত্মার সর্ব্বগামিত্ববিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

আত্মৈবেদং সর্ব্বং নিষ্কলসকলং, যদৈব ভাবয়তি।
মোহগহনাদ্বিমুক্তস্তদৈব পরমেশ্বরীভূতঃ ॥ ৫৬ ॥
যদ্বৎ সিদ্ধান্তাগমতর্কেষু প্রভ্রমন্তি রাগান্ধাঃ।
অনুমোদামস্তত্তৎ তেষাং সর্ব্বাত্মবাদিধিয়াং ॥ ৫৭ ॥
সর্ব্বাকারো ভগবানুপাস্যতে যেন যেন ভাবেন।
তং তং ভাবং ভূত্বা চিন্তামণিবৎ সমভ্যেতি ॥ ৫৮ ॥
নারায়ণমাত্মানং জ্ঞাত্বা সর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুং।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো ভবতি ॥ ৫৯ ॥

এক আত্মাই সমস্ত বস্তুস্বরূপ এবং তিনি নিরবয়ব হইয়াও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিতেছেন। কোন ব্যক্তি যখনই এইরূপ ভাবনা করিবে, তখনই সে মোহারণ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমেশ্বরের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫৬ ॥

দেহাত্মবাদিপ্রভৃতি মোহান্ধ ব্যক্তিরা যে সকল শাস্ত্র, সিদ্ধান্ত ও তর্কের অনুবলে পরিভ্রমণ করিতেছে, আমরাও তাহাদিগের সেই সকল শাস্ত্র, সিদ্ধান্ত ও তর্ক অনুমোদন করি। দেহাত্মবাদীরাও সর্ব্বাত্মবাদিদিগের তুল্যই হইতেছে, কারণ তাহারা যে কোন বস্তুকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করুক না কেন, সেই বস্তুও আত্মা হইতে বিভিন্ন নহে ॥ ৫৭ ॥

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল পদার্থই যাঁহার আকারস্বরূপে বিদ্যমান আছে, সেই সর্ব্বময় পরমেশ্বরকে যে ব্যক্তি যে ভাবে ভজনা করে, তাহার নিকটে তিনি সেই ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন চিন্তামণির নিকট যে যাহা চিন্তা করে, সে তাহাই পাইতে পারে। সেইরূপ যে ব্রহ্মকে যে ভাবে উপাসনা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পাইতে পারে। ৫৮ ।

তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তিরা পরমাত্মাকে নারায়ণ এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণরূপে জানেন এবং তাঁহারাও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্বরূপ এবং সকলের অধীশ্বর হয়েন। ৫৯ ॥

আত্মজ্ঞস্তরতি শুচং যস্মাদ্বিদ্বান্নবিভেতি কুতশ্চিৎ।
মৃত্যোরপি মরণভয়ংনভবত্যন্যভয়ং কুতস্তস্য ॥ ৬০ ॥
ক্ষয়বৃদ্ধি-বধ্যঘাতক-বন্ধনমোক্ষৈর্ব্বিবর্জ্জিতং নিত্যং।
পরমার্থতত্ত্বমেতৎ যদতোন্যত্তদনৃতং সর্ব্বং ॥ ৬১ ॥
এবং প্রকৃতিপুরুষং বিজ্ঞায় নিরস্তকল্পনাজালঃ।
আত্মারামঃ প্রশমং সমাস্থিতঃ কেবলীভবতি ॥ ৬২ ॥
নল-কদলি-বেণু-বাণা নশ্যন্তি যথা স্বপুষ্পমাসাদ্য।
তদ্বৎ স্বভাবভূতাঃ স্বভাবতাং প্রাপ্য নশ্যন্তি ॥ ৬৩ ॥
ভিন্নে জ্ঞানগ্রন্থৌ ছিন্নে সংশয়গণে শুভাশুভে ক্ষীণে।
দগ্ধে চ জন্মবীজে পরমানন্দং হরিং যাতি ॥ ৬৪ ॥

যাহাঁরা আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কারণ তত্ত্বজ্ঞানীরা কোন বিষয়েই ভীত হয়েন না; এমন কি, মৃত্যুকেও তাঁহারা ভয় করেন না ॥ ৬০ ॥

যে নিত্য পদার্থের ক্ষয়, বৃদ্ধি, বধ্য, বধকর্ত্তা, বন্ধন এবং মোক্ষ,ইহার কিছুই নাই, তাহাই পরমার্থতত্ত্ব। এই পরমার্থ তত্ত্বই সত্য, তদ্ভিন্ন সমুদায় অনিত্য ॥ ৬১ ॥

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন্, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষকে জানিয়া সর্ব্বকল্পনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শান্তভাবে পরমাত্মাতে অবস্থান করিতে করিতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৬২ ॥

যেমন নল, কদলী, বংশ ও শর, এই সকলের স্বভাব এই যে, ইহাদিগের পুষ্প হইলেই তাহারা বিনাশ পায়। সেইরূপ জীবের এই প্রকার স্বভাব আছে যে, জীব আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬৩ ॥

যখন জীবের লৌকিক জ্ঞানে যে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার মোচন, সর্ব্বপ্রকার সংশয়চ্ছেদ ও শুভাশুভ বিবেকশক্তি হইয়া জন্মবীজ দগ্ধ হয়, তখনই জীব পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে ॥ ৬৪ ॥

মোক্ষস্য নৈব কিঞ্চিদ্ধামাস্তি ন চাপি গমনমস্তত্র।
অজ্ঞানময়গ্রন্থের্ভেদোযস্তং বিদুর্ম্মোক্ষং ॥ ৬৫ ॥
বুদ্ধৈবমসত্যমিদং বিষ্ণোর্ম্মায়াত্মকং জগদ্রূপং।
বিগতদ্বন্দ্বোপাধিকভোগাসঙ্গো ভবেচ্ছান্তঃ ॥ ৬৬ ॥
বুদ্ধা বিভক্তাং প্রকৃতিং পুরুষঃ সংসারমধ্যগো ভবতি।
নির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মভিরম্বুজপত্রং যথা সলিলৈঃ ॥ ৬৭ ॥
অচ্ছন্ যদ্বা তদ্বা সংবীতো যেন কেনচিচ্ছান্তঃ।
যত্র ক্বচন চ শায়ী বিমুচ্যতে সর্ব্বভূতাত্মা ॥ ৬৮ ॥

জীবের মুক্তির নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান নাই, জীবের মুক্তি হইলে সে অন্য কোন স্থানেও গমন করে না, অজ্ঞানবিনাশ হইলেই মুক্তি হয়। জ্ঞানিগণ অজ্ঞান গ্রন্থির ভেদকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

এই জগৎ সত্য নহে, ইহা কেবল বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের মায়াস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে, জ্ঞানিগণের এইরূপ জ্ঞানোদয় হইলেই তাঁহারা দ্বৈত উপাধি ও ভোগের সংসর্গ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন। ৬৬ ॥

যেমন পদ্মপত্রে জল থাকিলেও সেই জল তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পুরুষ সংসারমধ্যে থাকিলেও যদি আত্মা হইতে প্রকৃতিকে পৃথক্‌রূপে জানিতে পারে, তাহাহইলেই সংসারের কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া মুক্ত হইতে পারে। ৬৭ ॥

যাঁহার আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়াছে, তিনি যাহা কিছু ভোজন করুন, যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করুন, কিম্বা যে স্থানে শয়ন করুন না কেন, কিছুতেই তাঁহার অসন্তোষ হয় না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই শান্ত থাকিয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলিয়া জানিতে পারেন, তাহাহইলেই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ৬৮ ॥

হয়মেধশতসহস্রাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মঘাতলক্ষণানি।
পরমার্থবিন্ন পুণ্যৈর্নচ পাপৈঃ স্পৃশ্যতে বিমলঃ ॥ ৬৯ ॥
মদ-কোপ-হর্ষ-মৎসর-বিষাদভয়-পরুষবর্জ্জবাগ্‌বুদ্ধিঃ।
নিস্তোত্রবষট্‌কারো জড়বদ্বিচরেদগাধমতিঃ ॥ ৭০ ॥
উৎপত্তিনাশবর্জ্জিতমেবং পরমার্থ মুপলভ্য।
কৃতকৃত্যঃ সফলজনুঃ সর্ব্বগতস্তিষ্ঠতি যথেষ্টং ॥ ৭১ ॥
ব্যাপিনমভিন্নমিত্থং সর্ব্বাত্মানং বিধূতনানাত্বং।
নিরুপমপরমানন্দং যো বেদ স তন্ময়ো ভবতি ॥ ৭২ ॥
তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহং।

যিনি পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি মহাপুণ্যপ্রদ শতসহস্র অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলেও সেই যজ্ঞের পুণ্যভাগী হয়েন না এবং মহাপাপজনক ব্রহ্মবধাদি করিলেও সেই পাপে পাপী হয়েন না। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে পাপ কিম্বা পুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৬৯ ॥

যাঁহার আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়াছে, তিনি আপন বাক্য ও বুদ্ধিকে মত্ততা, ক্রোধ, হর্ষ, মাৎসর্য্য, বিষাদ, ভয় ও নিষ্ঠুরতা এই সকল হইতে নিবারিত করিয়া দেবোদ্দেশে স্তোত্র পাঠ ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় গম্ভীর বুদ্ধিতে বিচরণ করিতে থাকেন ॥ ৭০ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা উৎপত্তিবিনাশবর্জ্জিত পরমার্থ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয় এবং আপন জন্ম সফল করিয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগতরূপে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করেন ॥ ৭১ ॥

যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী, সকলের অবিশেষ সর্ব্বান্তরাত্মা, দ্বৈতরহিত, নিরুপম এবং পরমানন্দ বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি পরব্রহ্মময় হইয়া অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকেন ॥ ৭২ ॥

যে ব্যক্তি একবারমাত্র পরমাত্মজ্ঞান লাভকরিয়া সর্ব্বপ্রকার লোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি পুণ্যধামে অথবা চণ্ডালাদির অপবিত্র গৃহে

জ্ঞানসমকালং মুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ ॥ ৭৩ ॥
পুণ্যায় তীর্থসেবা নিরয়ায় শ্বপচসদননিধনগতিঃ।
পুণ্যাপুণ্যকলঙ্কস্পর্শাভাবে তু কিং কেন ॥ ৭৪ ॥
বৃক্ষাগ্রাচ্চ্যুতপাদো যদ্বদনিচ্ছন্নরঃ ক্ষিতৌ পততি।
তদ্বদ্গুণপুরুষজ্ঞোঽনিচ্ছন্নপি কেবলীভবতি ॥ ৭৫ ॥
পরমার্থমার্গসাধনমারভ্য প্রাপ্য যোগমপি নাম।
সুরলোকভোগভোগী মুদিতমনা মোদতে সুভৃশং ॥ ৭৬ ॥
বিষয়েষু সার্ব্বভৌমঃ সর্ব্বজনৈঃ পূজ্যতে যথা রাজা।
ভুবনেষু সর্ব্বদেবৈর্যোগভ্রষ্টস্তথা পূজ্যঃ ॥ ৭৭ ॥

শরীর পরিত্যাগ করিয়া মরণকালে জ্ঞান বিস্মৃত হইলেও মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥ ৭৩ ॥

ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, পুণ্যোপার্জ্জনের নিমিত্ত তীর্থ সেবা করে এবং চণ্ডালাদির গৃহে মরণ হইলে নরকগামী হয়, কিন্তু যাহাকে পুণ্য কিম্বা পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার তীর্থসেবায় বা কি ফল? এবং চণ্ডাল গৃহে মরিলেই বা ক্ষতি কি ? ॥ ৭৪ ॥

যেমন কোন পুরুষ বৃক্ষাগ্র হইতে চ্যুত হইলে তাহার ভূমিতে পতনের ইচ্ছা না থাকিলেও সেই ব্যক্তি অবশ্যই ভূতলে পতিত হইবে। সেইরূপ যাঁহার পরমাত্মপরিজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার মুক্তি কামনা না থাকিলেও সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিবে ॥ ৭৫ ॥

যদি কোন ব্যক্তি পরমার্থসাধনের পন্থা আশ্রয় করিয়াও সম্যক্রূপে যোগাদিসাধন করিতে না পারিলে সেই পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে স্বর্গভোগ করিয়া নিরন্তর হৃষ্টচিত্তে কাল যাপন করিতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭৬ ॥

যেমন সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী রাজ্যমধ্যে সর্ব্বসাধারণ জনগণের পূজ্য হন, সেইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ত্রিভুবনে পূজ্য হইয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥

মহতা কালেন মহান্ মানুষ্যং প্রাপ্য যোগমভ্যস্য।
প্রাপ্নোতি দিব্যমমৃতং যত্তৎ পরমং পদং বিষ্ণোঃ ॥৭৮॥
বেদান্তশাস্ত্রমখিলং বিলোক্য শেষোঽখিলাধারঃ।
আর্য্যাপঞ্চাশীত্যা ববন্ধ পরমার্থসারমিদং ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীশেষনাগবিরচিতঃ পরমার্থসারঃ সমাপ্তঃ।

যাঁহারা যোগভ্রষ্ট, সেই সকল মহাত্মা ব্যক্তিরা বহুকালের পর মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের দিব্য অমৃতপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৮ ॥

সর্পগণের অধীশ্বর শেষনামা নাগ সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র অবলোকন করিয়া আর্য্যাচ্ছন্দে পঞ্চাশীতি শ্লোকে পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপণার্থ এই পরমার্থসার নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন॥ ৭৯ ॥

ইতি পরমার্থসার সমাপ্ত।

ওঁ ॥ গণেশায় নমঃ ॥

মণিরত্নমালা।

অপারসংসারসমুদ্রমধ্যে সম্মজ্জতোমে শরণং কিমস্তি ।
গুরো কৃপালো কৃপয়া বদৈতদ্বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা ॥১॥

বদ্ধোহিকো যো বিষয়ানুরক্তঃ কোবা বিমুক্তো-
বিষয়ে বিরক্তঃ । কোবাঽস্তি ঘোরোনরকঃ স্বদেহস্তৃষ্ণাক্ষয়ঃ
স্বর্গপদঙ্কিমস্তি ॥ ২ ॥

গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তত্ত্বোপদেশ বিবৃত হইতেছে।—শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দয়ানিধে! আমি অপার সংসারসাগরমধ্যে নিমগ্ন হইতেছি, এইক্ষণ কিরূপে এই অপারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি? আপনি কৃপাবিতরণপূর্ব্বক তাহার উপায় প্রদর্শন করুন। গুরু কহিলেন, বৎস! বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মস্বরূপ নৌকা আশ্রয় কর, তাহাহইলেই এই অপার সংসার জলধির পারে গমন করিতে পারিবে। সংসার তরণে ঈশ্বরের চরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ॥ ১ ॥

পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! এই সংসারে বদ্ধ কাহাকে বলা যায়? গুরু কহিলেন, যে ব্যক্তি বিষয়ে নিরন্তর অনুরক্ত, তাহাকেই বদ্ধ বলা যায়। শিষ্য কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি বিমুক্ত? গুরু কহিলেন, সংসারবিরক্ত ব্যক্তিই বিমুক্ত। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘোরতর নরক কি? গুরু কহিলেন, স্বীয় দেহই নরক। শিষ্য কহিলেন স্বর্গ কাহাকে বলা যায়? গুরু উত্তর করিলেন, আশাক্ষয়কে স্বর্গ বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

সংসারহৃৎকঃ শ্রুতিজাত্মবোধঃ কো মোক্ষহেতুঃ প্রথিতঃ সএব। দ্বারঙ্কিমেকন্নরকস্য নারী কা স্বর্গদা প্রাণভৃতামহিংসা ॥ ৩ ॥

শেতে সুখঙ্কস্তু সমাধিনিষ্ঠো জার্ত্তি কোবা সদসদ্বিবেকী। কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি তান্যেব মিত্রাণি জিতানি কানি ॥ ৪ ॥

কোবা দরিদ্রো হি বিশালতৃষ্ণঃ শ্রীমাংশ্চ কো যস্য

শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! কে সংসার হরণ করে? গুরু কহিলেন বৎস! শ্রুত্যর্থাবগতিদ্বারা যে আত্মজ্ঞান জন্মে, সেই আত্মবোধই সংসারকে হরণ করে। পুনর্ব্বার শিষ্য কহিলেন, মোক্ষহেতু কি? গুরু কহিলেন, উক্ত আত্মবোধই মুক্তির কারণ। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, নরকের দ্বার কাহাকে বলাযায়? গুরু কহিলেন, ভার্য্যাই নরকের দ্বার। আর কে প্রাণিবর্গকে স্বর্গ প্রদান করে? গুরু উত্তর করিলেন, অহিংসাই দেহিদিগের স্বর্গ প্রদান কর্ত্তা। ৩।

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, কোন ব্যক্তি সুখে শয়ন করিয়া থাকে? গুরু কহিলেন, যে ব্যক্তি সমাধিযুক্ত সেই ব্যক্তিই সুখে শয়ন করিয়া আছে। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা জাগরিত আছে? গুরু কহিলেন, যিনি সদসদ্বিবেকী, তিনিই সর্ব্বদা জাগরিত রহিয়াছেন। আর কাহাদিগকে শত্রু বলিয়া গণ্য করা যায়? এই প্রশ্নে গুরু উত্তর করিলেন, নিজইন্দ্রিয়গণই শত্রুমধ্যে পরিগণিত হয়। পরন্তু ঐ ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলে সেই সকল ইন্দ্রিয়ই মিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ৪ ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, গুরো! এই সংসারে কোন ব্যক্তি দরিদ্র? গুরু উত্তর করিলেন, বিষয়ে যাহার সমধিক তৃষ্ণা আছে, তাহাকেই দরিদ্র বলা যায, আব শ্রীমান্ কাহাকে বলা যায়? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন,

সমস্ততোষঃ। জীবন্মৃতঃ কস্তু নিরুদ্যমোযঃ কা বা মৃতা স্যাৎ সুখদা নিরাশা ॥ ৫ ॥

পাশো হি কো যো মমতাঽভিধানঃ সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা স্ত্রী। কোবা মহান্ধো মদনাতুরোযো মৃত্যুশ্চ-কোবাঽপযশঃ স্বকীয়ম্ ॥ ৬ ॥

কোবা গুরুর্যোহি হিতোপদেষ্টা শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্তএব। কো দীর্ঘরোগো ভবএব সাধো কিমৌষধন্তস্য বিচারএব ॥ ৭ ॥

যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, তাহাকে শ্রীমান বলিয়া জানিবে। পুনর্ব্বার শিষ্য কহিলেন, কোন ব্যক্তিকে জীবন্মৃত বলা যায়? গুরু উত্তর করিলেন, যিনি উদ্যমবিহীন তিনিই জীবন্মৃত। আর সুখদায়ক অমৃত কি? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন, নিরাশাই সুখদায়ক অমৃত স্বরূপ। ৫ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! এই সংসারে পাশ (রজ্জু) কাহাকে বলা যায়? গুরু কহিলেন বৎস! মমতাই সংসারবন্ধনে রজ্জু স্বরূপ। আর এই সংসারে সুরারন্যায় কে মোহিত করে? গুরু কহিলেন, স্ত্রী। আর কাহাকে মহান্ধ বলা যায়? গুরু উত্তর করিলেন, যিনি কামাতুর, তাঁহাকে মহান্ধ বলিয়া জানিবে। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! মৃত্যু কি? গুরু কহিলেন, স্বকীয় অপযশই মৃত্যু স্বরূপ ॥ ৬ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! গুরু কাহাকে বলা যায়? গুরু কহিলেন, বৎস! যিনি হিতোপদেশ করেন, তিনিই গুরু। আর শিষ্য কে? এই প্রশ্নে গুরু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি গুরুভক্ত, তাহাকে শিষ্য বলা যায়। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, দীর্ঘরোগ কি? গুরু কহিলেন, এই সংসারই দীর্ঘরোগ। আর এই সংসাররূপ দীর্ঘরোগের ঔষধ কি? এই প্রশ্নে গুরু উত্তর করিলেন, সেই সংসারের বিচারই ভবরোগের মহৌষধ। ৭ ॥

কিম্ভূষণাদ্ভূষণমস্তি শীলং তীর্থম্পরঙ্কিং স্বমনোবিশুদ্ধম্ ।
কিমত্র হেয়ঙ্কনকঞ্চ কান্তা সেব্যংসদা কিং গুরুবেদবাক্যম্॥৮॥

কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্তু সন্তি সৎসঙ্গতির্দ্দান্তিবিচারতোষাঃ। কে সন্তি সন্তঃ কিল বীতরাগা অথান্তমোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ ॥ ৯ ॥

কো বা জ্বরঃ প্রাণভৃতাং হি চিন্তা মূর্খস্তু কো যস্তু বিবেকহীনঃ। কার্য্যা ময়া কা শিববিষ্ণুভক্তিঃ কিংজীবনং দোষবিবর্জ্জিতং যৎ ॥ ১০ ॥

শিষ্য গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলেন, সাধো! প্রকৃতভূষণ কাহাকে বলা যায়? গুরু কহিলেন, সুশীলতাই মানবগণের প্রকৃত ভূষণ। পরম তীর্থ কাহাকে বলা যায়? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন, স্বীয় মনের বিশুদ্ধিই পরম তীর্থ। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সংসারে হেয় কি? গুরু কহিলেন, সুবর্ণাদি ধন ও স্ত্রী ইহারাই পরিত্যাজ্য। সর্ব্বদা কাহাকে সেবা করিবে? এই প্রশ্নে গুরু উত্তর করিলেন, গুরু ও বেদবাক্যই এই সংসারে সেবনীয় ॥ ৮ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! ব্রহ্মপ্রাপ্তির কি কি কারণ বিদ্যমান আছে? গুরু কহিলেন, বৎস! সৎসঙ্গতি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিচার এবং সন্তোষ, ইহারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ। পুনর্ব্বার শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, কাহাদিগকে সৎ বলা যায়? গুরু উত্তর করিলেন, যাহাদিগের বিষয়ানুরাগ বিগত হইয়াছে, তাহারাই সৎশব্দ বাচ্য। আর যাহাদিগের মোহ বিগত হইয়াছে, অথচ সর্ব্বদা ব্রহ্মতত্ত্বে অনুরাগ আছে, তাহাদিগকেও সৎ বলা যায় ॥৯॥

প্রাণিদিগের জ্বর কি? এই প্রশ্নে গুরু উত্তর করিলেন, "চিন্তা"। মূর্খ কাহাকে বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যিনি বিবেকহীন, তিনিই মূর্খ। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি কার্য্য করিব? গুরু কহিলেন, তুমি শিব ও বিষ্ণুকে ভক্তি কর। প্রকৃত জীবন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিলেন, দোষহীন জীবনই প্রকৃত জীবন ॥ ১০ ॥

বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদা যা বোধোহস্তি কোযস্তু বিমুক্তিহেতুঃ। কোলাভ আত্মাহবগমো হি যো বৈ জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন ॥ ১১ ॥

শূরান্মহাশূরতমোহস্তি কোবা মনোজবাণৈর্ব্ব্যথিতো ন যস্তু। প্রাজ্ঞোহতিধীরশ্চ সমশ্চ কোবা প্রাপ্তো ন মোহং ললনাকটাক্ষৈঃ ॥ ১২ ॥

বিষাদ্বিষক্কিম্বিষয়াঃ সমস্তা দুঃখী সদা কো বিষয়ানুরাগী। ধন্যোহস্তি কো যস্তু পরোপকারী কঃ পূজনীয়ো ননু তত্ত্বনিষ্ঠঃ ॥ ১৩ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদ্যা কাহাকে বলে? গুরু কহিলেন, যাহা দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তাহাকেই বিদ্যা বলা যায়। বোধ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যাহা মুক্তির কারণ, তাহাই বোধ। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, লাভ কাহাকে বলা যায়? গুরু কহিলেন, আত্মপ্রাপ্তিই লাভ। কোন্ ব্যক্তি জগৎকে জয় করিয়াছেন? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন, যিনি মনকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে জগদ্বিজেতা বলা যায়। ১১।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বিক্রমশালী? গুরু কহিলেন, যাঁহার মন কামবাণে ব্যথিত হয় নাই, তাঁহাকে পরমবীর বলিয়া জানিবে। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন গুরো! কাহাকে পণ্ডিত, অতিধীর ও সমদর্শী বলা যায়? গুরু কহিলেন, যে ব্যক্তি কামিনী কটাক্ষে মোহিত হয় নাই, তাঁহাকে পণ্ডিত, ধীর ও সমদর্শী জানিবে।১২।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! বিষ হইতেও সমধিক বিষ কাহাকে বলে? গুরু উত্তর করিলেন, বিষয়। সংসারে কোন্ব্যক্তি দুঃখী? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন, যিনি বিষয়ানুরাগী, তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী বলিয়া গণ্য কর। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন পুরুষকে ধন্য বলা যায়? গুরু কহিলেন, যিনি পরোপকারী, তিনিই এই জগতে ধন্য।

সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি কিন্ন কার্য্যং কিম্বা বিধেয়ম্বিদুষাম্প্রযত্নাৎ। স্নেহশ্চ পাপম্পঠনশ্চ ধর্ম্মঃ সংসারমূলং হি কিমস্ত্যবিদ্যা ॥ ১৪ ॥

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোহস্তিকো বা নার্য্যা পিশাচ্যা নচ বঞ্চিতোযঃ। কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাঞ্চ নারী দিব্যং ব্রতঙ্কিঞ্চ সমস্ত্যদৈন্যম্ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞাতুমশক্যং হি কিমস্তি সর্ব্বৈ র্যোষিম্মনোযচ্চরিতন্তদীয়ং। কা দুস্ত্যজা সর্ব্বজনৈর্দ্দুরাশা বিদ্যাবিহীনঃপশুরস্তিকো বা ॥ ১৬ ॥

পূজনীয় কে? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন, ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিই জগতের পূজ্য ॥ ১৩ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! বিদ্বান বক্তিরা কি কার্য্য করিবে? এবং কি করিবে না? গুরু উত্তর করিলেন, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সাধারণের প্রতি স্নেহ ও পাপ করিবে না, সর্ব্বদা অধ্যয়ন ও ধর্ম্মাচরণ করিবে। সংসারের মূল কি? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন, অবিদ্যাই সংসারের কারণ ॥ ১৪ ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, কোন্ ব্যক্তি বিজ্ঞ হইতেও বিজ্ঞতম? গুরু কহিলেন, যাহাকে নারী পিশাচী বঞ্চিত করিতে পারে নাই, সেই ব্যক্তিই বিজ্ঞতম। পুনর্ব্বার শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, প্রাণিবর্গের শৃঙ্খল কি? গুরু উত্তর করিলেন, নারীই প্রাণীর শৃঙ্খল স্বরূপ। দিব্য ব্রত কাহাকে বলা যায়? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন, অদীনতাই দিব্য ব্রত ॥ ১৫ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বিষয় সকল পুরুষের জ্ঞানের অশক্য? গুরু উত্তর করিলেন, নারীর মন ও চরিত্র কেহ জানিলে পারে না। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্ব্বজন কি ত্যাগ করিতে পারে না? গুরু কহিলেন দুরাশা সকলের অত্যাজ্য। পশু কাহাকে বলা যায়? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন, বিদ্যাহীন ভিন্ন আর পশু কে আছে ॥ ১৬ ॥

বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈর্ব্বিধেয়োমূর্খৈশ্চ পাপৈশ্চ খলৈশ্চ নীচৈঃ। মুমুক্ষুণা কিন্ত্বরিতম্বিধেয়ং সৎসঙ্গতির্নির্ম্মমতেশভক্তিঃ ॥ ১৭ ॥

লঘুত্বমূলঞ্চ কিমর্থিতৈব গুরুত্ববীজং যদযাচনঞ্চ। জাতোঽস্তি কো যস্য পুনর্ন জন্ম কোবা মৃতো যস্য পুনর্নমৃত্যুঃ ॥ ১৮ ॥

মূকোঽস্তি কোবা বধিরশ্চ কোবা যুক্তন্ন বক্তুং সময়েসমর্থঃ। তথ্যং সুপথ্যন্ন শৃণোতি বাক্যম্বিশ্বাসপাত্রং ন কিমস্তি নারী ॥ ১৯ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলে, কাহার সহবাস ও সঙ্গ করা অবিধেয়। গুরু উত্তর করিলেন, কদাচ মূর্খ, পাপী, খল ও নীচ জনের সঙ্গ করিবে না। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য কি? গুরু উত্তর করিলেন, মুমুক্ষুরা সর্ব্বদা সৎসঙ্গতি, মমতাপরিত্যাগ ও ঈশ্বর ভক্তি করিবে ॥ ১৭ ॥

লঘুতার কারণ কি? এই প্রশ্নে গুরু উত্তর করিলেন, প্রার্থনাই লঘুতার মূল। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুত্বের বীজ কাহাকে বলা যায়? গুরু কহিলেন, অযাচনাই গুরুত্বের মূল। কাহাকে জাত বলা যায়? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন, যাহার পুনর্জ্জন্ম নাই, তাহাকেই জাত বলিয়া জানিবে। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কোন ব্যক্তিকে মৃত বলিতে পারি? গুরু কহিলেন, যাহার পুনর্ব্বার মৃত্যু হয় না, তাহাকেই মৃত বলা যায় ॥ ১৮ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে মূক এবং কাহাকে বধির বলা যায়? গুরু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি সময়েসমুচিত কথা কহিতে অসমর্থ, তাহাকে মূক এবং যে ব্যক্তি হিতকর সত্যবাক্য শ্রবণ করে না, তাহাকে বধির বলিয়া জানিবে। কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাসপাত্র হইতে পারে না? এই প্রশ্নে গুরু উত্তর করিলেন, "নারী" ॥ ১৯ ॥

তত্ত্বঙ্কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ং কিমুত্তমং সচ্চরিতযংদস্তি।
কিঙ্কর্ম্ম কৃত্বা নচ শোচনীয়ং কামারিকংসারিসমর্চ্চনাখ্যম্ ॥২০।

শত্রোর্ম্মহশত্রুতমোঽস্তিকোবা কামঃ সকোপানৃত লোভতৃষ্ণঃ। ন পূর্য্যতে কো বিষয়ৈঃ সএব কিম্দুঃখমূলং মমতাভিধানঃ ॥ ২১ ॥

কিম্মণ্ডনং সাক্ষরতা মুখস্য সত্যঞ্চ কিম্ভূতহিতস্তদেব। ত্যক্ত্বা সুখং কিং স্ত্রিয়মেব সম্যক্ দেয়ম্পরঙ্কিংত্বভয়ং সদৈব ॥ ২২ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! মুখ্যতত্ত্ব কি? গুরু কহিলেন, "শিব"। কোন বস্তু উত্তম? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন, "সচ্চরিত্র"। কি কর্ম্ম করিলে মনুষ্য শোচনীয় হয় না? এই প্রশ্নে গুরু উত্তর করিলেন, শিব ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে কখন তাহারা শোকভাজন হয় না ॥ ২০ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! পরমশত্রু কাহাকে বলা যায়? গুরু উত্তর করিলেন, কাম, ক্রোধ, অসত্য, লোভ ও তৃষ্ণা ইহারাই মনুষ্যবর্গের পরমশত্রু। কোন্ ব্যক্তি বিষয়ে পরিতৃপ্ত হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন, যে ব্যক্তি কাম ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত, বিষয়ভোগে কখনও তাহার পরিতৃপ্তি হয় না। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, দুঃখের মূল কি? গুরু কহিলেন, যাহার নাম মমতা তাহাই দুঃখের কারণ ॥ ২১ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! মুখের ভূষণ কি? গুরু কহিলেন, বিদ্যা ও সত্যই মুখের ভূষণ। কি হইতে প্রাণিবর্গের হিতসাধন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন, বিদ্যা ও সত্য হইতেই প্রাণিবর্গের হিতসাধন হইয়া থাকে। কোন্ বস্তু পরিত্যাগ করিলে সম্যক সুখ সাধন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু নারীশব্দ উচ্চারণ করিলেন। কোন্ বস্তু দেয়? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন, সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিবে ॥ ২২ ॥

কস্যাস্তি নাশে মনসোহি মোক্ষঃ ক্ব সর্ব্বথা নাস্তি ভয়ং বিমুক্তৌ। শল্যম্পরঙ্কিন্নিজমূর্খতৈব কে কে হ্যুপাস্যাগুরবশ্চ বৃদ্ধাঃ ॥ ২৩ ॥

উপস্থিতে প্রাণহৃতে কৃতান্তে কিমাশু কার্য্যং সুধিয়া প্রযত্নাৎ। বাক্কায়চিত্তৈঃ সুখদং যমঘ্নং মুরারিপাদাম্বুজমেব চিন্ত্যম্ ॥ ২৪ ॥

কেদস্যবঃ সন্তি কুবাসনাখ্যাঃ কঃ শোভতে যঃ সদসি প্রবিদ্যঃ। শান্তেব কা যা সুখদাস্তি বিদ্যা কিমেধতে দান বশাৎ সুবিদ্যা ॥ ২৫ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ বস্তুর বিনাশে মোক্ষ হইতে পারে? গুরু কহিলেন,—মনের বিনাশ হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির সর্ব্বদা ভয় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন,—মুক্তপুরুষ সর্ব্বত্র অভয়। শল্য কাহাকে বলা যায়? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন,—"আপন মূর্খতা"। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপাসনা করিবে? গুরু কহিলেন,—গুরু ও বৃদ্ধের উপাসনা কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রাণহারী কৃতান্ত উপস্থিত হইলে সুধী ব্যাক্তিরা যত্নপূর্ব্বক কি কার্য্য করিবে? গুরু উত্তর করিলেন,—পণ্ডিতগণ মরণকালে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বসুখপ্রদ যমবিজেতা মুরারির চরণকমল চিন্তা করিবে। তাহা করিলেই শমনভয় নিবারিত হইয়া থাকে এবং মোক্ষলাভ হয় ॥ ২৪ ॥

কাহারা দস্যু? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন,—"কুবাসনা"। সভাতে কোন্ ব্যক্তি শোভা পায়? শিষ্য ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গুরু কহিলেন,—যিনি বিদ্বান্ তিনিই সভাতে শোভা পাইয়া থাকেন। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে শান্তিসুখ প্রদান করিতে পারে? গুরু কহিলেন,—"সৎবিদ্যা"। দান করিলে কোন বস্তু বৃদ্ধি পায়, এই প্রশ্নের উত্তরে

কুতোহি ভীতিঃ সততম্বিধেয়া লোকাপবাদাদ্ভবকাননাচ্চ। কোবাস্তি বন্ধুঃ পিতরৌ চ কোবা বিপৎসাহায়ঃ পরিপালকৌ যৌ ॥ ২৬ ॥

বুদ্ধা ন বোধ্যম্পরিশিষ্যতে কিং শিবং প্রশান্তং সুখবোধরূপম্। জ্ঞাতে তু কস্মিন্ বিদিতং জগৎ স্যাৎ সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি পূর্ণরূপে ॥ ২৭ ॥

কিং দুর্লভং সদ্গুরুরস্তি লোকে সৎসঙ্গতির্ব্রহ্মবিচারণা চ। ত্যাগো হি সর্ব্বস্য শিবাত্মবোধঃ কিং দুর্জ্জয়ং সর্ব্বজনৈর্ম্মনোজঃ ॥ ২৮ ॥

গুরু "সুবিদ্যাশব্দ" উচ্চারণ করিলেন,—বিদ্যা দান করিলে ক্ষয় না পাইয়া বৃদ্ধি পায় ॥ ২৫ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—মনুষ্যগণ সর্ব্বদা কাহাকে ভয় করিবে? গুরু উত্তর করিলেন,—লোকাপবাদ ও সংসার-কাননকে ভয় করিবে। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—বন্ধু ও পিতা-মাতা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন,—যিনি বিপৎকালের সহায়, তিনিই বন্ধু। আর যাঁহারা প্রতিপালন করেন. তাঁহারা পিতা-মাতা। মনুষ্যগণ এইরূপ জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করিবে ॥ ২৬ ॥

কাহাকে জানিলে আর জ্ঞাতব্য থাকে না? শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে গুরু কহিলেন,—সুখস্বরূপ শান্তশিবকে জানিতে পারিলে কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরো! কাহার পরিজ্ঞানে জগৎ পরিজ্ঞাত হয়? গুরু কহিলেন,—সর্ব্বাত্মক পূর্ণরূপব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইলেই জগৎ পরিজ্ঞাত হয়, তখন আর কোন বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকে না ॥ ২৭ ॥

এই লোকে কোন্ কোন্ বস্তু দুর্ল্লভ? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন,—সদ্গুরু, সংসঙ্গতি, ব্রহ্মবিচার, সর্ব্বপরিত্যাগ এবং আত্মবোধ, এই সকলই সর্ব্বদা সর্ব্বজনের দুর্লভ। সর্ব্বজনের দুর্জ্জেয় কি? শিষ্যের এইরূপ

পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধর্ম্মং প্রাধীতশাস্ত্রোপি ন চাত্মবোধঃ। কিন্তদ্বিষম্ভাতি সুধোপমং স্ত্রী কে শত্রবোমিত্রবদাত্মজাদ্যাঃ ॥ ২৯ ॥

বিদ্যুচ্চলং কিং ধনযৌবনায়ুর্দ্দানং পরং কিঞ্চ সুপাত্রদত্তং। কণ্ঠং গতৈরপ্যসুভির্নকার্য্যং কিঙ্কিম্বিধেয়ম্মলিনং শিবার্চ্চা ॥ ৩০ ॥

কিং কর্ম্ম তৎপ্রীতিকরং মুরারেরাস্থা ন কার্য্যা সততস্তবাব্ধৌ। অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ং সংসারমিথ্যাত্বশিবাত্মতত্ত্বম্ ॥ ৩১ ॥

প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন,—কাম সকলের দুর্জ্জেয়, কেহই কামকে সহজে জয় করিতে পারে না। ২৮ ॥

পশু হইতে অধিকতর পশু কে? এই প্রশ্নে গুরু উত্তর করিলেন,—যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে না এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহার আত্মবোধ হয় নাই, সেই ব্যক্তিই পশুতুল্য। পুনর্ব্বার শিষ্য প্রশ্ন করিলেন,—কোন বস্তু আপাতত সুধাবৎ প্রতীয়মান ও পরিণামে বিষবৎ ক্লেশপ্রদ? গুরু কহিলেন,—"স্ত্রী"। আর কাহাকে মিত্রবৎ জ্ঞান হয়, কিন্তু উহা বাস্তবিক শত্রু? গুরু কহিলেন,—আপন পুত্রাদিরাই মিত্ররূপী শত্রু, অর্থাৎ পুত্রাদির নিমিত্ত অনেক ক্লেশ পাইতে হয় ॥ ২৯ ।

কোন বস্তু বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল? এই প্রশ্নে গুরু কহিলেন,—ধন, যৌবন ও আয়ুঃ, ইহারাই চঞ্চল। উৎকৃষ্ট দান কাহাকে বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন,—সৎপাত্রে যে দান করা যায়, তাহাই প্রকৃষ্ট দান। যাবৎ প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তাবৎ কি কার্য্য অকর্ত্তব্য এবং কোন কার্য্য কর্ত্তব্য? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গুরু কহিলেন,—"কুকর্ম্ম ও শিব পূজা" অর্থাৎ কুকর্ম্ম অকর্ত্তব্য এবং শিবপূজা কর্ত্তব্য। ৩০ ।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরো! কোন্ কর্ম্ম বিষ্ণুর প্রীতিকর? গুরু উত্তর করিলেন,—এই সংসারসাগরে সর্ব্ব বস্তুতে অনাস্থা প্রদর্শনই

কণ্ঠং গতা বা শ্রবণং গতা বা প্রশ্নোত্তরাখ্যা মণিরত্নমালা। তনোতু মোদং বিদুষাং প্রযত্নাৎ রমেশগৌরীশ কথৈব সদ্যঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতা মণিরত্নমালা সমাপ্তা।

শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকর জানিবে। আর দিবারাত্র কি চিন্তা করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু কহিলেন,—এই সংসার মিথ্যা এবং আত্মতত্ত্বই সত্য, ইহাই নিরন্তর চিন্তা করিবে ॥ ৩১ ॥

গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সদুপদেশপূর্ণ মণিরত্নমালা পাঠ, অথবা শ্রবণ করিলে বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রমোদবিস্তার করে। নারায়ণ ও শঙ্করের কথাতে যেরূপ পণ্ডিতগণের হর্ষবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ এই মণিরত্নমালা সাধুজনের আহ্লাদবর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ইতি মণিরত্নমালা সমাপ্ত।

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

নাড়ীপ্রকাশঃ।

ধন্বন্তরিং বৈদ্যরাজং নত্বা জ্ঞানপ্রদং গুরুং।
নাড়ীপ্রকাশগ্রন্থস্য প্রকাশঃ ক্রিয়তেঽধুনা ॥ ১ ॥
অন্যগ্রন্থান্ সমালোচ্য বৈদ্যানাং বোধহেতবে।
নাড়ীপ্রকাশগ্রন্থোঽয়ং দত্তরামেণ কথ্যতে ॥ ২ ॥
নাড়ীজ্ঞানং বিনা যো বৈ চিকিৎসাং কুরুতে ভিষক্।
স নৈব লভতে লক্ষ্মীং নচ ধর্ম্মং ন বৈ যশঃ ॥ ৩ ॥

গ্রন্থারম্ভে নিখিল বিঘ্ন নিবারণপূর্ব্বক গ্রন্থ পরিসমাপ্তির প্রতিবন্ধকীভূত দুরদৃষ্ট নাশ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির নিমিত্ত ইষ্টদেবতা নমস্কার লোক প্রসিদ্ধ আছে। গ্রন্থকার সেই শিষ্টাচার রক্ষণার্থ আপন গ্রন্থের প্রারম্ভে নিজগুরুর নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। নিখিলজ্ঞানপ্রদ বৈদ্যরাজ নিজগুরু ধন্বন্তরিকে নমস্কারকরিয়া নাড়ীপ্রকাশনামক গ্রন্থের আরম্ভ করিতেছেন ॥ ১ ॥

দত্তরামনামা কোন বৈদ্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া অনায়াসে বৈদ্যদিগের নাড়ীবিজ্ঞানলাভার্থ নাড়ীপ্রকাশনামক গ্রন্থ কহিতেছেন ॥ ২ ॥

যে চিকিৎসকের নাড়ীবিজ্ঞানে অধিকার নাই, তিনি যদি চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাহইলে সেই চিকিৎসক কখনই সম্পদ, ধর্ম্ম ও যশ লাভ করিতে পারেন না। অতএব চিকিৎসকমাত্রের নাড়ীবিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষাকরা সর্ব্বতোভাবে অবশ্যক কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

দোষকোপে ঘনেঽল্পে চ পূর্ব্বং নাড়ীং পরীক্ষয়েৎ।
অন্তে চাদৌ স্থিতি স্তস্যা বিজ্ঞেয়া ভিষজা স্ফুটম্ ॥ ৪ ॥
যথা বীণাগতা তন্ত্রী সর্ব্বান্ রাগান্ প্রকাশতে।
তথা হস্তগতা নাড়ী সর্ব্বান্ রোগান্ প্রভাষতে ॥ ৫ ॥
নাড্যা মূত্রস্য জিহ্বায়াঃ কুরু পূর্ব্বং পরীক্ষণং।
পশ্চাচ্চ ভেষজং দেয়ং বৈদ্যৈঃ সদ্যঃ সুখাবহম্ ॥ ৬ ॥
নাড্যা মূত্রস্য জিহ্বায়া লক্ষণং যো ন বিন্দতি।
মারয়ত্যাশু বৈ জন্তূন্ স বৈদ্যো ন যশো লভেৎ ॥ ৭ ॥
স্থিরচিত্তঃ প্রসন্নাত্মা মনসাচ বিশারদঃ।
স্পৃশেদঙ্গুলিভির্নাড়ীং জানীয়াদ্দক্ষিণে করে ॥ ৮ ॥

দোষ, অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ অধিক, কি অল্প তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। নাড়ীর আদি ও অন্তে কিরূপ অবস্থান তাহাই সদ্বৈদ্য বিবেচনা করিবেন ॥ ৪ ॥

যেমন বীণাস্থিত তন্ত্রী সমস্ত রাগ প্রকাশ করিতে পারে, সেইরূপ মনুষ্যের হস্তগতা নাড়ী সকল রোগ প্রকাশ করিয়া থাকে; সুতরাং নাড়ী দ্বারা সকল রোগের পরিজ্ঞান হইতে পারে ॥ ৫ ॥

সদ্বৈদ্য প্রথমতঃ রোগীর নাড়ী, মূত্র ও জিহ্বার পরীক্ষা করিবে। নাড়ীপ্রভৃতির পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী শীঘ্র সুস্থ হইতে পারে ॥ ৬ ॥

যে বৈদ্য নাড়ী, মূত্র ও জিহ্বার পরীক্ষা জানে না, সেই চিকিৎসক সকল প্রাণীকে শীঘ্রই বিনাশ করিয়া থাকে। সেই বৈদ্য কদাচ যশস্বী হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

চিকিৎসাকুশল বৈদ্য স্থিরচিত্ত ও প্রসন্নাত্মা হইয়া স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা রোগীর দক্ষিণ হস্তের নাড়ী স্পর্শ করিবে, তাহাহইলেই দোষের পরিজ্ঞান হইতে পারে ॥ ৮ ॥

ঈষদ্বিনামিতকরং বিততাঙ্গুলীয়ং
বাহু প্রসার্য্য বিহিতং পরিপীড়নেন ।
অঙ্গুষ্ঠমূলপরিপশ্চিমভাগমধ্যে
নাড়ীং প্রভাতসময়ে প্রথমং পরীক্ষেৎ ॥ ৯ ॥
বারত্রয়ং পরীক্ষেত ধৃত্বা ধৃত্বা বিমুচ্য চ ।
বিমৃশ্য বহুধা বৈদ্যো রোগং ব্যতিবিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১০ ॥
সদ্যঃ স্নাতস্য ভুক্তস্য তথা স্নেহাবগাহিনঃ ।
ক্ষুত্তৃষার্ত্তস্য সুপ্তস্য সম্যক্ নাড়ী ন বুধ্যতে ॥ ১১ ॥
পীতমদ্যশ্চঞ্চলাত্মা মলমূত্রাদিবেগযুক্ ।
নাড়ীজ্ঞানেঽসমর্থঃ স্যাল্লোভাক্রান্তশ্চ কামুকঃ ॥ ১২ ॥

প্রথমতঃ নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইলে প্রভাত সময়ে কার্য্য করা কর্ত্তব্য । হস্ত কিঞ্চিৎ বিনম্র, অর্থাৎ বক্র করিয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি সকল বিস্তৃত করিবে । রোগীর অঙ্গুষ্ঠমূলের কিঞ্চিৎ অধোদেশে আপন অঙ্গুলি বিন্যস্ত করিয়া নাড়ীকে পীড়ন করিতে হইবে । তাহাহইলেই স্বীয় অঙ্গুলিদ্বারা নাড়ীর গতি বোধ হইতে থাকে । ৯ ॥

একবার নাড়ী ধারণ করিয়া কিছুকাল রোগীর হাত ছাড়িয়া দিবে, এইরূপে তিনবার হস্তধারণ ও হস্ত পরিত্যাগ করিয়া নাড়ীর পরীক্ষা করিতে হইবে । এইরূপে নাড়ী ধারণপূর্ব্বক উত্তমরূপে বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া নাড়ীপরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয় করিবে । ১০ ॥

যেব্যক্তি কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে স্নান, অথবা ভোজন করিয়াছেন, যিনি স্বীয় অঙ্গে তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য লেপন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পরিপীড়িত, অথবা নিদ্রিত, তাহার সম্যকরূপে নাড়ী পরীক্ষা হইতে পারে না । ১১ ॥

যে বৈদ্য মদ্যপানে রত, যাহার চিত্ত চঞ্চল, যিনি মলমূত্রাদিব বেগরোধক, যিনি লোভী, অথবা কামুক, তাহার নাড়ী পরীক্ষার সামর্থ্য নাই । এই বৈদ্যদ্বারা কদাচ নাড়ীপরীক্ষা কবাইবে না ॥ ১২ ।

ত্যক্তমূত্রপুরীষস্য সুখাসীনস্য রোগিণঃ।
অন্তর্জ্জানুকরস্যাপি নাড়ী সম্যক্ প্রবুধ্যতে ॥ ১৩ ॥
স্ত্রীণাং ভিষগ্ বামহস্তে বামপাদে চ যত্নতঃ।
শাস্ত্রেণ সম্প্রদায়েন তথা স্বানুপবেন চ।
পরীক্ষেদ্রত্নবচ্চাসাবভ্যাসাদেব জায়তে ॥ ১৪ ॥
করাঙ্গুষ্ঠমূলোদ্ভবা প্রাণভূতা
নৃণাং রোগিণাং সাক্ষিণী সৌখ্যভাজাম্।
জলৌকোরগাণাং গতিং নাড়িকায়া
বিধত্তে নিরুক্তা চ বাতাত্মিকা সা। ॥ ১৫ ॥
বিধত্তে গতিং কাকমণ্ডূকয়োর্ষা
মুণীন্দ্রৈর্নিরুক্তা চ পিত্তাত্মিকা সা।

রোগী মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে তাহার হস্ত জানুদ্বয়ের মধ্যগত করিয়া নাড়ীপরীক্ষা করিবে। তাহাহইলেই সম্যক্‌রূপে নাড়ী পরীক্ষিত হইয়া রোগ নির্ণয় হইতে পারে। সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

স্ত্রীদিগের বাম হস্তে, অথবা বাম পাদে যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে ও আপন অনুভব বলে নাড়ীপরীক্ষা করিবে। এই নাড়ীপরীক্ষাতে অভ্যাসই প্রধান কারণ। যেমন অভ্যাস না করিলে রত্নপরীক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ অভ্যাসাভাবে নাড়ীপরীক্ষা করিতেও পারে না, অর্থাৎ যেমন রত্নাদির পরীক্ষা করিতে করিতে রত্নপরীক্ষার শক্তি জন্মে, সেইরূপ অভ্যাস বশতঃ নাড়ীপরীক্ষার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মনুষ্যের হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে প্রাণ ভূতা যে নাড়ী আছে, উহাই মানবের রোগ ও সুস্থতার সাক্ষিস্বরূপ, এই নাড়ীর গতি জলৌকা (জোঁক) অথবা সর্পের ন্যায়। এই নাড়ীকে বায়ু নাড়ী বলিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যে নাড়ীর গতি কাক, অথবা মণ্ডূকের ন্যায় মুনীন্দ্রগণ সেই নাড়ীকে

সপারাবতানাং গতিং যা দধাতি
স্থিরা যা চ সা শ্লেষ্মকোপান্বিতা স্যাৎ ॥ ১৬ ॥
অগ্রে বাতবহা নাড়ী মধ্যে বহতি পিত্তলা
অন্তশ্লেষ্মবিকারেণ ত্রিধা নাড়ীপরীক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥
বাতাধিকা বহেন্মধ্যে হ্যগ্রে বহতি পিত্তলা।
অন্তে চ বহতে শ্লেষ্মা মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
তৃণং পুরঃসরং কৃত্বা যথা বাতোবহেদ্বলী।
স্বানুগঞ্চ তৃণং গুহ্য পৃথিব্যাং বন্ধগাং যথা ॥ ১৯ ॥
এবং মধ্যগতো বায়ুঃ কৃত্বা পিত্তপুরঃ সরম্।

পিত্তনাড়ী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর হংস, অথবা পারাবতের ন্যায় যে নাড়ীর গতি হয়, তাহাকে কফনাড়ী বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

অগ্রে বাতনাড়ী, মধ্যে পিত্তনাড়ী এবং অন্তে শ্লেষ্মনাড়ী আছে, এই ত্রিবিধ নাড়ীর পরীক্ষা করিতে হইবে। রোগীর হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলের নিম্নে অঙ্গুলিদ্বারা ধারণ করিলে প্রথম অঙ্গুলিতে বাতনাড়ী মধ্যমাঙ্গুলিতে পিত্ত নাড়ী এবং শেষ অঙ্গুলিতে কফ নাড়ীর গতি অনুভব হইবে ॥ ১৭ ॥

মতান্তরে বাতাধিকা নাড়ী মধ্যে, পিত্তনাড়ী অগ্রে এবং শ্লেষ্মনাড়ী অন্তে প্রবাহিত হয়। পরন্তু দোষের মিশ্রণাবস্থায় নাড়ীর মিশ্রিত গতি হইয়া থাকে। বৈদ্যগণ এই সকল নাড়ীর গতি অবস্থা অনুভব করিয়া রোগ নির্ণয় করিবেন ॥১৮॥

বাহ্যবায়ুর বেগের প্রাবল্য অনুসারে একটীতৃণ সম্মুখে রাখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিবে। পৃথিবীতে যখন প্রবলবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন যেমন সেই তৃণের অধিক বেগ হয়, সেইরূপ আন্তরিক বায়ুর অধিক প্রাবল্য থাকিলে নাড়ীরও অধিক চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। এইরূপে মধ্যগতি ও বক্রগতি নিরূপণ করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মধ্যগত বায়ু পিত্তকে অগ্রে এবং শ্লেষ্মাকে পশ্চাৎ

স্বানুগং কফমাদায় নাড্যাং বহতি সর্ব্বদা ॥ ২০ ॥
অতএব চ পিত্তস্য জায়তে চপলা গতিঃ।
বক্রা প্রভঞ্জনস্যাপি বৈদ্যোমন্দা কফস্য চ ॥ ২১ ॥
বাতাগ্রেঽস্তি গতিঃ শীঘ্রা তৃণস্যেতি বিদৃশ্যতাং
মন্দাঽনুগস্য বক্রা বৈ মরুতো মধ্যগস্য হ ॥ ২২ ॥
তথাত্রৈব চ জ্ঞাতব্যা গতির্দ্দোষত্রিকোদ্ভবা।
নান্যথা জায়তে স্নায়ুর্গতিরেতদ্বিনিশ্চিতা ॥ ২৩ ॥
স্ত্রীণাং ভিষগ্ বামহস্তে পুরুষাণান্তু দক্ষিণে।
নপুংসকস্য কহস্তে দৃষ্টব্যা নাড়িকা বুধৈঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া সর্ব্বদা গমন করিয়া থাকে, অর্থাৎ অগ্রে পিত্ত এবং পরে শ্লেষ্মার প্রকাশ জানা যায়। ২০ ॥

পিত্তের সর্ব্বদা চঞ্চল গতি হইয়া থাকে, বায়ুর গতি বক্র এবং শ্লেষ্মার মন্দগতি হয়। এই প্রকারে বৈদ্য বায়ু, পিত্ত ও কফের গতি অনুসারে নাড়ী পরীক্ষা করিবে। ২১ ॥

বাতাধিক্য হইলে নাড়ীর শীঘ্র গতি হইয়া থাকে। অনুগত বায়ুর গতি মন্দ এবং মধ্যগত বায়ুর গতি বক্র জানিবে। এই সকল গতিদ্বারা বায়ুর প্রাবল্যাদি জানা যাইতে পারে ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ বায়ু, পিত্ত ও কফের গতি জানিয়া ত্রিদোষান্বিত ব্যক্তির নাড়ীর গতি নিরূপণদ্বারা রোগ নিরূপণ করিবে। অন্য কোন প্রকারে নাড়ীর গতি নিরূপণ হইতে পারে না ॥ ২৩ ॥

আয়ুর্ব্বিদ্যা বিশারদ বৈদ্য স্ত্রীদিগের বামহস্তে এবং পুরুষের দক্ষিণহস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিবে। পরন্তু নপুংসকের কোন হস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইবে? ইহাই বৈদ্যগণের বিবেচ্য, অর্থাৎ স্ত্রীপ্রকৃতি নপুংসকের বামহস্তে এবং পুরুষপ্রকৃতি নপুংসকের দক্ষিণ হস্তের নাড়ীপরীক্ষা করিবে ॥ ২৪ ॥

স্ত্রীপুরুষাণাং নাড়ীকারণমাহ।

স্ত্রীণা মূর্দ্ধমুখঃ পুংসামধোবক্তৃঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নাভিস্থানে মনুষ্যাণাং কচ্ছপোতিষ্ঠতে সদা ॥ ২৫ ॥
জ্ঞেয়াচ্চ দক্ষিণে ভাগে নাড়ী তস্য ভিষগ্বরৈঃ।
অনেন কারণেনৈব নারীপুংসোর্ব্ব্যতিক্রমঃ ॥ ২৬ ॥

স্বাস্থ্যনাড়ী লক্ষণম্।

ক্ষ্মানাগসদশী প্রায়ঃ স্বচ্ছস্বস্থস্য বৈ শিরা।
সুখিতস্য স্থিরা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা ॥ ২৭ ॥
প্রাতঃ স্নিগ্ধতরা নাড়ী মধ্যাহ্নে প্যুষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নে ধাবমানা চ জ্ঞেয়া রোগবিবর্জ্জিতা ॥ ২৮ ॥
বাতাদ্বক্রগতা নাড়ী পিত্তাদুষ্ণসমন্বিতা
কফান্মন্দগতি জ্ঞেয়া সন্নিপাতাদতিদ্রুতম্ ॥ ২৯ ॥

স্ত্রীদিগের নাভিদেশে উর্দ্ধমুখে এবং পুরুষদিগের নাভিদেশে অধোমুখে কূর্ম্মচক্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, ঐ কূর্ম্মের দক্ষিণ ভাগ হইতে নাড়ী সকল বর্হির্গত হইয়া মনুষ্য শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে। এই কারণেই স্ত্রীর বামহস্তে এবং পুরুষের দক্ষিণহস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। বৈদ্যগণ এইরূপে স্ত্রী পুরুষের নাড়ী পরীক্ষণের ব্যতিক্রম নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

সুস্থ ব্যক্তির শিরা ভূলতা সদৃশ, অথচ স্বচ্ছ। আর সুস্থ শরীরে নাড়ী স্থির ও বলবতী থাকে। ইহাদ্বারাই মনুষ্যের শারীরিক সুস্থতা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

সুস্থ ও রোগবিহীন ব্যক্তির নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নকালে উষ্ণ এবং সায়াহ্নে দ্রুতগতি থাকে। এইরূপ নাড়ীর অবস্থাদ্বারা মনুষ্যের স্বাস্থ্য জানা যায় ॥ ২৮ ॥

বাতাধিক্যে নাড়ীর বক্রগতি হয় এবং পিত্তবাহুল্যে নাড়ী উষ্ণ অনুভূত হইয়া থাকে। আর মনুষ্যের শরীরে কফের প্রাবল্য থাকিলে নাড়ীর গতি

মুহুঃ সর্পগতির্নাড়ীমুহুর্ভেকগতিস্তথা।
তর্জ্জনীমধ্যমামধ্যে বাতপিত্তেঽধিকে স্ফুটম্‌ ॥ ৩০ ॥
সর্পহংসগতিং তদ্বদ্বাতশ্লেষ্মবতীং বদেৎ।
অনামিকায়া তর্জ্জন্যা ব্যক্তা বাতকফে ভবেৎ।
বদেদ্বক্রঞ্চ মন্দঞ্চ বাতশ্লেষ্মাধিকে ত্বতঃ ॥ ৩১ ॥
হরিহংসগতিং ধত্তে পিত্ত শ্লেষ্মান্বিতাধরা।
মধ্যমানামিকা মধ্যে স্ফুটং পিত্তকফেঽধিকে ॥ ৩২ ॥

সান্নিপাতিক-নাড়ী-লক্ষণং।

ত্রিদোম্বিতা নাড়িকা চঞ্চলোষ্ণা
স্ফুরদ্দ্বিত্রিরূপা ত্বরা যুথিভিন্না।

মন্দীভূত হইয়া যায় এবং দোষত্রয়ের প্রাবল্য হইলে নাড়ীর অতি দ্রুতগতি হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

কোন কোন সময় সর্পের গতির ন্যায়, কোন কালে বা মণ্ডূকের গতির ন্যায় নাড়ীর গতি হইয়া থাকে। তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে এইরূপ গতির অনুভব হইয়া থাকে। নাড়ীর উক্তরূপ গতি হইলে বাতপিত্তের আধিক্য বুঝিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

মনুষ্যশরীরে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য হইলে সর্প ও হংসের গতির ন্যায় নাড়ীর গতি হইয়া থাকে। অনামিকা ও তর্জ্জনীতে এইরূপ নাড়ীর গতি অনুভব হয়। আর বাতশ্লেষ্মাধিক্যে নাড়ীর গতি বক্র এবং মন্দ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

মনুষ্যের শরীরে পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রাবল্য হইলে সিংহ, অথবা হংসের গতির ন্যায় নাড়ীর গতি হয়, এই গতি মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যে অনুভূত হইয়া থাকে। যখন এইরূপ নাড়ীর গতি হইবে, তখনই পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য নিরূপণ করিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

সন্নিপাত, অর্থাৎ ত্রিদোষান্বিত নাড়ীর লক্ষণ কহিতেছেন।—যখন মানবের শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের প্রাবল্য হয়, তখন

গতিং তৈত্তরীয়াং বিধত্তেহতি কম্পঃ
ক্ষণং ক্ষীণতাং যাতি মূর্চ্ছাং কদাচিৎ ॥ ৩৩ ॥
কাষ্ঠকুট্টো যথা কাষ্ঠং কুট্টতে চাতি বেগতঃ।
স্থিত্বা স্থিত্বা তথা নাড়ী সন্নিপাতে ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ৩৪ ॥
শিরা যস্য বাতার্দ্দিতা পিত্তদগ্ধা-
কফেনাতি কোপেন নাড়ী কৃতা সা।
গদীসোল্পকালেন মৃত্যোর্ব্বিদীর্ণে
মুখে যাস্যতে দন্তদংষ্ট্রাভিকীর্ণে ॥ ৩৫ ॥
মন্দং মন্দং শিথিলশিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা

তাহার নাড়ী চঞ্চল ও উষ্ণ হইয়া থাকে। কখন বা দ্রুতবেগে, কখন বা মন্দবেগে নাড়ীর গতি হয়। পরন্তু কোন কোন সময়ে অতি মন্দবেগে (তিরতির করিয়া) নাড়ী চলিতে থাকে। কদাচিৎ নাড়ীর গতি রহিত হয় এবং ক্ষণকাল পরে প্রবলবেগে চলে। এইরূপ অবস্থাতে রোগীর শরীরে কম্প ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। নাড়ীর এইরূপ অবস্থা হইলে রোগীর প্রাণসংশয় জানিবে ॥ ৩৩ ॥

যেমন কাষ্ঠকর্ত্তনকারী ব্যক্তি অতি প্রবলবেগে কাষ্ঠকর্ত্তন করে এবং কিছু কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার অধিক বেগে কাষ্ঠ কাটিতে আরম্ভ করে, সান্নিপাতিক নাড়ীও সেইরূপ জানিবে; অর্থাৎ কখন কখন অতি দ্রুতবেগে চলে, কখন বা অতি মন্দগতি হয়, পুনর্ব্বার অতি প্রবল বেগে চলিতে থাকে। নাড়ীর এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে রোগীর জীবনের ভরসা অল্প হয় ॥ ৩৪ ॥

যে রোগীর নাড়ী বায়ুকর্ত্তৃক পরিপীড়িত, পিত্তকর্ত্তৃক দগ্ধ অথচ কফ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, সেই রোগী অল্পকালমধ্যে বিকটদন্তাভিকীর্ণ ও বিদীর্ণ করাল কালের বদনে প্রবেশ করে ॥ ৩৫ ॥

যে রোগীর নাড়ী কখন কখন মন্দ মন্দ গমন করে, কখন বা গতির শৌথিল্য হয় এবং কোন সময়ে ব্যাকুলিত হয়, আর কোনকালে অতি সূক্ষ্ম

স্থিত্বা স্থিত্বা বহতি ধমনী যাতি সূক্ষ্মা নরাণাং ।
নিত্যং স্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলীসংস্পৃশেদ্বা
ভাবৈরেবং বহুবিধতরৈঃ সন্নিপাতে ত্বসাধ্যা ॥ ৩৬ ॥
মহাদাহেঽপি শীতত্বং শীতত্বে তাপিতা শিরা ।
নানাবিধা গতির্যস্য তস্য মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
কম্পতে স্পন্দতেঽত্যন্তং পুনঃ স্পৃশতিচাঙ্গুলীম্ ।
তামসাধ্যাং বিজানীয়ান্নাড়ীং দূরেণ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
স্যন্দতে চৈকমানেন ত্রিংশদ্বারং যদা ধরা ।
স্বস্থানেন তদা নূনং রোগী জীবতি নান্যথা ॥ ৩৯ ॥
স্থিরা নাড়ী ভবেদ্যস্য বিদ্যুদ্দ্যুতিরিবেস্যতে ।

হইয়া থাকিয়া থাকিয়া চলিতে থাকে, সর্ব্বদাই সেই নাড়ী স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হয়, কোন কোন কালে নাড়ী অঙ্গুলীকে স্পর্শ করে এবং কোন সময়ে অঙ্গুলি সংযোগ হয় না। সান্নিপাতিক নাড়ী এইরূপ বহুবিধ ভাবাপন্ন হইলে সেই রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

যখন রোগীর শরীরে সাতিশয় দাহ উপস্থিত হয়, তখন যদি নাড়ী শীতল থাকে এবং যে সময়ে রোগীর অধিক শীত হয়, সেই সময়ে যদি নাড়ীতে তাপ অনুভূত হইতে থাকে, পুনর্ব্বার নাড়ীর নানারূপ গতি হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তির নিঃসংশয় মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

যে রোগীর নাড়ী কখন কখন কাঁপিতে থাকে. অঙ্গুলিতে নাড়ীর অনুভব হয়, কোন সময়ে বা অঙ্গুলীতে নাড়ীসংযোগ হয় না, এই নাড়ীর অবস্থা হইলে সেই রোগকে অসাধ্য জানিয়া পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৮ ॥

যে রোগীর নাড়ী স্বস্থানে থাকিয়া একভাবে ও এক পরিমাণে ত্রিশবার চলে, তাহার জীবনের সম্ভব আছে, ইহার বৈপরীত্য হইলে সেই রোগীর জীবনের ভরসা নাই ॥ ৩৯ ॥

যে রোগীর নাড়ী প্রায় সর্ব্বদা স্থিরভাবে থাকিয়া সময় সময় বিদ্যুতের

দিনৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে মৃত্যুরেব চ ॥ ৪০ ॥
অতিসূক্ষ্মাতিবেগা বা শীতলা চ ভবেদ্‌যদি।
তদা বৈদ্যো বিজানীয়াদয়ং রোগী বিনশ্যতি ॥ ৪১ ॥
তির্য্যগুষ্ণা চ যা নাড়ী সর্পবদ্বেগবত্তরা।
কফপূরিতকণ্ঠস্য জীবিতং তস্য দুর্লভম্‌ ॥ ৪২ ॥
দৃশ্যতে চরণে নাড়ী করে নৈব বিদৃশ্যতে।
মুখং বিকাশিতং যস্য জীবিতং তস্য দুর্লভম্‌ ॥ ৪৩ ॥
শীঘ্রানাড়ী মলোপেতা শীতলা বাথ দৃশ্যতে।
দ্বিতীয়ে দিবসে মৃত্যুর্নাড়ীবিজ্ঞাতৃভাষিতম্‌ ॥ ৪৪ ॥

ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তি একদিন মাত্র জীবিত থাকিতে পারে, দ্বিতীয় দিবসে নিশ্চয় সেই রোগীর মৃত্যু ঘটনা হয় ॥ ৪০ ॥

যে সান্নিপাতিক রোগীর নাড়ী যে সময়ে অতিসূক্ষ্ম, অতি বেগবতী, অথচ অতি শীতল হয়, তখন বৈদ্যগণ সেই রোগীর বিনাশ নিশ্চয় করিবে ॥ ৪১ ॥

যে সন্নিপাতগ্রস্ত রোগীর নাড়ী বক্রভাবে বহিতে থাকে, অতি উষ্ণ হয়, অথবা সর্পের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে গমন করে, আর যদি সেই রোগীর কণ্ঠদেশে কফের সঞ্চয় দেখা যায়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তির জীবন দুর্ল্লভ জানিবে ॥ ৪২ ॥

যে সান্নিপাতিক রোগীর চরণে নাড়ী অনুভূত হয়, কিন্তু হস্তে নাড়ীর গতি বোধ হয় না এবং যদি সেই রোগীর মুখ সর্ব্বদা বিকশিত থাকে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তির জীবন দুর্ল্লভ জানিবে ॥ ৪৩ ॥

নাড়ীবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, যাহার নাড়ী শীঘ্র মলিন হইয়া অতিশয় শীতল হয়, দ্বিতীয় দিবসে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

মুখে নাড়ী যদা নাস্তি মধ্যে শৈত্যং বহিঃ ক্লমঃ।
যদা মন্দা বহেন্নাড়ী ত্রিরাত্রে নৈব জীবতি ॥ ৪৫ ॥
শীঘ্রা নাড়ী মলোপেতা মধ্যাহ্নেঽগ্নিসমোজ্বরঃ।
দিনৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়েহ্নি ম্রিয়েত সঃ ॥ ৪৬ ॥
হিমবচ্ছীতলা নাড়ী জ্বরদাহেন তাপিতা।
ত্রিদোষরুগ্নিমগ্নস্তো মৃত্যুরেব দিনত্রয়াৎ ॥ ৪৭ ॥
স্বস্থানবিচ্যুতা নাড়ী যদা বহতি বা ন বা।
জ্বালাচ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধি স্থিতিঃ ॥ ৪৮ ॥
অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলে যদি নাড়িকা।
প্রহরার্দ্ধাদ্বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৯ ॥

যে রোগীর নাড়ী চলেনা, কিম্বা মন্দ মন্দ চলিতে থাকে এবং রোগীর অন্তরে শীতল এবং বাহ্যে অতি উষ্ণতা বোধ হয়, সেই ব্যক্তির তিন দিবস মাত্র জীবন থাকিতে পারে ॥ ৪৫ ॥

যাহার নাড়ী শীঘ্র মলিন হইয়া উঠে এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্নির ন্যায় জ্বর প্রতাপ বোধ হয়, সেই ব্যক্তি এক দিবস মাত্র জীবিত থাকিতে পারে, দ্বিতীয় দিবসেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

যে রোগীর নাড়ী হিমের ন্যায় শীতল, পরন্তু সেই ব্যক্তি যদি জ্বরদাহে পরিতপ্ত থাকে এবং দোষত্রয়েরই প্রাবল্য জন্মে, তাহাহইলে সেই রোগী তিন দিবসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ৪৭ ॥

যাহার নাড়ী স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং কখন চলে এবং কখন চলে না, অথচ হৃদয়ে নিরন্তর তীব্রতর জ্বালা অনুভূত হয়। সেই ব্যক্তির যাবৎ সেই জ্বালা থাকে, তাবৎ বাঁচিতে পারে, জ্বালা নিবৃত্তি হইলেই তাহার প্রাণত্যাগ হয় ॥ ৪৮ ॥

অঙ্গুষ্ঠ মূলের দুই অঙ্গুল অন্তরে যে রোগীর নাড়ী অনুভূত হয়, এবং

মধ্যে রেখাসমা নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
ষড়্ভিশ্চ প্রহরৈস্তস্য মৃত্যুর্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ॥ ৫০ ॥

অথ সাধ্যনাড়ী লক্ষণম্।

পূর্ব্বং পিত্তগতিং প্রভঞ্জনগতিং শ্লেষ্মাণমাবিভ্রতীং
স্বস্থানাদ্ভ্রমণে মুহুর্ব্বিদধতীঞ্চক্রাদিরূঢ়ামিব।
তীব্রত্বং দধতীং কদাচিদপি বা সূক্ষ্মত্বমাতন্বতীম্
নাসাভ্যাং ধমনীং বদন্তি সুধিযো নাড়ীগতিজ্ঞানিনঃ ॥৫১॥
ভারপ্রবাহ মূর্চ্ছাভয়শোকপ্রমুখকারণান্নাড়ী।
সমূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতং ধত্তে ॥ ৫২ ॥

ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল ও ক্ষণে ক্ষণে স্থির থাকে, বিচক্ষণ বৈদ্যগণ প্রহরার্দ্ধ মধ্যে সেই ব্যক্তির মরণ নিশ্চয় করিবে ॥ ৪৯ ॥

যে সান্নিপাতিক যোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী রেখার ন্যায় নিশ্চল থাকে, সেই ব্যক্তি ছয় প্রহর মাত্র বাঁচিতে পারে, ইহাই বিচক্ষণ বৈদ্যগণ নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর সাধ্য নাড়ীলক্ষণ কথিত হইতেছে।—যে নাড়ীতে প্রথমে পিত্তগতি, মধ্যে বায়ুগতি, এবং অন্তেশ্লেষ্মগতি অনুভূত হয় এবং সেই নাড়ী যদি স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া বারম্বার চক্রবৎ গমন করে, তাহাহইলে সান্নিপাতিক নাড়ীর ন্যায় একবার তীব্রগতি পুনর্ব্বার মন্দগতি হইলেও সেই নাড়ী অসাধ্য নহে, অর্থাৎ উক্তরূপ নাড়ীর অবস্থা হইলেও সেই রোগীব মৃত্যু হয় না, ইহাই নাড়ীবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

অতিশয় ভারবহন, মূর্চ্ছা, শোক ও ভয় প্রভৃতি কারণে নাড়ী একবার স্থগিত হইয়া পুনর্ব্বার সচল হইলে তাহাতে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয় না ॥ ৫২ ॥

ভূতাবেশযুতস্যাপি নষ্টশুক্রস্য নাড়িকা।
ত্রিদোষগমনা চাপি সূক্ষ্মাচাপি ন মৃত্যুদা ॥ ৫৩ ॥

মোহেন কামেন ভয়েন চিন্তয়া
ক্রোধেন লোভেন বহুশ্রমেণ বা।
মন্দাগ্নিনোদ্বেগতরেণ পীড়য়া-
স্যান্নাড়িকা মন্দতরা নৃণাং ভৃশম্ ॥ ৫৪ ॥

স্বস্থানহীনা শোকে চ হিমাক্রান্তেচ নির্গদাঃ।
ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যো ন কিঞ্চিত্তত্র বৈ ভয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
স্তোকং বাতকফং দুষ্টং পিত্তং বহতি দারুণং।
পিত্তস্থানং বিজানীয়াত্তত্র ভেষজমাচরেৎ ॥ ৫৬ ॥
স্বস্থানচ্যবনং যাবদ্ভ্রমন্ত্যা নোপজায়তে।
নষ্টচিহ্নস্য সত্বেপি নাসাধ্যত্বমিতীরিতম্ ॥ ৫৭ ॥

ভূতাবেশবশত নাড়ীসূক্ষ্ম হইলে, অথবা শুক্রক্ষয় দোষে নাড়ীর ক্ষীণতা জন্মিলে সেই নাড়ী রোগীর মৃত্যুদায়িনী হয় না ॥ ৫৩ ॥

মোহ, কাম, ভয়, চিন্তা, ক্রোধ, লোভ, বহু পরিশ্রম, মন্দাগ্নি, উদ্বেগ ও পীড়া এই সকল কারণে মনুষ্যের নাড়ী সূক্ষ্ম ও মন্দগামিনী হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

মনুষ্যের শরীরে কোন রোগ না থাকিলে যদি শোকাবেগ, অথবা হিমপাতবশতঃ নাড়ী স্বস্থানচ্যুত ও নিশ্চল হয়, তাহাতে রোগীর প্রাণভয়ের সম্ভব নাই ॥ ৫৫ ॥

যদি বায়ু ও কফের অল্পদোষ থাকে এবং পিত্ত প্রবল হয়, তাহাহইলে এইরূপ অবস্থাকে পিত্তস্থান বলিয়া জানিবে। এইরূপ অবস্থায় কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই, ইহাতে অবশ্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তাহাহইলেই উক্ত দোষের প্রতিকার হইতে পারে ॥ ৫৬ ॥

রোগীর অন্যান্য অনিষ্ট চিহ্ন উপস্থিত হইলেও যদি নাড়ী সম্যক্

অথ ভোজনবশা নাড্যাগতি।

পুষ্টিস্তৈলগুড়াহারে মাসে চলগুড়াকৃতিঃ ;
ক্ষীরে স্তিমিতবেগা চ মধুরে হংসগামিনী ॥ ৫৮ ॥
মধুরে বর্হিগা নাড়ী তিক্তে স্থূলগতির্ভবেৎ ।
অম্লে ভেকগতিঃ কোষ্ণাকটুকে ভঙ্গসন্নিভাঃ ॥ ৫৯ ॥
কষায়ে কঠিনা ম্লানা লবণে সরলাদ্রুতা ।
এবং দ্বিত্রিচতুর্যোগে নানাধর্ম্মবতী ধরা ॥ ৬০ ॥
দ্রবেঽতিকঠিনা নাড়ী কোমলা কঠিনাশনে ।
দ্রবদ্রব্যস্য কাঠিন্যে কোমলা কঠিনাপি চ ॥ ৬১ ॥

প্রকারে স্বস্থান ভ্রষ্ট না হয়, তাহাহইলে সেই রোগীর রোগ অসাধ্য হয় না ॥ ৫৭ ॥

দ্রব্য বিশেষ ভোজনে নাড়ীর যেরূপ গতি হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—তৈল ও গুড় ভোজনে নাড়ীর পুষ্টিতা জন্মে, মাস ভক্ষণ করিলে নাড়ী দণ্ডাকৃতি হয়, ক্ষীর পান করিলে নাড়ী মন্দ মন্দ বেগে গমন করে এবং মধুর দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী হংসের ন্যায় গমনশীলা হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

মধুর দ্রব্য ভোজন করিলে ময়ূরের ন্যায় নাড়ীর গতি হইয়া থাকে। তিক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নাড়ী স্থূল হয়, অম্ল বস্তু ভোজন করিলে নাড়ী উষ্ণা হয় এবং ভেকের ন্যায় তাহার গতি হইয়া থাকে। আর কটু দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ীর গতি ভঙ্গ হয় ॥ ৫৯ ॥

কষায় দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী কঠিন ও মলিন হয়, লবণ দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী সরলা ও দ্রুত গামিনী হইয়া থাকে। এইরূপ দুই তিন প্রকার দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ীর অবস্থাও নানাপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

তরল দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী কঠিন এবং কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ

দ্রব্যশ্চ মধুরাম্লাদ্যৈর্নাড়ী শীতা বিশেষতঃ।
চিপিটৈর্ভ্রষ্টদ্রব্যৈশ্চ স্থিরা মন্দতরা ভবেৎ ॥ ৬২ ॥
কুষ্মাণ্ডে মূলকৈশ্চৈব ভবেন্মন্দা হি নাড়িকা।
শাকৈশ্চ কদলৈশ্চৈব রক্তপূর্ণে বসা ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥
মাংসাৎস্থিরবহা নাড়ী দুগ্ধাচ্ছীতা বলীয়সি।
গুড়ক্ষীরৈঃ সপিষ্টৈশ্চ স্থিরা মন্দাধরা ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥
মৈথুনান্তে ভবেৎ তীব্রা সরলাপি চ নাড়িকা।
মলাজীর্ণেন নিতরাং স্যন্দতেন্তেণুসন্নিভা ॥ ৬৫ ॥

করিলে নাড়ী কোমল হয়। আর দ্রব দ্রব্যকে কঠিন করিয়া ভক্ষণ করিলে নাড়ী কখন বা কঠিন এবং কখন বা কোমলভাবে বহিতে থাকে ॥ ৬১ ॥

যে দ্রব্য মধুর, অথচ অম্ল সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নাড়ী বিশেষরূপ শীতল হয়। চিপিটক ভক্ষণ করিলে নাড়ী স্থির হইয়া থাকে এবং অন্যান্য ভ্রষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ীর গতি মন্দীভূত হইয়া যায় ॥ ৬২ ॥

কুষ্মাণ্ড এবং মূলক ভক্ষণ করিলে মনুষ্যের নাড়ী মন্দ মন্দ গমনে চলিতে থাকে। যে ব্যক্তি শাক ও কদলী ভক্ষণ করে, তাহার নাড়ী রক্তপূর্ণা হয় ॥ ৬৩ ॥

যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করিয়াছে, তাহার নাড়ী স্থিরভাবে বহিতে থাকে। আর দুগ্ধ পান করিলে নাড়ী শীতল ও বলবতী হয়। গুড়, ক্ষীর ও পিষ্টক ভক্ষণ করিলে মনুষ্যের নাড়ীর গতি স্থির থাকে, অথবা মন্দ মন্দ গতি হয় ॥ ৬৪ ॥

মৈথুনাবসানে মনুষ্যের নাড়ী তীব্রগতিশীল ও সরল হয়। উদরে মলসঞ্চয় হইলে অথবা ভক্ষিত দ্রব্যের পরিপাক না হইলে নাড়ী স্তিমিত হইয়া মন্দ মন্দ গমনে চলিতে থাকে ॥ ৬৫ ॥

ব্যায়ামে ভ্রমণে চৈব চিন্তায়াং ধনশোকতঃ ।
নানাপ্রকারগমনা জীবিতজ্ঞা ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৬৬ ॥
অজীর্ণেতু ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতো যদা ।
পক্বাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৭ ॥
পাদে চ হংসগমনা করে মণ্ডূকসংপ্লবা ।
তস্যাগ্নের্ম্মন্দতা দেহে হ্যথবা গ্রহণীগদঃ ॥ ৬৮ ॥
আমাশ্রয়ে পুষ্টিবিবর্জ্জনেন ভবন্তি নাড্যোভুজগৈকবৃত্তাঃ ।
আহারমান্দ্যাদুপবাসতো বা তথৈব নাড্যো ভুজগপ্রমাণাঃ ॥৬৯॥
ভূতজ্বরে সেকইবেতি বেগাদ্ ধাবন্তি নদ্যোহি যথাব্ধিগামাঃ ।

যখন মনুষ্যসকল ব্যায়াম, পরিভ্রমণ, চিন্তা ও ধনশোক, এই সকল কারণে অভিভূত হয়, তখন তাহাদিগের নাড়ীর গতি নানাপ্রকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ কখন দ্রুতগতি, কখন মন্দগতি, কখন বক্রগতি, কখন বা স্থির হয় ॥ ৬৬ ॥

যখন মানবগণের উদরে অজীর্ণ, অর্থাৎ মন্দাগ্নি উপস্থিত হইয়া পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়, তখন তাহাদিগের নাড়ী কঠিন ও জড়প্রায় হইয়া থাকে, আর পাকাজীর্ণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের নাড়ীর পুষ্টি থাকে না এবং মন্দ মন্দ গমন করিতে থাকে ॥ ৬৭ ॥

যখন যাহার পাদগতা নাড়ীর গতি হংসের গমনের ন্যায় এবং হস্তস্থিতা নাড়ীর গতি ভেকগতিবৎ অনুভূত হইতে থাকে, তখন তাহার শরীরে মন্দাগ্নি, অথবা গ্রহণীরোগ নিশ্চয় করিবে ॥ ৬৮ ॥

কোন ব্যক্তির উদরে আমাশয় আশ্রয় করিলে, অথবা শারীরিক পুষ্টির হীনতা হইলে সেই ব্যক্তির নাড়ীর সর্পের ন্যায় গতি হয়, আর যাহার ভোজনের মান্দ্য হয়, অথবা যে ব্যক্তি উপবাস করিয়াছে, তাহারও সর্পাকার গতিতে নাড়ী চলিতে থাকে ॥ ৬৯ ॥

যখন কোন ব্যক্তির শরীরে ভৌতিক-জ্বর উপস্থিত হয়, তখন জলধারার ন্যায় নাড়ীর গতি হইয়া থাকে, যখন কাহারও শরীরে ঐকাহিক-

ঐকাহিকেন বচনগ্রদূরে ক্ষণানুগামা বিষমজ্বরেণ ॥ ৭০ ॥
দ্বিতীয়কে বাথ তৃতীয়তুর্য্যয়োর্গচ্ছন্তি তপ্তা ভ্রমিবৎ ক্রমেণ ।
ক্রোধজে সঙ্গলগাজ্ঞা সমগা কামজে জ্বরে ॥ ৭১ ॥
আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ ভবেন্নাড়ীগরীষ্ঠতা ।
বাতেন শূলেন মরুজ্জবেন সদীপবক্রা হি শিরা বহন্তি ॥ ৭২ ॥
বিসূচিকাভিভূতে চ নাড়িকা ভেকসংক্রমা ।
প্রমেহে চোপদংশে চ গ্রন্থিরূপধরা স্মৃতা ॥ ৭৩ ॥
বাতস্য শল্যাভিহতস্য জন্তোর্ব্বেগাবরোধাকুলিতস্য চৈব ।
গতিং বিধত্তে ধমনীগজেন্দ্রমরালকানাঞ্চ কফোল্বণস্য ॥ ৭৪ ॥

জ্বর হয়, তখন যেমন নদী প্রবলবেগে সাগরাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ নাড়ীর গতি হয়, আর বিষম-জ্বর হইলে ক্ষণকাল থাকিয়া থাকিয়া নাড়ী চলে ॥ ৭০ ॥

দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক বা চাতুর্থিক জ্বরে রোগীর নাড়ী অতি প্রতপ্ত হইয়া ভ্রমিবৎ গমন করিয়া থাকে। ক্রোধজ জ্বরে কোন কোন সময় নাড়ী যেন দেহ ছাড়া হইয়া চলে এবং কামজ-জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীর সহিত যুক্ত হইয়া গমন করে ও অধিক তপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

আনাহরোগে ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে নাড়ী অতি গুরুতরা হয়। বাতিক-শূলরোগে রোগীর শরীরে বাতাধিক্য থাকে, অতএব সর্ব্বদা চক্রাকার গতিতে নাড়ী চলিতে থাকে ॥ ৭২ ॥

মনুষ্য বিসূচিকারোগে অভিভূত হইলে তাহার নাড়ীর ভেকবৎ গতি হয়. আর প্রমেহরোগে এবং উপদংশরোগে মনুষ্যের নাড়ী গ্রন্থিবৎ প্রতীয়মান হয় ॥ ৭৩ ॥

যে ব্যক্তি বাতপীড়িত, অথবা শল্যাভিহত এবং যে ব্যক্তি মলমূত্রাদির বেগরোধহেতু অভিভূত হইয়াছে, গজেন্দ্রের ন্যায় তাহাদিগের নাড়ীর গতি হয়, আর যাহার কফোল্বণ হইয়াছে, তাহার নাড়ী হংস গমনের ন্যায় চলিতে থাকে ॥ ৭৪ ॥

অথ ডামরমতানুসারেণ।

বদ কান্ত বদামি বল্লভ নাড়ীজ্ঞানমতীব সুন্দরং।
শৃণু ডামরশাস্ত্রসম্মতং যজ্জ্ঞাত্বার্থসুখং লভেন্নরঃ ॥ ৭৫ ॥
নরজন্মকালতঃ প্রিয়ে যাবৎ খাষ্টশরৎসু জীবনং।
গগনাব্ধিচন্দ্রসম্মিতাদ্যাং মিণ্টাং ধমনী প্রগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥
আজন্মবর্ষান্তমতীব চঞ্চলা খরামচন্দ্রা চলতীহ নাড়িকা।
কালেন মিণ্টৈকমিতেন বর্ষদ্বয়ান্তমভ্রেকধরামিতা তথা ॥ ৭৭ ॥
ত্রিবৎসরং ব্যাপ্য মুহুঃপ্রকম্পত কালেন তেনৈব শতঞ্চ নাড়িকা।
খাঙ্কা পুনর্গচ্ছতি সপ্তবর্ষং ব্যাপ্যাথকান্তে ধমনী নরস্য ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর ডামরশাস্ত্রানুসারে নাড়ীবিজ্ঞান কথিত হইতেছে।—ভৈরবী ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—নাথ! তুমি ডামরশাস্ত্রসম্মত নাড়ীবিজ্ঞান আমার নিকট প্রকাশ কর। তখন ভৈরব কহিলেন,—প্রিয়ে! আমি ডামরোক্ত অতি মনোহর নাড়ীবিজ্ঞান কহিতেছি, শ্রবণ কর। এইরূপ নাড়ীবিজ্ঞানপ্রভাবে মনুষ্যগণ অর্থ ও সুখলাভ করিতে পারে ॥ ৭৫ ॥

মনুষ্যের জন্ম হইতে অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত যে যে সময়ে যে যেরূপ নাড়ীর গতি হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—যে সময় বালকের জন্ম হয়, সেই সময় প্রতিমিণ্টে, অর্থাৎ মিনিটে ১৪০ একশত চল্লিশবার নাড়ী কম্পমান হয় ॥ ৭৬ ॥

মনুষ্যের জন্ম সময়ের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে ১৩০ একশত ত্রিশবার এবং এক বৎসরের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে ১১০ একশত দশবার নাড়ীর গতি হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

দুই বৎসর অতীত হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বালকের নাড়ী প্রতি মিনিটে ১০০ একশতবার চলে। আর তিন বৎসরের পর ৭ সাত বৎসর পর্য্যন্ত মানবের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৯০ নব্বইবার করিয়া চলিতে থাকে ॥ ৭৮ ॥

ততোঽব্ধীন্দুবৎসরং শরাষ্টগা চ নাড়ীকা
প্রকম্পতে ত্বশীতিগা খরামবর্ষতোঽবধি।
শরাদ্রিবারমেব নাড়িকা শতার্দ্ধবৎসরাবধি
ততশ্চ খাষ্টবর্ষকম্ নরস্য নাড়িকা সদা ॥ ৭৯ ॥
কম্পতে ষষ্টিবারং চ কালেমিণ্টৈক সংজ্ঞিতে।
উক্তমানাদ্ভবেদূনে ন্যূনাধিক্যেঽধিকা চ সা ॥ ৮০ ॥
ঋষিধনঞ্জয়নন্দনশশাঙ্কভৃৎপরিমিতে বিক্রমবৎসরে।
ইষসিতে দশমীবুধবাসরে ধমনীপ্রকাশমগাৎ খলু পূর্ণতাম্ ॥৮১॥

ইতি দত্তরামকৃতো নাড়ীপ্রকাশঃ সম্পূর্ণঃ ॥

মনুষ্যের সপ্তমবর্ষ অতীত হইলে যাবৎ চতুর্দ্দশবর্ষ অতীত না হয়, তাবৎ প্রতি মিনিটে মানবগণের নাড়ী ৮৫ পঞ্চাশীতিবার প্রচলিত হয়, আর চতুর্দ্দশ বৎসরের পর ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মানবের নাড়ী এক এক মিনিটে ৮০ অশীতিবার চলিয়া থাকে। ত্রিশ বৎসরের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রতি মিনিটে ৭৫ বার নাড়ী কম্পমান হয়, আর পঞ্চাশ বৎসরের পর অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত মানবের নাড়ী এক এক মিনিটে ৬০ বার চলিয়া থাকে। অতঃপর মানবের বয়সের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, নাড়ীর গতিও প্রতি মিনিটে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক হয় ॥ ৭৯-৮০ ॥

সপ্তত্রিংশাধিক উনবিংশতি বিক্রম শতাব্দির আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমীতে এই নাড়ীপ্রকাশ-নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল ॥ ৮১ ॥

ইতি নাড়ীপ্রকাশ সম্পূর্ণ।

"পঞ্চদশী" (টীকা-সহিত)	৭॥০	৶০
"পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন" (ব্রহ্মমীমাংসাগ্রন্থ)	৫॥০	৶০
প্রবচনভাষ্য-সহিত "সাংখ্যদর্শন"	৪৲	৵০
"পাতঞ্জলদর্শন" (বৃত্তি-সহিত)	১॥৵০	/০
"সাংখ্যসার"	১।৵০	/০
ভাষ্য-সহ "শাণ্ডিল্যসূত্র" (ভক্তিমীমাংসাগ্রন্থ)	১৲	/০
"বিষ্ণুর-সহস্রনাম" (শাঙ্করভাষ্য-সহিত)	১।০	/০
"হঠযোগপ্রদীপিকা" (টীকা-সহিত)	২॥০	/০

বেদান্তরত্নাবলীর—প্রথমকল্পে "সিদ্ধান্তবিন্দুসার" শঙ্করাচার্য্যের "নিরঞ্জনাষ্টক" শাঙ্করভাষ্য সহিত "হস্তামলক" এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা সহিত "বেদান্তসার" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১॥৵০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—দ্বিতীয়কল্পে শঙ্করাচার্য্যের "আত্মবোধ" ও সটীক "অপরোক্ষানুভূতি" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল /০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—তৃতীয়কল্পে সটীক "প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটক" এবং শঙ্করাচার্য্যের "তত্ত্বোপদেশ" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—চতুর্থকল্পে "নাড়ীপ্রকাশ" শঙ্করাচার্য্যের "মণিরত্নমালা" "পরমার্থসার" ও পরমহংসাচার্য্যমাধব-পরিব্রাজকের বিবৃতি সহিত "কাপিলসূত্র" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা, মাশুল /০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—পঞ্চমকল্পে শ্রীমদুদাসীনবর্য্য শ্রীঅমরদাস-বিরচিত বিবৃতি এবং বঙ্গানুবাদ সহিত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের "গোবিন্দাষ্টক" খানি প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা, মাশুল /০ আনা।

বেদমাতা-গায়ত্রী।

গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যার তিন মূর্ত্তি, অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিন অবস্থার তিন খানি প্রতিমূর্ত্তির ১০×১২ ইঞ্চি মাপের সুরঞ্জিত ছবির সহিত তিনবেদোক্ত, অর্থাৎ সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদোক্ত মূর্ত্তির ধ্যান, মহাত্ম্য, মন্ত্র, পূজা, স্তব, কবচ, শাপোদ্ধার, তর্পণ, পুরশ্চরণ ও সন্ধ্যা প্রভৃতি গায়ত্রী-সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, তদ্‌সমুদয়ের মূল, ভাষ্য ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ সহিত ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা, মাশুল ।০ চারি আনা।

গায়ত্রী-তন্ত্র।

মূল ও বাঙ্গালা-অনুবাদ সহিত এবং তন্ত্রোক্ত প্রত্যেক বীজ-মন্ত্রের নিগূঢ় ব্যাখ্যা সমেত "গায়ত্রী-তন্ত্র" খানির ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যা।

১০×১২ ইঞ্চি মাপের সুরঞ্জিত দশমহাবিদ্যার দশ খানি ছবির সহিত মূল ও সানুবাদ ধ্যান, মন্ত্র, পূজা, স্তব, কবচ, মাহাত্ম্য এবং যন্ত্রাদি সমেত উত্তম অক্ষরে ও কাগজে পুস্তকাকারে ছাপা হইতেছে, সত্বরেই প্রকাশিত হইবে

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একমাত্র তত্ত্বাবধানে "বৃহদারণ্যকোপনিষৎ" খানির শ্রুতি ও শাঙ্করভাষ্য এবং ইহাদের বাঙ্গালা-অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম মূল্য এককালীন ১০৲ দশ টাকা মাত্র।

সটীক-হরিবংশ।

নীলকণ্ঠ মুনীশ্বরকৃত টীকা-সহিত মূল "হরিবংশ" খানি বাঙ্গালা-অক্ষরে, উত্তম কাগজে এবং কলিকাতা, কাশী ও বম্বের প্রধান প্রধান পুরাতন লাইব্রেরি ও সোসাইটি হইতে ৫৬ খানি প্রাচীন ও জীর্ণ পুঁথী সংগ্রহ ও পরস্পরের শ্লোক ও টীকাগুলি ঐক্য করিয়া ছাপা হইতেছে।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য।

ভারতবর্ষের নানা স্থান এবং যোগী, মহান্ত, সন্ন্যাসী ও দণ্ডীদিগের নিকট হইতে আমরা আপাততঃ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত প্রায় ১৫০ খানি গ্রন্থ ও জীর্ণ পুঁথী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অনুবাদ সহিত ছাপা আরম্ভ করিয়াছি এবং খণ্ডাকারেও প্রকাশিত হইতেছে।

বেদান্তদর্শন।

(প্রথম-অধ্যায় পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে।)

মহর্ষি-বেদব্যাসকৃত সূত্র, পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত "শারীরকভাষ্য" গোবিন্দানন্দকৃত টীকা এবং সূত্রের ও ভাষ্যের বাঙ্গালা-অনুবাদ সহিত খণ্ড আকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রথম হইতে দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৬৲ ছয় টাকা ও ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা, আপাততঃ জমা দিয়া গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য ও বাঙ্গলা-অনুবাদ সহিত "বৈশেষিকদর্শন" "মীমাংসাদর্শন" "ন্যায়দর্শন" "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" ও "বেদান্তপরিভাষা" ছাপা হইতেছে।

সংস্কৃত বুক্ ডিপজিটরি।
২০৩।২ নং, কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্;
কলিকাতা।

পি, দাস এণ্ড কোং
ম্যানেজার্স।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

বেদান্তরত্নাবলী ।

পঞ্চমকল্পঃ ।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত মূল ও শ্রীমদুদাসীনবর্য্য শ্রীঅমর-
দাস কৃত বিবৃতি এবং বঙ্গানুবাদ সমেত
"গোবিন্দাষ্টকম্ ।"

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা হইতে

শ্রীলশ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্ত-
সার" "পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদি-
বিবিধ-শাস্ত্র প্রকাশক
শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয় ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; নিরপেক্ষ-যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত ।

শকাব্দাঃ ১৮১২, আষাঢ় ।

([illegible] rights reserved.)

ভূমিকা।

মনুষ্য কখনই শৃগাল, কুক্কুর ইত্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায়, কতিপয় দিনমাত্র বাঁচিয়া থাকিয়া, পরে মৃত্যুর অবসানে অন্য কোন জঘন্য যোনি ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহার জীবনে অবশ্য অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। যদি মহৎ উদ্দেশ্য না থাকিত, তাহাহইলে মনুষ্যের সহিত তাহাদের কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইত না। বিশেষতঃ, তাহাহইলে মনুষ্যনামে স্বতন্ত্র জীবসৃষ্টিরও প্রয়োজন হইত না। সমুদায় পৃথিবী অবশ্যই কাক, কুক্কুর ও শৃগাল প্রভৃতি ইতর জীবেই পূর্ণ হইত। এ কথা যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই মহৎ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

সেই উদ্দেশ্য কি? তাহা পৃথিবীর মধ্যে আর্য্যজাতি বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াগিয়াছেন। তাঁহাদের প্রণীত বেদ বেদান্তাদি, বিশ্বপূজ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও নানাপ্রকার যোগাদি ক্রিয়াক্রমই এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

বর্ত্তমান সময়ে, সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জীবনের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার অনুসরণক্রমে করুণারসবশম্বদ হইয়া, মাদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সবিশেষ অনুবিষ্টা করিবার জন্য ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

প্রথিত আছে, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সংখ্যা ৫০০ শতেরও অধিক হইবে। এক এক খানি গ্রন্থ এক একটী অমূল্য রত্ন বলিলেও হয়। আমাদের জীবনের সারসঙ্কল্প এই, যতদূর সাধ্য, তত্তৎ-রত্নরাজির উদ্ধার করিয়া প্রচার করিব। তদনুসারে এই "গোবিন্দাষ্টক" প্রচারিত হইল। এই "গোবিন্দাষ্টক" ৮টী কবিতায় গ্রথিত; সুতরাং স্বল্পকলেবর হইলেও, গুণে মহাসাগরবিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ণনা কি? ভগবান্ ভাষ্যকার সংক্ষেপে এই ৮টী কবিতায়

সমুদায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সারসর্ব্বস্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সহৃদয় ভক্তপাঠক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের বিশেষ নির্দ্দেশ করা বাহুল্য মাত্র।

বেদান্তরত্নাবলীতে যাবতীয় বেদান্তগ্রন্থ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বিরচিত গ্রন্থ সমুদয় বাঙ্গালা-অনুবাদ-সহকারে প্রকাশিত করাই নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সার-সঙ্কল্প; সুতরাং ইহার প্রথমকল্পে সুবোধিনী ও বিদ্বন্মোরঞ্জিনী টীকা-সহিত “বেদান্তসার” শাঙ্করভাষ্য-সহিত “হস্তামলক” শঙ্করাচার্য্যের “নিরঞ্জনাষ্টক” এবং মধুসূদন সরস্বতী-বিরচিত “সিদ্ধান্তবিন্দুসার”; ইহার দ্বিতীয়কল্পে শঙ্করার্য্যের “আত্মবোধ” ও বিদ্যারণ্যমুনিশ্বর-কৃত দীপিকা সহিত শঙ্করাচার্য্যের “অপরোক্ষানুভূতি” এবং ইহার তৃতীয়কল্পে মহেশ্বর-কৃত টীকা-সহিত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-বিরচিত “প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটক” ও শঙ্করাচার্য্যের “তত্ত্বোপদেশ” বাঙ্গালা-অনুবাদ-সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থকল্পে বঙ্গানুবাদ-সমেত পরমহংসাচার্য্য মাধব-পরিব্রাজকের বিবৃতি সহিত “কাপিলসূত্র” শেষনাগবিরচিত “পরমার্থসার” শঙ্করাচার্য্য-কৃত “মণিরত্নমালা” ও দত্তরামকৃত “নাড়ীপ্রকাশ” প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার পঞ্চমকল্পে শ্রীমদুদাসীনবর্য্য শ্রীঅমরদাস-বিরচিত ব্যাখ্যা সহিত শঙ্করাচার্য্যের “গোবিন্দাষ্টক” প্রকাশিত হইল। ইহার ষষ্ঠকল্পে শ্রীমচ্ছরাচার্য্যের ৪০।৫০ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হইতেছে। অতঃপর এইপ্রকার নিয়মেই শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত সমুদয় গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। অলমিতি—

উৎপনিষৎ কার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্;
যোড়াসাঁকো; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল
সম্পাদক।

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

গোবিন্দাষ্টকম্ ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং
গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্ ।
মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং
ক্ষ্মামানাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ১ ॥

অজারিশক্রপ্রভবারিতাতং কর্ণারিতাতারিসুতাঙ্কসংস্থম্ । গবীশগৌরীশগবেন্দ্রপূজ্যং নমামি বালেন্দুধরং দ্বিপাস্যম্ ॥ কাকোদরো যেন কৃতো দরো যো মরুজ্জদূতো হরিতাতমিত্রঃ । রামাগ্রজং তং সততং নমামো গোপাঙ্গনাম্ভোৎপলচারুভৃঙ্গম্ ॥ যেষাং গিরাজ্ঞানতমোহরা চ শ্রুতৌ গতা পুণ্যবশেন সম্যক্ । গুরূংশ্চ তানাত্মবিদাং বরিষ্ঠান্নমামি নিত্যং প্রতিবোধরূপান্ ॥ সূচ্যা বস্ত্রে যথা সূত্রং শাস্ত্রে বিশতি মে মতিঃ । যেষাং তু কৃপয়া নিত্যং তান্নমামি গুরূনহম্ ॥ গোবিন্দাষ্টকস্তোত্রস্য গোবিন্দার্পিতচেতসা । যথামতি ময়া ব্যাখ্যা ক্রিয়তে তু মনোরমা ॥

ইহ খলু চতুর্ব্বিধপুরুষার্থপ্রদো ভগবান্ বিষ্ণুঃ সকলজনহিতাবতারো ব্রহ্মাদিভির্দ্দেবৈঃ প্রার্থিতো ভূভারজিহীর্ষয়া যদুকুলে অবতীর্ণঃ শ্রীমন্নন্দগৃহে বিজহার । তমেব বিহারং কলিকল্মষকলুষীকৃতচিত্তানাং কলিযুগোদ্ভূতানা-

চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের বিধাতা, সকল লোকের হিতাবতার, ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাদি [illegible] প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া, ভূমির ভারপরিহরণকামনায় যদুবংশে অংশে অবতরণপূর্ব্বক মহাভাগ নন্দের গৃহে বিহার করিয়াছিলেন।

স্মনুষ্যাণামঞ্জসা শ্রেয়ঃপ্রাপ্তয়ে পরমকারুণিকো ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ সত্যমিত্যাদ্যষ্টভির্ব্বৃত্তৈস্তদ্রূপবর্ণয়ন্ সচ্চিদানন্দং পরমাত্মানং স্তৌতি।

সত্যমিত্যাদিনা।—তত্র গোবিন্দো নাম গোভিস্তত্ত্বমস্যাদিবেদবাক্যৈর্বিদ্যতে উপলভ্যতে ইতি গোবিন্দঃ। বাহুলকাৎ কর্ম্মণি শপ্রত্যয়ঃ। তথোক্তং

কলিযুগে সমুৎপন্ন লোক সকলের চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃ কলিকল্মষে কলুষীকৃত। এইজন্য তাহাদের নির্ব্বিঘ্নে নি[illegible]নার প্রেরণাবশম্বদ হইয়া পরমকারুণিক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বক্ষ্যমাণ অষ্ট শ্লোক সহায়ে ভগবানের সেই বিহারকৃতা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার স্তব করিতেছেন। যথা ;—

হে লোক সকল! তোমরা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ ভক্তিভার সহকারে শুদ্ধ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মস্বরূপ গোবিন্দকে নমস্কার কর। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ও অবিনাশিস্বরূপ। তিনি অনাকাশ, আবার পরমাকাশ। তিনি গোষ্ঠ-প্রাঙ্গণ-রিঙ্গণ-চঞ্চল। তিনি অনায়াস, আবার পরমায়াস। তিনি মায়া-কল্পিত-নানাকাব, আবার নিরাকার, আবার ভুবনাকার। তিনি পৃথিবী ও লক্ষ্মীর নাথ ; কিন্তু স্বয়ং অনাথ এবং তিনি পরম ও আনন্দস্বরূপ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।—লোকের স্বভাবই এই, আপন অপেক্ষা মহান্ না হইলে, তাহাকে তাহার পূজা বা শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয় না। এই বিশ্বজনীন পূজনীবৃত্তি সৃষ্টির মূলে নিহিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্যও মহৎ। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে, ইহাতে গুণের যথাবিহিত পুরস্কার ও তৎসহকারে তাহার মান বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই কারণেই ভগবান্ শঙ্করস্বামী উল্লিখিত বিশেষণপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, ভগবান্ যে সকলের মহান্, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও তন্নিবন্ধন সকলেরই পূজনীয়, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিলেন। বিশেষণগুলির যথাবিহিত অর্থের প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেই, ভগবানের অনন্যসাধারণ প্রাধান্যের সুস্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যথা ;—

গোবিন্দ—গো+বিন্দ=গোবিন্দ। গোশব্দে তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদ-

শ্রীবিষ্ণুতিলকে। গোভিরেব যতো বেদ্যো গোবিন্দঃ সমুদাহৃত ইতি। যদ্বা। গাং ভুবং বরাহরূপেণাবিন্দদিতি গোবিন্দঃ। তথা চোক্তং মোক্ষধর্ম্মে ভগবতা। নষ্টাং বৈ ধরণীং পূর্ব্বমবিন্দং যদ্‌গুহাগতাম্। গোবিন্দ ইতি তেনাহং বেদৈর্ব্বাগ্‌ভিরভিষ্টুত ইতি। যদ্বা। গাং বেদরূপাং মধুকৈটভাসুরহৃতাং হয়গ্রীবরূপেণাবিন্দদিতি গোবিন্দঃ। বিদ্‌লৃ লাভে ইত্যস্মাদগবাদিষু বিদেঃ সংজ্ঞায়ামিতি শপ্রত্যয়ো মুশ্চেতি। তথা চোক্তং হরিবংশে। গৌরেষা ভবতো বাণী তাং বেদয়তে ভবান্। গোবিন্দস্তু ততো বেদমুনিভিঃ কথ্যতে ভবানিতি। যদ্বা গবাং গোলোকস্থানামিন্দ্রো গোবিন্দঃ। অত্র চ পৃষোদরাদিত্বাদ্গোশব্দস্য বুগাগমঃ ইন্দ্রশব্দেরলোপশ্চেতি বোধ্যং। অত্রাপি

বাক্য এবং বিন্দ শব্দে উপলব্ধি, অর্থাৎ তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদবাক্য দ্বারা যাঁহার উপলব্ধি, অর্থাৎ যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, তাঁহার নাম গোবিন্দ। তথাহি,—“গোভিবেব যতো বেদ্যো গোবিন্দঃ সমুদাহৃতঃ।” অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বেদবাক্য দ্বারা জানিতে পারা যায়, এইজন্য গোবিন্দ বলিয়া অভিহিত হয়েন। অথবা গো শব্দে পৃথিবী এবং বিন্দ শব্দে লাভ করা; বরাহরূপে পৃথিবীকে লাভ, অর্থাৎ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম গোবিন্দ। তথাহি,—“নষ্টাং বৈ ধরণীং পূর্ব্বং অবিন্দং যদ্গুহাগতাম্। গোবিন্দ ইতি তেনাহং বেদৈর্ব্বাগ্‌ভিরভিষ্টুতঃ॥” অর্থাৎ পূর্ব্বে পৃথিবী প্রলয়সলিলে, মগ্না হইলে, আমি ইহাকে উদ্ধার করি। সেই কারণে বেদবাক্য দ্বারা আমি গোবিন্দ বলিয়া অভিষ্টুত হইয়া থাকি। অথবা গো শব্দে বেদ। মধুকৈটভনামক অসুরদ্বয় বলপূর্ব্বক সেই গো, অর্থাৎ বেদ হরণ করিলে, ভগবান্ হয়গ্রীব-বিগ্রহ-পরিগ্রহ-পুরঃসর তাহার উদ্ধার করেন, এইজন্য তাঁহার নাম গোবিন্দ। তথাহি,—“গৌরেষা ভবতো বাণী তাং বেদয়তে ভবান্। গোবিন্দস্তু ততো বেদমুনিভিঃ কথ্যতে ভবান্॥” অর্থাৎ গো শব্দে আপনার মুখকমলবিনির্গত সাক্ষাৎ বেদবাক্য। আপনি তাহা বিদিত, অর্থাৎ বিজ্ঞাপিত করেন, এইজন্য বেদবিৎ মুনিগণ আপনাকে গোবিন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথবা গো শব্দে গোলোকের অধিবাসী। তাহাদের ইন্দ্র, অর্থাৎ নিয়ন্তা প্রভু, এই অর্থে গোবিন্দ। তথাহি,

হরিবংশে কৃষ্ণং প্রতীন্দ্রবচনম্ । অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ । গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং স্তোষ্যন্তি ভুবি শাশ্বতমিতি ॥ এবমুক্তলক্ষণং গোবিন্দং শুদ্ধচিন্মাত্রব্রহ্মস্বরূপং হে লোকা যূয়ং প্রণমত প্রকর্ষেণ শ্রদ্ধাভক্তিপুরস্কারেণ নমতেত্যন্বয়ঃ । প্রণমতেতি বিধ্যর্থে লোট্‌বিধানাল্লোকশিক্ষার্থং মধ্যমপুরুষবহুবচনম্ । নন্ববিশেষেণোক্তস্য গোবিন্দস্য কথং লক্ষণমন্তরেণ সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি মন্ত্রোক্তানি সত্যাদীনি পদানি তৎস্বরূপলক্ষণপ্রদর্শনায় বিশেষণত্বেন যোজনীয়ানি। নচ সত্যং প্রণমত জ্ঞানং প্রণমতেত্যেবমেব সম্বন্ধঃ কিং ন ক্রিয়ত ইতি বাচ্যম্। বিশেষণত্বাৎ সত্যাদীনাং প্রণমত গোবিন্দমিতি প্রণমনীয়তয়োক্তো গোবিন্দশব্দো হ্যত্র বিশেষ্যম্। সত্যাদীনি চ তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থানি বিশেষণপদানি সামানাধিকরণ্যাৎ। লোকে হি যথা নীলং মহৎ সুগন্ধ্যুৎপলমিত্যাদৌ সত্যেব বিশেষণবিশেষ্যভাবে সামানাধিকরণ্যং দৃষ্টম্। যথা চৈকবিভক্ত্যন্তানি নীলাদিপদানি তথা প্রকৃতেঽপি সত্যাদিপদান্যেকবিভক্ত্যন্তান্যর্থগতবিশেষণবিশেষ্যভাবনিবন্ধনানীতি গম্যতে। অতঃ সত্যাদ্যর্থানাং গোবিন্দশব্দিতেন ব্রহ্মণা বিশেষণবিশেষ্যভাবেন সম্বন্ধঃ কর্ত্তব্যঃ। নন্থ সত্যাদ্যর্থানাং পরস্পরবিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধঃ কিং ন স্যাৎ সন্নিধানাদিতি চেন্ন। প্রণমনীয়তয়োপাত্তো গোবিন্দঃ কীদৃশ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎ-

---

ইন্দ্র বলিয়াছিলেন,—“অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ। গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং স্তোষ্যন্তি ভুবি শাশ্বতম্ ॥” অর্থাৎ আমি দেবগণের ইন্দ্র, আর আপনি গো সকলের ইন্দ্রপদ অধিকার করিলেন। অতঃপর লোকে চিরকালই আপনাকে গোবিন্দ বলিয়া স্তব করিবে। অথবা, গো শব্দে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্র শব্দে তাহাদের অধিষ্টাতা বা নিয়ন্তা, এই অর্থে গোবিন্দ। তথাহি,—“হৃষীকাণাং তথেশত্বাৎ হৃষীকেশো যথা ভবান্। গবাং চাপি তথেন্দ্রত্বাৎ গোবিন্দঃ কথ্যতে ভবান্ ॥” অর্থাৎ আপনি যেমন হৃষীক, অর্থাৎ ইন্দ্রিয সকলের ঈশ্বর বলিয়া হৃষীকেশ নামে বিখ্যাত, গো, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের ইন্দ্র, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া, তদ্রূপ গোবিন্দ নামে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন ; সুতরাং হৃষীকেশ ও গোবিন্দ উভয়ই একার্থক।

স্বরূপবিশেষসমর্থকত্বেন প্রবৃত্তস্য সত্যাদিপদসমুদায়স্য গোবিন্দস্যৈব বিশেষণত্বাৎ সন্নিধানাদাকাঙ্ক্ষায়াঃ প্রবলত্বাদ্বিশেষ্যস্য প্রধানত্বেন বিশেষণানাং তদর্থত্বাচ্চ। প্রধানসম্বন্ধস্যাভ্যর্হিতত্বাৎ বিশেষণানাং সমত্বেন পরস্পরং গুণপ্রধানভাবলক্ষণবিশেষণবিশেষ্যভাবে বিনিগমকাভাবাচ্চ। ননু যত্র বিশেষ্যজাতীয়ং বস্তু বিশেষণান্তরং ব্যভিচরদ্বর্ত্ততে তত্রৈব বিশেষ্যজাতীয়ং বস্তু বিশেষ্যতে বিশেষণৈঃ যথা নীলং রক্তং চোৎপলমিত্যত্রোৎপলজাতীয়ং নীলং রক্তঞ্চাস্তীতি কৃত্বা রক্তোৎপলব্যাবৃত্ত্যর্থং নৈল্যেন বিশেষ্যতে নীলমুৎপলমিতি তথাচ যদৈকজাতীয়ান্যনেকানি দ্রব্যাণ্যনেকবিশেষণযোগীনি স্যুস্তদা বিশেষণানামর্থবত্ত্বং স্যাৎ ন হ্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি বিশেষণানামর্থবত্ত্বং ভবতি যথাসাবেক আদিত্য ইত্যত্রাদিত্যজাতীয়স্যান্যস্যাভাবেনাদিত্যস্য বিশেষণমর্থবন্ন ভবতি তথা প্রকৃতেঽপ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। সর্ব্বমিদং যদয়মাত্মা আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং পুরুষ এবেদং বিশ্বং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদি শ্রুতিভ্যো গোবিন্দস্যাদ্বিতীয়ত্বশ্রবণাত্তৎসজাতীয়ব্যাবর্ত্ত্যাভাবে ন নাস্তি বিশেষণানামর্থবত্ত্বমিতি চেৎ কিমত্র পরমার্থতঃ সজাতীয়াভাবাৎ সত্যাদ্যর্থানাং সমানজাতীয়ব্যাবর্ত্তকত্বরূপং মুখ্যবিশেষণত্বং নাস্তীত্যুচ্যতে। কিম্বা আরোপিতসজাতীয়াভাবাৎ সমানজাতীয়মাত্রব্যাবর্ত্তকত্বরূপমৌপচারিকবিশেষণত্বমপি নাস্তীত্যুচ্যতে। নাদ্যঃ। ইষ্টাপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ। তস্যেহাপি সত্ত্বাৎ। ন চ গোবিন্দস্য সমানজাতীয়ানাং গোবিন্দেতরাণামভাবাৎ কথং তৎ সম্ভবতীতি বাচ্যম্। গোবিন্দো বাসুদেবে স্যাদ্‌গবাধ্যক্ষে বৃহস্পতাবিতি বাক্যোক্তগবাধ্যক্ষাদীনাং গোবিন্দেতরাণাং গোবিন্দশব্দবাচ্যত্বেন সমানজাতীয়ত্বোপপত্তেঃ। বস্তুতস্তু যথা বিম্বপ্রতিবিম্বভাবেনাদিত্যস্য কল্পিতনানাত্বমাদায়াম্বরস্থঃ সবিতা সত্য ইতি সত্যবিশেষণস্য কল্পিতজলস্থাদিত্যব্যাবর্ত্তনেনার্থবত্ত্বং তথাত্রাপি বাস্তবদ্বিতীয়াভাবেপি মায়াপরিকল্পিতস্য বিকারজাতস্যাস্তিত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ সজাতীয়স্য ব্যাবর্ত্ত্যস্য সত্ত্বাৎ সত্যাদ্যর্থানামারোপিতসজাতীয়ব্যাবর্ত্তকত্বমাত্ররূপমৌপচারিকবিশেষণত্বমনবদ্যমেব। ননু সজাতীয়বিজাতীয়ব্যাবর্ত্তকং লক্ষণম্। যথাবকাশদাত্রাকাশমিত্যত্র ভূতত্বেন সদৃশাৎ পৃথিব্যাদেরসদৃশাদাত্মাদেশ্চাকাশস্য ব্যাবর্ত্তকমবকাশ-

দাতৃত্বং তথা চাতিব্যাপ্ত্যাদিরহিতো ব্যাবর্ত্তকো ধর্ম্মো লক্ষণমিত্যুক্তং ভবতি। যদ্বিশেষ্যস্য তৎসজাতীয়মাত্রব্যাবর্ত্তকং তদ্বিশেষণমিতি লক্ষণবিশেষণয়োর্ভেদাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতিলক্ষণার্থস্য বাক্যস্য কথং বিশেষণার্থকতয়া ব্যাখ্যানমিতি চেন্ন। সজাতীয়বিজাতীয়ব্যাবর্ত্তকস্য সতো লক্ষণস্য বিশেষণস্যৈব সজাতীয়ব্যাবর্ত্তকত্বাংশোপি বিদ্যতে ইত্যেতাবতাত্র বিশেষণত্বব্যবহারস্বীকারেণ সমানজাতীয়মাত্রব্যাবর্ত্তকত্বরূপমুখ্যবিশেষণত্বস্যাত্রাবিবক্ষিতত্বাৎ। নন্বেবমপি ব্রহ্মণঃ স্বরূপভূতং সত্যাদিকং কথং লক্ষণং ব্যাবর্ত্তকধর্ম্মস্যৈববাদিভির্লক্ষণত্বাভ্যুপগমাদিতি চেন্ন গৌরবেণ ধর্ম্মত্বাংশস্য তত্র প্রবেশাযোগাদ্ব্যাবর্ত্তকমাত্রস্য স্বরূপেপি সম্ভাবাৎ। নঁচ সত্যাদের্লক্ষ্যব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ কথমেকস্যৈব লক্ষণত্বঞ্চ সম্ভবতীতি বাচ্যম্। লক্ষ্যস্বরূপস্যাপি সত্যাদের্জ্ঞাতস্যেতরব্যাবৃত্তিবোধোপযুক্ততয়া লক্ষণত্বম্। সত্যাদিরূপস্যৈব সতো ব্রহ্মণং ইতরব্যাবৃত্ততয়া জ্ঞাপ্যমানত্বরূপং লক্ষ্যত্বমিত্যেকত্রাপি রূপভেদেনোভয়োপপত্তেরিত্যলমতিবিস্তরেণ। এবং সত্যাদীনাং বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধে উপপাদিতে সত্যেবং পদযোজনা কর্ত্তব্যা। কথম্ভূতং গোবিন্দং। সত্যম্

এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গোবিন্দশব্দপ্রয়োগপূর্ব্বক ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও তন্নিবন্ধন পরমপূজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া, অধুনা বিশিষ্ট বিধানে বিশেষণ সকল প্রয়োগপূর্ব্বক গোবিন্দ শব্দের সিদ্ধি সাধন ও তৎসহকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার পোষকতা করিতেছেন, অর্থাৎ মনুষ্যভেদে রুচিভেদ ও মতভেদ আছে। এরূপ অবস্থায় যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তিনি সামান্য কতিপয় ইন্দ্রিয়ের, অথবা গোলোকবাসীর নিয়ন্তা বা ঈশ্বর মাত্র। তাহাতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি কি হইল? ইন্দ্রিয় মাত্রেই ক্ষয়শীল এবং গোলোকেরও মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায়, অর্থাৎ ক্ষয়শীল পদার্থের ঈশ্বরত্ব কোনরূপেই প্রতিপত্তির কারণ হইতে পারে না। ইহার খণ্ডনার্থ তাঁহার নিজের অনন্যসাধারণ গুণপরম্পরার পরিচায়ক বিশেষণ সকল সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা ;—

তিনি সত্যস্বরূপ ;—যাহা আদি, মধ্য ও অবসান সকল অবস্থায় এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান সকল কালে ও সকল দেশে এক ভাবে থাকে,

পুনঃ কথম্ভূতং গোবিন্দং জ্ঞানং এবমগ্রেপি। তত্র সত্যং নাম যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যং যথা রজ্জুস্বরূপেণ নিশ্চিতং রজ্জ্বাত্মকং বস্তু কদাচিদপি রজ্জুস্বরূপং ন ব্যভিচরতীতি তত্তেন রূপেণ সত্যমিত্যুচ্যতে। যদ্রূপেণ নিশ্চিতং যত্তদ্রূপং ব্যভিচরতি তদনৃতমিত্যুচ্যতে যথা রজ্জুসর্পং তথা চ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেবসত্যমিতিশ্রুতের্ব্বিকারজাতস্যানৃতত্বাদ্গোবিন্দশব্দিতং ব্রহ্মৈব সত্যমিত্যর্থঃ। এবাবতা বিশেষণেন বিকারজাতস্য রজ্জ্বামহিবদ্ব্রহ্মণি কল্পিতত্বেন সত্তাশূন্যত্বাৎ সদ্রূপস্য গোবিন্দস্য ততো ব্যতিরেকো দর্শিতঃ।

ননু স গোবিন্দোচেতনো ভবিতুমর্হতি বস্তুত্বান্মৃদাদিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ। জ্ঞানমিতি। যদ্বা ননু তস্য সত্যত্বে প্রমাণমস্তি ন বা আদ্যে প্রমাণবিষয়ত্বেন ঘটাদিবজ্জড়ত্বাপত্তিঃ দ্বিতীয়ে তু কথং প্রমাণমন্তরেণ সত্যত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য তস্য স্বয়ংপ্রকাশত্বান্নাস্তি তৎসত্যত্বে প্রমাণাপেক্ষেত্যভিপ্রায়েণাহ। জ্ঞানমিতি জ্ঞপ্তির্জ্ঞানমিতি ভাবব্যুৎপত্তিকোত্র জ্ঞানশব্দঃ নতু কর্ত্তৃসাধনরূপো মন্ত্রবাক্যে সত্যানন্তাভ্যাং সহ জ্ঞানস্য ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ নহি জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে সতি ব্রহ্মণঃ সত্যত্বানন্তত্বে উপপদ্যেতে জ্ঞানকর্ত্তৃত্বেন বিক্রিয়মাণস্য জ্ঞেয়-

---

কোনরূপেই বিকৃত হয় না, তাহার নাম সত্য। অথবা যাহাকে যেরূপে নিশ্চয় করা হইয়াছে, সে সেই স্বরূপের ব্যভিচার না করিলে, তাহাকে সত্য বলা যায়। যেমন রজ্জুত্বরূপে নিশ্চিত রজ্জ্বাত্মক বস্তু কখনও রজ্জুত্বস্বরূপের ব্যভিচার করে না। এই কারণে উহা সেই রজ্জুত্বরূপেই সত্য। এইরূপ, ভগবান্ চিরকাল যেমন, তেমনি আছেন। কখনও তাঁহার স্বরূপের ব্যভিচার বা ব্যত্যয় হয় না; এইজন্য তিনি সত্য।

জ্ঞানস্বরূপ;—যদি বল, তিনি যখন বস্তু মধ্যে গণ্য, তখন পৃথিবী প্রভৃতি ইতর বস্তুর ন্যায়, অবশ্য তাঁহার চেতনা না থাকিবারই সম্ভাবনা। ইহারই খণ্ডন জন্য জ্ঞানস্বরূপ, এই বিশেষণ পদ প্রযোজিত হইল। জ্ঞানস্বরূপ, কি না, চৈতন্যময় বা স্বপ্রকাশ। তাঁহার এই চৈতন্যসত্তাই সমুদয় সংসারে চেতনা সঞ্চারিত করিয়াছে। আমরা যে কোন বস্তুর স্বরূপাদি জানিয়া থাকি এবং নানাবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া,

জ্ঞানাভ্যাং প্রবিভক্তস্য চ সত্যত্বানন্তত্বয়োরনুপপত্তেঃ অতো জ্ঞপ্তির্জ্ঞানং স্বয়ংপ্রভমিত্যর্থঃ অতস্তস্য সত্যত্বে ন প্রমাণাপেক্ষা। তথাচোক্তং। প্রমাতা চ প্রমাণং চ প্রমেয়ো নিশ্চিতিস্তথা। যৎসান্নিধ্যাৎ প্রসিদ্ধ্যন্তি তৎসিদ্ধৌ কিমপেক্ষ্যতইতি। অচিদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং জ্ঞানমিতি বিশেষণম্। নন্থ ভাবব্যুৎপত্তিকো জ্ঞানশব্দো জ্ঞপ্তিক্রিয়াবাচী সা চ ক্রিয়া জড়রূপা বৃত্তিরেব ততশ্চ ভক্ষিতেপি লশুনে ন ব্যাধিশান্তিরিতিন্যায়েন তাদবস্থ্যমেবাচিদ্রূপত্বমিতি চেন্ন। জ্ঞানপদস্য চৈতন্যলক্ষকত্বাৎ। নন্থ যত্র যত্র জ্ঞানত্বং তত্র তত্রানিত্যত্বমিতি সামান্যতো দৃষ্টানুমানেন তস্যাপি জ্ঞানরূপত্বেন প্রাপ্তমন্তবত্ত্বং লোকে তথা দর্শনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অনন্তমিতি। অন্ত ইয়ত্তা স ত্রিবিধো দেশকৃতকালকৃতবস্তুকৃতভেদাৎ। স ত্রিবিধোন্ত ইয়ত্তা পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে যস্য সোঽনন্তঃ। তথাচোক্তং। ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোঽন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ। ন বস্তুতোঽপি সার্ব্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধেতি। তথাহি। যথা ভুবি বর্ত্ত-

---

ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হই, এই জ্ঞপ্তিস্বরূপই তাহার হেতু, অর্থাৎ তিনি চৈতন্যস্বরূপে আমাদের আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, উহা আলোকবিদ্ধ বস্তুর ন্যায়, সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত হইতেছে এবং তৎসহকারে আমাদের জ্ঞান, বিবেক, বিচারণা, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানাদির সঞ্চারণা সমাহিত হইতেছে।

অনন্তস্বরূপ ;—যদি বল, জ্ঞানবিশিষ্ট বস্তুমাত্রেই অনিত্য, ইহা সামান্যতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে। ভগবান্ যখন জ্ঞানশীল, তখন তাঁহারও ঐরূপ অন্ত আছে। ইহারই খণ্ডন জন্য, অনন্তস্বরূপ, এই বিশেষণপদ প্রয়োগ করিলেন। অন্ত শব্দে ইয়ত্তা। ইয়ত্তা তিনপ্রকার, দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুকৃত। ভগবানে তাদৃশ ত্রিবিধ অন্ত, অর্থাৎ ইয়ত্তার আত্যন্তিক অভাব, সেইজন্য তাঁহার নাম অনন্ত। শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ। ন বস্তুতোপি সার্ব্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা ॥" অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী, অর্থাৎ সকল স্থানেই আছেন ; সুতরাং সামান্য বস্তুর ন্যায়, তাঁহার দেশতঃ অন্ত বা ইয়ত্তা হইতে পারে না, অর্থাৎ তিনি এইখানে আছেন, ওখানে নাই, এইরূপ বলা যাইতে পারে না। আবার, তিনি নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বদাই আছেন ; সুতরাং কালতঃ

মানো ঘটোঽন্যত্র নাস্তীতি স দেশতোঽন্তবান্ ভবতি। অস্য তু যচ্চ কিঞ্চজ্জগত্যস্মিন্দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইত্যাগমেন সর্ব্বগতত্বাবগমাদত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বলক্ষণো দেশকৃৎ পরিচ্ছেদো নাস্ত। তথা ন জায়তে ম্রিয়েত বা কদাচিদিত্যাদিনা তস্য জন্মমরণপ্রতিষেধশ্রবণাৎ প্রাগভাবধ্বংসপ্রতিযোগিত্বলক্ষণঃ কালকৃতোঽন্তোপি নাস্তি। তথা বস্তুকৃতোন্তোপি নাস্তি চেতনাতিরিক্তস্য বিকারজাতস্যানৃতত্বেন বস্তুত্বাভাবাদন্যোন্যাভাবপ্রতিগোগিত্বলক্ষণবস্তুকৃতপরিচ্ছেদাভাবাদিত্যর্থঃ। অয়মত্র বিশেষঃ সত্যাদিপদত্রিতয়মধ্যে অনন্তশব্দার্থোন্তবদ্বস্তুব্যাবৃত্ত্যৈব সাক্ষাদ্ব্যাবর্ত্তকং সত্যজ্ঞানশব্দৌ স্বার্থসমর্পণদ্বারা ব্যবধানেন বিশেষণে ভবতঃ নাভাবসমর্পণদ্বারেণ। নহি যথানন্তমিত্যুক্তেন্তাভাবঃ সাক্ষাৎ প্রতীয়তে তথা সত্যং জ্ঞানমিত্যুক্তেঽনৃতাদ্যভাবঃ সাক্ষাৎ প্রতীয়তে অপিতু স্বার্থবিধানানুব্যবচ্ছেদেন। নন্বু তয়োর্ব্বিরোধিনোঽনৃতাদের্ব্ব্যবচ্ছেদঃ কিং নিবন্ধন ইতি চেচ্ছৃণু। বিরোধিব্যাবৃত্তিস্তু ন শাব্দা তস্যা অনুপপত্তি-

---

তাঁহার অন্ত হইতে পারে না; অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বে ছিলেন না, পরে থাকিবেন না, বর্ত্তমানেই কেবল আছেন, এইরূপ বলা যাইতে পারে না। আবার, তিনি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বময়, অর্থাৎ সূত্র যেমন বস্ত্রকে ওত প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত করিয়া আছে; সুতরাং বস্ত্র বলিলেই সূত্রময় বস্তু বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ তিনি সংসারের সকল বস্তুতেই পরমাণুরূপে তদাদিতদন্তক্রমে আবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছেন। অতএব তিনি অমুক বস্তুতে আছেন, অমুক বস্তুতে নাই, এইরূপও বলিতে পার না। এইরূপে পরব্রহ্মে ত্রিবিধ আনন্ত্য আরোপিত হইয়া থাকে। তথাহি, ভূমিতে বর্ত্তমান ঘট যেমন অন্যস্থানে নাই, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘটাদি বস্তুকে যে স্থানে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা সেই স্থানেই থাকে; কোনমতেই তাহার অতিরিক্ত অধিকার করিতে পারে না। এই কারণে তাহাকে দেশতঃ অন্তবান্ বলিয়া থাকে; কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে যাহা কিছু দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, তৎ সমস্তই তিনি ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। এই কারণে

লক্ষণাৎ প্রমাণাজ্জ্ঞায়মানত্বাৎ। যথাখুভূষিতাং ভূমিং দৃষ্ট্বাথান্মার্জ্জারাভাবোহবগম্যতে নতু শব্দাত্তদ্বদিতি। তথাচোক্তং সুরেশ্বরাচার্য্যৈঃ। তত্রানন্তোস্তবদ্বস্তব্যাবৃত্ত্যৈব বিশেষণম্। স্বার্থার্পণপ্রণাড্যা চ পরিশিষ্টৌ বিশেষণে। তদ্বিরোধার্থসংত্যাগঃ সামর্থ্যাৎ স্যান্ন শব্দত ইতি। পরিশিষ্টৌ সত্যজ্ঞানশব্দৌ। প্রণাড্যা ব্যবধানেন। স্পষ্টমন্যৎ। যদ্যপি সত্যং গোবিন্দমিত্যুক্তে জাড্যব্যাবৃত্তিঃ পরিচ্ছেদব্যাবৃত্তিশ্চ লভ্যতে জড়স্য পরিচ্ছিন্নস্য সর্ব্বস্যানৃতত্বাৎ জ্ঞানবিশেষণেনাপ্যনৃতপরিচ্ছেদব্যাবৃত্তিশ্চ লভ্যতে স্বপ্রকাশস্য বাধাবিষয়ত্বাৎ পরিচ্ছেদগ্রাহকপ্রমাণাবিষয়ত্বাচ্চ লক্ষণমপি চ প্রত্যেকমদুষ্টং তথাপি মন্দমতিব্যুৎপাদনায় সমুচ্চিতমেব লক্ষণং স্যাদিতি। এবমনন্তপদেন ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যত্বমুক্তং।

তত্রৈবাকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য ইতি শ্রুতিং প্রমাণয়িতুং বিশিনষ্টি। নিত্যমিতি। অবিনাশিনমিত্যর্থঃ। নন্বাকাশং কিমত্রোচ্যতে তস্যাপি পরৈর্নিত্যত্বাবগমাৎ। তথাচ প্রয়োগঃ। আকাশবন্নিত্যং নিরবয়বদ্রব্যত্বাদাত্মবদিত্যাশঙ্ক্যাহ। অনাকাশমিতি। অতমো হ্যবায়ুনাকাশমিতি শ্রুতেস্তদ্ভিন্নমিত্যর্থঃ। নন্বাকাশভিন্নত্বস্য ঘটাদাবপি সত্বাত্তদ্বজ্জড়ত্বাপত্তিরিত্যত আহ।

তিনি দেশকৃত পরিচ্ছেদের বিষয়ীভূত নহেন, অর্থাৎ তিনি এখানে আছেন, ওখানে নাই, এরূপ বলিতে পার না। পুনশ্চ, মনুষ্য জন্মিতেছে, আবার মরিতেছে। ইহারই নাম তাহার কালতঃ, অর্থাৎ কালকৃত অন্ত। ভগবানের সেরূপ নাই। কেন না, কেহ কখন তাঁহাকে জন্মিতে বা মরিতে দেখে নাই, বা শুনে নাই; সুতরাং তাঁহার কালজনিত অন্ত কিরূপে হইতে পারে? পুনশ্চ, এক বস্তু কখন একদা জগতের সকল বস্তুতে থাকিতে পারে না। আকাশ সর্ব্বব্যাপী বটে, কিন্তু যেখানে অবকাশ আছে, সেই খানেই ইহার অবস্থিতি। অবকাশ না থাকিলে, তথায় থাকিতে পারে না। ইহাই বস্তুকৃত অন্ত বা পরিচ্ছেদ। কিন্তু ভগবানে তাহা নাই। তিনি সকল বস্তুতেই আছেন, আবার সকল বস্তু তাঁহাতেই অধিষ্ঠান করিতেছে।

অনাকাশ—আকাশ হইতে ভিন্ন। শ্রুতিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি তমও নহেন, বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন; ইহাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পরমাকাশমিতি। কাশৃ দীপ্তাবিতি স্মরণাৎ। আ সমন্তাৎ কাশ্যতে প্রকাশ্যতে ইত্যাকাশঃ। পরমশ্চাসাবাকাশশ্চেতি পরমাকাশস্তম্পরমাকাশম্। যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিরিত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ পরমপ্রকাশস্বরূপমিতি যাবৎ। এবং সত্যং জ্ঞানমিত্যাদিনোক্তং যৎ সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিতাৎপর্য্যবিষয়মদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তদেব লীলাবিগ্রহেণ বিহারং কৃতবানিতি বদন্ স্তৌতি গোষ্ঠেত্যাদিনা। গাবস্তিষ্ঠংত্যস্মিন্নিতি গোষ্ঠং গোষ্ঠং গোস্থানকে ইত্যভিধানাৎ তস্য গোষ্ঠস্য প্রকৃষ্টেঽঙ্গণে অঙ্গণং চত্বরাজিরে ইত্যমরোক্তেঃ গোষ্ঠাগ্রবর্ত্তিভূমৌ রিঙ্গতি বিহরতীতি গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণঃ রিগি গতাবিতি ধাতোরূপং তেন লোলোঽতিচপলস্তম্। যদ্বা তত্ত্বমসি অহং ব্রহ্মাস্মি প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ পূর্ব্বোক্তং ব্রহ্মৈবাত্মেতি বদন্ স্তৌতি গোষ্ঠে-

---

পরমাকাশ—পরম + আকাশ = পরমাকাশ। পরম শব্দে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই এবং আকাশ শব্দে দীপ্তিশীল বা প্রকাশবিশিষ্ট। তাহাহইলেই পরমাকাশ শব্দে নিরতিশয়-প্রকাশস্বরূপ, অর্থাৎ যাহা হইতে সমুদয় বিশ্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার নাম পরমাকাশ। তথাহি,—"যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বম্। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি জ্যোতিষাং জ্যোতিরেব হি তৎ ॥" অর্থাৎ সূর্য্য তাঁহারই প্রভাবে নিরতিশয় তেজঃ প্রদীপ্ত হইয়া তাপ দান করেন; তাঁহারই প্রভায় সমুদায় প্রতিভাত হইতেছে; তাঁহারই প্রকাশে সকলেরই প্রকাশ সম্পন্ন হইয়াছে এবং তিনিই জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের জ্যোতিঃ। তিনি যদি সূর্য্যে আলোক না দিতেন, তেজ না দিতেন এবং দীপ্তি না দিতেন, তাহাহইলে, উহা নিষ্প্রভ ও নিস্তেজস্ক হইত; তাপদানে বা আলোকদানে আর উহার ক্ষমতা থাকিত না।

এইরূপে সত্যাদিবাচ্য যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সমুদায় শ্রুতি ও সমুদায় স্মৃতির তাৎপর্য্যবিষয়স্বরূপ, তিনিই লীলাবিগ্রহপরিগ্রহপুরঃসর বিহার করিয়াছিলেন, তাহাই নির্ব্বাচনপূর্ব্বক স্তব করিতেছেন। যথা;—গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণলোল—গো সকল যেখানে অবস্থিতি করে, তাহার নাম গোষ্ঠ; সেই গোষ্ঠের

ত্যাদিনা। গাবঃ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি গোষ্ঠং তদধিষ্ঠিতোঽহঙ্কারঃ স এব প্রাঙ্গণমস্যোপলব্ধিস্থানং তস্মিন্ রিঙ্গণং য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরোযময়তি ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং স্খলনং কার্য্যকারণসঙ্ঘাতপ্রেরকত্বং তেন লোলো যস্তমিত্যর্থঃ। ননু লোকে যঃ প্রেরকস্তস্য তৎপ্রযুক্তায়াসোপি দৃশ্যতে তথা স পরমাত্মাপ্যায়াসযুক্তঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যায়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রেরকত্বান্নাস্ত্যায়াসপ্রসক্তিরিত্যাহ অনায়াসমিতি নাস্ত্যায়াসঃ কারণকার্য্যসঙ্ঘাতপ্রেরণপ্রযুক্তশ্রমো যস্য স তথোক্তস্তং শ্রমরহিতমিত্যর্থঃ। ননু ততোঽন্যঃ কশ্চিদায়াসযুক্তোঽস্তি ন বা অস্তি চেদ্দ্বৈতাপত্তিঃ নাস্তি চেৎ প্রতিযোগিনোঽভাবাদনায়াসোক্তিরনুপপন্নেত্যাশঙ্ক্যো

প্রাঙ্গণে, অর্থাৎ উঠানে, রিঙ্গণ, অর্থাৎ গমন। সেই গমনবশতঃ চঞ্চল। অথবা উক্তপূর্ব্ব পরব্রহ্মই আত্মা, এইপ্রকার নির্দ্দেশ করত স্তব করিতেছেন। যথা,—গোশব্দে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমস্ত। সেই ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে অধিষ্ঠান করে, তাহার নাম গোষ্ঠ, অর্থাৎ অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার যাহার প্রাঙ্গণ, অর্থাৎ উপলব্ধি স্থান। তাহাতে রিঙ্গণ, অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য সমূহের প্রেরণা। সেই প্রেরণাবশতঃ লোল। ইহার সাকল্যে অর্থ এই, তিনি আত্মারূপে আত্মাতে অবস্থিতি করিয়া, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালন করত স্বকীয় লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। তথাহি,—শ্রুতি ও স্মৃতি সমুদায়ে বলিয়াছেন, যিনি আত্মাতে অবস্থিতি করিয়া, আত্মাকে অন্তর্যামী রূপে নিয়মিত করেন এবং কুম্ভকার যেমন কুলালচক্রকে, সেইরূপ ভূত সকলকে ভ্রামিত করিয়া থাকেন। এইরূপ বিশ্বপরিচালকতা ও অন্তর্যামিতাই ভগবানের রিঙ্গণ। যদি বল, ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম যে, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের প্রেরকতা বা পরিচালকতা করে, সেই পরিচালকতা-প্রযুক্ত তাহার অবশ্য আয়াস উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব সেই পরমাত্মস্বরূপ গোবিন্দ ঐরূপ প্রেরকতা-প্রযুক্ত অবশ্যই আয়াসযুক্ত হয়েন। এই আশঙ্কার পরিহারার্থ অনায়াস শব্দ প্রয়োগ করিলেন, অর্থাৎ তিনি অয়স্কান্তের ন্যায় সান্নিধ্যমাত্রেই প্রেরণা করেন। সেইজন্য তাঁহার কোন আয়াস, অর্থাৎ কার্য্যকারণসমূহের প্রেরণাপ্রযুক্ত কোনপ্রকার পরিশ্রম নাই। ইহার ভাবার্থ এই,

পাধিসম্বন্ধাসম্বন্ধাভ্যামেকস্যৈবোভয়রূপত্বোপপত্তের্ন কোঽপি দোষ ইত্যভিপ্রেত্যাহ পরমায়াসমিতি। অন্তঃকরণাদ্যুপাধিধর্ম্মাধ্যাসেন পরমমত্যন্তমায়াসোঽহংকর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখীত্যাদিলক্ষণো যস্য স পরমায়াসস্তং সংসারদুঃখাদিবিষয়মিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীর মাস্থায় করোতি সর্ব্বম। স্ত্রিয়ান্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরি-

---

তিনি কোন বস্তুকেই স্বয়ং হস্তাদি দ্বারা পরিচালিত করেন না। তিনি ইচ্ছা করিলেই বা সন্নিহিত হইলেই, তত্তৎ বস্তু সকল স্ব স্ব ব্যবহারে আপনা হইতেই নিয়োজিত হইয়া থাকে। এইরূপেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই চলিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা হইল, অমনি চন্দ্র ও সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের উদয় হইল। তদবধিই তাহাদের নিত্য উদয় হইতেছে। তিনি সেই যে বায়ুকে ঐরূপে সঙ্কল্পমাত্রে উদ্ভাবিত ও পরিচালিত করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার নিরবধি অবিশ্রামে যাতায়াত সম্পন্ন হইতেছে। এক দিন, এক ক্ষণের জন্যও কোন মতেই বিরাম বা বিচ্ছেদ নাই। আবার, যে দিন তাঁহার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প হইবে, সেই দিন তৎক্ষণে বায়ুর প্রবাহ রুদ্ধ হইবে, সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইবে। ফলতঃ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। তথাহি,—"আকাশতন্তে পরিকল্পনাচ্চ বিভাতি ভানুঃ সহ সর্ব্বলোকঃ। প্রাণোপি তদ্বৎ সহ জীবলোকে ব্যাপারসাহস্রসমাহিতশ্চ। ন তেবসাদঃ ক্লমএব তত্র, অর্থাৎ তুমি স্বপ্রকাশস্বরূপ। তোমার যেমাত্র ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ সকলভুবনপ্রকাশক সূর্য্য প্রকাশিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও সমুদায় জীবলোকে আবিষ্ট এবং তৎসহকারে নানাপ্রকার কার্য্যচেষ্টারও আবিষ্কার হইল; সুতরাং অজস্র সৃষ্টি করিয়াও তোমার কোনপ্রকার অবসাদ বা ক্লান্তি বোধ হয় না।

পরমায়াস—পরম+আয়াস=পরমায়াস। পরম শব্দে অত্যন্ত এবং আয়াস শব্দে অন্তঃকরণাদি উপাধিধর্ম্মের অধ্যাসবশতঃ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী ও আমি দুঃখী ইত্যাদি বিবেচনাজন্য অবসাদ। তাহা হইলেই, পরমায়াস শব্দে সংসারদুঃখাদির বিষয়ীভূত। তথাহি,—"স এব

তৃপ্তিমেতীতি। স পরমাত্মা। সর্ব্বং ব্যাপারজাতম্‌। স্ত্রিয়েতি ছান্দসং। স মায়াপরিমূঢ়ঃ। জাগ্রৎ জাগরণং কুর্ব্বন্‌। পরিতৃপ্তিং সর্ব্বতো বিষয়সুখজাং তৃপ্তিং সুখং দুঃখং চেতি শ্রুতিপদানামর্থঃ।

ইদানীং স এব পরমাত্মা স্বশক্ত্যা নানারূপোঽভবদিতি বদন্‌ বিশিনষ্টি। মায়াকল্পিতনানাকারমিতি মায়য়া ত্রিগুণাত্মকয়াঘটনাঘটনপটীয়স্যা কল্পিতা নানাকারা ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তা অনেকবিধশরীরাণি যস্য স তথোক্তস্তং। তথাচ শ্রুতিঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ইতি। তথাচোক্তং পরাশরেণ। নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ। একঃ স ভিদ্যতে

মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্‌। স্ত্রিয়ান্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥" অর্থাৎ সেই পরমাত্মা মায়াপ্রভাবে নিরতিশয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া, শরীরপরিগ্রহপূর্ব্বক ব্যাপারপরম্পরার অনুষ্ঠান করেন এবং সর্ব্বদা জাগরিত থাকিয়া স্ত্রী ও অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগ সহায়ে সর্ব্বতোভাবে বিষয়সুখজনিত তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

ইদানীং, সেই পরমাত্মাই আবার স্বকীয় অনন্যসাধারণ শক্তির সাহচর্য্যে বিবিধ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাই বলিতেছেন। যথা ;—

মায়াকল্পিতনানাকার—অর্থাৎ অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সহায়তায় তিনি ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত অনেকবিধ শরীর পরিগ্রহ করেন। অথবা, লোকে তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞানে সমর্থ হয় না। এইজন্য তাঁহার নানাপ্রকার আকার কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তথাহি,—নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ। একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥" অর্থাৎ সেই আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, কূটস্থ, দোষবর্জ্জিত ও অদ্বিতীয়স্বরূপ হইলেও, স্বীয় শক্তি মায়ার সাহচর্য্যে বিবিধ রূপ ধারণ করেন। নতুবা ইহা তাঁহার স্বভাব নহে। এইজন্যই প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—"অভাবনীয়ং তব রূপমাদ্যং অনাদিমধ্যান্তমমেয়কং তথা। মায়াবিভিন্নং ভজতে হি প্রাজ্যশঃ॥" অর্থাৎ হে বিভো! তুমি যে এই রূপে আমারে দেখা দিলে, ইহাই তোমার

শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবত ইতি। এবং চ শরীরাদের্ম্মায়ানিবন্ধনত্বেন কল্পিতত্বাত্তন্নিবন্ধনায়াসস্যাপি তথাত্বান্ন বস্তুতস্তস্যায়াসঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ। যদ্বা মায়য়া কল্পিতো নানাকারপ্রপঞ্চো যেন স তথোক্তস্তম্। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরমিতি শ্রুতেঃ। এবং মায়াধিষ্ঠানত্বেন জগৎ-

---

আদ্য রূপ। এই রূপ ভাবনার অগোচর, অথবা আর কাহারও এই রূপে আবির্ভূত হইবার ক্ষমতা নাই। তোমার এই রূপে আদি নাই, মধ্য নাই ও অবসানও নাই। কোনরূপ কল্পনা দ্বারা বা ভাবনা দ্বারা, অথবা তুলনা দ্বারা, অথবা তর্ক দ্বারা, অথবা মীমাংসা দ্বারাও এই রূপের অবধারণ করা কাহার সাধ্য হয় না। এই রূপই আবার অনির্ব্বচনীয় ইচ্ছাশক্তির বিস্ফুরণক্রমে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

মহাভাগ ধ্রুবও যখন প্রথম ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, তখন নিবিড় অন্ধকার মধ্যে সহসা আলোক দর্শনবৎ সাতিশয় পুলকিত ও অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া ভক্তিভারাবনত কন্ধরে গদগদ মধুর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"অহো কিমেতৎ মহনীয়কল্পং মায়াপরীতং শবলং হি শশ্বৎ। ময়ৈব দৃষ্টং প্রথমং স্বরূপং সমেধিতং স্বত্বগুণাঢ্যপূর্ণম্॥" অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার এই কি সেই স্বরূপ, যাহাতে দর্পণে বিম্বের ন্যায়, সমুদায় বিশ্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে, যাহার কোন কালে অবিদ্যমানতা নাই, যাহা স্বত্বগুণমাত্রস্বরূপ, এইজন্য যাহা পরমপূর্ণভাববিশিষ্ট এবং এইজন্য যাহা নিত্য উপচীয়মান, উদীয়মান ও অক্ষীয়মাণ। হায়, কি আশ্চর্য্য! এই স্বরূপই আবার মায়াবলে বিবিধ রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। অহো, কি সৌভাগ্য! অদ্য আমিই প্রথমে ইহা দর্শন করিলাম।

যাহা হউক, এইরূপে শরীরাদি মায়াবলে গঠিত হইয়াছে; সুতরাং কিছুই নহে। এই কারণে তন্নিবন্ধন আয়াসও কল্পিত মাত্র; সুতরাং বস্তুগত্যা ভগবানে কোনরূপ আয়াস সম্ভবিতে পারে না। ইহাই ভাবার্থ বুঝিতে হইবে।

পুনশ্চ, মায়ার অধিষ্ঠান[illegible]যুক্ত তিনিই যে জগতের কারণ, তাহাও প্রতিপাদিত হইল। তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, যাঁহা হইতে এই দৃশ্য-

কারণত্বাদ্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তীত্যাদিশ্রুত্যুক্ততটস্থলক্ষণমুক্তং ভবতীতি ভাবঃ। মায়াকল্পিতং চেদিদং রূপং কিং তস্য পারমার্থিকং স্বরূপমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অনাকারমিতি। স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং অশরীরং বা বসন্তং দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ শরীরাদিসঙ্ঘাতরহিতমিত্যর্থঃ।

মান ভূতগ্রাম জন্মিয়াছে, জন্মিয়া যাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে এবং যাঁহাতে পুনরায় সেই মহাপ্রলয়ে আবিষ্ট হইবে, তাঁহাকে অবগত হও, তিনিই ব্রহ্ম।

পুনশ্চ, ভগবান্ নাচিকেতা, সংসারের সমুদায়ই পাপবোধে, জঘন্যবোধে ও অতীব-ঘৃণার-জনক-বোধে এককালেই পরিহার করিয়া, একতান চিত্তে ধ্যান করিতেছেন,—তদীয় আত্মা না রূপে, না রসে, না গন্ধে, না স্পর্শে, ফলতঃ ইন্দ্রিয়ের বিষয়মাত্রে কোনরূপে আসক্ত না হইয়া আপনার কেন্দ্রস্থান আশ্রয় করিয়া, বড়িশে আমিষের ন্যায় একমাত্র শাশ্বতরূপী, অভয়রূপী ও অশোকরূপী অশরীরী মহান্ আত্মায় গাঢ় নিবদ্ধ হইয়া, অমৃতের পর অমৃত ও নির্ব্বাণের পর নির্ব্বাণ উপভোগ করিতেছে; যিনি প্রাণের প্রাণ বা আত্মার আত্মা স্বরূপে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন, সেই জননীকে পর্য্যন্তও তাঁহার মনে নাই, এমন সময়ে পুরোভাগে সহসা জ্যোতির্ম্ময়ী মহামূর্ত্তির সেই সর্ব্বলোকমোহনী বিচিত্র ছটায় আবির্ভাব অবলোকন করিয়া, তৎক্ষণাৎ আনন্দভরে উৎফুল্ল ও সবেগে, সসম্ভ্রমে ও পরম সমাদরে সমুত্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—"দৃষ্টং দৃষ্টমহো হ্যদ্য প্রপঞ্চং হ্যশরীরকম্। দৃষ্টং যৎ যোগিভির্নিত্যাদ্য ইতরৈর্ভক্তিসংযতৈঃ॥" আহা, অদ্য কি দেখিলাম! যোগিগণ যাহা দেখিয়া থাকেন, আবার ভক্তরাও যাহা অবলোকন করেন। হে আদ্য! তোমার এই স্বরূপ মায়ার অতীত, আবার মায়ার বিবরীভূত। কেন না, ইহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু অদ্য আমি অবলোকন করিলাম।

যদি বল, ভগবানের মায়াকল্পিত এই রূপ, তবে তাঁহার পারমার্থিক স্বরূপ

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠমিতি শ্রুতিমাশ্রিত্য সর্ব্বব্যাপকত্বং প্রদর্শয়ন্ স্তৌতি ভুবনাকারমিতি। ভুবনং মায়াময়মাব্রহ্ম চতুর্দ্দশ ভুবনং সর্ব্বব্যাপকত্বাদাকারো যস্য স তথোক্তস্তমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং ভগবৎপাদৈঃ সর্ব্বত্রাস্তে সর্ব্বশরীরীতি। এবং সর্ব্বব্যাপকত্বমুক্ত্বা মহীং দেবীং বিষ্ণুপত্নীমিতি শ্রুতিমাশ্রিত্য ভূমিপতিত্বং সমুদ্রমথনেনাবির্ভূতা শ্রীঃ সর্ব্বানসুরান্ বিহায় বিষ্ণুমেব বরয়ামাস ইতিপুরাণপ্রসিদ্ধিং চাদায় লক্ষ্মীপতিত্বং চ প্রদর্শয়ন্ স্তৌতি ক্ষ্মামানাথমিতি। ক্ষ্মা পৃথিবী মা লক্ষ্মীস্তয়োর্নাথং স্বামিনং নিয়ন্তারমিতি যাবৎ। তথাচ শ্রুতিঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত ইতি। তস্য তু নিয়ন্ত্রন্তরাভাবাৎ স্বাতন্ত্র্যং ব্রুবন বিশিনষ্টি। অনাথমিতি। নাস্তি নাথঃ স্বামী নিয়ন্তা যস্য সোঽনাথস্তং

কি ? এই আকাঙ্ক্ষাতেই বলিতেছেন,—তিনি নিরাকার, অর্থাৎ শরীরাদিসংঘাতবিরহিত। তথাহি বলিয়াছেন,—"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ পুরাণো ন তস্য রূপং ন কলা ন কার্য্যম্।" অর্থাৎ সেই পুরাণ পুরুষের কোনরূপ মূর্ত্তি নাই, রূপ নাই, অংশ বা বিভাগ নাই এবং কোনপ্রকার ক্রিয়াও নাই। একমাত্র শুদ্ধস্বরূপ সত্ত্বগুণই তাঁহার স্বরূপ।

শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে, এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে ও উত্তরে এবং এই ব্যাপকস্বরূপ ব্রহ্মই অধঃ ও ঊর্দ্ধে এবং এই বরিষ্ঠস্বরূপ ব্রহ্মই এই দৃশ্যমান বিশ্ব।

এইরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিস্বরূপত্বপ্রদর্শনপুরঃসর স্তব করিতেছেন। যথা,—ভুবনাকার, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে মায়াময় চতুর্দ্দশ ভুবন তাঁহার আকার। যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপক। তথাহি,—"প্রাণোসি প্রাণস্য মহান্ শরীরী ভূতস্তথা সর্ব্বশরীর আত্মা" অর্থাৎ তুমি প্রাণের প্রাণ, তুমি মহাশরীরী, অর্থাৎ বিরাটরূপী, তুমি মহাভূত, অর্থাৎ তত্ত্ব সকলের নিয়ন্তা এবং তুমি সর্ব্বশরীরী আত্মা, অর্থাৎ তুমি আত্মারূপে সকল শরীরেই বিরাজ করিতেছ ; সুতরাং যাহা কিছু, সমস্তই তুমি এবং তোমাতেই সমস্ত।

অনাথ—স্বতন্ত্রস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি সকলের প্রভু ; কিম্বা তাঁহার প্রভু

স্বতন্ত্রমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেব আনন্দয়াতি। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখমিত্যাদিশ্রুতিভ্যস্তস্য নিরতিশয়ানন্দস্বরূপত্বং ব্রুবন্ বিশিনষ্টি। পরমানন্দমিতি। পরমশ্চাসাবানন্দশ্চেতি পরমা-

---

কেহ নাই। তথাহি,—“ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।” অর্থাৎ এই সংসারে কেহই তাঁহার পতি নাই, তিনিই সকলের পতি। সেই পুরুষ ভিন্নও অপর কিছুই নাই, তিনিই সকলের চরম সীমা ও চরম গতি।

পুনশ্চ, মহাভাগ ধ্রুব সেই অসহায় অরণ্য মধ্যে একাকী অবস্থান করিয়া, তপস্যা ও ধ্যান করিতে করিতে সহসা ভগবানকে দর্শন করত কহিতে লাগিলেন, “অহোদ্য নাথং শরণং প্রপদ্যে প্রসন্নরূপং বরণীয়সত্তমম্। অহোদ্য ভাগ্যং শরণং প্রপদ্যে মহামহেশং প্রভুমীশমীড্যম্॥’ অর্থাৎ আহা, আমি এতকাল একাকী অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমার পিতা থাকিয়াও পিতা নাই, জননী থাকিয়াও জননী নাই; সুতরাং আমি সর্ব্বথা অনাথ ও অসহায়। অদ্য নাথ তোমায় প্রাপ্ত হইলাম। অতএব তোমার শরণ গ্রহণ করি। সংসারে সর্ব্বতোভাবে আত্মদান করিয়া, সেই আত্মার অভয়দাতা রূপে বরণ করিতে পারা যায়, তোমা অপেক্ষাও এরূপ কেহ নাই। আহা, তোমার রূপ কি প্রসাদগুণবিশিষ্ট, কি সাক্ষাৎ অনুগ্রহময়! দেখিলেই, আত্মদান করিতে স্বতই ইচ্ছা হয়। এইজন্য অদ্য তোমারই শরণাপন্ন হইলাম।

আহা, অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! তুমি মহানের মহান্ ও সকলের ঈশ্বর, তুমি প্রভুর প্রভু এবং সকলের স্তবনীয়। সেই তোমার আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ জানিবে। তদীয় আনন্দ অবগত হইলে, আর কুত্রাপি ভয় উপস্থি[illegible] হয় না। যদি তিনি আনন্দ-

মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশবসন্ত্রাসং
ব্যাদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দ্দশলোকালিম্।

নন্দস্তং নিরতিশয়ানন্দস্বরূপং গোবিন্দং হে লোকাঃ প্রণমতেত্যর্থঃ। অত্র ত্রিংশৎকলাপাদা চৌবোলাবৃত্তং জ্ঞেয়ম্। তথাচোক্তমভিযুক্তৈঃ। সপ্তগণাহ্রস্বশ্চেত্তদাসৌ চৌবোলারতিরঙ্ঘ্রিগণৈরিতি ॥ ১ ॥

এবং তাবত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যত্বেন ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তব্যাপকত্বেন চ সচ্চিদানন্দমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মস্বরূপমুক্তম্। তত্রাল্পমতীনাং প্রবেশাযোগাত্তেষাং হিতার্থং

রূপে আকাশে না থাকিতেন, তাহাহইলে কেই বা বাঁচিয়া থাকিত? এই ব্রহ্মই সকলের আনন্দ বিধান করেন।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন। যথা;—মহাভাগ নাচিকেতা, সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, হৃদয়ে আনন্দবারিধি সহসা অপার ও উচ্ছলিত হইয়া উঠিলে, পুলকভরে কহিয়াছিলেন,—"জ্ঞাতং জ্ঞাতমহো চাদ্য আনন্দ এব শাশ্বতঃ। যস্মাৎ সদ্যো যথা ধ্বান্তং রবৌ দুঃখং তথা গতম্॥" অর্থাৎ অহো! জানিয়াছি, জানিয়াছি, তুমি প্রকৃতই আনন্দস্বরূপ; যে আনন্দের কোন কালেই ক্ষয় নাই। দেখ! তোমার দর্শনমাত্রেই, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, আমার যাবতীয় দুঃখ তিরোহিত হইল। পুনশ্চ, "অদ্য চৈব ভবেন্মৃত্যুঃ শোকো বা যদি শাশ্বতঃ। দুঃখং চাপি সহস্রং বা শতশো নহি সাদ্যতে॥" অতএব অদ্য যদি আমার মৃত্যু হয়, কিম্বা শত দিকে সহস্ররূপে যদি শাশ্বত শোক বা দুঃখ সঙ্ঘটিত হয়, কিছুতেই আর আমাকে অবসন্ন বা বিষণ্ণ করিতে পারিবে না।

এইরূপে শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই তিনি যে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহাই নির্দ্দেশ করত বলিতেছেন, পরম আনন্দস্বরূপ ॥ ১ ॥

এইরূপে তিনি ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-শূন্য এবং ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, ইত্যাদি বিধানে তিনি যে সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ তাহা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের তাহাতে প্রবেশ লাভ

লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং
লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২ ॥

পরমকারুণিকো ভগবাঞ্চকরাচার্য্যস্তস্যৈবাদ্বিতীয়ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছয়া গৃহীতবিগ্রহস্য লীলাবিহারমুপবর্ণয়িতুম্প্রথমতস্তস্য মাতৃশিক্ষিতত্বং বদন্ স্তৌতি। মৃৎস্নামিতি। হে কৃষ্ণ ইহাস্মিন্মন্দিরে ত্বং কিমর্থং মৃৎস্নাং মৃত্তিকামৎসি ভক্ষয়সি। দুগ্ধনবনীতাদি নানাবিধভোগ্যজাতং বিহায় মৃদ্ভক্ষণে তব কিমায়াতি। স্ববালস্বভাবং ন জহাসীতি করে গৃহীত্বা যশোদয়া কৃতং যত্তাড়নং তেন তাড়নেন জাতঃ শৈশবঃ শিশুসম্বন্ধী সন্ত্রাসো ভীতির্যস্য স তথোক্তস্তং বালবদ্ভীতমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং ভাগবতে। সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী। যশোদা ভয়সংভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত। কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহ ইতি। নমু কুতস্তস্য মৃত্তিকাভক্ষণে প্রবৃত্তির্জ্জাতা আপ্তকামস্য নিত্যতৃপ্তস্য তদনুচিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্য স্বস্য সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং

করা সহজ নহে। এই কারণে তাহাদের হিতার্থ পরমকারুণিক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আকার-স্বীকার-পুরঃসর যে লীলাবিহার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিবার আশয়ে, তিনি জননীর নিকটে যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিলেন, প্রথমে তাহা নির্দ্দেশ করত স্তব করিতেছেন। যথা,—

হে লোক সকল! তোমরা সেই গোবিন্দকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ ভক্তিভার সহকারে প্রণাম কর। হে কৃষ্ণ! তুমি এই মন্দিরে কি জন্য মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ? দুগ্ধ নবনীতাদি নানাবিধ ভোগ্যজাত ত্যাগ করিয়া, মৃত্তিকা ভক্ষণ করত তোমার কি হইবে? স্বকীয় বালস্বভাব ত্যাগ করিতেছ না? এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাস পুরঃসর মহাভাগা যশোদা করে গ্রহণ করিয়া, তাড়না করিলে, শিশুস্বভাববশতঃ তিনি অতিমাত্র ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যদি বল, তিনি আপ্তকাম ও নিত্যতৃপ্ত। তাঁহার আবার মৃত্তিকা-ভক্ষণ-প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত নহে। ইঁহার উত্তরপক্ষস্বরূপ বলিতেছেন, তিনি মৃত্তিকা-ভক্ষণ করেন নাই।

প্রদর্শয়িতুং মৃদ্ভক্ষণভঙ্গ্যা স্বমাত্রে বিশ্বরূপং প্রদর্শিতবানিত্যাহ। ব্যাদিতেতি। ভো মাতঃ ময়া মৃন্ন ভক্ষিতা নো চেন্মন্যসে তর্হি মম মুখং পশ্যেত্যুক্ত্বা ব্যাদিতং প্রসারিতং যদ্বক্ত্রং মুখং তস্মিন্নালোকিতা লোকৃ দর্শনে ইতি ধাতোঃ প্রদর্শিতা লোকালোকচতুর্দ্দশলোকালির্যেন স তথোক্তস্তম্‌। লোক্যন্তে সূর্য্যাদিনা প্রকাশ্যন্তে ইতি লোকা ভূরাদয়ঃ সপ্ত ন লোক্যন্তে সূর্য্যাদিনা ন প্রকাশ্যন্তে ইত্যলোকা অতলবিতলাদয়ঃ সপ্ত লোকা লোকাশ্চ তে চতুর্দ্দশ লোকা ভুবনাশ্চ তে তথা তেষামালিঃ পংক্তিরিতিবিগ্রহঃ। আলিঃ স্ত্রিয়াং বয়স্যায়াং সেতৌ পংক্তৌ চ কীর্ত্তিতা ইত্যভিধানাৎ। নন্থ কথমল্পমুখরন্ধ্রে চতুর্দ্দশলোকাস্তেন দর্শিতা আধেয়াপেক্ষয়াধারস্য বিস্তৃতত্বনিয়মাৎ ইত্যাশঙ্ক্য পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাদিশ্রুতেরনন্তশক্তেঃ সর্ব্বলোকস্থিতিহেতোঃ তস্য ন কিমপ্যনুপপন্নমিত্যাহ। লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভমিতি। লোকানাং ত্রয়ং লোকত্রয়ং তদেব পুরং গৃহং পুরং নপুংসকং গেহে দেহপাটলিপুত্রয়োরিত্যভিধানাৎ। তস্য পুরস্য মূলস্তম্ভমাদ্যস্তম্ভং স্থিতিহেতুমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতা ইতি। নন্থ স্বকার্য্যং প্রত্যজ্ঞানস্যাপি স্থিতিহেতুত্বাৎ

আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তা-প্রদর্শন-কামনা-বশম্বদ হইয়া, তিনি মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে জননীকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যথা,—

যশোদা ঐরূপ বলিলে, তিনি কহিলেন, মাতঃ! আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই। যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে, আপনি বরং আমার মুখ দর্শন করুন। এইপ্রকার কহিয়া, তিনি স্বকীয়-বদন-ব্যাদান-পুরঃসর জননীকে পৃথিবী প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সপ্ত লোক ও অতল প্রভৃতি অধঃস্তন সপ্ত লোক সমেত চতুর্দ্দশ ভুবনপংক্তি প্রদর্শন করিলেন।

যদি বল, তাদৃশ অতীব ক্ষুদ্র মুখবিবরে ঈদৃশ অতিবিশাল চতুর্দ্দশ ভুবন প্রদর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ইহারই খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, তিনি লোকত্রয়রূপ গৃহের মূল-স্তম্ভ, অর্থাৎ স্থিতি-হেতু। তথাহি,—শ্রুতি প্রভৃতিতে বলিয়াছেন, তাঁহার শক্তি অসীম ও অপ্রতিম মহত্ত্ববিশিষ্ট এবং তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া সমুদায়ই স্বভাবসিদ্ধ, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

কিমজ্ঞানমত্রোচ্যতে তত্রাহ। লোকালোকমিতি। লোকা ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তা আলোক্যন্তে প্রকাশ্যন্তে যেন স লোকালোকস্তং যদাদিত্যগতং

পুনশ্চ, স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"অমেয়শক্তিঃ পুরুষোসি লোকে অনন্তভাবঃ সকলে স্থিতোসি। কিমেব চেতৎ তব চাপি নাথ পরঃ পরাণাং বিদধাসি সর্ব্বম্॥" অর্থাৎ মহাভাগ ধ্রুবকে তিনি যখন সেই সর্ব্বলোকবরণীয় অনুত্তম পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন তিনি পুলকভরে বলিতে লাগিলেন, তোমার শক্তির সীমা নাই। যাবতীয় পুরুষগুণ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার প্রভাবও অনন্ত। তুমিই সকলের বিধাতা; আবার তুমিই সকলের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান। সংসারে যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বা প্রধান বস্তু আছে, তুমি তৎসর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্টভাববিশিষ্ট। এইরূপে তোমাতে যখন সকলই সম্ভবে, তখন, হে নাথ! আমাকে ঈদৃশ ক্ষুদ্র পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমার কি কিছুমাত্র ভারবোধ হয়?

এইরূপে যিনি জ্ঞানে অনন্ত, কার্য্যে অনন্ত ও প্রভাবে অনন্ত, তাঁহার আবার অসম্ভব কি? সুতরাং ঐরূপ বিশ্বরূপপ্রদর্শন তাঁহার পক্ষে অতীব সহজ বা নিতান্ত সুগম; ইহাই ভাবার্থ।

এস্থলে ভগবান্ শঙ্করস্বামী সঙ্কেতে ইহাই বলিলেন, যাঁহারা জননীর ন্যায়, স্নেহভাবে সেই সর্ব্বশক্তি মহেশ্বরের ভজনা করিতে পারেন, তাঁহারা অনায়াসেই সেই বিশ্বম্ভর ভূমা পুরুষের বিচিত্র-বিশ্বরূপ-প্রদর্শনরূপ পরমাভুত লীলাকাণ্ড দর্শন করিয়া, নির্ব্বাণশান্তির পার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ, সখিভাব ও জননীভাব, এই দুইটী ভাবই প্রধানতঃ ভগবানের উপাসনাপক্ষে প্রধান সাধন ভাব। মহাত্মা অর্জ্জুন যে, তদীয় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, সখিভাবই তাহার কারণ। এইজন্যই ধ্রুবগীতায় লিখিত হইয়াছে,—"সাধনং দ্বে ভগবতঃ সখ্যং বাৎসল্যমেব চ।" অর্থাৎ সখ্য ও বাৎসল্য এই দুইটীই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। কেন না, লোকে অনায়াসেই প্রীতি ও স্নেহ করিতে পারে। তাহাতে তাহার কোনরূপ আয়াস হয় না।

সে যাহাহউক, তিনি লোকালোক, অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায়

তেজ ইত্যাদি ভগবদ্বচনাৎ সূর্য্যাদিরূপেণ স এব সর্ব্বপ্রকাশক ইতি ভাবঃ। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকমিত্যাদি শ্রুতের্ন তস্য প্রকাশান্তরাপেক্ষেত্যাহ। অনালোকমিতি। প্রকাশান্তররহিতমিত্যর্থঃ। ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ইত্যাদি শ্রুতের্ব্বায়্বাদীনামপি তদধীনত্বং ব্রুবন্ বিশিনষ্টি। লোকেশমিতি। লোকানাং বায়্বাদীনামীশং প্রশাস্তারমিত্যর্থঃ। যদা বায়্বাদীনাং পূজ্য-

---

লোক প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তথাহি, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—"সদা তিষ্ঠন্নহং সূর্য্যে চন্দ্রে চাপি সদাপ্যহম্। ভাসয়াম্যনিশং ভাসা সর্ব্বলোকং বিজানীয়াৎ॥" আমি সূর্য্যে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান ও চন্দ্রেও নিরন্তর অবস্থান করিয়া, স্বকীয় প্রভায় সমুদায় লোক সমুদ্ভাসিত করিয়া থাকি। "অগ্নৌ চাপি তথা তেজঃ পুষ্পে চ বিকসোপ্যহম্।" আমি অগ্নিতে তেজোরূপে ও পুষ্পে বিকাসরূপে প্রকাশ সংবিধান করিয়াছি। জ্ঞানরূপে "সদা তিষ্ঠন্ তথা চাপ্যন্তরিন্দ্রিয়ে।" অর্থাৎ আমি জ্ঞানরূপে সর্ব্বদা অন্তরিন্দ্রিয়ে অবস্থিতি করিয়া, তাহা প্রকাশিত করি, তাহাতেই বস্তুতত্ত্ব সমুদ্ঘাটিত হয়।

পুনশ্চ, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, সেখানে সূর্য্যও প্রতিভাত হয় না; চন্দ্র বা তারকা সকলও প্রদীপ্ত হয় না, তিনি আপনিই আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"ন চন্দ্রশ্চ ন সূর্য্যশ্চ জ্যোতিরন্যচ্চ ভাবিনি। তত্র প্রকাশতে সর্ব্বং স এব ভাসয়েৎ পুনঃ॥" অর্থাৎ প্রদীপ যেমন মহাপ্রদীপের সমীপে প্রস্ফুরিত হয় না, চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সমুদায়ও তেমন, সেই পরমপুরুষ ভূমা মহেশ্বরের সান্নিধ্যে সর্ব্বথা নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। তিনিই সকলকে সমুদ্ভাসিত করেন। ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যের অনুসারে তাঁহার যে প্রকাশান্তরের অপেক্ষা নাই, তাহাই বলিতেছেন। যথা,—তিনি অনালোক, অর্থাৎ প্রকাশান্তররহিত, আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়েন।

পুনশ্চ, শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, বায়ু তাঁহারই ভয়ে প্রবাহিত হন, সূর্য্য তাঁহারই ভয়ে সমুদিত হন, অগ্নি তাঁহারই ভয়ে প্রজ্বলিত হন, ইন্দ্র তাঁহারই ভয়ে বারি বর্ষণ করেন এবং মৃত্যু তাঁহারই ভয়ে গৃহে গৃহে

তমানামপি ভয়কারণং ব্রহ্ম তদান্যেষাং কিং বক্তব্যমিত্যাশয়েন শ্রুতৌ বাতাদয় উদাহৃতা ইত্যপি বোধ্যম্। তথাচোক্তং। বাতাদয়ো মহাবীর্য্যাঃ স্বতন্ত্রবীর্য্যশালিনঃ। তেপি মত্তঃ প্রবর্ত্তন্তে ব্রহ্মভীতা মহত্তমা ইতি। তস্য বাতাদিভয়হেতুত্বে লিঙ্গপ্রদর্শনায় বিশিনষ্টি। পরমেশমিতি। পরমশ্চাসাবীশশ্চ পরমেশস্তং সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। পরমেশ্বরত্বাদেব রাজ্ঞো ভৃত্যা ইব তস্মাদ্বাতাদয়ো বিভ্যতীতি ভাবঃ। সর্ব্বেশ্বরত্বং তস্য শ্রুতাবপ্যুক্তং। তমী·

ধাবমান হইয়া থাকে। স্মৃতিতেও লিখিত হইয়াছে,—"সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথাগ্নিরুদ্যন্ বায়ুর্ব্বিধাতাপ্যথ দেবরাজঃ। ভয়াদ্ধি তস্যৈব মহেশ্বরস্য নমামি তস্মৈ পরমায় নিত্যম্॥" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর এবং যাহা অপেক্ষা সংসারে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, এইজন্য যাঁহার ভয়ে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বিধাতা ও দেবরাজও সর্ব্বদা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভূমা পুরুষকে নিত্য নমস্কার করি।

ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যানুসারে বায়ু প্রভৃতি পদার্থ সকলও তাঁহার অধীন, ইহাই নির্দ্দেশ করত বলিতেছেন, তিনি লোকেশ, অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতিরও নিয়ন্তা। তিনি যখন বায়ু প্রভৃতি পূজ্যতম পদার্থ সকলেরও ভয়বিধাতা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তখন অন্যান্য পদার্থগণের কথা আর কি বলিব? এই আশয়েই শ্রুতিপ্রভৃতিতে বায়ুপ্রভৃতির ঐরূপ উদাহরণ বিন্যস্ত হইয়াছে; ইহাই বুঝিতে হইবে। তথাহি, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, বায়ুপ্রভৃতি যে সকল বস্তু স্বতন্ত্রবীর্য্যশালী, মহাবীর্য্যবিশিষ্ট ও নিরতিশয়মহত্ত্বসম্পন্ন, তাহারাও ব্রহ্মস্বরূপ, আমার ভয়ে ভীত ও স্বস্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, স্মৃতিতে বলিয়াছেন,—"ন তেস্তি কিঞ্চিৎ মহতোসি লোকে মহাংশ্চ সর্ব্বং প্রণমামি নিত্যশঃ।" অর্থাৎ তুমি একমাত্র মহান্। তোমা ভিন্ন দ্বিতীয় মহান্ লক্ষিত হয়েন না। এইজন্য আমি নিত্য তোমারে ভক্তিভরে ও শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করি।

পুনশ্চ, তিনি যে বাতাদির ভয়বিধাতা, তাহা বিশেষরূপে পুনরায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা,—তিনিই পরমেশ, অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম।

শ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যমিতি। যদ্বা। নন্থ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণে হিরণ্যগর্ভস্যৈব সর্ব্বেশ্বরত্বশ্রবণান্নাস্তি ততোঽন্যঃ কশ্চিদীশ্বর ইত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি। পরমেশমিতি। পরমাণামিন্দ্রাদিভ্য উৎকৃষ্টানাং ব্রহ্মাদীনামপীশং নিয়ন্তারমিত্যর্থঃ। যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ইতি

তিনি এইরূপ পরমেশ বলিয়াই, ভৃত্যগণ যেমন রাজার, বায়ুপ্রভৃতি তেমনি তাঁহার ভয় করিয়া থাকে। ইহাই ভাবার্থ।

শ্রুতিতেও তাঁহার এইরূপ সর্ব্বেশ্বরত্ব বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—তিনি ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও পরম, অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই জন্য তাঁহার নাম মহেশ্বর। তিনি দেবগণেরও পরম; এইজন্য তাঁহার নাম দৈবত, অর্থাৎ দেবগণেরও দেবতা। তিনি পতি সকলেরও পতি; যাহারা পরাৎপর বলিয়া বিখ্যাত, তিনি তাহাদের মধ্যেও সর্ব্বপ্রধান এবং তিনিই সকলের স্তবনীয়। আমরা সেই সকল ভুবনের ঈশ্বর পরমাত্মাকে অবগত হই।—পুনশ্চ, বৃহদ্বামনেও লিখিত হইয়াছে, "ত্বমীশ্বরস্ত্বাদ্য কথং প্রপদ্যে ব্রহ্মাদয়ো যস্য সদৈব বাহ্যাঃ। কঞ্চিৎ ততোঽন্যং পরমং ভজাম নাথোঽসি সর্ব্বেশ্বর এব নিত্যম্॥" অর্থাৎ তুমিই সকলের আদি ও তুমিই সকলের ঈশ্বর। না জানি, কিরূপে তোমারে প্রাপ্ত হইব? ব্রহ্মাদি মহেশ্বরগণও সর্ব্বদাই তোমার আনুগত্য করিয়া থাকেন। তুমিই সকলের নাথ ও সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু। অতএব আমরা আর তোমা ভিন্ন অন্য কাহারে পরাৎপর বোধে ভজনা করিব?

অথবা যদি বল, একমাত্র হিরণ্যগর্ভই সকলের অগ্রে প্রাদুর্ভূত হন। তিনিই ভূতগণের অদ্বিতীয় পতি। ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণে হিরণ্যগর্ভকেই সকলের ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সুতরাং সেই হিরণ্যগর্ভ ব্যতীত অন্য কেহ ঈশ্বর নাই।

এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন, তিনি পরমেশ। পরমশব্দে ইন্দ্রাদি অপেক্ষাও প্রাধান্যবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গ; তাঁহাদেরও ঈশ, অর্থাৎ

ব্রহ্মাণং প্রত্যুপদেশকর্ত্তৃত্বশ্রবণাদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি সর্ব্বজ্ঞত্বশ্রবণাচ্চ স এব সর্ব্বেশ্বর ইতি ভাবঃ। তং গোবিন্দং প্রণমতেতি ব্যাখ্যাতং পূর্ব্বম্॥ ২॥

নিয়ন্তা। তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, বেদ সকল প্রদান করেন।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"বিধাতা বেধসাস্তাত ব্রহ্মাদীনাং তথৈব চ। আনীয়াৎ সর্ব্বদেবানাং দৈবতং পরমং বিভুম্॥" অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তৃগণেরও সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং তিনি সমুদায় দেবতারও পরমদৈবত ও অসামান্য-প্রভুশক্তি-সম্পন্ন।

ইত্যাদি বচনানুসারে তিনি যখন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, উপদেশ দিয়াছেন, তখন তিনিই সকলের ঈশ্বর, ইহাই ভাবার্থ।

পুনশ্চ, শ্রুতিতে তাঁহারে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ বলিয়া, উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্মৃতিতেও তাঁহারে ঐরূপ বলিয়াছেন। যথা ;—"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ ইতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত দেখুন। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলেও তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্ব আপনা হইতেই প্রতিপাদিত হয়॥ ২॥

২। সমুদায় কবিতাটীর অনুবাদ এই,—হে লোক সকল! তোমরা সেই গোবিন্দকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ ভক্তিভার সহকারে নমস্কার কর। হে কৃষ্ণ! তুমি এই মন্দিরে কিজন্য মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ? দুগ্ধ নবনীতাদি নানাবিধ ভোগ্যজাত ত্যাগ করিয়া, মৃত্তিকা ভক্ষণ করত তোমার কি হইবে? স্বকীয় বালস্বভাব ত্যাগ করিতেছ না? এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর মহাভাগা যশোদা করে গ্রহণ করিয়া, তাড়না করিলে, শিশুস্বভাববশতঃ তিনি অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যশোদা এইরূপ বলিলে, তিনি কহিলেন, আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই, যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তাহাহইলে, আপনি স্বয়ং আমার মুখ দর্শন করুন্। এইপ্রকার কহিয়া তিনি স্বকীয়-বদন-ব্যাদান-পুরঃসর জননীকে পৃথিবী প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সপ্ত লোক ও অতল প্রভৃতি অধস্তন সপ্ত লোক সমেত চতুর্দ্দশ ভুবনপংক্তি প্রদর্শন করিলেন। তিনি লোকত্রয়রূপ গৃহের মূলস্তম্ভ, অর্থাৎ স্থিতিহেতু। তিনি লোকালোক, অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোক প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তিনি অনালোক, অর্থাৎ প্রকাশান্তর রহিত; আপনা আপনি প্রকাশিত হয়েন। তিনি লোকেশ, অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতিবও নিয়ন্তা এবং তিনিই পরমেশ, অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম।

ত্রৈবিষ্টপরিপুবীরঘ্নঞ্চ ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নং
কৈবল্যং নবর্নাতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্ ।

সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকতয়াপি সর্ব্বেশ্বরত্বমুপপাদয়তি। ত্রৈবিষ্টপেত্যাদিনা। ত্রিবিষ্টপে স্বর্গে ভবাস্ত্রৈবিষ্টপা ইন্দ্রাদয়ো দেবাস্তেষাং রিপবঃ শত্রবো দানবাস্তেষ্বপি যে বীরাঃ শূরাস্তান্ হস্তি হিনস্তীতি ত্রৈবিষ্টপরিপুবীরঘ্নস্তমিত্যর্থঃ। নন্বেতাবতাস্মাকং কিমায়াতমিত্যত আহ। ক্ষিতিভারঘ্নমিতি। ক্ষিতের্ভারভূতা যে কংসপ্রভৃতয়স্তান্ হন্তীতি ক্ষিতিভারঘ্নস্তম্। এতেন দুষ্টজনকৃতানর্থনিবর্ত্তকতয়া জগৎপালকত্বমুক্তমিতিভাবঃ। নন্বেতাবতা সকলানর্থনিবৃত্তিস্তু ন জাতা সংসাররোগস্য বিদ্যমানত্বাদিত্যত আহ। ভবরোগঘ্নমিতি ভবো জন্মমরণলক্ষণসংসারঃ স এব রোগোঽনর্থকরত্বাদ্ব্যাধিস্তং হন্তি গুরূপসত্তিপুরঃসরং তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যশ্রবণজন্যস্বসাক্ষাৎকারেণ নাশয়তীতি ভবরোগঘ্নস্তং পরমবৈদ্যমিতি যাবৎ। অয়মত্রাশয়ঃ। প্রাকৃতবৈদ্যাস্তাব-

অধুনা, তিনি সকল অনর্থেরই নিবৃত্তি করিয়া থাকেন ; সুতরাং তিনিই সকলের ঈশ্বর, ইহাই প্রতিপাদন জন্য বলিতেছেন, হে লোক সকল! তোমরা সেই গোবিন্দকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভার সহকারে নমস্কার কর। তিনি ইন্দ্রাদি অমরবর্গের প্রতিপক্ষ অসুরগণের মধ্যে যাহারা বীর বলিয়া বিখ্যাত, সেই মূর্ত্তিমান্ মহান্ অনিষ্টস্বরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিরও সংহার করিয়াছেন।

যদি বল, ইহাতে আমাদের কি যায়, আইসে? সেইজন্যই বলিতেছেন, তিনি ভূমির ভারস্বরূপ দুরাচার কংস প্রভৃতিরও সংহার করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা দুষ্টজনজনিত অনর্থের নিবৃত্তি করেন, বলিয়া তিনি যে জগতের পালনকর্ত্তা, ভাবে তাহাই বলা হইল।

যদি বল, কংস প্রভৃতিকে বিনাশ করিলেই, সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। এইজন্যই বলিতেছেন, তিনি ভবরোগঘ্ন, অর্থাৎ গুরুলাভ-পুরঃসর তত্ত্বমস্যাদি বেদবাক্য শ্রবণ করিলে, তিনি স্বকীয় সাক্ষাৎকার সংঘটিত করিয়া, জন্ম-মরণ-লক্ষিত সংসাররূপ রোগের এককালেই শান্তি করিয়া থাকেন ; সুতরাং তিনিই পরম বৈদ্য।

বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তিবিশেষাভাসমনাভাসং
শৈবং কেবলশান্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥৩॥

দ্বাতপিত্তাদিজন্যরোগং হন্তি ন সংসাররোগং তদপি ভেষজাদিনা তদপি ন সর্ব্বেষাং কেষাঞ্চিদ্ভেষজাদিসেবনেপি মৃতিদর্শনাৎ। তে তু তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি। জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। তরতি শোক-

---

এ স্থলের অভিপ্রায় এই, সচরাচর বৈদ্যেরা বাতপিত্তাদিজন্য রোগ বিনাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সংসাররূপ রোগের কিছুই করিতে পারেন না। আবার, তাঁহারা বাতপিত্তাদিজন্য যে রোগের শান্তি করেন, তাহাও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া; বিনা ঔষধে তত্তৎ ব্যাধির শান্তি করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশেষতঃ, সকল স্থলেও আবার তত্তৎ রোগের নিরাকরণ করিতে পারেন না। কেন না, অনেকেরই মৃত্যু হইতে দেখা যায়। তাঁহাদের প্রদত্ত বা ব্যবস্থাপিত তত্তৎ ঔষধ পান করিয়াও মৃত্যু নিবারিত হয় না।

এ দিকে, শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই পরমাত্মাকে যাহারা অবগত হয়, তাহারা অমৃত, অর্থাৎ অমর হইয়া থাকে, মৃত্যু তাহাদের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না।

পুনশ্চ, সেই পরাবররূপী মহেশ্বরকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলে, সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, তাঁহাকে জানিতে পারিলে, অনায়াসেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়।

পুনশ্চ, তিনি সকলের আত্মা। তাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, সমুদায় শোক তৎক্ষণে শিথিল হইয়া যায়।

পুনশ্চ, ব্রহ্মকে অবগত হইলে, ব্রহ্ম অর্থাৎ শোকহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, আধিহীন ও ব্যাধিহীন হইয়া, তদীয় স্বরূপ লাভ করিতে পারা যায়।

স্মৃতিতেও লিখিত হইয়াছে,—"ভবৌষধং ত্বাং পরমোসি নাথ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতোপি মৃত্যোঃ। ত্বং চাপি ধাতা হ্রিভয়ং তথৈব অতো হি নিত্যং

মাত্মবিৎ। ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিশ্রুতিভ্যো ভেষজাদিমন্তরেণ স্বদর্শনমাত্রেণ সংসারলক্ষণং রোগং হন্তীত্যতস্তস্য পরমবৈদ্যত্বমুক্তম্। তথাচ শ্রুতিঃ। ভিষক্তমন্ত্বা ভিষজাং শৃণোমীতি। নিবৃত্তসংসাররোগৈঃ পুরুষৈঃ কণ্ঠগতচামীকরপ্রাপ্তিন্যায়েন তদেব প্রাপ্যমিতি ব্রুবন্ বিশিনষ্টি। কৈবল্যমিতি। নিরু-

---

শরণং প্রপদ্যে॥” অর্থাৎ হে নাথ! তুমিই এই সংসারব্যাধির একমাত্র ঔষধ। যেহেতু, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট কেহ নাই; তোমাকে জানিতে পারিলে, মৃত্যু হইতে অথবা অন্য কিছুই হইতে আর ভয় উপস্থিত হয় না। এইজন্য নিত্য একমাত্র তোমারই শরণ গ্রহণ করি।

ইত্যাদি বচনরচনা পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, তিনি বিনা ঔষধেই এই সংসাররূপ দারুণ উৎকট মহারোগের তৎক্ষণমাত্রে বিনাশ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে, কোন স্থলে, তাঁহার সাক্ষাৎকারমাত্র সাধন এবং কোথাও বা তাঁহার স্মরণ বা মননমাত্র সহায় হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহা অপেক্ষা পরমবৈদ্যত্ব আর কোন্ ব্যক্তিতে লক্ষিত হয়?

এইজন্য শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি বৈদ্যেরও বৈদ্য বা ঔষধেরও ঔষধ বলিয়া শুনিতে পাই।

স্মৃতিতেও ভূরি ভূরি স্থলে তাঁহার এইরূপ পরমবৈদ্যত্ব বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—শাম্বপুরাণে;—“ভবরোগবিধ্বস্তমিদং হি চিত্তং মমৈম চাদ্যাপি নিরন্তরং তরম্। নাথাদ্য সাক্ষাৎ কৃতিনা তবাদ্য সদ্যো বিভিদ্যেত সমদ্যমেতৎ॥” অর্থাৎ হে আদ্য! আমার চিত্ত ভবরূপ রোগের আক্রমণবশতঃ নিরতিশয় বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে। উহাতে আর ধর্ম্মাদি সৎপ্রবৃত্তি সকল কোন মতেই স্থান-প্রাপ্ত হয় না। হে নাথ! হে আদ্য! অদ্য তোমারে সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত দর্শন করিয়া, তৎক্ষণে ঐ ব্যাধির শান্তি হইল, যাহা পূর্ব্বে শত শত ঔষধ সেবন করিয়াও কোন মতে নিরাকৃত হইতে পারে নাই।

যাহাদের সংসাররূপ ব্যাধির উপশম হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষগণের তিনিই একমাত্র প্রাপ্য বস্তু। ইহাই বলিতেছেন। যথা,—

পাধিকসচ্চিদানন্দব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিস্মৃতী। সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। মুক্তানাং পরমা গতিরিতি। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী ইতি শ্রুত্যা কুমারাদিরূপেণ গোপিকাগৃহে নবনীতাদিকং ভক্ষিতবানিত্যাহ। নবনীতাহারমিতি। নবনীতং মথিতাদ্দধ্নো নবং তৎকালমুদ্ধৃতং যশোদয়া দত্তমাহারোঽদনীয়ং যস্য স তথোক্তস্তম্। যদ্বা নবেন নূতনেন শরীরেণ নীতং নৈরন্তর্য্যেণেতং প্রাপ্তং বিষয়জাতমাহারো যস্য স নবনীতাহারস্তম্। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি শ্রুতেরবিদ্যাদশায়াং

তিনি কৈবল্য, অর্থাৎ তিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ নিরুপাধি ব্রহ্ম। তথাহি, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ত্রই বলিয়াছেন, তিনিই সকলের চরম সীমা ও চরমা গতি। তিনি মুক্ত-পুরুষগণেরও পরমা গতি।

পুনশ্চ, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার অথবা কুমারী ইত্যাদি।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—অনামরূপং হ্যত সর্ব্বরূপং আদ্যং পুমাংসং স্ত্রিয়মেব চাদ্যাম্। ত্বামেব নাথাদ্য শরণং প্রপদ্যে সত্যং চ জ্ঞানঞ্চ তথা হ্যনন্তম্॥” অর্থাৎ তোমার নাম নাই, রূপ নাই। আবার, তুমিই সর্ব্বনাম ও সর্ব্বরূপ, অর্থাৎ সমুদায়ই তোমার নাম ও সমুদায়ই তোমার রূপ। তুমিই পুরুষগণের আদি, আবার তুমিই স্ত্রীগণের আদি এবং তুমিই সত্য, তুমিই জ্ঞান ও তুমিই অনন্ত এবং তুমিই সকলের নাথ। অতএব অদ্য তোমারই শরণাপন্ন হই।

ইত্যাদি বাক্য প্রমাণ, তিনি কুমারাদিরূপে গোপিকাগৃহে নবনীতাদি ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাই বলিতেছেন। যথা,—

তিনি নবনীতাহার, অর্থাৎ যশোদা দধিমন্থন করিয়া, তাহা হইতে তৎকালসমুদ্ধৃত যাহা দেন, তাহাই তিনি আহার করেন। অথবা নব নব শরীর-ধারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নিত্য যে বিষয়জাত প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার আহার, অর্থাৎ তাহাই ভোগ করিয়া থাকেন।

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতর পিপ্পল আস্বাদন করিয়া থাকেন।

বিষয়জাতভোক্তারমিত্যর্থঃ। নমু ব্রহ্মণো জীবাভিন্নত্বেন সুখদুঃখাদিকর্ম্মফলভোক্তৃত্বাপত্তির্দুর্ব্বারা জীবাত্মনস্তথোক্তত্বাদিত্যাশঙ্ক্য সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্য ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বভূতাত্মনোঽপি তস্য সুখদুঃখাদ্যনুভবহেতুভূতমিথ্যাজ্ঞানাভাবান্নাস্তি সুখদুঃখাদিকর্ম্মফলভোক্তৃত্বাপত্তিরিত্যভিপ্রায়েণ বিশিনষ্টি। অনাহারমিতি। নাস্ত্যহারোঽশনঃ যস্য তম্। অনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতীতি শ্রুত্যা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরহিতং চিন্মাত্রমিত্যর্থঃ।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"ত্বং পূর্ণোপি তথা ভোক্তা বিষয়াণাং তথৈব চ। কো নু মায়াং তবায়াতি দুশ্চিন্ত্যাং পরমাং বিভো॥" অর্থাৎ তুমি পূর্ণ, অর্থাৎ কোন দিকে কোন রূপে তোমার কিছুমাত্র অভাব না থাকিলেও বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাক। অতএব কাহার সাধ্য, চিন্তা বা ইয়ত্তা দ্বারা তোমার এই মায়ার স্বরূপ অবধারণ করিতে পারে?

এইরূপে, তিনি অবিদ্যাদশায় বিষয়জাত ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাই প্রস্তাবিত স্থলের অর্থ।

যদি বল, ব্রহ্ম ও জীব এই উভয়ের কোনরূপ ভিন্নভাব নাই; সুতরাং ব্রহ্মকেও জীবের ন্যায়, সুখ দুঃখাদি কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়; ইহাতে আর কোনপ্রকার পরিহার বা ব্যভিচার নাই। ইহারই খণ্ডন জন্য বলিতেছেন,—তিনি অনাহার, অর্থাৎ কিছুই আহার করেন না। সাক্ষীমাত্র অবস্থিতি করেন।

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষু; কিন্তু চাক্ষুষ বাহ্য দোষে কোন মতেই লিপ্ত হন না; সেইরূপ তিনি একাকী সকল লোকের অন্তরাত্মা হইলেও, কিছুতেই লিপ্ত নহেন এবং তাহাদের দুঃখেরও বিষয়ীভূত হন না।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"আকাশবৎ সর্ব্বশরীর আত্মা ন লিপ্যতে কুত্র চ শুদ্ধবোধঃ।" অর্থাৎ তিনি আত্মা রূপে সকল দেহেই বিরাজ করেন। কিন্তু আকাশের ন্যায় কিছুতেই লিপ্ত হন না। একমাত্র বোধ, অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাই তাঁহার অনুভব হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধোদনাদ্যাহারগতবিনাশ্যত্বগুণসাম্যেন কার্য্যজাতস্য গুণবৃত্ত্যাহারত্বাভিপ্রায়েণ সর্ব্বসংহারকারণত্বং ব্রহ্মণো ব্রুবন্ বিশিনষ্টি। ভুবনাহারমিতি। ভুবনং চরাচরাত্মকং জগদাহারোঽশনং সংহরণীয়ং যস্য স তথোক্তস্তং সর্ব্বসংহারকারণমিত্যর্থঃ। তথাচ সূত্রম্। অত্তা চরাচরগ্রহণাদিতি। যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনং মৃত্যুর্যস্যোপসেচনমিতিকঠবল্লীবাক্যেঽবিশেষেণ কশ্চিদত্তা প্রতীয়তে। তত্র ত্রয়াণাঞ্চাগ্নিজীবপরমাত্মনামস্মিন্ গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরোপলব্ধেঃ কিমত্রাগ্নিরত্তা স্যাদুত জীবঃ পরমাত্মা বেতি সংশয়ঃ। অগ্নিস্তাবদত্তা অগ্নিরন্নাদ ইতি শ্রুতের্লোকপ্রসিদ্ধেশ্চ। জীবো বাত্তা স্যাত্তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি শ্রুতেঃ। ন পরমাত্মানশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীত্যুক্তত্বাদিত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ। অত্তাত্র পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। চরাচরগ্রহণাৎ। চরাচরং হি স্থাবরজঙ্গমং মৃত্যূপসেচনমিহাদ্যত্বেন

ইত্যাদি বাক্যানুসারে তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা হইলেও, সুখ দুঃখাদি বোধের হেতুভূত মিথ্যাজ্ঞানের অভাববশতঃ, কোন অংশেই সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করেন না। ইত্যাদি অভিপ্রায়েই উল্লিখিত অনাহারশব্দ প্রয়োগ করিলেন।

ফলিতার্থ এই, আমরা যে সুখ দুঃখাদি অনুভব করি, মিথ্যাজ্ঞান তাহার একমাত্র হেতু। পরমাত্মাতে সেই মিথ্যাজ্ঞানের সম্পর্কমাত্র নাই। সেইজন্য তাঁহাতে তত্তৎ সুখ দুঃখাদি কর্ম্মফল-ভোগের আরোপ হইতে পারে না; সুতরাং এখানে অনাহার শব্দে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি কোন বিষয়ের কর্ত্তাও নহেন, ভোক্তাদিও নহেন; একমাত্র চিৎস্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন।

অধুনা, তিনি যে সকলের সংহার করিয়া থাকেন, তাহাই বলিতেছেন, যথা,—তিনি ভুবনাহার। এখানে ভুবনশব্দে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এবং আহারশব্দে সংহার করা। তাহাহইলেই ভুবনাহার শব্দে যিনি সকলকে সংহার করেন, তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ে তাঁহার আহার এবং মৃত্যু তাঁহার উপসেচন।

প্রতীয়তে। তাদৃশত্বাদাস্য পরমাত্মনোঽন্যঃ কশ্চিদত্তা ন সম্ভবতি। পরমাত্মা তু বিকারজাতং সংহরন্ সর্ব্বমত্তীত্যুপপদ্যত এব। ন চানশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীতিশ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম্। শ্রুতিবাক্যস্য কর্ম্মফলভোগস্য প্রতিষেধকত্বাদিতিসূত্রার্থঃ। অতঃ পরমাত্মৈব ভুবনাহার ইতি সিদ্ধম্। তথাচোক্তম্ভগবতা গ্রসিষ্ণুপ্রভবিষ্ণুচেতি। এবমুক্তস্য ব্রহ্মণঃ কুত্রোপলব্ধির্ভবতীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। দৃশ্যতে ত্বন্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিরিতিশ্রুতিভ্যামাচার্য্যপ্রসাদেন শুদ্ধবুদ্ধাবেব তদুপলভ্যতে ইত্যাহ। বৈমল্যেতি। বৈমল্যেন রাগদ্বেষাদিমলরাহিত্যেন স্ফুটা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাদুৎপন্না অভিব্যক্তা যা চেতোবৃত্তিরন্তঃকরণস্য বৃত্তিস্তস্যাং বিশেষেণাপরোক্ষ-

---

পুনশ্চ অন্যত্রও বলিয়াছেন, তিনি চরাচর গ্রহণ করেন। অতএব তিনিই অত্তা, অর্থাৎ সকলের সংহারকর্ত্তা। তথাহি,—স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, "অজায় সর্গস্থিতিনাশহেতবে নমোস্তু তুভ্যং পরমায় মায়। ন তে বিকারো ন চ তে কৃতিশ্চ নিত্যোঽসি চাত্মাসি পরমেশ্বরোসি॥" অর্থাৎ তোমার জন্ম নাই। তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা। তোমার ইয়ত্তা নাই; অবধারণ নাই, অথবা অবধি নাই। তুমি নির্ব্বিকার ও প্রকৃতির অতীত। তুমি নিত্য, আত্মা ও পরমেশ্বর। অতএব তোমাকেই নমস্কার করি।

ভগবান্ও স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি সকলের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু এবং আমিই সকলের সংহার করিয়া থাকি।

এবম্বিধ-স্বরূপবিশিষ্ট ব্রহ্মের কিরূপে উপলব্ধি হইতে পারে? শ্রুতিতে বলিয়াছেন, আচার্য্যের আনুগত্য দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। পুনশ্চ বলিয়াছেন, সূক্ষ্মদর্শী পুরুষগণ সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহায়তায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ইত্যাদিশ্রুতিবচনানুসারে, আচার্য্যের প্রসাদে বুদ্ধির বিশুদ্ধ অবস্থা উপস্থিত হইলে, দর্পণে বিম্বের ন্যায়, তাহাতে পরমাত্মার বিচিত্র ছবি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তাহাই বলিতেছেন। যথা,—বৈমল্য, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি মলভারের নিঃশেষে পরিহার হইলে, তত্ত্বমস্যাদি বেদবাক্যের পর্য্যালোচনা সহায়ে চিত্তবৃত্তি বিকশিত হইয়া উঠে। তাদৃশ বিকশিত চিত্তেই তিনি প্রতিভাত হন। তথাহি,—শিবপুরাণে

তয়া আভাসো ভানং যস্য স তথোক্তস্তমিত্যর্থঃ। ননু বুদ্ধিগ্রাহ্যত্বেন তস্যাপি ঘটবজ্জড়ত্বাপত্তিরিত্যত আহ। অনাভাসমিতি। যস্যামতং তস্য মতং। বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যাদিশ্রুত্যাদৃশ্যত্বনিশ্চয়েন নাস্তি বিষয়-তয়া ভাসো ভানং যস্য সোহনাভাসস্তম্। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মন ইত্যাদিশ্রুত্যা চক্ষুরাদীনামবিষয়ত্বশ্রবণাৎ স্বতঃ স্ফুরণস্বরূপমিতি-

---

বলিয়াছেন,—"অহং মমোত্থং অভিমানসঙ্কটং রাগং তথা পার্ব্বতি দুস্তরঞ্চ। ত্যজেত যস্মিন্ সময়ে বিপশ্চিতা স লভ্যতে তত্র ন সংশয়শ্চ॥" অর্থাৎ আমি ও আমার ইত্যাকার দুরাগ্রহ হইতে সমুত্থিত অভিমানরূপ পূর্ণ বিপদের পরিহার এবং দুস্তর বিষয়াসক্তির সমূলে বিসর্জ্জন করিতে পারিলে, তৎক্ষণেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে; এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যদি বল, তিনি এইরূপে বুদ্ধির গ্রাহ্য হইলে, ঘটাদি বুদ্ধিগ্রাহ্য ইতর পদার্থের ন্যায়, তাঁহার জড়ত্বাপত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্যই বলিতেছেন, তিনি অনাভাস, অর্থাৎ অরে, তিনি সকলকেই জানেন, তাঁহারে আর কিরূপে জানিবে, ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারে তিনি অদৃশ্য বলিয়া স্পষ্টই প্রমাণিত হওয়াতে, কোন মতেই ঘটাদি ইতর বস্তুর ন্যায় চক্ষুরাদির বিষয়ীভূত নহেন। তথাহি,—শ্রুতিতে পুনরায় বলিয়াছেন, তাঁহাতে চক্ষু ও যাইতে পারে না, বাক্যও গমন করিতে পারে না, এবং মনও যাইতে পারে না। ইত্যাদি বাক্যানুসারে চক্ষুরাদির অগোচর বলিয়া, যখন তাঁহাকে শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তিনি স্বতঃ-স্ফুরণ-স্বরূপ; ইহাই এ স্থলের ভাবার্থ। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"সর্ব্বং তৎ নচ বৈ কিঞ্চিৎ অবাঙ্মনসগোচরঃ।" অর্থাৎ তিনি সকলই, আবার কিছুই নহেন। এই কারণে বাক্য বা মন দ্বারা তাঁহারে জানিতে পারা যায় না। তিনি আপনা আপনি প্রকাশিত হন এবং যাঁহাকে দয়া করেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে জানিতে পারে। তদ্ভিন্ন আর তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। ধ্রুব অতি অজ্ঞান শিশু হইয়াও, তাঁহারে জানিয়াছিলেন; আবার নারদাদি জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী বয়োবৃদ্ধেরাও তাঁহাকে সহজে জানিতে পারেন না; সুতরাং, তাঁহার কৃপাই এবিষয়ের মূল বা অদ্বিতীয় সাধন।

ভাবঃ। ননু তৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ কথং ভজনীয়তা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তস্য নির্ব্বিশেষস্বরূপপ্রদর্শনায় বিশিনষ্টি। শৈবমিতি। শিবং স্বার্থে তদ্ধিতঃ। শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিমিতিশ্রুতের্ম্মঙ্গলরূপমিতি যাবৎ। কেবলশান্তং কেবলো দেহাদিকার্য্যবর্গশূন্যশ্চাসৌ শান্ত অবিদ্যাদোষরহিতশ্চেতি কেবলশান্তস্তং নিরুপাধিকচিন্মাত্ররূপমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেতি। এবম্বিধং গোবিন্দং হে লোকা যূয়ং প্রণমতেতি ॥ ৩ ॥

ফলতঃ, তিনি যদি ভক্ত বলিয়া, অনুগত বলিয়া, দয়া না করিতেন, তাহাহইলে, মহাভাগ প্রহ্লাদ কি বলিবামাত্র তাঁহারে স্তম্ভমধ্যে দেখিতে পাইতেন? কি সাধ্য, কি শক্তি, বা কত ক্ষমতা ও কত প্রভাব, যে মানুষ, অসার, অধম, কীটপদবাচ্য, জঘন্য মানুষ মনে করিলেই তাঁহার দর্শন পাইবে?

যদি বল, তাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হইলে, কিরূপে তাঁহারে ভাবনা করা যাইবে? এই আশঙ্কাতেই তদীয়-নির্বিশেষ-স্বরূপ-প্রদর্শন-বাসনায় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা ;—তিনি শৈব, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলস্বরূপ। তাঁহাতে দেহাদি কার্য্যবর্গের কোনরূপ সম্পর্ক নাই এবং অবিদ্যাদিদোষসমূহেরও কোনরূপ সমাবেশ নাই, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত চিন্মাত্রস্বরূপ।

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি শিবস্বরূপ, প্রশান্তস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ। তিনি সাক্ষীস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ এবং তিনি কেবল, অর্থাৎ দেহাদিকার্য্যবর্গপরিশূন্য ও নির্গুণস্বরূপ।

স্মৃতিতেও বহু স্থানে বলিয়াছেন,—"ন তস্য রূপং ন চ বৈ শরীরং ন তত্র দোষঃ কচিদপ্যতাস্তি। শান্তং শিবং তচ্চ গুণাতিবুদ্ধং সদা স্বশক্ত্যা প্রতিভাতি সর্ব্বথা ॥" অর্থাৎ তাঁহার রূপ নাই, দেহ নাই, কোনরূপ দোষের সম্পর্কমাত্র নাই ; তিনি শান্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, বোধমাত্রস্বরূপ। তিনি গুণাতীত এবং সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে স্বকীয় শক্তি সহায়ে প্রতিভাত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

গোপালম্প্রভুলীলাবিগ্রহগোপালং কুলগোপালং
গোপীখেলনগোবর্দ্ধনধৃতিলীলালালিতগোপালম্।

এবং পূর্ব্বশ্লোকে দুষ্টজননাশকত্বেনার্থতঃ পৃথিবীপালকত্বমুক্তম্। সংপ্রতি কণ্ঠতস্তদেব ব্রুবন্ স্তৌতি। গোপালমিতি। গাং পৃথিবীং পালয়তীতি গোপালস্তং পৃথিবীপালকমিত্যর্থঃ। ননু শরীরং বিনা কথং পৃথিবীং

হে লোক সকল! তোমরা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ ভক্তিভার সহকারে সেই গোবিন্দকে নমস্কার কর। তিনি গোপাল।—গো + পাল = গোপাল। গোশব্দে সমুদায় পৃথ্বী এবং পালশব্দে পালক, অর্থাৎ তিনি সমুদায় পৃথিবীকে পালন করেন। অথবা, গোশব্দে ইন্দ্রিয়সমূহ ও পালশব্দে অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্তা, অর্থাৎ মন রূপে সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করেন। তাহাতেই শ্রবণ, দর্শন, গমন, আস্বাদন ও স্পর্শন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার বিনির্ব্বাহিত হয়।

তথাহি, স্মৃতিতে বলিয়াছেন,—"ত্বং লোকপালঃ পরমঃ পরাণাং কর্ত্তা তথা সর্ব্ববিধে হি চেষ্টিতে। ত্বামেকমাদ্যং প্রভুমীশ্বরাণাং বরং বরেণ্যং শরণং প্রপদ্যে॥" অর্থাৎ তুমিই লোক সকলের পালন করিয়া থাক। তুমি ইন্দ্রাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও বিশিষ্ট ভাববিশিষ্ট। দর্শন, শ্রবণ ও গমন ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার একমাত্র তোমা হইতেই বিনিষ্পাদিত হইয়া থাকে। তুমি সকলের আদি। তুমি অদ্বিতীয়স্বরূপ। তুমি ঈশ্বর সকলেরও ঈশ্বর। তুমি শ্রেষ্ঠ সকলেরও শ্রেষ্ঠ। তুমি যাবতীয় লোকের পূজ্যাতিপূজ্যতম। অতএব তোমারই শরণাপন্ন হই।

অথবা, গোশব্দে গোলোকের অধিবাসী এবং পালশব্দে তাহাদের প্রভু। এই অর্থে গোপাল।

তথাহি, শাম্বপুরাণে বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে,—"সর্ব্বেষাং গোলোকস্থানাং প্রভুস্ত্বং শাশ্বতস্তথা। গোপাল ইতি নাম্না তৎ সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিতঃ॥" অর্থাৎ, তুমি সমুদায় গোলোক-বাসীর নিত্য নিয়ন্তা প্রভু। এইজন্য সমুদায় লোকে গোপাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছ।

গোভির্নিগদিতগোবিন্দস্ফুটনামানং বহুনামানং
গোধীগোচরদূরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪ ॥

পালয়তি রাজ্ঞি তথা দর্শনাদিত্যাশঙ্ক্য লীলয়া গৃহীতশরীরেণাপি যৎ কিঞ্চিৎ পালনং কুর্ব্বন্ বিশিনষ্টি। প্রভুলীলাবিগ্রহগোপালমিতি। প্রভুঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ সমর্থত্বাদেব হেতোর্লীলয়া স্বেচ্ছয়া গৃহীতো যো বিগ্রহঃ শরীরং তেন গাঃ পশুবিশেষান্ গাং বেদং বা বেদমূলক-যজ্ঞাদিকঞ্চ পালয়তীতি তথোক্তস্তং মানুষনাট্যেন পশ্বাদিপালকমিত্যর্থঃ।

অথবা, গোশব্দে সকলের অধিষ্ঠান এবং পালশব্দে পালনকর্ত্তা, অর্থাৎ তিনি সকলেতে আছেন এবং সমুদায় তাঁহাতে আছে, এইরূপ অবস্থায় তিনি সকলের পালন করেন; এই অর্থে গোপাল।

তথাহি, উক্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—"সর্ব্বং ত্বয়ি তথা সর্ব্বে আত্মরূপেণ সংস্থিতঃ। সর্ব্বদা পালয়ন্তেব গোপাল ইতি শুশ্রুমঃ ॥" অর্থাৎ তোমাতে সকলই এবং সকলেই তুমি। এইরূপে আত্মা রূপে সর্ব্বদা সকলের পালন কর, সেইজন্য তোমায় নাম গোপাল।

তিনি প্রভু, অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি বিরাজমান, যখন যাহা মনে করেন, তখনই তাহা করিয়া থাকেন।

তথাহি, স্মৃতিতে বলিয়াছেন,—সর্ব্বাসাং পরমানাঞ্চ শক্তীনাং আশ্রয়ো ভবান্। তস্মাৎ সর্ব্বং সুসাধ্যস্তে শরণং গতবান্ ততঃ ॥" অর্থাৎ তুমি যাবতীয় পরমা শক্তির আধার। এইজন্য তোমাতে সকলই সম্ভব, অর্থাৎ তুমি মনে করিলে, এই মুহূর্ত্তে এই পর্ব্বতকেও সামান্য ধূলিকণারূপে পরিণত, আবার ঐ ক্ষুদ্র তৃণলবকেও দুর্ব্বার বজ্রের স্বরূপে পর্য্যবসিত করিতে পার। এইরূপে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এই কারণে আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম।

তিনি লীলা-বিগ্রহ-গোপাল, অর্থাৎ স্বীয় অসামান্য শক্তির সাহচর্য্যে ইচ্ছাক্রমে শরীরধারণ করিয়া গো, অর্থাৎ পশুবিশেষ অথবা বেদ সমুদায় কিম্বা বেদমূলক যজ্ঞাদি পালন করিয়া থাকেন। অথবা লীলাশব্দে বিবিধ

পুনরপি তৎপালনমেবার্থতঃ প্রদর্শয়ন্ বিশিনষ্টি। কুলগোপালমিতি। কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেষ্বপীত্যভিধানাৎ। কুলস্য জনপদস্য গোকুলাখ্যদেশবিশেষস্য গোপালো রাজেতি কুলগোপালস্তম্। গোপালো ভূপগোপয়োরিতিবিশ্বঃ। গোকুলনায়কমিত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতি। গোকুলনায়ককৃষ্ণেতি। যদ্বা কুলগোপান্ গোত্রগোপানলয়তি পুত্রত্বেন বিভূষয়তীতি কুলগোপালস্তং স্বকুলভূষণমিত্যর্থঃ। অল ভূষণপর্য্যাপ্তিবারণেষ্বিতি ধাতোরূপমলয়তীতি। যদ্বা কুলং সজাতীয়বালগণং গাশ্চ পশুবিশেষান্ পালয়তি অঘাসুরাদিদৈত্যেভ্যো রক্ষতীতি কুলগোপালস্তম্। যদ্বা কৌ

লোকচেষ্টা, বিগ্রহশব্দে দেবতা ও মনুষ্যাদি ভেদে বিবিধ সৃষ্টি এবং গোশব্দে সমুদায় ভুবন এবং পালশব্দে পালনকর্ত্তা। সাকল্যে অর্থ এই, দেবতাদি বিবিধ সৃষ্টি ও তাহাদের আহারবিহারাদি নানাপ্রকার চেষ্টাদি সমেত এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পালন করিয়া থাকেন।

তিনি কুল-গোপাল। পৌরাণিকমতে কুলশব্দে গোকুলাখ্য জনপদ এবং গোপালশব্দে রাজা, অর্থাৎ গোকুলের রাজা। ইহাই কুলগোপালশব্দের অর্থ।

অথবা, কুল-গোপ+অল=কুলগোপাল, অর্থাৎ কুলগোপশব্দে নন্দাদি গোত্রগোপ সমুদয় এবং অল শব্দে ভূষণ। সাকল্যে অর্থ এই, তিনি নন্দাদি কুলগোপদিগকে তাহাদের পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হইয়া ভূষিত, অর্থাৎ গৌরবান্বিত ও বহুমানিত করেন। ইহাই কুল-গোপাল শব্দের অর্থ। অথবা কুলশব্দে বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ বংশ। যেমন দেবকুল, অপ্সরকুল ও গন্ধর্ব্বকুল ইত্যাদি। তাহাদের গোপাল, অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্তা। এই প্রকার অর্থে কুলগোপাল শব্দ বুঝিতে হইবে।

অথবা, কুলশব্দে সজাতীয় বালকসমূহ এবং গোশব্দে পশুবিশেষ। তাহাদিগকে পালন, অর্থাৎ অঘাসুরাদি দৈত্যগণের হস্ত হইতে রক্ষা করেন, এই অর্থে কুলগোপাল।

অথবা কুলগোপশব্দে ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকপাল সমস্ত। তাঁহাদের অল, অর্থাৎ ভূষণ, অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রাদি লোকপাল-

পৃথিব্যাং লীয়তে ইতি কুলং শরীরং তচ্চ গাশ্চেন্দ্রিয়াণি পালয়তীতি কুলগোপালস্তম্। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য স এষ ইহ প্রবিষ্ট আপ্রণখাগ্রেভ্যঃ। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু

গণেরও ভূষণ, কিনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান। ইহাই কুলগোপালশব্দের অর্থ।

অথবা, কুশব্দে পৃথিবী, লশব্দে লীন হওয়া, এই উভয়ের যোগে কুলশব্দ বিনিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ এই, কুলশব্দের অর্থ শরীর এবং গোশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহ। তাহাহইলে, কুলগোপালশব্দে শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের পালনকর্ত্তা।

শ্রুতিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি শরীর সৃজন করিয়া, তাহাতে জীব ও আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, ইহার মস্তক হইতে পদের নখাগ্র পর্য্যন্ত তদাদি তদন্ত ক্রমে ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। তাহাতেই শরীরের ও ইন্দ্রিয়-সকলের চালনা হইতেছে।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"ক্ষেত্রং বিদন্তি মুনয়স্তদধিষ্ঠানসত্তয়া। তয়া হীনং যদা রাজন্ জড়ত্বায় প্রকল্পতে।" অর্থাৎ তিনি আত্মারূপে ইহাতে অধিষ্ঠান করেন, এইজন্য মননশীল ব্যক্তিগণ এই দেহকে ক্ষেত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বিরাজ না করিলে, ইহা জড়তায় পরিণত হয়।

পুনশ্চ, শাম্বপুরাণে কথিত হইয়াছে,—"ত্বমস্য দেহস্য মহামহেশ পাতা চ ধাতা চ সহেন্দ্রিয়েভ্যঃ। ততোদ্য নাথং শরণং প্রপদ্যে বরং বরেণ্যং বরদং বরাঢ্যম্॥" অর্থাৎ তুমি মহেশ্বরগণেরও মহেশ্বর। আমি যে ইন্দ্রিয়গণের সহিত এই শরীর ধারণ করিয়া আছি, তুমি ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছ এবং তুমিই ইহার পালন বা রক্ষা বিধান করিতেছ। তাহাতেই আমি নির্ব্বিঘ্নে বা নিরাপদে আহার বিহারাদি ব্যাপারপরম্পরা সমাধান করিয়া, সংসারে এতাবৎ অবস্থিতি করিতেছি তুমি সকলের প্রধান। তুমি সকলেরই পরম অভীষ্ট বিষয়। তুমি বরদাতা এবং তুমি যাবতীয় অভীষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণ। যাঁহা তোমার নিকট প্রার্থনা করে, তুমি

ভারতেত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ মৃত ইতি ভ্রান্ত্যা শরীরদাহাদিপ্রসক্তিপরিহারায় প্রাণদ্বারা শরীরাদিরক্ষকম্। প্রত্যগভিন্নব্রহ্মস্বরূপ-

---

তাহাকে তাহাই দিয়া থাক। অথবা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে হয় না। তুমি পূর্ব্ব হইতেই ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া রাখ। তাহাদিগকে আর প্রার্থনাদুঃখ সহ্য করিতে হয় না।

ফলতঃ, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি সময়ে, মরিয়াছে, ইত্যাকার ভ্রমবশতঃ পাছে শরীরাদি দাহ করে, এই আশঙ্কায় তিনি প্রাণ দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই কুলগোপালশব্দের প্রকৃত ভাবার্থ। তথাহি স্মৃতি,—"রাত্রৌ প্রগাঢ়ে তিমিরে নিমগ্না ভগ্না সুষুপ্তৌ বত জীবসন্ততিঃ। সা প্রাণনাথেন মহামহেশ ত্বয়ৈব দেবেন তথৈব ধার্য্যতে॥" অর্থাৎ রাত্রির সেই ঘনগভীর তিমিরসাগরে মগ্ন হইয়া, এই জীবকুল যখন সুষুপ্তিবশে মৃতপ্রায় হয়, তখন তুমিই তাহাদিগকে প্রাণনাথ রূপে রক্ষা করিয়া থাক। তুমি দেব। আবার তুমি মহান্, অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ বা সকলের নিয়ন্তা এবং তুমি মহেশ, অর্থাৎ সংসারে যাবতীয় মহান্ পদার্থ আছে, তুমি তাহাদেরও ঈশ্বর। অতএব তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

এখানে প্রাণনাথ শব্দে প্রাণের রক্ষাকর্ত্তা। কেহ কেহ বলেন, প্রাণ ও নাথ, দুইটী স্বতন্ত্র কথা, অর্থাৎ প্রাণরূপে ও নাথরূপে রক্ষা করেন। শ্রীশ্রীরামানন্দিসম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট অধিকাংশ লোকই তাঁহাকে এই প্রাণনাথ রূপেই ভজনা করিয়া থাকেন। এইরূপ ভজনায় অবশ্য উৎকর্ষ আছে। তিনি আমাদের প্রাণ, অর্থাৎ আমরা যে বাঁচিয়া আছি। তিনিই তাহার মূলসাধন। আমার প্রাণাধিক প্রীতিময় পুত্র, যাহাকে ক্ষণকাল না দেখিলে, প্রলয় বোধ হইয়া থাকে, সেও যে বাঁচিয়া থাকিয়া, আমাকে অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্প্রদান করে, তিনি তাহারও মূলসাধন।

এইরূপে পিতা মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা, স্ত্রী, ভগিনী, যান, বাহন ইত্যাদি সংসারের যাহা কিছু বস্তু আমার সুখ, সন্তোষ ও হর্ষ প্রভৃতি সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে; তাহারা যে বাঁচিয়া আছে এবং তন্নিবন্ধন আমি যে তাহাদের সহবাসে ও সহচর্য্যে দিবারাত্র সুখভোগ করিতেছি, তিনি তাহারও মূলসাধন।

আবার, তিনি কেবল ঐ সকলকে বাঁচাইয়া রাখেন নাই ; পদে পদেই তাহাদিগকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তিনি যদি কেবল প্রাণ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহার ঐরূপ রক্ষণাবেক্ষণ না করিতেন, তাহাহইলে, মস্তকহীন দেহ যেমন, রক্ষাহীন প্রাণও তেমন, সর্ব্বথা শোকের বিষয় হইত, সন্দেহ নাই। এইরূপ ভাবনা সহকারে উপাসনা করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপাসনা আর কি হইতে পারে ?

এইজন্য প্রাণপতি শব্দে তাঁহারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইজন্যই অনেক বৈষ্ণব ঐরূপ প্রাণপতি ভাবেই তাঁহারে আরাধনা করিয়া থাকেন। এইজন্যই বলিয়াছেন,—"শ্বশুরস্য গৃহে যাসি কথং রোদিষি সুন্দরি। আনন্দো হৃদি মে মূঢ় হরিসংকীর্ত্তনে যথা ॥" অর্থাৎ শ্বশুরগৃহে যাইবার সময়ে প্রায়ই স্ত্রীলোকেরা কান্দিয়া থাকে। একজন রমণীকে ঐরূপ কান্দিতে দেখিয়া, কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, অয়ি সুন্দরি! তুমি শ্বশুরের গৃহে গমন করিতেছ, কিজন্য তবে কান্দিতেছ ?

সুন্দরী তৎক্ষণাৎ সাহঙ্কারে ও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, রে মূর্খ! (অর্থাৎ তোমার কোন জ্ঞান নাই। সেইজন্য তুমি আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ।) আমি রোদন করি নাই। ভগবান্ হরির নামোচ্চারণ সময়ে যেরূপ আনন্দ সমুদ্ভূত হয়, অদ্য আমার হৃদয়েও তদ্রূপ আনন্দ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাতেই অনর্গল প্রেমসলিল বিনির্গলিত হইতেছে।

ইহার ভাবার্থ এই, শ্বশুরভবন যাইবার সময়ে প্রিয়তমের নাম স্মরণ বা অদ্য তাঁহার শুভ সমাগমলাভে সর্ব্বশরীর শীতল ও প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে, এইরূপ মনে হওয়াতেই, ঐ পতিব্রতার ঐরূপ আনন্দ উদ্রিক্ত হইয়াছিল। যাঁহারা ভগবানের প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারাও, পতিব্রতা রমণীর পরম প্রিয়তম পতির ন্যায়, ভগবানের নামাদি স্মরণমাত্র অতিমাত্র পুলকিত হইয়া আনন্দভরে, প্রেমভরে অনর্গল-বিগলিত অশ্রু-সলিলে পুনঃ পুনঃ অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। এইজন্যই পতিভাবসাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ তাঁহা অপেক্ষা প্রাণপতি আর কে হইতে পারে ? এইজন্যই লোকাচারে স্ত্রীলোকের স্বামীকে প্রাণপতিশব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

বাস্তবিক এইজন্যই বলিয়াছেন,—"প্রাণোসি যদ্যেব ন চ বিদ্যমানঃ

কশ্চৈব নাথাদ্য ভবেত কিঞ্চন।” অর্থাৎ হে আদ্য! হে নাথ! তুমি যদি প্রাণরূপে নিত্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান না থাকিতে, তাহাহইলে কেইবা কিরূপে বাঁচিয়া থাকিত?

এইজন্যই পতিপত্নীভাবে ভগবান্‌কে উপাসনা করিতে অনেকেই উৎসুক হয়েন। তাঁহাদের ঐরূপ ঔৎসুক্য অবশ্য অনুমোদনীয় ও প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, স্ত্রী স্বামীকে যেমন ভাল বাসে, এমন আর কেহ কাহাকেও নহে। ভাবিয়া দেখিলে, সংসারে সকলেই স্বামী। এইজন্যই স্বামিই সংসার বলিয়াছেন।

ভক্তকুলধুরন্ধর মহাভাগ বসু-রামানন্দ এইজন্যই ভগবান্‌কে যখন তখন হে প্রাণপতি! হে গোবিন্দ! বলিয়া, সম্বোধন করিয়া, মনের সেই মহনীয় আবেশ মিটাইবার চেষ্টা করিতেন। চেষ্টা করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

তাঁহার বিরচিত উদ্ভটপ্রায় বিক্ষিপ্ত পদাবলীর মধ্যে একস্থলে লিখিত আছে,—“হরি হরি পাপী মুঞী কত। সোমর নাহিক তার, দয়া করি কর পার, তুমি প্রাণপতি মোর নাথ। তোমার ভজন লঞী, তোমার শরণ হঞী, তুমি মোর গোঁসাঞী গোবিন্দ। হরি হরি আজি কি আনন্দ। প্রাণপতি তুমি মোর, আমি তুঞা প্রেমে ভোর, প্রাণনাথ কত ডাকি আর। হরি হরি আনন্দ অপার॥”

সহৃদয় পাঠক! উক্ত পদাবলীর প্রত্যেক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। ভক্তপ্রাণ রামানন্দের অপার প্রেমভক্তির সার-সর্ব্বস্ব অনুভব করিয়া সুখী হইতে পারিবেন।

তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন,—“আজি পতি হৃদয়ে বৈঠহ। প্রাণের সহিত কত, নেত্র হক্ তরপিত, করে পান দরশ অমিয়॥”

এখানে দরশ অমিয় শব্দে দর্শনরূপ অমৃত, অর্থাৎ পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা রমণী যেমন পরম প্রীতিভরে স্বীয় পতিকে হৃদয়রূপ আসন বসিবার জন্য পাতিয়া দেয় এবং তাহাকে বারম্বার দর্শন করিয়া, তাহার প্রাণ ও মন যেন অমৃত পান করিয়া, পদে পদেই পরিতৃপ্ত হয়, মহাভাগ রামানন্দও তেমনি ভগবানকে পতিভাবে আপনার হৃদয়পীঠে উপবেশিত করিয়া,

মিত্যর্থঃ । পুরাণপ্রসিদ্ধং গোপগোপীনাং পালনং ক্রবাণো বিশিনষ্টি । গোপীখেলনেতি । গোপীভিঃ সহ খেলনং বিহরণং তদর্থং বনং গতে সতি প্রাপ্তা যা বৃষ্টিস্তৎপরিহারার্থং গোবর্দ্ধনস্থ পর্ব্বতবিশেষস্থ যা ধৃতির্ভুব উৎপাট্যাংগুল্যোচ্চৈর্ধারণং সৈবানায়াসসাধ্যত্বাল্লীলা কেলিবিশেষঃ । লীলা কেলিবিলাসয়োঃ শৃঙ্গারভাবচেষ্টায়ামিত্যভিধানাৎ । তয়া লীলয়া ক্রীড়াবিশেষেণ

তদীয়-দর্শন-জনিত আনন্দসুধা পানকরত, প্রাণ ও মনের সহিত বারম্বার অপার তৃপ্তিসুখ ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়া, ঐরূপ বলিয়াছিলেন ।

অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ ভক্ত ও ভক্তির দৃষ্টান্ত সংসারে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায় । মহাভাগ শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান সহ ভক্তি শ্রদ্ধার অবতার ছিলেন । এইজন্য ভগবানের প্রকৃতস্বরূপবোধে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এইজন্যই বিশ্বজনীন কুলগোপালশব্দ প্রয়োগ করিয়া, আপনার অসামান্য ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন ।

অধুনা, পুরাণসমূহে যে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি গোপ ও গোপীগণের পালন করিয়াছিলেন, তাহাই নির্দ্দেশ করত বলিতেছেন । যথা,—তিনি গোপী-খেলন-গোবর্দ্ধন-ধৃতি-লীলা-লালিত-গোপাল, অর্থাৎ তিনি গোপীগণের সহিত বিহার-বাসনায় অরণ্যে সমাগত হইলে, দেবরাজ নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ করেন । সেই বারিবর্ষণ-পরিহরণ-বাসনায় তিনি গোবর্দ্ধননামক মহাগিরি উৎপাটিত ও অঙ্গুলিমাত্র সহায়ে ঊর্দ্ধে ছত্রবৎ ধৃত করিয়া, লীলাপ্রদর্শন-সহকারে গোপালগণের রক্ষা করিয়াছিলেন । অথবা, ব্রহ্মা কুতূহলী হইয়া, গোচারণ-সময়ে গো সকল হরণ করিলে, ভগবান্ গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে, গো সকলের বর্দ্ধন, অর্থাৎ অপহৃত গোগণের প্রত্যাহরণ ও পুনরায় পূর্ব্ববৎ তাহাদের তত্তৎ স্থানে সংস্থাপনপূর্ব্বক গোহরণজন্য বিষাদিত গোপ ও গোপীগণের সৌমনস্য সমাধান করিয়া, লীলাপ্রদর্শন-সহকারে গোপাল, অর্থাৎ সর্ব্বলোকপতি সেই ব্রহ্মাকে লালিত, অর্থাৎ পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন ।

অথবা, গোপীশব্দে প্রকৃতি, তাহার সহিত খেলন, কি না, বিহরণ ; গোশব্দে বেদ, বর্দ্ধনশব্দে বৃদ্ধিসাধন ও ধৃতিশব্দে ধারণ, কি না, রক্ষাকরণ

লালিতাঃ পালিতা গোপালা যেন স তথোক্তস্তমিত্যর্থঃ। নম্বল্লবলবতা প্রাকৃতকুমারেণ কথং গোবর্দ্ধন উদ্ধৃতঃ ঈশ্বরমন্তরেণ বলবতাপি পুরুষেণোদ্ধরিতুমশক্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্য তস্যৈবেশ্বরত্বান্নাস্তি ততোহন্যঃ কশ্চিদীশ্বরইত্যভিপ্রায়েণ বেদোক্তং তন্নাম ব্রুবাণো বিশিনষ্টি। গোভিরিতি গোভির্গোভূমিবেদবিদিতো

ইত্যাদি বিবিধ লীলাপ্রদর্শন সহকারে তিনি গোপাল, কি না, সমুদায় ভুবনের পালন করেন। ইহার সাকল্যে অর্থ এই, তিনি প্রকৃতির সহিত বিহারপ্রসঙ্গে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমুদ্ভাবন ও বেদ সকলের বর্দ্ধনাদিচ্ছলে জ্ঞান প্রকটন করিয়া, সকলের পালন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি সকলের জন্ম দিয়াছেন। আবার, জন্ম দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। জন্মের যাহাতে সার্থক্য হইতে পারে, তদনুরূপে জ্ঞান ও বিজ্ঞান দিয়াছেন। তথাহি,—“বেদশ্চ নিত্যং তব চাপি বিদ্মহে জ্ঞানং স্বরূপং ন চ তত্র সংশয়ঃ॥” অর্থাৎ যে জ্ঞান তোমার স্বরূপ, বেদ সকল সাক্ষাৎ সেই জ্ঞান; ইহা আমরা জানি। এবিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই।

ফলতঃ, বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা। তাহার উত্তর অপ্রত্যয় করিয়া, বেদশব্দ বিনিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাহইলেই, যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম বেদ। বেদ ও বিদ্যা এক কথা। কেন না, বিদ্যাশব্দও বিদ্ ধাতু হইতে বিনিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদ্যারও অর্থ, যাহা দ্বারা জানা যায়।

অথবা, এই কথা বলিলেই, পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বেদ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বরের বাক্য বলিলে, তোমার আমার ন্যায়, সামান্য লোকের সামান্য কথামাত্র হইতে পারে না। আবার, বাক্যশব্দে উপদেশও বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লোক সকলকে যে উপদেশ করেন, তাহারই নাম বেদ। ইহাই বেদের প্রকৃত অর্থ।

যদি বল, তাদৃশ স্বল্পবলবিশিষ্ট সামান্য বালকের সাধ্য কি, গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে পারে। বলিতে কি, স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতিরেকে অতিমাত্র বলশালী পুরুষেরও ঐরূপে পর্ব্বত উত্তোলন করা সুসাধ্য নহে।

ইহারই খণ্ডনার্থ বলিতেছেন,—তাঁহার যে গোবিন্দ নাম সমুদায় সংসারে প্রসিদ্ধ, বেদসমূহে বিশিষ্টবিধানে তাহার উল্লেখ আছে; সুতরাং তিনি

বেদিতা বা গোবিন্দ ইত্যাদি বেদবাক্যৈর্নিগদিতং কথিতং গোবিন্দেত্যাকারকং স্ফুটং প্রসিদ্ধং নাম যস্য স তথোক্তস্তমিত্যর্থঃ। নন্থ সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেরিতিপুরাণবচনাদনেকনাম্নস্তস্য কথমেকং নামোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ। বহুনামানমিতি। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যমিত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্যৈব সর্ব্বরূপত্বাদ্বহূন্যসঙ্খ্যাতানি নামানি যস্য স বহুনামা তম্। যদ্বা তত্তদবতারভেদেন রামকৃষ্ণমৎস্যকূর্ম্মাদীনি জনকভেদেন বাসুদেবদাশরথিপ্রভৃতীনি ক্রিয়াভেদেন চ কংসারিমুরারিমধুসূদনগোবর্দ্ধনধরজনার্দ্দনাদীনি চ বহূনি নামানি যস্য স বহুনামা তমিত্যর্থঃ। নম্বসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি শ্রুতি-

---

ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন এবং তিনি ভিন্নও অন্য ঈশ্বর নাই। অতএব গোবর্দ্ধন ধারণ তাঁহার পক্ষে অতীব সামান্য ব্যাপার।

যদি বল, পুরাণ সকলে লিখিত হইয়াছে,—"যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং সর্ব্বং তচ্চ স এব হি। অসংখ্যং জানীয়ান্নাম কথং বা কথ্যতে হি তৎ॥" অর্থাৎ যাহা হইয়াছে, বা যাহা হইবে, তৎসমস্তই তিনি। এইরূপে তাঁহার নামের সংখ্যা নাই; সুতরাং কিরূপে তাহা বলা যাইতে পারে?

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন,—তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, তিনিই কালাগ্নি, তিনিই চন্দ্রমা। ফলতঃ, সমুদায়ই তিনি।

ইত্যাদি বাক্যানুসারে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে, তাঁহার অনেক নাম; সুতরাং কিরূপে তাঁহার একমাত্র নাম বিনির্দ্দিষ্ট হইতে পারে?

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন, তিনি বহুনামা, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বরূপ বলিয়া তাঁহার নামের সংখ্যা নাই।

এইজন্যই বলিয়াছেন,—"কথং প্রপদ্যে শরণং তবেশ নাম্না চ ভূমন্ বহুধা প্রসিদ্ধ।" অর্থাৎ তুমি ভূমাস্বরূপ ঈশ্বর। এই কারণে তুমি বহুনামে প্রসিদ্ধ। আমি ভাবিয়াই পাইতেছি না, কোন্ নাম ধরিয়া, তোমার শরণাপন্ন হইব।

অথবা, তত্তৎ অবতারভেদে রাম, কৃষ্ণ, মৎস্য ও কূর্ম্মাদি, তত্তৎ জনকভেদে বাসুদেব ও দাশরথি প্রভৃতি এবং তত্তৎ ক্রিয়াভেদে কংসারি,

বিরোধঃ তস্য নামরূপাভ্যাং সংবদ্ধত্বাদিত্যাশঙ্ক্য স্বভক্তানুগ্রহার্থং নানাবিধনামরূপসংবদ্ধোঽপি বস্তুতস্তদ্রহিত এবেত্যাহ। গোধীগোচরদূরমিতি। যতো বাচো নিবর্ত্ততে অপ্রাপ্য মনসা সহেতিশ্রুতের্গোগোচরাদ্বাগ্বিষয়াদ্ধীগোচরাদ্বুদ্ধিবিষয়াচ্চ দূরং বাঙ্মনসোর্বিষয়তাশূন্যমিত্যর্থঃ। ননু বাঙ্মনসোরবিষয়শ্চেৎ কথমুপনিষদ্গম্যত্বমুক্তং তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি

মুরারি, মধুসূদন, গোবর্দ্ধনধর ও জনার্দ্দনাদি বহু নামে তিনি বিখ্যাত। ইহাই বহুনামাশব্দের অর্থ।

যদি বল, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি অসঙ্গ, অর্থাৎ কিছুতেই লিপ্ত নহেন; সুতরাং তাঁহাতে নামরূপাদির ঐরূপ আরোপ করিলে, শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? শ্রুতি কখন মিথ্যা বলেন না।

ইত্যাকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইলে, তাহার খণ্ডনস্বরূপ বলিতেছেন,—তিনি গো-ধী-গোচর-দূর, অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত।

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, বাক্য মনের সহিত যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া, বিনিবৃত্ত হয়।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"অহো কিমেতৎ তব রূপমাদ্য বদামি কিঞ্চিৎ বচনৈরগম্যম্।" অর্থাৎ হে আদ্য! তুমি যে স্বরূপে আমারে দেখা দিলে, ইহা কি, কিরূপে আমি কি বলিয়া, বর্ণন করিব। কেন না, বাক্য দ্বারা কখন উহা বর্ণন করা যায় না। এইজন্য আমি কেবল বিস্ময় প্রকাশ করিতেছি।

এইরূপে বস্তুগত্যা নামরূপশূন্য হইলেও, তিনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনবাসনায় তাঁহাদের অভিলাষানুসারে তত্তৎ নামরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং শ্রুতির সহিত বিরোধাপত্তির সম্ভাবনা নাই।

যদি বল, শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, আমি সেই ঔপনিষদ অর্থাৎ উপনিষৎ আলোচনা করিলে, যাঁহার প্রকৃত স্বরূপাদির পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, সেই পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি।

ইহাতে স্পষ্টই তাঁহার উপনিষদ্গম্যত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব তিনি

গোপীমণ্ডলগোষ্ঠীভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং
শশ্বদ্গোখুরনির্ধূতধূতধূলীধূসরসৌভাগ্যম্।

নহি বিষয়ত্বাবিষয়ত্বে একত্র সংভবতঃ পরস্পরবিরুদ্ধত্বাদিতি চেন্নৈবং। আত্মন্যধ্যারোপিততত্তদ্ধর্ম্মনিরসনদ্বারা কথংচিৎপ্রতিপাদকত্বাভিপ্রায়েণোক্তত্বাৎ। বস্তুতো নির্গুণে নিষ্কলে নিরঞ্জনে চিদানন্দরূপে ব্রহ্মণি শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং জাতিগুণক্রিয়াদীনামভাবাদ্বাঙ্মনসোরগম্যত্বমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্যানৈর্ব্বেতিশ্রুতেস্তস্য স্ত্রীভিঃ সহ ক্রীড়াং বদন্ স্তৌতি। গোপীতি। গোপীনাং মণ্ডলং গোপীমণ্ডলং গোপীসমূহঃ

কিরূপে বাক্য ও মনের অগোচর হইতে পারেন? ফলতঃ একই দ্রব্য কখন দুইপ্রকার হইতে পারে না। যাহা আলোক, তাহা আলোক এবং যাহা অন্ধকার, তাহা অন্ধকার, এইরূপ বলাই রীতি আছে। নতুবা আলোককে কখন আলোক ও অন্ধকার উভয়ই বলা যায় না। সেইরূপ, ভগবান্‌কে, হয়, বাক্য মনের অগোচর বল, না হয়, বাক্য মনের গোচর বল। কেন না, গোচরত্ব ও অগোচরত্ব অবশ্য ভিন্ন পদার্থ; সুতরাং কখন একত্রে থাকিতে পারে না।

ইহার উত্তরস্বরূপ এইমাত্র বলা যাইতে পারে, আত্মাতে অধ্যারোপিত তত্তৎ-ধর্ম্ম-নিরসন-সহায়ে কোনরূপে প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়েই ঐরূপ কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যিনি নির্গুণ, নিষ্কল ও নিরঞ্জন এবং একমাত্র চিৎ ও আনন্দই যাঁহার স্বরূপ, সেই ব্রহ্মে শব্দ-প্রবৃত্তি-নিমিত্তক জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদির কোনরূপেই আরোপ হইতে পারে না। এই কারণে তিনি বাক্য ও মনের অগোচরই, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪ ॥

শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, তিনি স্ত্রীদিগের সহিত কখন সম্ভাষণ, কখন ক্রীড়ন ও কখন বা বিহরণ করিয়া থাকেন।

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অনুসরণ প্রসঙ্গে, তিনি যে স্ত্রীসমূহে বেষ্টিত হইয়া, ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করত স্তব করিতেছেন। যথা,—তিনি গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া, বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং
চিন্তামণিমণিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫ ॥

তেন সহ গোষ্ঠীভেদো রাসলক্ষণক্রীড়াবিশেষো যস্য স তথোক্তস্তম্। গোপীসমূহেন সহ রমমাণমিত্যর্থঃ। যদ্বা গোপীসমূহেন সহ গোষ্ঠীভেদঃ সংলাপবিশেষঃ পরস্পরমুক্তিপ্রত্যুক্তিযুক্তং ভাষণং যস্য স তথোক্তস্তমিত্যর্থঃ। গোষ্ঠী সভাসংলাপয়োরিতিমেদিন্যুক্তেঃ। নম্নু ন হ্যেকস্য বহ্বীভির্গোপীভিঃ সহ সংলাপ ইতি সম্ভাবয়িতুং শক্যতে দ্বয়োর্মিথ উক্তিপ্রত্যুক্তিলক্ষণসংলাপস্যোভয়কর্ত্তৃকত্বাত্তথা রাসক্রীড়াবিশেষশ্চ। ন চ যথা বহূনামেকেন সহ সম্বাদে কশ্চিন্মুখ্য এব বদতি ন সর্ব্বে তথাত্রাপি স্যাদিতি বাচ্যং। কয়া চিদেকয়া সহ সংলাপে তু কথং ন তদিতরাসাং স্পর্দ্ধা স্যাৎ। স্ত্রীণাং তদসহ্যদুঃখত্বাদিত্যাশঙ্ক্য অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চেত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্য

এখানে গোপীশব্দে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অংশ। কেহ কেহ গোপী শব্দে তাঁহার মায়াশক্তি বা লীলাশক্তি অথবা ইচ্ছাশক্তি, নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে শক্তির সহায়তায় তিনি এই বিশাল বিশ্বকাণ্ড আবিষ্কৃত করিয়া, নানা বেশে ও নানা ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। তাহাতেই দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিবিধ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাতেই কালভেদে ঋতুভেদ ঘটিয়া, নানাপ্রকার সুখ সৌকর্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। তাহাতেই দিন রাত্রির পর্য্যায়সহকারে সৃষ্ট জীবের জীবনযাত্রা সুনিয়মে বিনির্ব্বাহিত হয়।

ইহার অন্যরূপও অর্থ হইয়া থাকে। যথা,—তিনি পুরাণপ্রসিদ্ধ গোপীগণের সহিত সংমিলিত হইয়া, রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন।

যদি বল, তিনি একাকী, কিরূপে এইরূপে বহু শক্তির সহিত বিহার করিয়া থাকেন? ইহারই খণ্ডনস্বরূপ বলিতেছেন, তিনি ভেদাবস্থ, অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, একাকী অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া তত্তৎ রূপের অনুসরণক্রমে তত্তৎ রূপে আবির্ভূত হয়েন, একাকী সর্ব্বভূতের

নানাগোপীসমাগমেন তাসান্দৌর্ম্মনস্যাপনুত্তয়ে তেনাপি নানারূপধারণসমর্থেন নানাব্যক্তয়ো ধৃতা ইত্যভিপ্রেত্যাহ ভেদাবস্থমিতি ভেদেন নানা-

---

অন্তরাত্মা সেই পরমাত্মা তদ্রূপ বাহিরে বিবিধ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, থাকেন।

তথাহি, স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"ত্বমেকরূপো বহুধা দধাসি রূপঞ্চ রূপঞ্চ তথৈব চাত্মন্। ইদন্তু রূপং মম চাভিরূপং কৃষ্ণায় তুভ্যং বরদায় বিষ্ণবে।" অর্থাৎ হে আত্মরূপিন্! তুমি একরূপ হইলেও, ইচ্ছানুসারে বহু রূপ ধারণ করিয়া থাক। কিন্তু তোমার এই বর্ত্তমান বাসুদেবরূপই আমার পরম অভিলষণীয় ও নিরতিশয় প্রীতিজনন,—আমি একমাত্র এই রূপেরই কায়মনে কামনা করি। তুমি কৃষ্ণ, তুমি বিষ্ণু, তুমি বরদ, তোমাকে নমস্কার।

পুরাণপ্রসিদ্ধ গোপীজনসম্বন্ধেও এইরূপ মীমাংসা করিয়া লওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ যদি বল, তিনি একাকী, কিরূপে বহুসংখ্যক গোপীর সহিত রাসলীলা এবং কিরূপেই বা একাকী সকলের সহিত সংলাপ বা সম্ভাষণ করিয়াছিলেন? কেন না, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কথোপকথন করিবার সময় পরস্পর দুই জনেরই উক্তি প্রত্যুক্তি চলিয়া থাকে। অন্যান্যদিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়।

যদি বল, তাহা নহে; যে স্থলে বহু লোকের সহিত ঐরূপ আলাপনাদি করিতে হয়, তথায় তাহাদের মধ্যে এক জন সকলের মুখ্য বা অগ্রণী রূপে আলাপ করিয়া থাকে, অন্যান্য সকলে তাহাতেই আপনাদিগকে কৃতালাপ মনে করে।

কিন্তু তাহা বলিতে পার না। কেন না, স্ত্রীজাতির স্বভাবই এই, তাহাদের মধ্যে এক জনের সহিত আলাপ করিলে, অন্যান্যদিগের স্পর্দ্ধা জন্মিয়া থাকে। ইত্যাদিকারণে, তিনি এককালীন বহু গোপীর সমাগম দেখিয়া, সকলেরই দৌর্ম্মনস্য দূরীকরণ ও পরিতৃপ্তি সাধন জন্য বহু রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়েই তাঁহাকে ভেদাবস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ইহার ভাবার্থ এই, তিনি নানা রূপ ধারণ করিতে

রূপবিশেষেণাবতিষ্ঠতে ইতি ভেদাবস্থস্তং গোপীসমূহানুকম্পয়া গোপীঃ

পারেন। তৎকালে সমাগত গোপীগণের প্রতি অনুকম্পাবশম্বদ হইয়া, তাহাদের প্রত্যেকেরই সহিত সেই কৃষ্ণ রূপেই বিহার করিয়াছিলেন।

তথাহি, পদ্মপুরাণাদিতে বলিয়াছেন,—"রময়ামাস তাঃ সর্ব্বাঃ কৃষ্ণরূপেণ সর্ব্বথা। ন স্পর্দ্ধা জায়তে তাসাং সর্ব্বে মন্যু স্বকং প্রিয়ম্॥" অর্থাৎ গোপীরা যেমন কৃষ্ণরূপ ভাল বাসিতেন, তিনিও তেমনি শত শত কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহাদের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন, তাঁহারা সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ আমারই প্রিয়। এই কারণে তাঁহাদের স্পর্দ্ধাও জন্মে নাই।

বলিতে কি, গোপীগণ তদেকচিত্তা ও তদ্গতপ্রাণা; সুতরাং তাঁহাদের তিনি মনোরঞ্জন জন্য ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিবেন, ইহা বিচিত্র ব্যাপার নহে। পাছে তাঁহাদের স্বামিগণেরও মনঃ ক্ষুণ্ণ হয়, সেই হেতু, তিনি তত্তৎ গোপীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সেই রাত্রিতে তাঁহাদের স্বামিগণের পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন।

তথাহি, বলিয়াছেন,—"তত্তৎ গোপীতনুং ধৃত্বা তদানীং স ব্রজেশ্বরঃ। শেতে স্ম স্বামিনাং পার্শ্বে তেষাং ক্ষুণ্ণবিমুক্তয়ে॥" অর্থাৎ পাছে রাসলীলায় সমবেত সেই সেই গোপীর স্বামী সকল স্ব স্ব পত্নীকে সন্দর্শন না করিয়া, ক্ষুণ্ণচিত্ত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি সেই সেই গোপীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহাদের স্বামিগণের পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন। ইহাও ভগবানের বহুরূপধারণপক্ষে অন্যতর নিদর্শন।

অথবা ভেদশব্দে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পার্থক্য। সেই পার্থক্য অনুসারে অবস্থিতি, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে বিরাজ করেন, ইহাই ভেদাবস্থের অর্থ।

তথাহি,—একো ভূত্বা ত্রিধা দেবো গুণভেদাৎ পরন্তপ। জন্মাদি ভাবয়েদস্য ন ভেদং কুরুতে ততঃ॥" অর্থাৎ সেই পরমাত্মা এক হইলেও, সত্ত্বাদি গুণভেদ অনুসারে ব্রহ্মাদি ত্রিবিধ রূপে আবির্ভূত হইয়া, এই সংসারের জন্মাদি সম্ভাবিত করেন। এইজন্য ভেদবুদ্ধির অনুসরণ করিতে নাই।

গোপীঃ প্রতি কৃষ্ণো বভূবেত্যর্থঃ নন্বেবং নানামূর্ত্তিধারণেন তস্যেশ্বরত্বে জ্ঞাতেঽপি তাসাং নিষ্কামতয়া তৎপরতা কিন্ন জাতেত্যাশঙ্ক্য তন্মায়ামোহিতান্তঃকরণত্বান্নানাত্বেন ভানমেব তাসাং নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ বিশিনষ্টি। অভেদাভমিতি। এক এব কৃষ্ণো ময়া সহৈব বর্ত্ততে ইত্যেবমভেদেনৈক-

---

অথবা, "ভ্রাম্যতে মায়য়া তস্য জগচ্চক্রমিদং সদা। উদ্‌ভ্রান্তা মতিরেব স্যাৎ ভেদায় পরিকল্পতে॥" অর্থাৎ তদীয় মায়ায় এই সংসার, চক্রের ন্যায়, সর্ব্বদাই ভ্রমমাণ হইতেছে। লোকের বুদ্ধিও তৎসহকারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য সকল বিষয়েই ভেদ পরিকল্পনা করে। সেইজন্য অদ্বিতীয়স্বরূপ ভগবান্‌কেও ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে পরিকল্পনা করিয়া থাকে।

ইত্যাদি বচনানুসারেই তাঁহাকে ভেদাবস্থ বলিয়া উল্লেখ করিলেন। বাস্তবিক, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও বৈষ্ণবাদি ভেদে বিবিধ শ্রেণীর সম্প্রদায় সমস্ত এইপ্রকার মায়াজনিত ভ্রান্তিবশেই উদ্ভাবিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, যদি বল, এইরূপে বিবিধমূর্ত্তিধারণবশতঃ তাঁহার ঈশ্বরত্ব পরিজ্ঞাত হইলেও, গোপীগণ কিজন্য কামনাপরিত্যাগপূর্ব্বক তৎপরতা লাভ করেন নাই, অর্থাৎ "দৃষ্ট এব ভগবতি সর্ব্বাভীষ্টবরে শুভে। লীয়ন্তে কামনাঃ সর্ব্বা সূর্য্যে তদ্ধান্তসন্ততিঃ॥" অর্থাৎ ভগবান্ সাক্ষাৎ সকল অভীষ্টের সার; সুতরাং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, সমুদায় কামনার লয় হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই, সংসারে যাহার যত কামনার বস্তু আছে, ভগবানের সাক্ষাৎকারমাত্রে তাহার তৎসমস্তপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; আর তাহাকে কোন কালে, কোন রূপে কোন বস্তুর কামনা করিতে হয় না।

ইত্যাদি বচনানুসারে গোপীগণেরও সর্ব্বকামনাশূন্য হওয়ারই কথা। ইহার খণ্ডন জন্য বলিতেছেন,—তদীয় মায়া-বলে তাঁহাদের অন্তঃকরণ অতিমাত্র মোহের বশীভূত হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে ঐরূপ ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন, তিনি অভেদাভ, কি না, অভেদ বলিয়া প্রতীয়মান, অর্থাৎ কৃষ্ণ কেবল আমারই সহিত বিহার করিতেছেন; এইরূপ বুদ্ধির অনুসরণ-প্রযুক্ত গোপীগণ তাঁহাকে সর্ব্বথা অভেদ, অর্থাৎ একরূপ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ত্বেনাভা ভানং যস্য সোঽভেদাভস্তমিত্যর্থঃ। এবমনন্তশক্তিমান্ ব্রহ্মাদিদে-

---

ভাগবতেও এইজন্য বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।" অর্থাৎ গোপীরা কৃষ্ণকে কান্ত, অর্থাৎ প্রিয়তমমাত্র বলিয়া জানিতেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া অবগত ছিলেন না।

এইজন্যই উদ্ধব বলিয়াছিলেন,—"ত্বাং ন বেদ্মি ত্বহং দেব তে মায়াবশমীযিবান্।" অর্থাৎ আপনার সেই মানবী লীলার অবসানে ভগবান্ যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তখন উদ্ধব দিব্য জ্ঞানের উদয়যোগবশতঃ অকৃত্রিম ভক্তিযোগ লাভ করিয়া, পরম প্রীতিযোগ সহায়ে সেই সর্ব্বযোগ হরিকে বলিয়াছিলেন, তুমি যে আত্মরূপী ঈশ্বর, তোমার মায়াবশে অভিভূত ও হতজ্ঞান হওয়াতে, তাহা এতদিন জানিতে পারি নাই। কেবল তোমাকে নন্দগোপকুমার ও বসুদেবকুমার বলিয়া জানিয়াছি। তাহাতে যে পাপ হইয়াছে, তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে।

ভগবান্ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"জানীথাস্তেন ভাবেন যথা জ্ঞাতং হি তত্তথা॥" অর্থাৎ তুমি যাহা জানিয়াছ; তাহাই প্রকৃত, অর্থাৎ আমি তোমার ঐরূপ জ্ঞানানুসারে যথার্থই নন্দগোপকুমার এবং যথার্থই বসুদেবকুমার।

ইহার অর্থ এই, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম রূপে সকল লোকেরই আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকি, এইজন্য আমার নাম নন্দ। আর গোশব্দে সমুদায় ভুবন। তাহার পালন করি বলিয়া, আমার নাম গোপ। আর, আমি কু, অর্থাৎ অমঙ্গলাদি, তাহাকে মারণ, অর্থাৎ সংহরণ করি, এইজন্য আমার নাম কুমার। অথবা, লোকে কুমারমূর্ত্তি দেখিলে, পরম আনন্দ ও নেত্রের সার্থক্য বোধ করিয়া থাকে। সেইজন্য আমি নন্দগোপ-কুমার, অর্থাৎ নন্দ শব্দে আনন্দ-সম্পাদক এবং গোশব্দে চক্ষু ও পশব্দে তাহার সার্থক্যজনক। এইরূপ-বিশেষণ-সমেত কুমারশব্দ নন্দগোপকুমাররূপে উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

বসুদেবকুমারশব্দেও এইরূপ অর্থ। যথা,—বসু, অর্থাৎ ভগবানের অনন্যসাধারণ তেজঃ বা শক্তি; যে শক্তি বা তেজঃ অন্য কাহাতেও নাই।

বৈর্ব্বন্দিতচরণোহপি ভগবান্ গোপানাং গোচারকত্বং প্রাপ্ত ইতি তস্য ভক্তাধীনত্বং দ্যোতয়ন্ বিশিনষ্টি। শশ্বদিতি। শশ্বন্নিরন্তরং গবাং খুরৈঃ পাদৈর্নির্ধূতা কম্পিতা সতী ধৃতা ধারিতা যা ধূলী তয়া ধূসরমীষৎপাণ্ডুরং তদেব সৌভাগ্যং রূপলাবণ্যং যস্য স তথোক্তস্তম্। নন্বেতাদৃশসৌভাগ্যমন্যেষামপি গোপকুমারাণামস্তি ততোঽস্য কো বিশেষঃ নচানন্দো ব্রহ্মেতি

সেই তেজঃ সহায়ে যিনি ক্রীড়া, অর্থাৎ লীলা করেন, তাঁহার নাম বসুদেব, অর্থাৎ সাক্ষাৎ তেজোরূপী ভগবান্; ইহাই বসুদেবের অর্থ। আর, কুমারশব্দে প্রকৃতির অংশে, নিত্য নূতন কলেবরে যিনি আবির্ভূত হইয়া ভক্তগণের মনোহরণপূর্ব্বক পরম সুখযোগসম্বিধান করেন, তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে।

ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, ভক্তপ্রধান উদ্ধব যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত জানা। ভক্ত ঐরূপ জানিতে পারিলেই, মুক্তির সোপানে আরোহণ করিয়া থাকেন।

ভক্তপ্রধান রামানন্দ যথার্থই বলিয়াছিলেন,—“আমি তুয়া কাম করি কত। তবু না পাইনু ওর, এ কেমন চাতুরী ঘোর, মায়াঘোরে ঘুরি অবিরত॥”

এইরূপে যাঁহার শক্তির সীমা নাই এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার চরণ বন্দনা করেন, সেই ভগবানও গোপীগণের গোচারণবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার ভক্তাধীনত্ব কি আছে বা হইতে পারে?

অনন্ত-ভাব-রসবিৎ পরমবিজ্ঞান-বিশারদ ভগবান্ শঙ্করস্বামী তাহাই প্রকাশ করত বলিতেছেন, গোসমূহের পাদনির্ধূত ধুলি নিরন্তর ধারণ করাতে, তদীয় সৌভাগ্য, অর্থাৎ রূপলাবণ্য ঈষৎ পাণ্ডুরভাব সম্পন্ন হইয়াছে। (প্রকৃতির সঙ্গবশতঃ রজোগুণের সংযোগ হওয়াতে, তদীয় স্বত্বাংশ ঈষৎ প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহাই এস্থলের আধ্যাত্মিক ভাবার্থ।)

যদি বল, অন্যান্য গোপবালকগণেরও ঐরূপ সৌভাগ্যযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। তবে ভগবানের সম্বন্ধে বিশেষ কি?

পুনশ্চ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম জানিবে, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে ভগবান

ব্যজ্ঞানাদিতিশ্রুতেরস্যানন্দরূপত্বাদস্তি ততো বিশেষ ইতি বাচ্যং পুত্রত্বজ্ঞানবতাং নন্দাদীনামানন্দরূপত্বেন তজ্জ্ঞানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য ভগবন্মায়ামোহিতান্তঃকরণানাং নন্দাদীনামাননন্দরূপত্বেন তজ্জ্ঞানাভাবেপি শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানমিতি ভগবদ্বচনাৎ শ্রদ্ধাদিসম্পন্নানাং শুদ্ধান্তঃকরণানামস্তি তস্যানন্দরূপত্বেন জ্ঞানমিত্যভিপ্রায়েণাহ। শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমিতি ; শ্রদ্ধা গুরুবেদবাক্যেষ্বাস্তিক্যবুদ্ধিঃ ভক্তিস্তদ্ভজনশীলতা তাভ্যাং শ্রদ্ধাভক্তিভ্যাং গৃহীতঃ কৈশ্চিদক্রূরোদ্ধববিদুরপ্রভৃতিভিরবলোকিতোঽপরোক্ষীকৃত আনন্দস্বরূপো যস্য স তথোক্তস্তমিত্যর্থঃ। অশুদ্ধান্তঃকরণানাং তু

সাক্ষাৎ সেই আনন্দস্বরূপ বলিয়া অবশ্য তাঁহার বিশেষ আছে, ইহাও বলিতে পার না। কেন না, নন্দপ্রভৃতি গোপগণ তাঁহাকে পুত্র বলিয়াই জানিতেন, আনন্দস্বরূপ বলিয়া অবগত ছিলেন না। ইহারই খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, নন্দাদির অন্তঃকরণ ভগবানের মায়ায় প্রতিচ্ছন্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, তাহা তাঁহাদের অবিদিত থাকিলেও, শ্রদ্ধাবান পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন, ইত্যাদি ভগবদ্বচনানুসারে যাঁহারা শ্রদ্ধাদিসম্পন্ন ও তজ্জন্য যাঁহাদের অন্তঃকরণ পরমশুদ্ধভাবাপন্ন, তাঁহারা অবশ্য ভগবানকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া, অবগত হয়েন ; এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন, তিনি শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহীতানন্দ, অর্থাৎ গুরু ও বেদবাক্যাদিতে আস্তিক্যবুদ্ধি ও তাঁহাদের ভজনশীলতা এই দ্বিবিধ উপায়যোগ সহায়ে অক্রূর, উদ্ধব ও বিদুর প্রভৃতি পুরুষোত্তমবর্গ তদীয় আনন্দস্বরূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অথবা ভগবান্ আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন, কোন কালেই, কোন দেশেই, কোন অবস্থাতেই তাঁহার লয় বা ক্ষয় বা অভ্যুদয় নাই ; মনে করিলেই, যেখানে সেখানে, যে সে অবস্থায়, যে সে সময়ে, তাঁহারে দেখিতে পাওয়া যায় ; ইত্যাকার দৃঢ় বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া, তৎসহকারে তদীয় ঐকান্তিক আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেই, যে সে ব্যক্তি তাঁহার আনন্দস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইতে পারে।

যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নহে, তাহাদের তিনি মনেরও অগম্য, ইহাই

মনসাপ্যগম্যমিত্যাহ। অচিন্ত্যামিতি॥ বাঙ্মনসাতীতত্বেন প্রত্যয়সন্তত্যবিষয়মিত্যর্থঃ। অব্যক্তোয়মচিন্ত্যোয়মিতিবচনাৎ। তর্হ্যসৎ স্যাচ্ছশবিষাণবদিত্যত আহ। চিন্তিতসদ্ভাবমিতি। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ একো বশী নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে কো হ্যন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দযাতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ চিন্তিতো নিশ্চিতঃ সদ্ভাবঃ সত্তা যস্য স তথোক্তস্তম্। যদ্বা চিন্তিতেন প্রহ্লাদগজদ্রৌপদীপ্রভৃতিভিঃ তৎকৃতচিন্তামাত্রেণ সদ্ভাবোঽভিব্যক্তির্যস্য স তথোক্তস্তমিত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রদত্বাদপি স ভজনীয় ইত্যাহ। চিন্তামণিমিতি। চিন্তামণীব চিন্তিতঃ সর্ব্বং দদাতীতি চিন্তামণিস্তম্। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ কালিন্দীজলকল্লোলাসঙ্গিমারুতসেবিতম্।

বলিতেছেন, যথা,—তিনি অচিন্ত্য, অর্থাৎ বাক্য মনের অতীত বলিয়া প্রত্যয়সন্ততির অবিষয়ীভূত।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, তিনি অব্যক্ত, এইহেতু অচিন্ত্য ইত্যাদি। তবে, তিনি শশকের শৃঙ্গ বা আকাশকুসুমের ন্যায়, অবশ্য অসৎ পদার্থ? এইজন্যই বলিতেছেন, তিনি চিন্তিত-সদ্ভাব, অর্থাৎ সেই পরমাত্মা একাকী হইলেও, সমুদায় সৃষ্ট পদার্থেই গূঢ়ভাবে বিরাজ করিয়া থাকেন। যদি তিনি আকাশে আনন্দরূপে অধিষ্ঠিত না থাকিতেন, তাহাহইলে, লোকের প্রাণধারণাদি কোনরূপেই সম্ভবিত না। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে তিনি অবশ্যই আছেন বলিয়া নিশ্চয় অবধারিত হইয়াছে; তাঁহার অস্তিত্বের কোন কালেই লোপ হয় না। অথবা প্রহ্লাদ, গজেন্দ্র ও দ্রৌপদীপ্রভৃতি ভক্ত সকল চিন্তামাত্রে তৎক্ষণে তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাই চিন্তিত-সদ্ভাবের অর্থ।

তিনি চিন্তামণি, অর্থাৎ যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, তিনি চিন্তামণির ন্যায়, তাহাই দান করিয়া থাকেন। তথাহি,—শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি একাকী সকলেরই সকল অভিলাষ নিঃশেষে পূরণ করিয়া থাকেন।

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, সেই কালিন্দীর জল-কল্লোল-সংসর্গি-মারুত-সেবিত ভগবান্ মুকুন্দের মনে মনে চিন্তা করিলেই, তৎক্ষণাৎ ভববন্ধনমোচন হইয়া থাকে।

স্নানব্যাকুলযোষিদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারূঢ়ং

চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংস্থতেরিতিশ্রুতিভ্যাম্ আয়ুরারোগ্যমর্থাংশ্চ ভোগাংশ্চৈবানুষঙ্গিকান্। দদাতি ধ্যায়তাং নিত্যং সর্ব্বকামপ্রদো হরিরিতি বচনাচ্চ চিন্তনেনৈব ভোগাপবর্গপ্রদমিত্যর্থঃ। ননু চিন্তামণিবত্তস্যাপি সাবয়বতা স্যাৎ অস্তু তথাত্বে কো দোষ ইতি চেৎ সাবয়বত্বেন ঘটাদিবদনিত্যতাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ। অণিমানমিতি। অণোরণীয়ানিতি শ্রুতেঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মমিত্যর্থঃ॥ ৫॥

সম্প্রতি পূর্ণকামোপি স ভগবান্ গোপকন্যকানুকম্পয়া স্ত্রৈণমিবাত্মানং দর্শিতবানিতিপ্রতিপাদয়ন্ স্তৌতি। স্নানেতি। স্নানার্থং জলক্রীড়ানিমিত্তং

পুনশ্চ বলিয়াছেন, ভগবান্ হরি সকল কামনা সম্পন্ন করেন। যাহারা তাঁহার ধ্যানধারণায় সতত তৎপর, তাহাদিগকে তিনি আয়ু, আরোগ্য, অর্থ ও আনুষঙ্গিক ভোগসমূহ প্রদান করিয়া থাকেন। ইত্যাদি বচনানুসারে, চিন্তামাত্রেই তিনি ভোগ ও মোক্ষ যুগপৎ প্রদান করেন। ইহাই চিন্তামণিশব্দের অর্থ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সঙ্কেতে ইহাও জানাইলেন, যে, তিনি সকল কামনা পূরণ করেন, এই কারণেও তাঁহার ভজনা করিবে।

যদি বল, চিন্তামণি বলিলে, তাঁহাকে অবয়বী বলা হয়। আচ্ছা, তাহাই হউক; তাহাতেই বা দোষের বিষয় কি আছে? অবশ্য আছে, অর্থাৎ অবয়বী বলিলে, ঘটাদি অবয়ববিশিষ্ট পদার্থ সকলের ন্যায় তাঁহার অনিত্যতাপত্তি সংঘটিত হয়। এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন, তিনি অণিমান্, অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, অণু অপেক্ষাও অণু। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন।—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহাংশ্চ। স্থূলাচ্চ বিদ্যাদপি স্থূল এবঃ॥" অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহান্ হইতেও মহান্ এবং স্থূল হইতেও স্থূল, জানিবে॥ ৫॥

সম্প্রতি সেই ভগবান্ পূর্ণকাম হইলেও, গোপকন্যকাদিগের প্রতি অনুকম্পাবশম্বদ হইয়া, আপনাকে স্ত্রৈণের ন্যায়, প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপাদন করত স্তব করিতেছেন। যথা,—

হে লোক সকল! তোমরা গোবিন্দকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ

ব্যাদিৎসন্তীরথ দিগ্বস্ত্রা উপাদাতুমুপকর্ষন্তম্।

ব্যাকুলা বিভ্রমযুক্তা যা যোষিতঃ স্ত্রিয়স্তাসাং বস্ত্রমুপাদায়োদ্ধৃত্য গাং কদম্ববৃক্ষমুপারূঢ়ো যস্তমিত্যর্থঃ। উক্তং চাগমে। লীলাকদম্ববৃক্ষমধিরূঢ়মচ্যুতমিতি। নন্থ কুতো নগ্নস্ত্রীণাং বাসাংস্যাহৃতবান্ কন্যাযোনিং পশুক্রীড়াং নগ্নস্ত্রীং প্রকটস্তনীম্। উন্মত্তং পতিতং ক্রুদ্ধং যস্ত্রস্থন্নাবলোকয়েদিত্যাদিধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানবতস্তস্য নগ্নস্ত্রীদর্শনানুচিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্য কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ইতি মন্ত্রেণ ব্রহ্মচর্য্যয়া কাত্যায়নীপূজনতৎপরাণাং গোপকুমারীণামভিপ্রেতাভিজ্ঞস্য যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতিস্বপ্রতিজ্ঞাতং সত্যং কর্ত্তুং তৎকামনানুসারেণ প্রবর্ত্তমানস্য কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থস্য

ভক্তিভার-সহকারে নমস্কার কর। গোপরমণীরা জলক্রীড়ায় অতিমাত্র মগ্নচিত্তা ও তন্নিবন্ধন বাহ্যজ্ঞানশূন্যপ্রায়া হইলে, তিনি তাঁহাদের বস্ত্র সকল সমুদ্ধরণপূর্ব্বক কদম্ববৃক্ষে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

আগমেও বলিয়াছেন, ভগবান্ কেলিকদম্ববৃক্ষে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। যদি বল, তিনি কিরূপে নগ্না রমণীগণের বস্ত্র সকল আহরণ করিলেন। কেন না, ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন, কন্যার "যোনি, পশুর ক্রীড়া, নগ্না স্ত্রী, প্রকটস্তনী, অর্থাৎ যাহার স্তনদ্বয় খোলা আছে. এরূপ রমণী এবং উন্মত্ত, পতিত, ক্রুদ্ধ ও যস্ত্রস্থ; এই সকলকে দর্শন করিতে নাই।" ধর্ম্মশাস্ত্রের এইরূপ অনুশাসন জানিয়া শুনিয়াও, তাঁহার ঐরূপ নগ্না স্ত্রী দর্শন করা কোন অংশেই উচিত হয় নাই। সত্য, কিন্তু হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। যাহাতে নন্দনন্দন আমার পতি হয়, তাহা বিধান কর, ইত্যাদি মন্ত্র অনুসারে গোপকুমারীরা তাঁহাকে পাইবার অভিপ্রায়ে ভগবতী কাত্যায়নীর আরাধনায় আপনাদের মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা জানিয়া, যে ব্যক্তি আমাকে যেভাবে বরণ করে, আমি তাহাকে সেইভাবে ভজনা করিয়া থাকি, ইত্যাদি স্বকীয় প্রতিজ্ঞাবাক্য সত্য করিবার জন্য, গোপীগণের কামনানুসারে প্রবর্ত্তমান ভগবান্ আপনার প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায় স্বরূপ

নির্ধূতদ্বয়শোকবিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তস্থং
সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬ ॥

স্বপ্রাপ্তৌ প্রতিবন্ধকীভূতলজ্জাপনুত্তয়ে তাঃ স্ত্রীরনুকম্পয়া স্বসমীপে আহূতবতস্তস্য ন কিমপ্যনুচিতমিত্যাশয়বাংস্তং বিশিনষ্টি। ব্যাদিৎসন্তীরিতি। অথ বস্ত্রাদানানন্তরং দিগ্বস্ত্রাঃ দিক্ দিশা বস্ত্রং যাসাং তাঃ নগ্নাঃ ইতি যাবৎ অত এব ব্যাদিৎসন্তীঃ শ্যামসুন্দর তে দাস্যং করবাম তবোদিতং। দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে ইতি বচনাদ্বিশেষেণাদাতুমিচ্ছন্তীঃ স্ত্রীঃ হে কুমার্য্যোত্রাগচ্ছন্ত স্বস্ববস্ত্রং গৃহ্যতামিতি স্বস্ববস্ত্রমুপাদাতুং গ্রহণার্থমুপ সমীপে আকর্ষন্তং স্বনিকটমানয়ন্তমিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং ভাগবতে। অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বস্ববাসঃ প্রগৃহ্যতামিতি। নন্থ স্ত্রীলম্পটত্বেনাপূর্ণকামত্বাদপ্রণমনীয় এব স ইত্যাশঙ্ক্যাহ নির্ধূতেতি। দ্বয়ং রাগদ্বেষশীতোষ্ণাদি-

লজ্জার অপনোদনবাসনায় তত্তৎ রমণীকে অনুকম্পা বশতঃ স্বকীয় সমীপে আহ্বান করিয়া, কোনরূপ অনুচিত অনুষ্ঠান করেন নাই।

এই অভিপ্রায়েই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা, বস্ত্রহরণানন্তর, ঐ সকল রমণী স্ব স্ব বস্ত্র প্রতিগ্রহণার্থ সমুৎসুক হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে তৎসমস্ত গ্রহণ করিবার জন্য আপনার নিকটে আনয়ন করিতে লাগিলেন।

তথাহি, বলিয়াছেন, হে শ্যামসুন্দর! আমরা সকলে তোমার দাসী; তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমরা করিব। বিশেষতঃ, তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছ। অতএব আমাদের বস্ত্র সকল প্রদান কর। যদি প্রদান না কর, তাহাহইলে রাজাকে বলিয়া দিব।

গোপী সকল এইরূপ বচনবিন্যাস করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, হে অবলা সকল! তোমরা এখানে আসিয়া স্ব স্ব বস্ত্র লইয়া যাও।

যদি বল, যিনি এইরূপ স্ত্রীলাম্পট্যে প্রবৃত্ত, তিনি কখন পূর্ণকাম হইতে পারেন না। আবার, যিনি পূর্ণকাম নহেন; তাঁহাকেই বা কিরূপে ঈশ্বর ভাবিয়া প্রণাম করা যাইতে পারে?

এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন,—যিনি রাগ দ্বেষ ও শীতোষ্ণাদি

দ্বন্দ্বং শোকশ্চ বিষয়ালাভজন্যদুঃখং মোহঃ শোকাদিহেতুচিত্তাসক্তিঃ তে দ্বয়শোকবিমোহা নির্ধূতা নিতরাং কম্পিতা নিরস্তা যেন স তথোক্তস্তম্। রাগাদিবশাদেব বিষয়েষু প্রবৃত্তির্ভবতি তস্য তু রাগাদিশূন্যস্য নিত্যতৃপ্তস্য রাগাদিপূর্ব্বকপ্রবৃত্ত্যভাবান্নাস্তি স্ত্রীলম্পটত্বমিতিভাবঃ। নন্বু ব্রহ্ম জড়ং ভবিতুমর্হতি রাগাদিশূন্যত্বাৎ ঘটাদিবদিতি ব্রহ্মণো রাগাদিশূন্যত্বে ন জড়ত্বাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য প্রজ্ঞানঘন ইতিশ্রুতের্নিত্যবিজ্ঞপ্তিরূপতাং ব্রুবাণো বিশিনষ্টি। বুদ্ধমিতি। নিত্যজ্ঞানস্বরূপমিত্যর্থঃ। এতেন কার্য্যৈক্যং ব্রহ্মণো নিরস্তম্। উক্তানুমানে তু কার্য্যত্বমুপাধিরিত্যপি বোধ্যম্। নন্বু ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিভি-

---

দ্বন্দ্ব রহিত এবং যিনি শোক ও মোহ উভয়েরই বহির্ভূত; অর্থাৎ আমরা যেমন অভীষ্টলাভে তুষ্ট ও অনিষ্টঘটনে অসন্তুষ্ট হই এবং সেই অসন্তোষবশে যেমন আমাদের জ্ঞান শূন্য হইয়া থাকে, তাঁহার কখন সেরূপ হয় না।

রাগাদিবশেই স্ত্রীপ্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তাঁহার রাগাদির সম্পর্ক নাই। তিনি নিত্যতৃপ্ত। এইরূপে রাগাদিপুরঃসরা প্রবৃত্তির অভাব বশতঃ তাঁহাতে স্ত্রীলাম্পট্যের আরোপ হইতে পারে না, ইহাই এস্থলের ভাবার্থ।

যদি বল, রাগাদিশূন্য হইলে, ঘটাদির ন্যায় ব্রহ্মে জড়ত্বের আপত্তি হইয়া থাকে। এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন, তিনি বুদ্ধ, অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, তিনি প্রজ্ঞানঘন, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন-বিজ্ঞানময়।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, "তং বোধরূপং সততং প্রপদ্যে তং জ্ঞানরূপং নিয়তং ব্রজামঃ।" "তমাত্মরূপং সততং স্মরামস্তং জ্ঞপ্তিরূপং নিয়তং ভজামঃ।" অর্থাৎ তিনি বোধরূপ; সতত তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি জ্ঞানরূপ, নিয়ত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি। তিনি আত্মরূপ, সতত তাঁহার স্মরণ করি। তিনি জ্ঞপ্তিরূপ, নিয়ত তাঁহার ভজনা করি।

ইহা দ্বারা ব্রহ্মের কার্য্য, অর্থাৎ ঘটাদি সৃষ্ট বস্তুর সহিত যে একতা নাই, তাহাই প্রতিপাদন করিলেন, অর্থাৎ সংসারে যে সকল বস্তু আছে, তাহারা কতক জড় এবং কতক চেতন। যাহারা চেতন, তাহারা কখন

কান্তং কারণকারণমাদিমনাদিং কালঘনাভাসং
কালিন্দীগতকালিয়শিরসি মুহুর্নৃত্যন্তং সুনৃত্যন্তম্।

র্বৌদ্ধৈঃ ক্ষণিকবুদ্ধেরেবাত্মত্বেনাভ্যুপগমাৎ কথং নিত্যজ্ঞানস্বরূপমিত্যুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ বুদ্ধেরন্তস্থমিতি বুদ্ধেঃ সতো জড়ত্বাত্তস্যা অপ্যন্তঃ সাক্ষিতয়া তিষ্ঠতীতিবুদ্ধেরন্তস্থন্তং বুদ্ধিপ্রকাশমিত্যর্থঃ। তথাচ স্মৃতিঃ যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু স ইতি। নতু কিমানন্দময়কোশোঽত্রোচ্যতে তস্যাপি বিজ্ঞানময়কোশাৎ পরত্বাভিধানাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সত্তামাত্রশরীরমিতি সত্তামাত্রং শরীরং বিগ্রহো যস্য তং আনন্দময়কোশস্য মিথ্যাত্বেন সত্যত্বাভাবাৎ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতিশ্রুতেশ্চ। সদ্রূপং পরমাত্মানং গোবিন্দং প্রণমতেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নিত্যজ্ঞানময় নহে। কেননা, তাহাদের চেতনার প্রচ্ছন্নদশা উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের সেরূপ হয় না।

যদি বল, বুদ্ধিরও বিচ্ছিন্নভাব আছে, কেননা তাহাও জড়রূপা। এইজন্যই বলিতেছেন, তিনি বুদ্ধির অন্তঃস্থ, অর্থাৎ সাক্ষীরূপে অন্তরে অবস্থিতি করিয়া বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যিনি বুদ্ধির পরতঃ, অর্থাৎ অতীত।

যদি বল, তবে কি এখানে আনন্দময় কোশের কথা বলা হইতেছে? কেননা, সেই আনন্দময় কোশও বিজ্ঞানময় কোশের পরতঃ।

এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন, তিনি সত্তামাত্রশরীর, অর্থাৎ তিনি সৎস্বরূপ পরমাত্মা। আনন্দময় কোশ কখন ঐরূপ সৎস্বরূপ হইতে পারে না। কেননা, তাহা সর্ব্বথা মিথ্যা পদার্থ। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, সেই এই সৎস্বরূপ পরমাত্মাই সকলের অগ্রে ছিলেন।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, “বন্দে লোকাশ্রয়ং তং বৈ সত্তামাত্রশরীরকম্।” অর্থাৎ সেই সকল লোকের আশ্রয়, সত্তামাত্ররীরী পরব্রহ্মের বন্দনা করি ॥৬॥

হে লোক সকল! তোমরা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভার সহকারে সেই গোবিন্দকে নমস্কার কর। তিনি কান্ত। তিনি কারণের কারণ। তিনি

কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭ ॥

নন্থ স্থখাবাপ্ত্যর্থং জনানাং প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে তস্য তু স্থখস্বরূপত্বাভাবাৎ কথং ভজনীয়তা স্যাদিত্যাশংক্য যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যাপকঃ আশিষ্টো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ তস্যেয়ম্পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মাতুষ আনন্দ ইত্যাদি শ্রুতেঃ শতগুণোত্তরোত্তরানন্দানাং তস্মিন্ গোবিন্দশব্দিতে ব্রহ্মণ্যেব সমাপ্তিদর্শনাস্মাস্তি স্থখরূপত্বাভাব ইত্যভিপ্রেত্যাহ। কান্তমিতি। কস্য শতগুণোত্তরোত্তরস্থখস্যান্তঃ সমাপ্তির্যস্মিন্স কান্তস্তং কান্তং তে শতং প্রজাপতে-

আদি, আবার অনাদি। তিনি কালঘনাভাস। তিনি কালিন্দীগত কালিয়ের মস্তকে বারংবার নৃত্য করিয়াছিলেন। তিনি সুন্দর নৃত্য করেন। তিনি কাল। আবার তিনি কালকলার অতীত। তিনি কলিতাশেষ। তিনি কলিদোষঘ্ন। তিনি কালত্রয়গতিহেতু ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা। যদি বল, সকলেই স্বভাবতঃ সুখলাভের জন্য স্বতঃ পরতঃ ব্যস্ত-ভাবাপন্ন। এইজন্যই সুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে, তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তিই হয় না। সেই ভগবানের এমন কি সুখস্বরূপতা আছে যে, তাঁহাকে ভজনা করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কাতেই, সেই গোবিন্দশব্দিত পরব্রহ্মই যে শতগুণোত্তরোত্তর আনন্দের একমাত্র পর্য্যবসানস্থল এবং তিনিই যে, একমাত্র যাবতীয় সুখের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, তাহাই প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন ;—

তিনি কান্ত ; ক + অন্ত = কান্ত, অর্থাৎ ক শব্দে শতগুণোত্তরোত্তর সুখসমূহ এবং অন্ত শব্দে শেষ বা সমাপ্তি। তাঁহাতে ঐরূপ শতগুণোত্তরোত্তর সুখের সমাপ্তি হইয়াছে, এইজন্য তাঁহার নাম কান্ত। ইহার ভাবার্থ এই, সংসারে অবশ্য সুখসাধন অনেক পদার্থ আছে। কিন্তু তাহাদের কিছুতেই চরম সুখ পাওয়া যায় না ; ক্ষণিকমাত্র সুখোদয় হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবানের সেরূপ নহে। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ বা নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ।

রানন্দাঃ স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন এষ হ্যেবানন্দযাতীত্যাদি শ্রুতিভ্যো নিরতিশয়ানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ। যদ্বা। নন্ু যমকর্ত্তৃকশাসনা পুরাণাদৌ শ্রূয়তে ন তস্য গোবিন্দস্যাতো যমস্যাতিপ্রবলত্বাৎ স এব ভজনীয়ঃ কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য যমস্যাপি তৎকর্ত্তৃকনাশশ্রবণান্নাস্তি তস্য প্রবলত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ কান্তমিতি। কো ব্রহ্মণি সমীরাত্মযমদক্ষেষ্বিত্যভি-

---

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, সেই যে প্রজাপতির শত আনন্দ এবং সেই যে ব্রহ্মের একমাত্র আনন্দ, অন্যান্য ভূতসমূহ সেই আনন্দেরই মাত্রা আশ্রয় করিয়া, স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এই আনন্দই তাঁহাদের প্রাণ বা জীবস্থান। ব্রহ্মের আনন্দ বিদিত হইলে, কোথাও হইতে আর ভয় পাইতে হয় না। সেই ব্রহ্মই সকলের আনন্দ সম্পাদন করেন। পুনশ্চ, সেই ব্রহ্ম যুবা, সাধু যুবা, অধ্যাপক, শিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ; সর্ব্বথা বিত্তপূর্ণা এই পৃথিবী তাঁহারই ; সেই এক মানুষ আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন ;—"সুখং স্বরূপং সুখশাশ্বতঞ্চ ভজেত শান্তং পরমেশ্বরস্য। ব্যাপ্তং সুখং যৎ সততং হি বিশ্বে ভূতানি দিব্যং নিয়তং লভন্তে ॥" অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ, শান্তস্বরূপ এবং নিত্যসুখের আশ্রয়। যে সুখ সতত এই দৃশ্যমান বিশ্বে তদাদিতদন্ত ক্রমে আশ্লিষ্ট রহিয়াছে, ভূত সকল যাহা নিয়ত অনুভব করিয়াই জীবন ধারণ করিতেছে।

অথবা যদি বল, পুরাণাদিতে যমই সকলের শাসনকর্ত্তা বলিয়া শ্রূয়মাণ হইয়া থাকেন ; গোবিন্দকে ঐরূপ শাসনকর্ত্তা বলেন নাই। অতএব গোবিন্দ অপেক্ষা যমের প্রাধান্য বা প্রবলতা আছে। এই কারণে যমকেই ভজনা করা কর্ত্তব্য। এই আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ যে যমেরও বিনাশকর্ত্তা ; সুতরাং তিনি যম অপেক্ষাও যে সর্ব্বতোভাবে প্রধান বা প্রবল, তাহাই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করত বলিতেছেন, তিনি কান্ত, অর্থাৎ ক শব্দে যম এবং অন্ত শব্দে যিনি বিনাশ করেন। তাহাহইলেই কান্তশব্দে, যিনি যমের বিনাশকর্ত্তা, তাহাকে বুঝাইয়া থাকে, অর্থাৎ যম সকল প্রাণির সংহার করেন, ভগবান্ সেই যমেরও বিনাশ করিয়া থাকেন ; ইহাই কান্তশব্দের অর্থ।

ধানাৎ কং যমমন্তয়ন্তি নাশয়তীতি কান্তস্তং সর্ব্বপ্রাণিমারকস্য যমস্যাপি নাশকমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্য ইতি। যদ্বা ননু প্রীতিবিষয়েষু ভোগতৎসাধনস্রগ্বনিতাচন্দনাদিষু লোকানাং প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে। তস্য ত্বপ্রিয়ত্বেন প্রীতিবিষয়তাশূন্যত্বাৎ কথং তৎপ্রণামাদৌ জনানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তা প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মেতি ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীত্যাদিশ্রুতিভিঃ প্রত্যগভিন্ন-

---

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি জ্ঞ, অর্থাৎ সকল জানেন। তিনি কালকাল, অর্থাৎ যমেরও যম এবং মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ। তিনি গুণী, অর্থাৎ সকল গুণের আধার এবং তিনি সর্ব্ববিদ্য, অর্থাৎ সমুদায় বিদ্যার পারদর্শী।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন;—“ভয়ং ভয়ানাং মরণং চ মৃত্যোঃ সুখং সুখানাং পরমং পরস্য। তং সত্যরূপং পরমেশমীড্যং ভজামো নিত্যং মহনীয়রূপম্॥” অর্থাৎ তিনি ভয় সকলেরও ভয়স্বরূপ। তিনি মৃত্যুরও মৃত্যু। তিনি সুখসাধন পদার্থ সকলেরও সুখ সংবিধান করেন। তিনি ব্রহ্মাদি যাবতীয় প্রধানবর্গ অপেক্ষাও প্রধান। তাঁহার কোন কালেই লয় বা অভাব নাই। সকলেই তাঁহার স্তব ও পূজা করিয়া থাকে। আমরা সেই নিত্যস্বরূপ ও মহনীয়স্বরূপ পরমেশের ভজনা করি।

অথবা, যদি বল, যাহা স্বভাবতঃ প্রীতির আস্পদ, তাদৃশ ভোগ এবং সেই ভোগের সাধন স্রক্ চন্দনাদিতেই লোকের প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভগবান্ তাদৃশ প্রিয় নহেন, এইজন্য প্রীতির আস্পদও নহেন; সুতরাং তাঁহাকে প্রণামাদি করিতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন, তিনি কান্ত, অর্থাৎ প্রিয়।

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি অতিমাত্র প্রিয়; তিনি পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়, তিনি অন্যান্য সমুদায় বস্তু অপেক্ষাও প্রিয় ও অতিমাত্র অন্তরঙ্গস্বরূপ। যেহেতু, তিনি সকলের আত্মা। পুনশ্চ, বলিয়াছেন, অরে! সকল বস্তু সকলের প্রার্থনীয় বলিয়া, প্রিয় হয় না, একমাত্র আত্মার অনুরোধেই সমুদায় বস্তু ঐরূপ প্রিয় হইয়া থাকে।

ব্রহ্মণ এব প্রিয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ কথম্প্রিয়ত্বাভাবেন প্রীতিবিষয়তাশূন্যত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ কান্তমিতি। কান্তো রম্যে প্রিয়ে ইতি হেমচন্দ্রোক্তেঃ কান্তং প্রিয়মিত্যর্থঃ। অন্যত্র ত্বাত্মনোঽধ্যাসাদ্ভ্রান্ত্যা প্রীতিবিষয়ত্বেন গৌণপ্রিয়ত্বাদাত্মৈব মুখ্যপ্রিয় ইতিভাবঃ। যদ্বা কান্তং রম্যমত্যন্তসুন্দরমিত্যর্থঃ। তদুক্তং চ রহস্যে। আর্দ্রেক্ষুচাপমবলম্বিতপুষ্পবাণমারক্তনেত্রমপরে ধৃতশঙ্খচক্রম্। বিন্যস্তবেণুমধরে সুনিনাদয়ংতং সম্মোহয়ন্তমিব পাশশৃণী বহন্তমিতি। কদাচিদাদ্যো ললিতঃ পুরুষঃ কৃষ্ণবিগ্রহঃ। বংশীনাদবিনোদেন

এইরূপে সমুদায় শ্রুতিই প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মেরই প্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তজ্জন্য কিরূপে প্রিয়ত্বের অভাব বশতঃ তাঁহাতে প্রীতিবিষয়তার অভাব হইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই কান্তপদ প্রয়োগ করিলেন। ইহার ভাবার্থ এই, স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় সকল যে প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে; ভ্রান্তিবশে আত্মার অধ্যাস তাহার হেতু, অর্থাৎ লোকে মোহবশে সেই সমস্ত অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া, প্রীতিযোগ উপযোগ করে। এই কারণে তৎসমস্ত গৌণ প্রিয় এবং আত্মার অনুরোধে ঐরূপ প্রিয় বোধে প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে; সুতরাং আত্মাই মুখ্য প্রিয়।

অথবা, তিনি কান্ত, কি না, অত্যন্ত সুন্দর। তথাহি, বলিয়াছেন, "কান্তোসি প্রাণোসি মহাপ্রিয়োসি সর্ব্বায় তুভ্যং প্রদদামি সর্ব্বম্।" অর্থাৎ, তুমি কান্ত, তুমি প্রাণ, তুমি পরম প্রিয়, তুমি সর্ব্বস্বরূপ। এইজন্য আমার প্রাণ, মন, আত্মা, যাহা কিছু, তৎসমস্তই তোমাকে প্রদান করিলাম।

এইজন্য, অনেক ভক্ত প্রাণকান্ত বলিয়া, পত্নীরূপে পতিভাবে তাঁহারে ভজনা করিয়া, অন্তরে অন্তরে ও প্রাণে প্রাণে পরম প্রীতি ভোগ করিয়া থাকেন।

পুনশ্চ বলিয়াছেন, সেই, সকলের আদি, কৃষ্ণরূপী, পরমসুন্দর পুরুষ বংশীনাদবিনোদ সহায়ে সমস্ত জগৎ বিবশ, অর্থাৎ যুগপৎ মোহিত ও অনায়ত্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার এক হস্তে সশর শরাসন, অন্য হস্তে শঙ্খচক্র এবং লোচনযুগল আরক্তবর্ণ। তদবস্থায় তিনি অধরে মধুর বেণু বিন্যস্ত করিয়া, সুললিত তানে তাহা বাদন পুরঃসর সকলের অতিমাত্র মোহ সমাধান করেন।

করোতি বিবশং জগদিতি। এবমাদ্যশ্লোকে মায়াকল্পিতনানাকারমিত্যনেন জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণ উক্তং তদসহমানা হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীদিত্যাদি বেদপ্রমাণমাশ্রয়ন্তো হিরণ্যগর্ভস্যোপাসকা হিরণ্যগর্ভ এব জগৎকারণমিতি বদন্তি তন্নয়নিরাকরণায় পূর্ব্বমুক্তমপি জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণঃ স্থূণানিখননন্যায়েন পুনর্ব্বক্তুং বিশিনষ্টি। কারণকারণমিতি অবান্তরসর্গস্থিত্যন্তকারণস্য হিরণ্যগর্ভস্যাপি কারণমুৎপাদকমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বমিতি। নন্বস্ত্বেবং নিমিত্তকারণং ব্রহ্মোপাদানং ত্বন্যৎ কিং ন স্যাৎ প্রধানস্যাপ্যুপাদানত্বেন পরৈরভ্যুপগমাদিত্যাশঙ্ক্যাহ আদিমিতি তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বে-

---

এইরূপে প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন, তিনি মায়াবশে নানাবিধ আকার স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে তিনি যে জগতের কারণ, তাহা সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসক, তাহাদের এই কথা কখনই সহ্য হইতে পারে না। কেননা, বেদে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে, হিরণ্যগর্ভই সকল ভূতের অগ্রে ছিলেন এবং জন্মিয়াছিলেন। তিনিই তাহাদের অদ্বিতীয় পতি, ইত্যাদি বেদবাক্যপ্রমাণ, হিরণ্যগর্ভই জগতের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ইহার নিরাকরণ জন্য ব্রহ্মই যে একমাত্র জগতের কারণ, পুনরায় তাহা বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা,—তিনি কারণেরও কারণ, অর্থাৎ যে হিরণ্যগর্ভ অবান্তর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, তাঁহারও তিনি কারণ, অর্থাৎ উৎপাদক। তথাচ শ্রুতি, যথা,—যিনি পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভকে সমুদ্ভাবিত করেন; যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি।

যদি বল, ইহাতে ব্রহ্মের নিমিত্তকারণত্ব উপলব্ধ হইতেছে। উপাদান কারণ অন্য কিছু না থাকিবে কেন? দেখ, অন্যান্যেরা প্রকৃতিকে উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন, তিনি আদি, অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ। তথাহি শ্রুতি, সেই এই আত্মা হইতেই আকাশ সমুদ্ভূত হইয়াছে; যাহা হইতে এই ভূতগ্রাম

ন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাদিশ্রুতিসূত্রেভ্যো মায়াধিষ্ঠানত্বেন জগদুপাদানকারণমিতি যাবৎ নচোদাহৃতশ্রুতিসূত্রাণাং নিমিত্তকারণত্বেনাপ্যুপপত্তিরিতি বাচ্যম্ প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদিত্যত্রাধিকরণে উপাদানকারণং নিমিত্তকারণঞ্চ ব্রহ্মেতিসিদ্ধান্তিতত্বাদ্ভাষ্যকারৈঃ নহি ব্রহ্মণোহন্যস্যোপাদানত্বে উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো•যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিত্যেকজ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপদ্যতে নাপি যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিতিদৃষ্টান্তশ্চোপপদ্যতে ব্রহ্মণ উপাদানত্বে তূপপদ্যতে প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ উপাদানকারণাৎ কার্য্যস্যাব্যতিরেকাৎ নচ মৃজ্জ্ঞানেন তৎকার্য্যঘটশরাবাদিজ্ঞানমিব প্রধানজ্ঞানেনাপি তৎকার্য্যজাতস্য জ্ঞানসম্ভবাৎ কথং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপপত্ত্যা ব্রহ্মণ উপাদানত্বসিদ্ধিরিতি বাচ্যং প্রধানজ্ঞানস্যাবিহিতত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাত্মজ্ঞানস্যৈব বিহিতত্বাৎ। আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতমিত্যাত্মজ্ঞানস্যৈব প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ তরতি শোকমাত্মবিৎ জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ তমেব বিদিত্বামৃতত্বমেতি আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চিৎ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশং ছিনত্তি নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যাদি শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈব মোক্ষফলকত্বাৎ ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্য্যোন্যত্রাত্মনো লোকান্

জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; ইহাঁ হইতেই প্রাণ, মনঃ ও অন্যান্য যাবতীয় ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং ইহাঁ হইতেই আকাশ, অনিল, জ্যোতিঃ, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; যাঁহা হইতে জগতের জন্মাদি হয়; ইত্যাদি শ্রুতি ও সূত্র সকলের অনুসারে মায়ার অধিষ্ঠান বলিয়া, ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ রূপে পরিগণিত হয়েন। উল্লিখিত শ্রুতি ও সূত্র সকলের কখন নিমিত্তকারণত্বে অভ্যুপপত্তি বলিতে পার না। ফলতঃ, শ্রুতিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন, মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে, সেই মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন ঘটাদির জ্ঞান হওয়া যেমন কখনই সম্ভব-

বেদেত্যাদিনাত্মভিন্নদর্শিনো নিন্দাশ্রবণাচ্চ তস্মাদ্‌ব্রহ্মৈবোপাদানকারণমিত্যভ্যুপেয়মিতিসংক্ষেপঃ। ননু জগৎকারণস্য হিরণ্যগর্ভস্য কারণং ব্রহ্ম যথোচ্যতে তথা ব্রহ্মণোহপি কশ্চিৎ কারণং স্যাদেবং সত্যনবস্থাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য তস্য কারণান্তরাভাবং বদন্ বিশিনষ্টি অনাদিমিতি। ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য স অমাদিস্তং স্বকারণরহিতমিত্যর্থঃ। এবমুৎপত্ত্যাদিবিধুরং ব্রহ্মাজ্ঞানাধিষ্ঠানত্বেন জগদুপাদানকারণমিত্যুক্তং তত্র ব্রহ্মণ্যজ্ঞানস্য বাস্তবতাদাত্ম্যসম্বন্ধং নিরাচিকীর্ষুরজ্ঞানপ্রকাশকত্বেন তৎপরত্বং দ্যোতয়ন্ বিশিনষ্টি কালঘনাভাসমিতি। কালস্তমোগুণপ্রধানমজ্ঞানং তদেব ঘনং প্রলয়সুষুপ্ত্যাদৌ নিবিড়ীভূতস্তস্যাভাসো ভানং যেন তং তমোভূতস্য রাহোঃ

পর নহে, তদ্রূপ, প্রকৃতিকে জানিলে, তাহার কার্য্যজাত পরিজ্ঞাত হয় না। কিন্তু সেই ব্রহ্মকে জানিলে, সমুদায়ই জানা যায়, ইত্যাদি।

যদি বল, ব্রহ্ম, যেমন জগতের কারণ, হিরণ্যগর্ভেরও কারণ, অর্থাৎ উৎপাদক, সেইরূপ ব্রহ্মেরও কারণ থাকিতে পারে। তাহাহইলেই বিষম অনবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই আশঙ্কাতেই ব্রহ্মের যে কারণান্তর নাই, তাহা বিশেষ রূপে নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিতেছেন, তিনি অনাদি, অর্থাৎ কারণরহিত। এখানে আদিশব্দে কারণ এবং অনশব্দে নাই। তাহাহইলে, যাহার কারণ নাই, তাহাকেই অনাদি বলে।

এইরূপে, উৎপত্তি প্রভৃতি বিরহিত ব্রহ্ম, অজ্ঞানের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত জগতের উপাদানকারণ রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন; ইহা নির্দ্দেশ করিলেন। ইহাতে অনেকের ভ্রম হইতে পারে, বাস্তব পক্ষে ব্রহ্মের সেই অজ্ঞানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অজ্ঞানময়। এই ভ্রম নিরাকরণ করিবার আশয়ে, ব্রহ্ম যে অজ্ঞানের প্রকাশকমাত্র বলিয়া সেই অজ্ঞানে, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নামমাত্রে সম্বন্ধ, তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, তিনি কালঘনাভাস। এখানে কালশব্দে তমোগুণপ্রধান অজ্ঞান, ঘনশব্দে প্রলয় ও সুষুপ্তি প্রভৃতি সময়ে নিবিড়রূপে প্রাদুর্ভূত থাকা এবং আভাস শব্দে প্রকাশ। তাহাহইলে, তাদৃশ নিবিড়ভাবাপন্ন তমোগুণপ্রধান অজ্ঞান যাঁহার প্রভাবে বা সাহচর্য্যে প্রকাশিত

স্বতো ভানাসম্ভবেঽপি চন্দ্রসন্নিধানাদ্ভানমিব তমোভূতাজ্ঞানস্যাপ্যাত্মসন্নিধানেন ভানসম্ভবাত্তৎপ্রকাশকমিত্যর্থঃ। এতেন রাহোঃ সকাশাচ্চন্দ্রস্যেবাজ্ঞানাৎ পরত্বমপি দ্যোতিতম্। তথাচ শ্রুতিঃ। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি। নন্থু জ্ঞানমজ্ঞাননিবর্ত্তকমিতি ভবতাং রাদ্ধান্তঃ জ্ঞানঞ্চ ভবন্নয়ে চৈতন্যমেব তথাচ চৈতন্যস্য পরমাত্মনোঽজ্ঞানপ্রকাশকত্বাভ্যুপগমে তন্নিবর্ত্তকত্বানুপপত্তের্দুর্ব্বারত্বাৎ সিদ্ধান্তবিরোধঃ স্যাদিতি চেন্ন। রশ্মিতৃণন্যায়েন প্রকাশকত্বনিবর্ত্তকত্বোপপত্ত্যা সিদ্ধান্তাবিরোধাৎ। যথাদিত্যরশ্ময়ঃ স্বভাবতস্তৃণাদেঃ প্রকাশকা অপি সূর্য্যকান্তমণাবারূঢ়াস্তদ্দাহকা ভবন্তি তথা স্বতোঽজ্ঞানপ্রকাশকমপি চৈতন্যমখণ্ডাকারবৃত্ত্যারূঢ়ন্তদ্বাধকং ভবতীতিসর্ব্ব-

---

হইয়া থাকে, তাহাকেই কালঘনাভাস বলে। তমোমাত্রস্বরূপ রাহুর যেমন স্বতঃপ্রকাশ সম্ভব না হইলেও, চন্দ্রের সান্নিধ্যযোগে প্রকাশ সম্পন্ন হয়, তমোমাত্রস্বরূপ অজ্ঞান তেমনি স্বয়ং প্রকাশিত না হইয়া, ব্রহ্মের সান্নিধ্যযোগে প্রকাশবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্যই ব্রহ্ম তাহার প্রকাশক। ইহাই ভাবার্থ। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশিত হইল যে, চন্দ্র যেমন রাহুর সকাশ হইতে দূরে অবস্থিত, ব্রহ্ম তেমনি অজ্ঞানের অতীত বা অবিষয়ীভূত।

তথাহি, শ্রুতি,—তিনি আদিত্যবর্ণ; অন্ধকার তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, ইত্যাদি।

যদি বল, জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, ইহাই তোমাদের সিদ্ধান্ত। অধিকন্তু, তোমাদের মতে চৈতন্যকেই জ্ঞান বলে; সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা ঐরূপে অজ্ঞানের প্রকাশক হইলে, কখনও সেই অজ্ঞানের বিনিবর্ত্তক হইতে পারেন না। তাহাহইলেই, তোমাদের সিদ্ধান্তবিরোধ সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা নহে। রশ্মিতৃণন্যায়ে, সেই পরমাত্মা অজ্ঞানের প্রকাশক ও নিবর্ত্তক উভয়বিধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট। তাহাহইলেই, সিদ্ধান্তের অবিরোধ হইল, অর্থাৎ আদিত্য যেমন রশ্মি দ্বারা স্বভাবতঃ তৃণাদির প্রকাশক হইলেও, সূর্য্যকান্তমণিতে অনুপ্রবেশসহকারে তাহার দাহকরূপে প্রাদুর্ভূত হন, চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা তদ্রূপ স্বতঃ অজ্ঞানের প্রকাশক

মনবদ্যমেবেতি। যদ্বা য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতীতিশ্রুতেরুপাসকানাং ধ্যানার্থং গৃহীতকৃষ্ণবিগ্রহং ভগবন্তং ব্রুবাণো বিশিনষ্টি কালঘনাভাসমিতি। কালঘনঃ সজলনীলমেঘঃ তদ্বদাভাসো ভানং যস্য স তথোক্তস্তং কৃষ্ণবর্ণঃ কলৌ যুগে ইতিবচনান্নীলমেঘবর্ণমিত্যর্থঃ। এবং দ্বিতীয়ব্যাখ্যানে উক্তবিগ্রহস্য ভগবতো জনানুকম্পয়া খলদমনার্থং চেষ্টাবিশেষং ব্রুবাণস্তং বিশিনষ্টি কালিন্দীতি কালিন্দ্যাং যমুনায়াং গতঃ প্রাপ্তো যঃ কালিয়সংজ্ঞকো নাগবিশেষস্তস্য শিরসি শিরসীতি জাতাবেকবচনং শতসংখ্যাকেষু শিরঃসু মুহুঃ পুনঃপুনর্নৃত্যন্তং তাণ্ডবং কুর্ব্বন্ত-

---

হইলেও, পূর্ণাংশে অধিরোহণপূর্ব্বক সেই অজ্ঞানের ধ্বংস করিয়া থাকেন। তাহাহইলে, আর সিদ্ধান্তের বিরোধ ঘটিল না। ফলতঃ, পরমাত্মার শক্তি অনন্ত। তিনি যেমন প্রকাশ করেন, সেইরূপ আবার সংহার করেন। তিনি স্বত্বাংশে সকলের প্রকাশ করিয়া থাকেন, আবার তম অংশে সংহার করেন।

এইরূপে তদীয় অনির্ব্বচনীয় লীলাবিলাস সহকারে জগতের আবির্ভাব, ও তিরোভাব সংঘটিত হইয়া, তাঁহার অপার মহিমারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

অথবা, যিনি এক ও অবর্ণ হইলেও, শক্তিযোগ সহায়ে বহুধা আবির্ভূত হইয়া, বিবিধ বর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন; ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে উপাসকগণের ধ্যান জন্য ভগবান্ কৃষ্ণবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপাদন করিবার আশয়ে বলিতেছেন, তিনি কালঘনাভাস। এখানে কালঘনশব্দে সজল নীলমেঘ এবং আভাসশব্দে প্রকাশ বা দৃশ্য। তাহাহইলেই, সজল নীলমেঘের ন্যায় প্রকাশ, অর্থাৎ বর্ণবিশিষ্ট যিনি, তাঁহাকেই কালঘনাভাস বলে। তথাহি, বলিয়াছেন, কলৌ কৃষ্ণো ভবিষ্যতি, অর্থাৎ কলিযুগে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ কলেবরে আবির্ভূত হইবেন।

এইরূপে শেষোক্ত ব্যাখ্যান অনুসারে ভগবান্ উক্তরূপ কৃষ্ণবিগ্রহপরিগ্রহপুরঃসর লোকদিগকে অনুকম্পিত করিবার আশয়ে খলদমনার্থ যে চেষ্টাবিশেষ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন, যথা, তিনি

মিত্যর্থঃ। নন্থ নৃত্যং গীতবাদ্যাদিনা শোভতে তত্তু গীতবাদ্যাদিবিধুরত্বাদশোভনমেবাতঃ কিং তেনোপহাস্যজনকেন নর্ত্তনেনেত্যাশঙ্ক্যাহ সুনৃত্যন্তমিতি সুষ্ঠু গন্ধর্ব্বাদিভির্ব্বাদিতেন বাদ্যবিশেষেণ গীতাদেনা চ শোভনং যথা স্যাত্তথা নৃত্যন্তমিত্যর্থঃ। এতাবতা বিশেষণেন নর্ত্তনকালে গন্ধর্ব্বাদয়ঃ স্বস্ববাদ্যাদিসামগ্রীমাদায় তত্রাগতা ইতি সূচিতং তথ্যচোক্তং ভাগবতে তং নর্ত্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্ব্বসিদ্ধসুরচারণদেববধ্বঃ প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীতপুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুরিতি এবং নৃত্যচ্ছলেন যমুনাতটনিবাসিনাং জনানাং রক্ষার্থং স্বাঙ্ঘ্রিপাতৈস্তচ্ছিরসাং স মর্দ্দনেন তং মৃতপ্রায়ং কৃতবানিতিভাবঃ। নন্থ দুর্ব্বলেনাতিলঘুনা কুমারেণাতিবলবান্

কালিন্দীগত, অর্থাৎ যমুনাস্থিত কালিয়নামক নাগবিশেষের মস্তক-পরম্পরায় বারংবার নৃত্য করিয়াছিলেন।

যদি বল, গীত ও বাদ্যাদির সহযোগ না থাকিলে, নৃত্যের শোভা হয় না। ভগবানের নৃত্যও গীত বাদ্যাদির বিরহযোগবশতঃ সর্ব্বথা শোভাহীন হইয়াছিল। তাদৃশ উপহাসজনক নৃত্যে প্রয়োজনই বা কি ?

এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন,—তিনি সুন্দর নৃত্য করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি যখন নৃত্য করেন, তখন গন্ধর্ব্বাদিরা স্বয়ং সমাগত হইয়া সুমধুর সঙ্গীত সহকারে সুমধুর বাদ্যাদি বাদন করিয়া থাকে। এতাবতা ইহাই প্রকাশিত হইল, তিনি যখন কালিয়ের মস্তকে নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন গন্ধর্ব্বাদিরা স্বস্ব বাদ্যাদি সামগ্রীসংভার সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়াছিল। তথাহি, ভাগবতে বলিয়াছেন, তৎকালে তাঁহারে সেইরূপে নৃত্য করিতে সমুদ্যত সন্দর্শন করিয়া, সমুদায় গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, সুর, চারণ ও দেববধূগণ প্রীতিভরে মৃদঙ্গ ও পণব অনেক বাদ্য সহকারে সুমধুরসঙ্গীতপুরঃসর পুষ্পোপহার প্রদান ও স্তুতি বিধান করিয়া, তথায় সমাগত হইলেন।

এইরূপে নর্ত্তনব্যপদেশে যমুনাতটনিবাসী লোক সকলের রক্ষাসাধনমানসে স্বীয় অংঘ্রিপাত পুরঃসর কালিয়ের শিরোমর্দ্দন সমাহিত করিয়া, তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়াছিলেন, ইহাই ভাবার্থ।

পর্ব্বতসংনিভো জলস্থো নাগোঽতিমৃদুপাদপ্রহারেণ কথং মৃতপ্রায়ঃ কর্ত্তুং শক্যতে অসম্ভাবিতত্বাৎ নহি শিরসি পুষ্পৈস্তাড়িতো গজো মৃতপ্রায়ো দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ কালমিতি সর্ব্বমারকমৃত্যুরূপমিত্যর্থঃ। তথা চ মৃত্যুরূপেণ সর্ব্বনাশকস্য ভগবতস্তস্য হননে কোঽতিভার ইতি ভাবঃ তথাচোক্তং ভগবতা কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্ত ইতি। এতেন কালবৎসর্ব্বাধারত্বেনাতিগুরুত্বমপি দ্যোতিতং। তথাচোক্তং ভাগবতে কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোঽতিভরাবসন্নমিতি। ন তু তত্তদৃতাবুৎপন্নানাং ফলপুষ্পাদীনামন্যকালে জন্মাদর্শনাৎ কাল এব জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ন ততোঽন্যঃ কশ্চি-

---

যদি বল, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রপ্রাণ তাদৃশ কুমার কর্ত্তৃক অতিবলবান্ পর্ব্বতপ্রমাণ জলস্থ নাগকে মৃদুপাদপ্রহারসহায়ে মৃতপ্রায় করা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? কেননা, মস্তকে পুষ্পের আঘাত করিলে, তদ্দ্বারা কখন মহাগজ মৃতপ্রায় হয় না।

এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন, তিনি কাল, অর্থাৎ সকলের সংহারকর্ত্তা, সাক্ষাৎ মৃত্যু। তথাচ, সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে যিনি সকলের সংহার করেন, সেই ভগবান্ কালিয়ের বিনাশ করিবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতিভার নহে। ইহাই ভাবার্থ। ভগবান্ও স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি সকল লোকের সংহারকর্ত্তা কাল। নিত্য নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া, লোক সকলের সমাহরণার্থ প্রবৃত্ত রহিয়াছি।

ইহাতে, কালবৎ সর্ব্বাধারত্বসাহচর্য্যে অতীব মহাপ্রাণতাও প্রকাশিত হইল, অর্থাৎ তিনি কালের ন্যায়, যেমন সকলের আধার, সেইরূপ অতীব মহাপ্রাণ; ইহাই সংকেতে বলা হইল।

তথাহি, ভাগবতে বলিয়াছেন, সমুদায় জগৎ যাঁহার উদরে সন্নিহিত রহিয়াছে, সেই কৃষ্ণের অতিভারবশতঃ অবসন্ন হইয়া উঠিল, ইত্যাদি।

যদি বল, তত্তৎ ঋতুতে সমুৎপন্ন ফলপুষ্পাদি অন্যান্য ঋতুতে জন্মিতে দেখা যায় না; সুতরাং কালই জগতের উৎপত্ত্যাদির হেতু। সেই কাল ভিন্ন অন্য কোন স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। ইহাই কালবাদিগণের মত।

এই আশঙ্কার বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত, কালবাদিগণের উক্তবিধ মতবাদের

দীশ্বরোস্তীতিকালবাদিনো মতমাশঙ্ক্য তন্নিরাচিকীর্ষুঃ কালপ্রতিযোগিকভেদং প্রদর্শয়ন্ বিশিনষ্টি কালকলাতীতমিতি। কালো ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানাত্মকঃ সময়ঃ কলাশ্চ নিমেষকাষ্ঠাদিপ্রবৃত্তয়ঃ কালশ্চ কলাশ্চ কালকলাস্তা অতীত্যাতিক্রম্য বর্ত্ততে ইতি কালকলাতীতস্তৎকালবাদিনাভিমতাৎ সময়াদ্বিলক্ষণমিত্যর্থঃ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং অতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ অন্যত্র ভূতাদ্ভব্যাচ্চ যৎ পশ্যসি তদ্বদঈশানো ভূতভব্যস্যেত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ কালত্রয়স্যেশিতা পরমাত্মৈব কালাদিতো ভিন্নঃ সময়ানুসারেণ সর্ব্বং করোতীতিভাবঃ। এবং কালাদ্যতীতত্বেন ততো বৈলক্ষণ্যমুক্ত্বা কালাদিদৃশ্যজাতস্য জ্ঞাতৃত্বেনাপি ততো বৈলক্ষণ্যমাহ কলিতাশেষমিতি কলিতং বিদিতাপ্তয়োরিত্যভিধানাৎ কলিতং বিদিতং জ্ঞাতং কার্য্য-

---

নিরাকরণবাসনায় কালপ্রতিযোগিক ভেদ প্রদর্শন করত বলিতেছেন, তিনি কালকলাতীত। এখানে কালশব্দে ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান রূপ সময়, কলাশব্দে নিমেষ ও কাষ্ঠাদি প্রবৃত্তিসমূহ এবং অতীত শব্দে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। ইহার অর্থ এই, তিনি কালবাদিগণের অভিমত সময় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি ভূত, ভব্য সকলের ঈশান।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—“কালস্যাপি তথা নিত্যং কলিতারং মহেশ্বরম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ তং বন্দে নিত্যসংস্থিতম্॥” অর্থাৎ যিনি কালেরও নিত্য নিয়মন করেন, সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ মহেশ্বরের বন্দনা করি।

ইত্যাদি বচনানুসারে পরমাত্মাই কালত্রয়ের ঈশিতা, অর্থাৎ নিয়ন্তা। তদ্ধেতু, কালাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিতি করত, সময় অনুসারে সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান করেন, ইহাই ভাবার্থ।

এইরূপে, কালাদির অতীত বলিয়া, তিনি যেমন কালাদি হইতে স্বতন্ত্র বলা হইল, সেইরূপ তিনি কালাদি দৃশ্যজাতের জ্ঞাতা বলিয়াও কালাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরূপ, ইহাই বলিতেছেন। যথা,—তিনি কলিতাশেষ। এখানে কলিতশব্দে বিদিত এবং অশেষশব্দে কার্য্যকারণময়

কারণাত্মকমশেষং জগদ্‌যেন সঃ কলিতাশেষস্তং এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তেত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ সকলবস্তুবিষয়কজ্ঞানবন্তং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। যদ্বা তস্য বাক্‌তন্তির্নামানি দামানি তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দ্দামভিঃ সর্ব্বং সিতমিতি শ্রুতেঃ কলিতা বেদলক্ষণয়া বাকৃতন্ত্যা বদ্ধা অশেষা জীবা যেন স কলিতাশেষস্তং সর্ব্বেশ্বরমিত্যর্থঃ এতেন সেবাফলদাতৃত্বমেব রাজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বেশ্বরস্য ভগবত এব দেশান্তরকালান্তরভাবিকর্ম্মফলপ্রদাতৃত্বান্নাস্তি কালবাদ্যভিমতং জড়স্য কালস্য কর্ম্মফলদাতৃত্বমিত্যপি সূচিতম্। এবমুক্তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তিমতো ভগবতঃ সর্ব্বদোষনিবর্ত্তকতাং ব্রুবাণো

সমুদায় জগৎ, অর্থাৎ যিনি কার্য্যকারণসমেত সমুদায় জগৎ বিশেষ রূপে অবগত আছেন, তাঁহাকেই কলিতাশেষ বলিয়া থাকে।

তথাহি শ্রুতি,—ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ; তিনি সকলকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে, কলিতাশেষশব্দে যিনি সকলবস্তু-বিষয়ক-জ্ঞানবান্ বা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে।

অথবা, কলিতশব্দে তাঁহার বেদরূপ বাক্যসন্ততিতে বদ্ধ এবং অশেষশব্দে জীব সমুদায়, অর্থাৎ যিনি সমুদায় জীবকে আপনার বেদরূপ বাক্যপাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহাকেই কলিতাশেষ কহে। তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তাঁহারই বাক্যসন্ততি, তাঁহারই নাম সমস্ত এবং তাঁহারই দাম সমুদায়। তাঁহারই বাক্যসন্ততিতে, নামসমূহে ও দাম সমুদায়ে সকল বদ্ধ রহিয়াছে, ইত্যাদি।

এতাবতা ইহাই সূচিত বা প্রতিপাদিত হইল যে, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ভগবানই, রাজাদির ন্যায়, সেবাফল দান করেন। যেহেতু, তিনি কালান্তরে ও দেশান্তরেও কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু জড়স্বভাব কাল কথন কালবাদিগণের অভিমত তাদৃশ কর্ম্মফল দান করিতে পারে না।

এইরূপে উক্ত-লক্ষণ-লক্ষিত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বপ্রভু ভগবান্ যে সকল দোষের নিবৃত্তি করিয়া থাকেন, তাহাই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করত

বিশিনষ্টি কলিদোষঘ্নমিতি কলৌ কলিযুগে যে দোষা বিহিত্তাকরণপ্রতিষিদ্ধকরণপ্রযুক্তানি পাপানি কায়িকবাচিকমানসভেদভিন্নানি বা দশবিধানি পাপানি তানন্তঃকরণস্ত দূষকত্বাদ্দোষান্ হন্তি নববিধভক্তিভেদেষু কেনাপি শ্রবণাদিপ্রকারেণ তুষ্টঃ সন্নাশয়তীতি কলিদোষঘ্নস্তম্। নবধা ভক্তিশ্চোক্তা ভাগবতে শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনমিতি। দশবিধ পাপান্যপি স্মৃতাবুক্তানি। অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ। পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্। পারুষ্যমনৃতং চৈব পৈশুন্যং চৈব সর্ব্বশঃ। অসংবদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্। পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং। বিতথাভিনিবেশশ্চ মানসং ত্রিবিধং স্মৃতমিতি। ভগবদ্ভক্ত্যা পাপনিবৃত্তিরপ্যুক্তা। কৃষ্ণানুস্মরণা-

---

বলিতেছেন। যথা,—তিনি কলিদোষঘ্ন, অর্থাৎ বিহিতের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধের করণ প্রযুক্ত পাপ সমুদায়; অথবা কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে দশবিধ পাতক সমস্ত অন্তঃকরণ দূষিত করিয়া থাকে। এইজন্য তাহাদের নাম দোষ। কলিযুগে তত্তৎ পাপ বিহিত হইয়া থাকে। এইজন্য তাহাদের নাম কলিদোষ। ঘ্নশব্দে যিনি বিনাশ করেন, অর্থাৎ ভগবান্ নববিধ ভক্তিভেদমধ্যে কোনরূপ শ্রবণাদিপ্রকারেও সন্তুষ্ট হইয়া সেই কলিদোষসমূহ বিনষ্ট করেন, এইজন্য তাঁহার নাম কলিদোষঘ্ন।

ভাগবতে নববিধ ভক্তির এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা,—ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদপরিচরণ, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্যকরণ, সখ্যসংবন্ধন ও আত্ম নিবেদন এই নয়প্রকার ভক্তি।

দশবিধ পাপও স্মৃতিতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা,—অদত্ত বস্তুর আহরণ, অবিহিত হিংসা ও পরদারমর্ষণ, এই তিনটী কায়িক পাপ। পারুষ্য, অনৃত, সর্ব্বতোভাবে পিশুনতা এবং অসংবদ্ধ প্রলাপ, এই চারিটী বাচিক পাপ। আর মনে মনেও পরদ্রব্যে অভিধ্যান ও মনে মনেও পরের অনিষ্টচিন্তন এবং বিফল অভিনিবেশ, এই তিনটী মানসিক পাপ। সমুদায়ে এই দশবিধ পাপ।

ভগবানে ভক্তিযোগ প্রণিহিত হইলে যে, তৎক্ষণে সমুদায় পাপের

দেব পাপসঙ্ঘাতপঞ্জরঃ। শতশো ভেদমাপ্নোতি গিরির্ব্বজ্রহতো যথা। হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ। কলাবত্রাপি দোষাঢ্যে বিষয়াসক্তমানসঃ। কৃত্বা তু সকলং পাপং গোবিন্দস্মরণাচ্ছুচিঃ। অতিপাপপ্রসক্তোপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্। ভূয়স্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবনপাবন ইতি। তথাচ কলিদোষঘ্নমিতি বিশেষণেনান্তঃকরণশুদ্ধিমন্তরেণ জ্ঞানানুদয়াদ্ভক্ত্যা প্রসন্নঃ সন্ ভগবানাদৌ জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকচিত্তমালিন্যহেতুপাপমপাকৃত্যাচার্য্যমূর্ত্তিস্থস্তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যোপদেশেন মুমুক্ষূন্ সংসারসাগরাত্তারয়তীতি সূচিতম্। উক্তং চাগমে। পরিপক্কমলা যে তানুৎসাদনহেতুশক্তিপাতেন। যোজয়তি পরে তত্ত্বে স

নিবৃত্তি হয়, তাহাও বলিয়াছেন। যথা,—পর্ব্বত যেমন বজ্রাঘাতে চূর্ণ ও বিচূর্ণ হইয়া যায়, ভগবান্ বাসুদেবের স্মরণমাত্রেই তেমন সমুদায় পাপপঞ্জর ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই শতধা খণ্ডিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, যাহারা দুষ্টচিত্ত, তাহারাও স্মরণ করিলে, হরি তাহাদের পাপভার হরণ করেন; যেমন অনিচ্ছাতেও স্পর্শ করিলে, হুতাশন দহন করিয়া থাকেন। এই কলিযুগ সকল দোষের আকর হইলেও, ইহাতে বিষয়াসক্তচিত্ত পুরুষ যদি সমুদায় মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানের স্মরণ করে, তৎক্ষণাৎ শুচি হয়। বলিতে কি, অতিপাপে প্রসক্ত পুরুষও নিমিষমাত্র অচ্যুতের ধ্যান করিলেই, পুনরায় পংক্তিপাবনপাবন ও তপস্বী হইয়া থাকে।

যাহাহউক, কলিদোষঘ্ন বলাতে, সংকেতে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, অন্তঃকরণের শুদ্ধি সুবিহিত ও জ্ঞানযোগ সমুদিত না হইলেও ভগবান্ কেবল ভক্তিমাত্র সহায়ে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, প্রথমে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ ও চিত্তশুদ্ধির অন্তরায়ভূত পাপভার পরিহরণ পুরঃসর আচার্য্যমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান করিয়া, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের উপদেশপ্রদান দ্বারা মুমুক্ষু পুরুষদিগকে সংসারসাগরের পার প্রদর্শিত করেন।

আগমেও বলিয়াছেন, যথা,—যাহাদের রাগাদি মলভার পরিপক্ক দশায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আচার্য্যমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক দীক্ষাপ্রদান সহকারে পরম তত্ত্বে সংযোজিত করিয়া থাকেন।

দীক্ষয়াচার্য্যমূর্ত্তিস্থইতি। ভাগবতে চান্তঃকরণশুদ্ধ্যনন্তরং জ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তিরুক্তা যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে স্বরূপম্। আত্মা তু কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মামিতি। তথাচান্তঃকরণস্য শুদ্ধিমীপ্সতা পুরুষেণ জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকচিত্তমালিন্যহেতুপাপাত্মকদোষাপনুত্তয়ে ভগবদ্ভক্তিরেব কর্ত্তব্যা উপায়ান্তরেভ্যঃ সুকরত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বাধর্ম্মেণাধর্ম্মস্যাভিভাবকত্বাৎ কলিরেব দোষঃ। তথাচোক্তং ধর্ম্মং তিরস্করোত্যেবাধর্ম্মেণ বর্দ্ধিতঃ কলিরিতি তং কলিরূপং দোষং স্বনিষ্ঠানাং হন্তীতি কলিদোষঘ্নস্তম্। তথাচোক্তং যমেন ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে

ভাগবতেও, অন্তঃকরণের শুদ্ধিসুবিধানের অব্যবহিত পরেই জ্ঞান দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, স্বর্ণের মল যেমন পরিহৃত হইয়া, তৎসহকারে তাহার পূর্ব্বস্বরূপের প্রাপ্তি হয়, আত্মাও সেইরূপ মদীয় ভক্তিযোগ সহায়ে কর্ম্মানুশয় বিধূত করিয়া, আমাকে ভজনা করে। তথাহি, অন্তঃকরণের শুদ্ধিসাধনে সমুৎসুক পুরুষমাত্রেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক চিত্তমালিন্যের হেতু পাপাত্মক দোষ সকলের অপনোদননিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে ভগবানে ভক্তিযোগ সংনিবদ্ধ করিবে। ভিন্ন ভিন্ন উপায়যোগ সহায়ে ঐরূপ ভক্তিযোগ প্রয়োগ করা অনায়াসসাধ্য, ইহাই এস্থলের ভাবার্থ।

পরম কারুণিক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আপনার অসীম ও অলোকসামান্য জ্ঞানযোগ সহায়ে সর্ব্বভুবন সন্দর্শন ও সমুদায় শাস্ত্রসিন্ধু আলোড়ন করিয়া, ইহা আবিষ্করণ করিলেন যে, ভগবানে ভক্তিযোগ প্রযোজিত না হইলে, জীবের কোন মতেই নিস্তার নাই। ইহাই তাহার জ্ঞানের পরম সীমা ও ইহাই তাহার অবস্থার চরম কক্ষা।

অথবা, অধর্ম্ম দ্বারা অধর্ম্মের অভিভাবন, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পোষণ ও বর্দ্ধন করিয়া থাকে, এইজন্য কলিই সাক্ষাৎ দোষ। তথাহি, বলিয়াছেন, কলি অধর্ম্ম সহায়ে বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বথা ধর্ম্মের তিরস্করণ করে। এইজন্য উহা সাক্ষাৎ দোষ। সেই কলিরূপ দোষকে হনন করেন, এই অর্থে কলিদোষঘ্ন।

তথাচ, যম স্বয়ং বলিয়াছেন, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের বহির্ভূত ভয়ঙ্কর কলি সমা-

সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে। বাসুদেবপরা রাজংস্তে কৃতার্থা ন সংশয় ইতি। ভগবতাপ্যুক্তং মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাশ্চথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাঙ্গতিমিতি। এতেন ভক্ত্যা প্রসন্নস্য ভগবতঃ সালোক্যাদিচতুর্ব্বিধমুক্তিপ্রদত্বং সূচিতম্। তথাচোক্তং। শ্রীকান্তশ্রবণে পরীক্ষিতিরভূদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদংঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে। অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেহথ সখ্যেহর্জ্জুনঃ সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৈবল্যমেকৈকত ইতি। অত্রোদাহৃতবাক্যে কৈবল্যপদেন সালোক্যাদিচতুর্ব্বিধমুক্তির্গ্রাহ্যা নতু ব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণা। জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ

গত হইলে, যাহারা ভগবান্ বাসুদেবেরই স্মরণমাত্রপরায়ণ হইবে, তাহারাই সকল অভিলাষের পারপ্রাপ্তিরূপ পরম শুভযোগ ভোগ করিবে, সন্দেহ নাই।

ভগবান্‌ও স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহারা একমাত্র আমাকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, তাহারা স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, অথবা অন্য যে কোন পাপযোনি হউক না, পরমগতি লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

এতাবতা ইহাও সূচিত বা প্রতিপাদিত হইল যে, ভগবান্ ভক্তিমাত্রসহায়ে পরমপরিতোষপ্রাপ্তি-পুরঃসর সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

তথাচ, বলিয়াছেন, ভগবানের শ্রবণে পরীক্ষিতের, কীর্ত্তনে শুকদেবের, স্মরণে প্রহ্লাদের, পাদপদ্মিচরণে লক্ষ্মীর, পূজনে পৃথুর, অভিবাদনে অক্রূরের, দাস্যে হনূমানের, সখ্যে অর্জ্জুনের এবং সর্ব্বস্বসহিত আত্মনিবেদনে বলিরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকেই তত্তৎ কার্য্য দ্বারা কৈবল্য লাভ করিয়াছেন।

এখানে কৈবল্যশব্দে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিই বুঝিতে হইবে; কিন্তু ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি নহে। কেননা, জ্ঞানবলেই কৈবল্যলাভ হয়। জ্ঞান সহায় না হইলে, মুক্তিসংঘটন সম্ভব নহে। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিলেই, মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, তিনি ভিন্ন মুক্তির

পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তেঃ। স হোবাচ শৃণুষ্বাদ্য বিষ্ণোর্নামানি নারদ। যানি পঠন্নরো যাতি সলোকতাদিকং হরেরিতিকলিসন্তরণোপনিষদি নারদং প্রতি ব্রহ্মণা ভক্তেঃ সলোকতাদিরূপফলস্যৈবোক্তত্বাৎ ভগবদ্ভক্তেঃ কেবলম্পাপনাশকত্বশ্রবণাদবশিষ্টস্য পুণ্যস্য ফলভোগেন বিনা ক্ষয়াদর্শনাত্তদ্ভোগার্থং সালোক্যাদিপ্রাপ্তেরেবোচিতত্বাচ্চ এবং সালোক্যাদিভক্তিফলে তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামনিত্যত্বং নিশ্চিত্য ততোপি নির্ব্বিণ্ণঃ সন্ মুমুক্ষুরন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং ভগবদ্ভক্তিং কুর্য্যাৎ তত্রাপি ভগবৎকীর্ত্তনাখ্যায়া

অন্য পন্থা নাই। কলিসন্তরণোপনিষদে ব্রহ্মা নারদের প্রতি উপদেশবিন্যাসসময়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন, ভক্তি দ্বারা সালোক্যাদি রূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যথা,—সেই সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! ভগবান্ বিষ্ণুর নামমালা শ্রবণ কর; যাহা পাঠ করিলে, লোকে নিশ্চয়ই সলোকতাদি লাভ করিয়া থাকে।

পুনশ্চ, ভগবদ্ভক্তির কেবল পাপনাশকতাশক্তি শ্রুত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, ফলভোগব্যতিরেকে অবশিষ্ট পুণ্যের ক্ষয়দর্শনও সম্ভব নহে। সেইজন্য, সেই পুণ্যের ভোগসম্পাদনার্থ সালোক্যাদিপ্রাপ্তি সর্ব্বথা সমুচিত বলিয়া, সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

এইরূপে, সালোক্যাদি ভক্তিফললাভ হইলে, যেমন ঐহিক-কর্ম্ম-সঞ্চিত লোকের ক্ষয় হয়, সেইরূপ পারত্রিক-পুণ্য-সঞ্চিত লোকও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্যই বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবন লোক সমুদায় পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে। ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্ত উপদেশ অনুসারে সমুদায় সংসারের অনিত্যতা অবধারণ করিবে। শুদ্ধ অবধারণ নহে, অবধারণের পরই তাহাতে নির্ব্বেদস্থাপনপূর্ব্বক মোক্ষ-লাভ-কামনা-বশম্বদ হইয়া অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য ভগবানে ভক্তিযোগ প্রয়োগ করিবে।

তন্মধ্যে ভগবানের নামসংকীর্ত্তন রূপ ভক্তিযোগের প্রাধান্য যত্র তত্র

ভক্তেরেব যত্রকুত্র প্রাধান্যেন শ্রবণাৎ. সুকরত্বাদাশুতরসত্ত্ববিশোধকত্বাচ্চ সৈব সত্ত্ববিশুদ্ধিকামেন পুরুষেণ কর্ত্তব্যা। তথাচোক্তম্। নরঃ সত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থী কলৌ নামানি কীর্ত্তয়েদিতি। ননু সর্ব্বধর্ম্মাভিভাবকে ঘোরে কলিযুগে প্রায়েণ স্ত্রীপরাজিতানাং স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মশূন্যানাং পুরুষাণাং নামসংকীর্ত্তনমাত্রেণাতিস্বল্পোপায়েন কথং সত্ত্ববিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ন হ্যত্যল্পেন ক্ষারেণ চক্রিবস্ত্রং শুদ্ধ্যতীতি চেন্ন। স্বল্পস্যাপি বহ্নেস্তৃণকূটদাহকত্বমিব ভক্তেঃ সর্ব্বপাপনাশকত্বসংভবাৎ। তথাচোক্তং ভাগবতে। যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশ ইতি।

শুনিতে পাওয়া যায়। উহা যেমন ব্যক্তিমাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত, সেইরূপ আশুতর সত্ত্বশুদ্ধি সাধন করে। এইজন্যই অন্যান্য ভক্তিযোগ অপেক্ষা উহার ঐরূপ প্রাধান্য সর্ব্বত্র পরিগণ্য হইয়া থাকে। এইজন্যই, সত্ত্ববিশুদ্ধির অভিলাষী পুরুষ উল্লিখিত ভক্তিরই সর্ব্বদা অনুসরণ করিবেন। এইজন্যই বলিয়াছেন যে, লোকে কলিযুগ উপস্থিত হইলে, সত্ত্ববিশুদ্ধির জন্য ভগবানের নামাবলী কীর্ত্তন করিবে।

যদি বল, কলিযুগ স্বভাবতঃ সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের বিপ্লাবক ও অতীব ভয়জনক। তন্নিবন্ধন, তদীয় সমাগমে লোকমাত্রেই প্রায় স্ত্রীর বশীভূত ও স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত হইয়া থাকে; সুতরাং নামসংকীর্ত্তনরূপ স্বল্পমাত্র উপায় সহায়ে কিরূপে তাহাদের সত্ত্বশুদ্ধি হইতে পারে? দেখ, অতি অল্পপ্রমাণ ক্ষার দ্বারা কখন চক্রী, অর্থাৎ কলুর বস্ত্র মলশূন্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষই হইতে পারে না। কেননা, স্বল্পপ্রমাণ বহ্নিরও তৃণরাশি দগ্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও অবিদিত নাই। সেইরূপ, ভক্তিরও সর্ব্ববিধপাপনাশনী ক্ষমতার কোনপ্রকার অভাব নাই।

তথাচ, ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! অগ্নির সন্ধুক্ষিত সামান্য শিখা যেমন কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়িণী ভক্তি পাপরাশি সমূলে নিঃশেষিত করিয়া থাকে।

স্বয়ং ব্রহ্মা কলিসন্তরণোপনিষৎনামক পারমার্থিক গ্রন্থে ভগবানের নাম-

সংকীর্ত্তনাখ্যায়া ভক্তের্মহত্বন্তু কলিসন্তরণোপনিষদি ব্রহ্মণা বিস্তরেণোক্তং তত্তু গ্রন্থবৃদ্ধিভয়ান্নাত্রাস্মাভির্লিখ্যতে। নচাত্রার্থবাদকল্পনং কর্ত্তব্যং তস্য নামাপরাধত্বেনাধঃপাতফলকত্বাৎ। তথাচোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং বৌধায়নং প্রতি কৃষ্ণেন। মন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্। যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাংগমিতি। কাত্যায়নসংহিতায়ামপ্যুক্তম্। অর্থবাদং হরের্নাম্নি সংভাবয়তি যো নরঃ। স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নরকে পততি স্ফুটমিতি। জৈমিনিসংহিতায়ামপ্যুক্তম্ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু। যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয় ইতি। এবং স্বরুচ্যনুসারেণ হরের্হরস্য

সংকীর্ত্তন রূপ উল্লিখিত ভক্তির মহত্ব অতি বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থকলেবরের অতিবিস্তৃতিদোষের পরিহারার্থ এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল না। সহৃদয় ভক্ত পাঠকসম্প্রদায় অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং তাহা পর্য্যালোচনা করিবেন।

পুনশ্চ, এস্থলে অর্থবাদকল্পনা করাও কর্ত্তব্য নহে। কেননা, তাহাতে নামাপরাধঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং তন্নিবন্ধন অধঃপাত রূপ ফলসংঘটনও একান্ত অপরিহার্য্য।

তথাচ, ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়ন প্রতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যথা,—আমার নাম সংকীর্ত্তন করিলে, বিবিধ অভীষ্টরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, ইহা শ্রবণ করিয়া, যে মনুষ্য তাহাতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, প্রত্যুত, অর্থবাদ মনে করিয়া থাকে, আমি তাহাকে সাংসারিক নানাবিধ অতীব ভয়াবহ আর্ত্তিবশে বিশেষরূপে অন্তরে বাহিরে নিপীড়িত করিয়া, দুঃখের পর দুঃখপরম্পরায় বিক্ষিপ্ত করি।

কাত্যায়নসংহিতাতেও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভগবানের নামে অর্থবাদ সংভাবিত করে, মনুষ্যগণের মধ্যে মহাপাতকী ও তাহার নরকলাভ একান্ত অপরিহার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈমিনিসংহিতাতেও বলিয়াছেন, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সর্ব্বত্রই ভগবানের নামমাহাত্ম্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে; সুতরাং যাহারা তৎসমস্তকে অর্থবাদমাত্র বলিয়া থাকে, তাহাদের কোন কালেই নরকনিষ্কৃতি সম্ভবপর হয় না।

বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকগণবৃন্দারাধিতবন্দ্যেহং
কুন্দাভামলমন্দস্মেরসুধানন্দং সুহৃদানন্দম্।
বন্দ্যাশেষমহামুনিমানসবন্দ্যানন্দপদদ্বন্দ্বং
বন্দ্যাশেষগুণাব্ধিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮ ॥

হেতুমিতি কালত্রয়স্য ভূতভবিষ্যবর্ত্তমানলক্ষণস্য যা গতিঃ প্রাপ্তিস্তস্যা হেতুং নিমিত্তকারণমিত্যর্থঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্যেতিশ্রুতেঃ কালগতেরপি তদধীনত্বান্ন স্বতন্ত্রতয়া কার্য্যকারিত্বং কালস্যেতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

তেছেন, তিনি কালত্রয়গতিহেতু, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভেদে যে কালের যাতায়াত হইতেছে, তিনি তাহারও নিমিত্ত কারণ।

তথাচ শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি ভূত ভব্যের ঈশান, অর্থাৎ নিয়ন্তা।

এইরূপে কালগতিও ভগবানের অধীন বা আয়ত্তীকৃত ; সুতরাং স্বাধীন ভাবে কালের কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা বা শক্তি নাই, ইহাই ভাবার্থ।

স্মৃতিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন, “ন কালো বিভবঃ কর্ত্তুং সর্ব্বেষামাদিরেবহি। তস্য সাক্ষাৎ বিনা রাজন্ যন্ত্রক্ষিপ্তো যথা তথা।”

অর্থাৎ যন্ত্রক্ষিপ্ত বস্তু যেমন যন্ত্রের ঘূর্ণনাদি দ্বারা কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ, কাল যদিও সকলের আদি, অর্থাৎ কারণ, তথাপি ভগবান্ সাক্ষীরূপে সান্নিধ্যে বিরাজমান না থাকিলে, সেই কালের সাধ্য কি, যে, কোনরূপ কার্য্য সাধন করে ॥ ৭ ॥

তিনি বৃন্দাবনভূমিতে যে রাসাদি ক্রীড়া সকলের প্রবর্ত্তনা করেন, দেবগণও তাহার পূজা ও বন্দনা করিয়াছিলেন। কুন্দ-কুসুম-সন্নিভ সুনির্ম্মল স্মিতসুধা সহায়ে তদীয় আনন্দ আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি সুহৃদানন্দ। নারদাদি যে সকল মহামুনি সমুদায় লোকের বন্দনীয়, তাঁহারাও মনে মনে তদীয় আনন্দস্বরূপ পদদ্বন্দ্বের বন্দনা করেন। তিনি শান্তিপ্রভৃতি যাবতীয় বন্দনীয় গুণের সাগর স্বরূপ। হে লোক সকল! তোমরা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ ভক্তিভার সহকারে সেই গোবিন্দকে নমস্কার কর ॥ ৮ ॥

এবমানন্দস্বরূপস্যোৎপত্তিপ্রলয়কারণস্য কালাদ্যতীতস্য শুদ্ধচিন্মাত্রস্যাপি ব্রহ্মণো লীলাবিগ্রহেণ যমুনায়াং চেষ্টাবিশেষরূপং নৃত্যং নিরূপ্য সম্প্রতি বৃন্দাবনভূমৌ তচ্চেষ্টাবিশেষং নিখিলদেবপূজ্যতয়া ব্রুবাণস্তং স্তৌতি। বৃন্দাবনেত্যাদিনা। বৃন্দাবনভুবি বৃন্দাবনসংজ্ঞকদেশবিশেষে প্রবৃত্তায়াং রাসক্রীড়ায়াং বৃন্দারকাণাং দেবানাঙ্গণা বৃন্দারকগণাস্তেষাং বৃন্দং সমূহস্তেনারাধিতা পূজিতা বন্দ্যা শ্লাঘনীয়া চেহা চেষ্টা ক্রীড়া যস্য স তথোক্তস্তং দেবৈরপি শ্লাঘনীয়ামতিমনোরমাং রাসক্রীড়াং কুর্ব্বন্তমিত্যর্থঃ। তথাচোক্তম্। দেবগণাস্তদালোক্য চেষ্টাস্তস্য মনোরমাম্। ব্রুবাণাঃ সাধুসাধ্বিতি মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টয় ইতি। পূর্ণানন্দস্বরূপস্যাপি ভগবতো মানুষনাট্যানুসারেণ ক্রীড়য়া প্রাদুর্ভূতমানন্দং বদন্ বিশিনষ্টি কুন্দাভেতি কুন্দবৎ কুন্দবল্লীপুষ্পবদাভা

এইরূপে আনন্দস্বরূপ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু, কালাদির অতীত, শুদ্ধ-চিন্মাত্র ব্রহ্মও লীলাবশে বিগ্রহপরিগ্রহপূর্ব্বক কালিন্দীসলিলে চেষ্টাবিশেষ স্বরূপ নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক সম্প্রতি বৃন্দাবনভূমিতে সেই ব্রহ্মের যে চেষ্টাবিশেষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, স্বয়ং দেবগণও তাহার পূজা করেন, তাহাই নির্দ্দেশ করত স্তব করিতেছেন, যথা তিনি বৃন্দাবনভূমিতে ইত্যাদি। ইহার ভাবার্থ এই, স্বয়ং ব্রহ্মাদি অমরবর্গও যখন তত্তৎ চরিতবিশেষের পূজা করিয়াছিলেন, তখন তাহা সামান্য ক্রীড়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বাস্তবিক, রসো বৈ স রসঃ, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে তিনি সাক্ষাৎ নিরবচ্ছিন্ন রস স্বরূপ। এই রস হইতেই রাসশব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি রাসচ্ছলে আপনার সেই ব্রহ্মানন্দ-রূপ রস সংসারকে পান করাইয়াছিলেন।

তথাচ বলিয়াছেন, দেবগণ তাঁহার সেই সর্ব্বলোকমনোহারিণী চেষ্টা সন্দর্শন করিয়া, বারংবার সাধুবাদপ্রদানসহকারে রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন।

তিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ ও যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের আধার হইলেও মানুষনাট্যানুসারে ক্রীড়া করিয়া, আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহাই নির্দ্দেশ করত বলিতেছেন, কুন্দকুসুমসন্নিভ ইত্যাদি।

বা নামানি কীর্ত্তয়ন্ তয়োর্ভেদদৃষ্টিমপি ন কুর্য্যাৎ তস্থাপি নামাপরাধত্বেন শাস্ত্রেষু দুঃখাবাপ্তিফলশ্রবণাৎ তথা চোক্তং কর্ম্মবিপাকে। যো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং ভেদমুত্তমভাবনঃ। সাধয়েদুদরব্যাধিযুক্তো ভবতি মানব ইতি। এবমন্যেহপি নামাপরাধাদ্দুঃখফলকত্বাৎ স্বহিতেচ্ছুভির্ব্বর্জ্জনীয়া এব। তে চোক্তাঃ পাদ্মে নারদং প্রতি সনৎকুমারেণ। তথাচ তদ্বচনম্। সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতেতদ্বিগরহাং। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। গুরাববজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্। নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ। ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। অশ্রদ্দধানে বিমুখেপ্যশৃণ্বতে

এইরূপে স্বকীয় রুচির অনুসারে ভগবান্ হরির বা ভূতভাবন হরের নামমালা সংকীর্ত্তন সময়ে কদাচ তাঁহাদের উভয়ে ভেদদৃষ্টি করিবে না। কেননা, তাহারও নামাপরাধতাসংঘটন জন্য শাস্ত্র সকলে দুঃখপ্রাপ্তি রূপ ফল শ্রবণ করা যায়।

তথাচ, কর্ম্মবিপাকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনের ভেদ সাধন করে, সে উদরব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

এই রূপে অন্যান্য যাহারা নামাপরাধে লিপ্ত, তাহারাও অবশ্য দুঃখফলজনক। এই হেতু আত্মহিতকামী পুরুষগণ তাহাদিকেও বর্জ্জন করিবে।

তথাচ, পদ্মপুরাণে নারদের প্রতি সনৎকুমারের বাক্য যথা, ভগবান্ বাসুদেব ও দেবাদিদেব মহাদেব এই উভয়ের গুণ নামাদি সকলের কোনরূপ ভিন্ন ভাব নাই। যে ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক, অর্থাৎ জানিয়াও তাহাদের ভিন্ন ভাব দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই হরিনামের অহিতকর।

গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা এবং বলপূর্ব্বক নামের বিরুদ্ধে পাপবুদ্ধি প্রেরণ করিলে, যম নিয়মাদি দ্বারাও তাহার শুদ্ধিসাধন হয় না।

ধর্ম্ম ব্রত ত্যাগ ও হোমাদি সর্ব্ববিধ শুভক্রিয়াসাম্য, প্রমাদ এবং যাহার শ্রদ্ধা নাই, প্রবৃত্তি নাই ও শুশ্রূষারও ইচ্ছাদি নাই, তাদৃশ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করা, এই কয়টী শিবনামাপরাধ বলিয়া পরিগণিত।

যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ। শ্রুতেপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ। অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোপ্যপরাধকৃদিতি। এবমুক্তাপরাধানাং মধ্যে কমপ্যপরাধমকৃত্বা সংকীর্ত্তনাদিভক্তিং কুর্ব্বতঃ পুরুষস্য সর্ব্বপাপনিবৃত্তির্ভবতি নান্যথেতি সূচিতম্। ভক্তের্লক্ষণং তু ভক্তিরসায়নে মধুসূদনেনোক্তম্। দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ধারাবাহিকতাং গতা। সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ইতি। অস্যায়মর্থঃ ভগবদ্ধর্ম্মাৎ ভগবদ্গুণানাং কীর্ত্তনশ্রবণাদিলক্ষণাদ্ধর্ম্মাৎ দ্রুতস্য দ্রবত্বাবস্থাং প্রাপ্তস্য মনসঃ সর্ব্বেশবিষয়া ধারাবাহিকা যা বৃত্তিঃ সা ভক্তিরিতি কথ্যতে ইতি সংক্ষেপঃ। একমুক্তপক্ষদ্বয়েনাপি স্বনিষ্ঠানাং সর্ব্বদোষনিবর্ত্তকতয়া সংসারনিবর্ত্তকত্বং ভগবতঃ সূচিতমিতিভাবঃ। এবং কালকলাতীতমিত্যাদিনা নিরাকৃতমপি কালবাদং সিংহাবলোকনন্যায়েন পুনস্তন্নিরাকর্ত্তুং তস্য কালহেতুত্বমাহ কালত্রয়গতি-

---

যে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও আমি, আমার, ইত্যাকার অভিমানেরই পরতন্ত্র হইয়া তাহাতে প্রীতি প্রকাশ না করে, সে নামাপরাধকারীর মধ্যে গণিত।

এইরূপে ইহাই সূচিত হইল যে, উক্ত অপরাধ সকলের মধ্যে কোনরূপ অপরাধ না করিয়া, নামসংকীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুসরণ করিলে, পুরুষের সর্ব্ববিধ পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাতে কোনরূপ অন্যথাপত্তি নাই।

মহামনা মধুসূদন ভক্তিরসায়ননামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, ভগবানের গুণপরম্পরা কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি করিলে, তৎপ্রভাবে মনঃ দ্রবীভূত হইয়া উঠে। তদবস্থায় সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবানে মনের যে ধারাবাহিক বৃত্তি নিবদ্ধ হয়, তাহারই নাম ভক্তি।

বাস্তবিক, বহ্নির তাপে গলিত না হইলে, বর্ত্তিকা প্রভৃতি হইতে কোন অংশেই রস নিষ্কাশিত হয় না। যাহাহউক, উল্লিখিত উভয় পক্ষ সহায়েও ইহাই মীমাংসিত হইল যে, ভগবান্ স্বকীয় ভক্তগণের সকল দোষ নিবৃত্তি করিয়া, সংসারনিবৃত্তি সমাহিত করেন, ইহাই ভাবার্থ।

এই রূপে, কালকলাতীত, ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ করিয়া, যে কালবাদ নিরাকৃত করিলেন, পুনরায় তাহার বিশেষরূপে নিরাকরণবাসনায় বলি-

কান্তির্য্যস্ত স কুন্দাভঃ অমলো রাগাদিমলরহিতো যো মন্দস্মেরঃ স্বল্পহাসঃ সোঽমলমন্দস্মেরঃ কুন্দাভশ্চাসাবমলমন্দস্মেরশ্চেতি তথোক্তঃ স এব সুধা পীযূষং তয়াবির্ভূত আনন্দঃ সুখবিশেষো যস্য স তথোক্তস্তমিত্যর্থ। উক্তমেবানন্দং স্বরূপাব্যতিরেকং তদ্বন্ বিশিনষ্টি সুহৃদানন্দমিতি সুষ্টু হৃৎ হৃদয়ো যেষাং তে সুহৃদঃ শুদ্ধান্তঃকরণাস্তেষাং সুহৃদাং শুদ্ধচিত্তানাং য আনন্দো নির্ব্বাণসুখং স সুহৃদানন্দস্তং এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ যো বৈ ভূমা তৎ সুখমিত্যাদি শ্রুতিভ্যো বিদুষামনুভবগম্যমানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ। যদ্বা সুহৃদো গোপ্যস্তা আনন্দয়তি রাসক্রীড়য়েতি সুহৃদানন্দস্তম্। যদ্বা সুহৃদান্নন্দাদিগোপানানন্দয়তি বিবিধক্রীড়াভির্হর্ষয়তীতি সুহৃদানন্দস্তম্। এষ হেবানন্দয়াতীতি

উল্লিখিত আনন্দই যে তাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপ, তাহাই বলিতেছেন, যথা তিনি সুহৃদানন্দ। এখানে সুহৃৎশব্দে সু, কি না, সুন্দর এবং হৃৎ, কি না, হৃদয়, অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় সুন্দর, কি না, যাহাদের মনে কোনরূপ মল নাই, তাহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে এবং আনন্দশব্দে নির্ব্বাণসুখ। সমুদায়ের সাকল্যে অর্থ এই, যাহারা সুহৃৎ, কি না, শুদ্ধচিত্ত, তাহাদিগকে তিনি আনন্দ, কি না, চিরকাল সুখ প্রদান করেন। এইজন্য তাঁহার নাম সুহৃদানন্দ।

তথাচ শ্রুতিতে বলিয়াছেন, ইহাঁরই আনন্দমাত্রা অন্যান্য ভূতবর্গের উপজীবিকা, অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টি সেই পরমাত্মারই আনন্দাংশ আশ্রয় করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

পুনশ্চ, ব্রহ্মই আনন্দ, জানিবে এবং যিনি ভূমাস্বরূপ, তিনিই সাক্ষাৎ সুখ। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ যে আনন্দ অনুভব করেন, তিনি সেই আনন্দ স্বরূপ। ইহাই সুহৃদানন্দের ভাবার্থ।

অথবা, সুহৃৎশব্দে গোপীসমূহ; রাসাদি ক্রীড়া সহায়ে তাঁহাদিগকে আনন্দিত করেন, এইজন্য তাঁহার নাম সুহৃদানন্দ।

অথবা, সুহৃৎশব্দে নন্দাদি গোপবর্গ। তাঁহাদিগকে বিবিধ ক্রীড়া সহায়ে আনন্দিত করেন, এইজন্য তাঁহার নাম সুহৃদানন্দ।

গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দার্পিতচেতা যো
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি ।
গোবিন্দাংঘ্রিসরোজধ্যানসুধাজলধৌতসমস্তাঘো
গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তস্থং স সমভ্যেতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গোবিন্দাষ্টকং
সমাপ্তম্ ॥

শ্রুতেঃ সর্ব্বস্থানন্দকরমিত্যর্থঃ। স এব মুনিভির্ধ্যেয় ইত্যাহ বন্দ্যেতি। বন্দ্যাশ্চ তেঽশেষমহামুনয়শ্চ বন্দ্যাশেষমহামুনয়ো নারদাদয়স্তেষাং মানসেন চিত্তেন বন্দ্যং ধ্যেয়মানন্দরূপং পদদ্বন্দ্বং যস্য স তথোক্তস্তম্। শান্ত্যাদিগুণাশ্রয়ত্বেন তং স্তৌতি বন্দ্যেতি বন্দ্যাশ্চতেঽশেষগুণাশ্চ শান্ত্যাদয়স্তে তথা তেষাং যোঽব্ধিঃ সমুদ্রস্তং বন্দ্যাশেষগুণাব্ধিং গোবিন্দং হে লোকা যূয়ং প্রণমতেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

এতৎ স্তোত্রপাঠকানাং ফলং কীর্ত্তয়ন্নুপসংহরতি। গোবিন্দেতি গোবিন্দার্পিতচেতা গোবিন্দেঽর্পিতং সমর্পিতং চেতো যেন স তথাভূতঃ সন্ যঃ পুরুষঃ হে গোবিন্দ হে অচ্যুত চ্যুতিরহিত হে মাধব লক্ষ্মীপতে হে বিষ্ণো ব্যাপনশীল হে গোকুলনায়ক গোকুলাখ্যদেশবিশেষস্য স্বামিন্ বা

ইনিই সকলকে আনন্দিত করেন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে তিনি সকলের আনন্দকর ; ইহাই এস্থলের ভাবার্থ।

মননশীল ব্যক্তিগণ তাঁহারাই ধ্যান করেন, ইহাই বলিতেছেন, যথা, নারদাদি যে সকল ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

এই স্তোত্র পাঠ করিলে, যে ফল-বিশেষ-প্রাপ্তি হয়, তাহাই বর্ণন করত উপসংহার করিতেছেন, যথা, যে ব্যক্তি সেই ভগবান্ গোবিন্দে স্বকীয় চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া, হে গোবিন্দ! হে অচ্যুত! হে মাধব! হে বিষ্ণো! হে গোকুলনায়ক! হে কৃষ্ণ! ইত্যাদি নামমালা কীর্ত্তন

গোকুলস্থেন্দ্রিয়সমূহস্য প্রেরক অথবা গোকুলস্থ পশুসমূহস্য পালক হে কৃষ্ণ কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইতি স্মৃতেঃ হে পরব্রহ্ম ইত্যেতানি নামানি কীর্ত্তয়ন্ সন্নেতদ্গোবিন্দাষ্টকং প্রতিদিনমধীতে পঠতি স পুরুষঃ গোবিন্দস্য যদংঘ্রিসরোজং চরণকমলং তস্মিন্ যদ্ধ্যানং তদেব সুধাজলমমৃতং তেন ধৌতং প্রক্ষালিতং সমস্তমঘং পাপং যেন স তথোক্তস্তাদৃশঃ সন্ গোবিন্দং সমভ্যেতি সম্যক্ প্রাপ্নোতীতিসম্বন্ধঃ। তথাচোক্তং ভগবতা দেবান্দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপীতি। কীদৃশং গোবিন্দং পরমানন্দামৃতং অমৃতো মরণাদিরহিতঃ পরমানন্দশ্চাসাবমৃতশ্চ পরমানন্দামৃতস্তম্। অন্তস্থং অন্তে অতিসমীপে স্থিতং তথাচ শ্রুতিঃ তদন্তিকে তদন্তস্য সর্ব্বস্যেতি। এবং ভগবৎকীর্ত্তনাখ্যভক্তিরূপস্যৈতৎ স্তোত্রপঠনস্য ভবগৎপ্রাপ্তিফলত্বান্নিষ্কামতয়া প্রতিদিনং মুমুক্ষুভিঃ পঠিতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

যস্যাজ্ঞানবশাদ্বিভাতি নিখিলং বিশ্বং গুণে সর্পবৎ জ্ঞানাদ্যস্য লয়ং প্রয়াতি ফণিবদ্রজ্জ্বাং বিশুদ্ধাত্মকে। যং জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ প্রযান্তি তমসঃ পারং পরং নিষ্কলং তং বন্দে প্রতিবোধমাত্রমভয়ং কৃষ্ণং তু কৃষ্ণপ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

সহকারে প্রতিদিন এই গোবিন্দাষ্টক পাঠ করে, ভগবান্ গোবিন্দের শ্রীশ্রীচরণারবিন্দের ধ্যানরূপ সুধাসলিলে তাহার সমুদায় কলুষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। তদবস্থায় সে সেই অমৃতস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, পরমস্বরূপ এবং সর্ব্বদা সকলের সান্নিধ্যে অধিষ্ঠিত ভগবান্ গোবিন্দকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এখানে অচ্যুতশব্দে চ্যুতিরহিত, অর্থাৎ তাঁহার কোন কালেই ক্ষয় নাই, মাধবশব্দে লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণুশব্দে ব্যাপনশীলন, গোকুলনায়ক শব্দে গোকুলনামক জনপদের স্বামী, অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের পরিচালক, অথবা পশুসমূহের পালক এবং কৃষ্ণশব্দে, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। তথাহি প্রমাণ যথা, কৃষিশব্দে ভূমি, ণশব্দে নির্বৃতি। এই উভয়ের যোগে কৃষ্ণশব্দ বিনিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মও এই উভয়ের ঐক্যস্বরূপ, অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টির নির্বৃতি বিধান করেন।

ষতস্ত বিদ্যাস্বুরনিম্নগাগাচ্ছিষ্যপ্রশিষ্যান্ প্র তিতীব্রবেগা। তানার্য্যবর্য্যাম্ প্রণমামি নিত্যং ব্রহ্মাদিবিজ্ঞানপদাভিধেয়ান্॥ ২॥ যেষাং প্রসাদবশতঃ খলু শাস্ত্রজাতং যত্নং বিনাপ্যধিগতং তু ময়া দূরাপম্। বন্দে সদা সকলশাস্ত্রবিদাং বরিষ্ঠান্ বিদ্যাপ্রদানমরদাসপদাভিধেয়ান্॥ ৩॥ বক্তব্যমত্র বহুধা প্রতিভাতি সম্যক্ নোক্তং ময়া কিমপি বৃদ্ধিভয়েন ভূয়ঃ। শ্লোকৈকরূপাত্তমন সঙ্গতমুক্তমত্র প্রায়ঃ কৃতো ন খলু বক্রগতৌ প্রযত্নঃ॥ ৪॥ স্তোত্রস্য কারুণিকভাষ্যকৃতা কৃতস্য ব্যাখ্যা ত্বিয়ং ভগবতো গুণকীর্ত্তনার্থম্। সংক্ষেপতঃ প্রতিপদং চ ময়া কৃতা বৈ নিত্যং তয়া হি খলু তুষ্যতু পদ্মনাভঃ॥ ৫॥

ইতি শ্রীমদুদাসীনবর্য্যশ্রীমদমরদাসানুগৃহীতেনামরদাসসমাখ্যাধরেণ
বিদুষা বিরচিতা গোবিন্দাষ্টকস্তুতিব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

॥ * ॥ শুভং ভবতু ॥ * ॥

ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহারা দেবগণের যাজন, অর্থাৎ উপাসনা করে, তাহারা চরমে দেবগণে লীন হয় এবং যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি বচনানুসারেই এখানে, সেই ভগবান্ গোবিন্দকেই সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বলিলেন। এখানে অমৃতশব্দে মরণাদিরহিত, পরমশব্দে ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও উৎকর্ষবিশিষ্ট।

তিনি যে সর্ব্বদা সকলের সান্নিধ্যে অধিষ্ঠিত, তাহা শ্রুতিতেও বলিয়াছেন। যথা, তিনি সকলেরই অন্তিকে এবং তিনি সকলেরই অন্তে ইত্যাদি।

এইরূপে, ভগবানের কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিরূপ এই স্তোত্র পাঠ করিলে, ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়। এই কারণে মোক্ষকাম পুরুষগণ প্রতিদিন নিষ্কাম ভাবে ইহা পাঠ করিবেন, ইহাই ভাবার্থ॥ ৯॥

সম্পূর্ণ॥

“পঞ্চদশী” (টীকা-সহিত)	...	৭॥০	...	৶০
“পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন” (ব্রহ্মমীমাংসাগ্রন্থ)	...	৫॥০	...	৶০
প্রবচনভাষ্য-সহিত“সাংখ্যদর্শন”	...	৪৲	...	৵০
“পাতঞ্জলদর্শন” (বৃত্তি-সহিত)	...	১॥৵০	...	৴০
“সাংখ্যসার”	...	১৷৵০	...	৴০
ভাষ্য-সহ “শাণ্ডিল্যসূত্র” (ভক্তিমীমাংসাগ্রন্থ)		১৲	...	৴০
“বিষ্ণুর-সহস্রনাম” (শাঙ্করভাষ্য-সহিত)		১৷০	...	৴০
“হঠযোগপ্রদীপিকা” (টীকা-সহিত)		২॥০	...	৴০

বেদান্তরত্নাবলীর—প্রথমকল্পে “সিদ্ধান্তবিন্দুসার” শঙ্করাচার্য্যের “নিরঞ্জনাষ্টক” শাঙ্করভাষ্য সহিত “হস্তামলক” এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা সহিত “বেদান্তসার” প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১॥৵০ আনা, ডাকমাশুল ৴০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—দ্বিতীয়কল্পে শঙ্করাচার্য্যের“আত্মবোধ” ও সটীক “অপরোক্ষানুভূতি” একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৴০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—তৃতীয়কল্পে সটীক “প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটক”এবং শঙ্করাচার্য্যের“তত্ত্বোপদেশ” প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২৷০ দুই টাকা চারি আনা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—চতুর্থকল্পে “নাড়ীপ্রকাশ” শঙ্করাচার্য্যের “মণিরত্নমালা” “পরমার্থসার” ও পরমহংসাচার্য্যমাধব-পরিব্রাজকের বিবৃতি সহিত “কাপিলসূত্র” প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০আনা, মাশুল ৴০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—পঞ্চমকল্পে শ্রীমদুদাসীনবর্য্য শ্রীঅমরদাস-বিরচিত বিবৃতি এবং বঙ্গানুবাদ সহিত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের “গোবিন্দাষ্টক” খানি প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা, মাশুল ৴০ আনা।

বেদমাতা-গায়ত্রী।

গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যার তিন মূর্ত্তি, অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন এই তিন অবস্থার তিন খানি প্রতিমূর্ত্তির ১০×১২ ইঞ্চি মাপের সুরঞ্জিত ছবির সহিত তিনবেদোক্ত, অর্থাৎ সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদোক্ত মূর্ত্তির ধ্যান, মহাত্ম্য, মন্ত্র, পূজা, স্তব, কবচ, শাপোদ্ধার, তর্পণ, পুরশ্চরণ ও সন্ধ্যা প্রভৃতি গায়ত্রী সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, তদ্‌সমুদয়ের মূল, ভাষ্য ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ সহিত ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা, মাশুল ৷০ চারি আনা।

গায়ত্রী-তন্ত্র।

মূল ও বাঙ্গালা-অনুবাদ সহিত এবং তন্ত্রোক্ত প্রত্যেক বীজ-মন্ত্রের নিগূ ব্যাখ্যা সমেত “গায়ত্রী-তন্ত্র” খানির ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের প্রণীত গ্রন্থ গুলির মধ্যে যে কি অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, যাঁহারা একবার তাহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই বিষয়ের পক্ষপাতী হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং বেদান্তরত্নাবলীতে যাবতীয় বেদান্তগ্রন্থ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বিরচিত গ্রন্থ সমুদয় বাঙ্গালা-অনুবাদ-সহকারে প্রকাশিত করাই নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সার-সঙ্কল্প; সুতরাং ইহার প্রথমকল্পে সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা-সহিত "বেদান্তসার" শাঙ্করভাষ্য-সহিত "হস্তামলক" শঙ্করাচার্য্যের "নিরঞ্জনাষ্টক" এবং মধুসূদনসরস্বতী-বিরচিত "সিদ্ধান্তবিন্দুসার"; ইহার দ্বিতীয়কল্পে শঙ্করাচার্য্যের "আত্মবোধ" ও বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর-কৃত দীপিকা সহিত শঙ্করাচার্য্যের "অপরোক্ষানুভূতি" এবং ইহার তৃতীয়কল্পে মহেশ্বর-কৃত টীকা-সহিত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-বিরচিত "প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটক" ও শঙ্করাচার্য্যের "তত্ত্বোপদেশ" বাঙ্গালা-অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থকল্পে বাঙ্গানুবাদ-সমেত পরমহংসাচার্য্য মাধবপরিব্রাজকের বিবৃতি সহিত "কাপিলসূত্র" শেষনাগবিরচিত "পরমার্থসার" শঙ্করাচার্য্য-কৃত "মণিরত্ন-মালা" ও দত্তরামকৃত "নাড়ীপ্রকাশ" এবং ইহার পঞ্চমকল্পে শ্রীমদুদাসীনবর্য্য শ্রীঅমরদাস-বিরচিত ব্যাখ্যা সহিত শঙ্করাচার্য্যের "গোবিন্দাষ্টক" প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার ষষ্ঠকল্পে শ্রীমচ্ছরাচার্য্যের ৪৩ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হইল। অতঃপর এইপ্রকার নিয়মেই শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত সমুদয় গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। অলমিতি—

উৎপনিষৎকার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্;
যোড়াসাঁকো; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল
সম্পাদক।

সূচীপত্রং।

		বিষয়	পৃঃ	পং
অথ	১	শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রম্	১	১
,,	২	শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্	৬	১
,,	৩	বেদসারশিবস্তোত্রম্	৮	১
,,	৪	শিবনামাবল্যষ্টকম্	১১	১
,,	৫	দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টকম্	১৪	৬
,,	৬	নির্ব্বাণদশকম্	১৯	৭
,,	৭	নির্ব্বাণষট্কম্	২৩	১
,,	৮	আত্মপঞ্চকম্	২৫	১
,,	৯	কালভৈরবাষ্টকম্	২৭	১
,,	১০	সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রম্	৩০	৭
,,	১১	ষট্পদিস্তোত্রম্	৩৫	১
,,	১২	অচ্যুতাষ্টকম্	৩৭	১
,,	১৩	শিবাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্	৩৯	৬
,,	১৪	পাণ্ডুরঙ্গাষ্টকম্	৪৬	১
,,	১৫	নারায়ণস্তোত্রম্	৪৯	৬
,,	১৬	কৃষ্ণাষ্টকম্	৫৭	১
,,	১৭	অচ্যুতাষ্টকম্	৬০	৮
,,	১৮	ভগবন্মানসপূজা	৬৩	৬
,,	১৯	হরিস্তুতিঃ	৬৭	৫
,,	২০	হরিনামমালাস্তোত্রম্	৮১	৫
,,	২১	ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রম্	৮৬	১
,,	২২	দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্	৮৯	১
,,	২৩	আনন্দলহরীস্তোত্রম্	৯৩	৫
,,	২৪	অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্	১০১	৬
,,	২৫	ধন্যাষ্টকস্তোত্রম্	১০৬	৫
,,	২৬	বিজ্ঞাননৌকাস্তুতিঃ	১০৯	১০

		বিষয়	পৃঃ	পং
অথ	২৭	দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্রম্	১১৩	১
,,	২৮	চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্রম্	১১৭	১
,,	২৯	হস্তামলকস্তোত্রম্	১২৪	৫
,,	৩০	পঞ্চরত্নমালিকাস্তোত্রম্	১২৯	১
,,	৩১	আত্মষট্কস্তোত্রম্	১৩১	১০
,,	৩২	গঙ্গাষ্টকস্তোত্রম্	১৩৩	৬
,,	৩৩	নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্রম্	১৩৭	১
,,	৩৪	যমুনাষ্টকস্তোত্রম্	১৪০	৪
,,	৩৫	যমুনাষ্টকস্তোত্রম্	১৪৩	১
,,	৩৬	মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্রম্	১৪৭	১
,,	৩৭	কাশীপঞ্চকস্তোত্রম্	১৫১	৫
,,	৩৮	দশাবতারস্তোত্রম্	১৫৩	১
,,	৩৯	আর্ত্তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশকম্	১৫৬	১
,,	৪০	বাক্যবৃত্তিঃ	১৬৪	৫
,,	৪১	গুর্ব্বষ্টকস্তোত্রম্	১৭৭	৬
,,	৪২	প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা	১৮১	১
,,	৪৩	গঙ্গাস্তোত্রম্	১৯০	৭

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা

স্তোত্ররত্নাবলী।

অথ শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ গলদ্দানগণ্ডং মিলদ্ভৃঙ্গষণ্ডং চলচ্চারুশুণ্ডং জগত্ত্রাণশৌণ্ডং। লসদ্দন্তকাণ্ডং বিপদ্ভঙ্গচণ্ডং শিবপ্রেমপিণ্ডং ভজে বক্রতুণ্ডম্ ॥ ১ ॥

অনাদ্যন্তমাদ্যং পরংতত্ত্বমর্থং চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেয়ং। হরিব্রহ্মমৃগ্যং পরব্রহ্মরূপং মনোবাগতীতং মহঃ শৈব মীড়ে ॥ ২ ॥

যাঁহার গণ্ডদেশ হইতে অনবরত মদবারি ক্ষরিত হইতেছে এবং ঐ মদগন্ধে ভৃঙ্গগণ মিলিত হইয়া ঐ গণ্ডস্থলে আকুলভাবে রহিয়াছে, যাঁহার সুচারু শুণ্ড সর্ব্বদা চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরিত্রাণ কার্য্যে যিনি নিয়ত আছেন; যিনি কাণ্ডতুল্য দণ্ডদ্বয় ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের বিপদ্বিনাশে প্রচণ্ডরূপী এবং শিবের পরম প্রেমাস্পদ, সেই গজাননকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

যাঁহার আদি ও অন্ত নাই, অথচ সকলের আদি, যিনি পরমতত্ত্বস্বরূপ এবং সকলের আরাধ্য, যিনি চিন্ময়, অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্ম, কেহই যাঁহার পরিমাণ করিতে পারে না, হরি ও ব্রহ্মা যাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন, যিনি পরব্রহ্মরূপী এবং মনোবাক্যের অতীত, সেই তেজঃপুঞ্জ শিবকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

স্বশক্ত্যাদিশক্ত্যন্তসিংহাসনস্থং মনোহারিসর্ব্বাঙ্গরত্নাদিভূষম্। জটাহীন্দুগঙ্গাস্থিশশ্যর্কমৌলিং পরং শক্তিমিত্রং নুমঃ পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩ ॥

শিবেশানতৎপুরুষাঘোরবামাদিভির্ব্রহ্মভির্হৃন্মুখৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ। অনৌপম্যষট্ত্রিংশতং তত্ত্ববিদ্যামতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কো বা ॥ ৪ ॥

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দ্ধং মরুত্বন্মণিশ্রীমহঃশ্যামমর্দ্ধম্। গুণস্যূতমেকং বপুশ্চৈকমন্তঃ স্মরামি স্মরাপত্তিসংপত্তিহেতুম্ ॥ ৫ ॥

স্বসেবাসমায়াতদেবাসুরেন্দ্রানমন্মৌলিমন্দারমালাভি-

যিনি স্বীয়শক্তিপ্রভাবে আদিশক্তিরূপ সিংহাসনে অবস্থিত আছেন, মনোহর রত্নে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত আছে, যাঁহার শিরোদেশে জটাভার গলে নাগযজ্ঞোপবীত, মস্তকে গঙ্গা, গলে অস্থিমালা এবং কপালে চন্দ্র ও সূর্য্য বিদ্যমান আছেন, যিনি পরমাত্মা এবং পরমশক্তির মিত্র, সেই পঞ্চাননকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ শিব, ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর ও বামদেবাদি-নামে এবং নমঃ স্বাহা প্রতি ষড়ঙ্গমন্ত্রে সর্ব্বদা যাঁহার আরাধনা করেন, কোন উপমান দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না, যিনি ষট্ত্রিংশৎ তত্ত্ববিদ্যার অতীত, তুমিই সেই পরব্রহ্ম, অতএব হে মহেশ্বর! কে তোমাকে জানিতে পারে? ॥ ৪ ॥

যাঁহার দেহকান্তি নূতন পল্লবসমূহের ন্যায় শোণবর্ণ, যিনি সকলের পূজনীয়, গোমেদ মণির ন্যায় যাঁহার দেহ শোভা পাইতেছে, যিনি ত্রিগুণাতীত, যিনি কামদেবের উৎপত্তি বিনাশের হেতু, সেই সনাতন পরব্রহ্মরূপী মহাদেবকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

হে শম্ভো! তোমার সেবার নিমিত্ত দেবগণ ও অসুরেন্দ্র আগমন

ষিক্তং। নমস্যামি শম্ভো পদাম্ভোরুহং তে ভবাম্ভোধিপোতং ভবানীবিভাব্যম্ ॥ ৬ ॥

জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীসনাথ প্রপন্নানুকম্পিন্ বিপন্নার্ত্তিহারিন্। মহঃস্তোমভূতৈঃ সমস্তৈকবন্ধো নমস্তে নমস্তে পুনস্তে নমোহস্তু ॥ ৭ ॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব স্মরারে পুরারে যমারে হরেতি। ব্রুবাণঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তং ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ৮ ॥

বিরূপাক্ষ বিশ্বেশ বিদ্যাদিকেশ ত্রয়ীমূল শম্ভো শিব ত্র্যম্বক ত্বং। প্রসীদ স্মরে ত্রাহি পশ্যাহব পুষ্য ক্ষমস্বাপ্নুহীতি ক্ষপা হি ক্ষিপামঃ ॥ ৯ ॥

করিয়া চরণে স্বস্ব মস্তক স্থাপন করিলে দেবাসুরগণের মৌলিস্থিত মন্দার কুসুমে যে চরণ রঞ্জিত হয়, তোমার সেই পাদপদ্মে নমস্কার করি। ঐ চরণকমল ভবসংসার-পারের তরণীস্বরূপ, এবং ঐ চরণযুগল সর্ব্বদা ভবানী ধ্যান করিয়া থাকেন। ৬ ॥

হে শম্ভো! তুমি জগতের আশ্রয়; সুতরাং আমারও আশ্রয়। হে গৌরীনাথ! তুমি শরণাগত ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাক, তুমি বিপদ্‌গ্রস্থ জনের বিপদ হরণ কর, তুমি আপন তেজঃপ্রভাবে অখিল জনের বন্ধু। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ।

হে মহাদেব! তুমি দেবগণের ঈশ্বর, তুমি দেবগণের আদিদেব, তুমি কামদেবকে বিনাশ করিয়াছ। হে হর! তুমি ত্রিপুরাসুরকে জয় করিয়াছ, তুমি যমভয়ের নিবারক, আমি তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করি। হে দেব! তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর এবং প্রসন্ন হও। ৮ ।

হে বিশ্বেশ্বর! তোমার নয়ন সকল বিরূপ, অর্থাৎ তুমি সর্ব্বদা ঊর্দ্ধনয়নে অবস্থিত থাক, হে শম্ভো! তুমি বেদসকলের মূলীভূত, হে শিব!

ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্য নেতি প্রসীদ স্মরন্নেব হন্যাস্তু দৈন্যম্। ন চেত্তে ভবেদ্ভক্তবাৎসল্যহানিস্ততো মে দয়ালো দয়াং সন্নিধেহি ॥ ১০ ॥

অয়ং পানকালস্ত্বহং দানপাত্রং ভবান্নাথ দাতা ত্বদন্যং ন যাচে। ভবদ্ভক্তিমেব স্থিরাং দেহি মহ্যং কৃপাশীল শম্ভো কৃতার্থোহস্মি তস্মাৎ ॥ ১১ ॥

পশুং বেৎসি চেন্মাং ত্বমেবাধিরূঢ়ঃ কলঙ্কীতি বা মূর্দ্ধ্নি ধৎসে ত্বমেব। দ্বিজিহ্বঃ পুনস্তেহপিকে কণ্ঠভূষা ত্বদঙ্গীকৃতাঃ শর্ব্ব সর্ব্বেহপি ধন্যাঃ ॥ ১২ ॥

তুমি ত্রিনয়ন, আমি তোমাকে স্মরণ করি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ত্রাণ কর। আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর, আমাকে রক্ষা কর ও আমাকে পোষণ কর। হে বিশ্বনাথ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। ৯।

“হে মহেশ্বর! তুমি ভিন্ন বিপন্ন ব্যক্তির আশ্রয় আর কেহ নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও” এইরূপে তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তৎক্ষণাৎ ভক্তের দৈন্য হরণ করিয়া থাক, কখনও তোমার ভক্তবাৎসল্যের হানি হয় না, তুমি অতি দয়ালু, আমার প্রতি দয়া বিতরণ কর ॥ ১০ ॥

হে নাথ! এই ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত, আমি সম্প্রতি আপনার দানপাত্র হইয়াছি, আপনি দাতা, আমি অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না, এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, অতএব আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান করুন্। হে শম্ভো! আপনি অতি কৃপালু, আমার প্রতি আপনা কৃপা হইলেই চরিতার্থতা বোধ করব। ১১ ॥

হে হর! আমাকে যদি পশু জ্ঞান কর, তাহাহইলে আমাতে আরোহণ কর, আর আমি যদি কলঙ্কী হই, তবে তুমি আমাকে কপালে ধারণ করিবে। যেহেতু তুমি পশুবাহন ও চন্দ্রশেখর, আর যদি আমি সর্প হই, তাহাহইলেও তোমার কণ্ঠভূষণ হইয়া থাকিতে পারি। হে

ন শক্নোমি কর্ত্তুং পরদ্রোহলেশং কথং প্রীয়সে ত্বং ন জানে গিরীশ। তদাহি প্রসন্নোঽসি কস্যাপি কান্তাসুতদ্রোহিণো বা পিতৃদ্রোহিণো বা ॥ ১৩ ॥

স্তুতিং ধ্যানমর্চ্চাং যথাবদ্বিধাতুং ভজন্নপ্যজানন্মহেশাবলম্বে। ত্রসন্তং সুতং ত্রাতুমগ্রে মৃকণ্ডোর্যমপ্রাণনির্ব্বাপণং ত্বৎপদাব্জম্ ॥ ১৪ ॥

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভুজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেঽনলাক্ষাৎ। অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং ন মন্যে ন মন্যে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-
বিরচিতং শ্রীশিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং
সম্পূর্ণম্ ॥ ১ ॥

সংহারকারিন্! তোমার অঙ্গে যাহারা আছে, তাহারা সকলই ধন্য হইয়াছে। ১২ ॥

আমি পরদ্রোহ করিতে শক্ত নহি এবং তুমি কিরূপে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবে, তাহাও জানি না। হে গিরীশ্বর! তুমি কোন কোন স্ত্রী-পুত্রদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক। তোমার কৃপা ব্যতিরেকে কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ১৩ ॥

হে মহেশ! আমি অজ্ঞ। স্তুতি, ধ্যান ও অর্চ্চনা কিছুই জানিনা, অতএব যথাবৎ স্তুতি, ধ্যান ও অর্চ্চনা বিধানার্থ তোমাকে আশ্রয় করিলাম। অসাধুশীল এই মৃকণ্ডুতনয়কে পরিত্রাণ কর। তোমার পাদযুগলই যমভয় নিবারণ করে এবং প্রাণের নির্ব্বাপণ করে ॥ ১৪।

যাহার কণ্ঠে কালিমা নাই, অঙ্গে ভুজঙ্গ নাই, হস্তে নরমুণ্ড নাই, মৌলিপ্রদেশে শশাঙ্ক নাই এবং বামভাগে কলত্র নাই, তাহাকে আমি দেব বলিয়া স্বীকার করি না, অর্থাৎ যিনি নীলকণ্ঠ, নাগবিভূষিত কলেবর,

অথ শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ। নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়। নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

মন্দাকিনীসলিলচংদনচর্চ্চিতায় নন্দাশ্বরপ্রমথনাথমহেশ্বরায়। মন্দারপুষ্পবহুপুষ্পসুপূজিতায় তস্মৈ মকারায় নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥

শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দসূর্য্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়। শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায় তস্মৈ শকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

নরমুণ্ডধারী, অনলাক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং বামভাগে শক্তি সমন্বিত, তিনিই সর্ব্বদেবের প্রধান ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত শিবভুজঙ্গপ্রয়াত স্তোত্র সমাপ্ত ॥ ১ ॥

শিবপঞ্চাক্ষর স্তোত্র।

পরিব্রাজকপ্রবর শ্রীশঙ্করাচার্য্য "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রগত নকারাদি পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্ব্বক কৈলাসেশ্বর ভগবান্ শঙ্করের স্তব করিতেছেন।—যিনি নাগেন্দ্রদ্বারা কণ্ঠে হার পরিধান করিয়াছেন, যিনি ভস্ম লেপন করিয়া অঙ্গরাগ করেন, যিনি মহেশ্বর, অর্থাৎ পরমাত্মরূপী, যিনি নিত্যশুদ্ধ ও দিগম্বর, সেই নকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যাঁহার অঙ্গ মন্দাকিনীর সলিল ও চন্দন দ্বারা সর্ব্বদা অনুলিপ্ত, যিনি নন্দীর ঈশ্বর, যিনি প্রমথগণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী এবং মন্দার পুষ্প প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পদ্বারা সুরগণ যাঁহার অর্চ্চনা করেন, সেই মকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

যিনি নিয়ত জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, যিনি সূর্য্যের ন্যায় গৌরীর বদনকমল প্রকাশ করেন, যিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া স্বীয়

বশিষ্ঠকুম্ভোদ্ভবগৌতমার্য্যমুনীন্দ্রদেবার্চ্চিতশেখরায় ।
চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায় তস্মৈ বকারায় নমঃ শিবায় ॥৪॥

যক্ষস্বরূপায় জটাধরায় পিনাকহস্তায় সনাতনায় ।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায় তস্মৈ যকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ। শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ২ ॥

ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন, সাগরমথনকালে বিষপানে যাঁহার কণ্ঠে কালীমা রহিয়াছে এবং যিনি সর্ব্বদা বৃষবাহনে গমন করেন, সেই শকারাত্মা শিবকে নমস্কার করি ॥ ৩ ।

বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতম প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণ সর্ব্বদা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, যাঁহার নয়নত্রয়ে চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি বিদ্যমান আছে, সেই বকারাত্মা শিবকে নমস্কার করি ॥ ৪ ।

যিনি যক্ষরূপী, অর্থাৎ যক্ষরাজ কুবের যাহার অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি আপন শিরোদেশে জটা ধারণ করিয়াছেন, যাহার হস্তে পিণাকনামক ধনু বিদ্যমান আছে, যিনি সনাতন, অর্থাৎ ক্ষয়োদয়রহিত, যিনি দিব্যপুরুষ ও পরমদৈবত এবং দিক্ সকল যাঁহার বসনরূপে আবরণ করিয়া রহিয়াছে, সেই যকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

মহাপুণ্যপ্রদ এই পঞ্চাক্ষর স্তোত্র যিনি শিব সমীপে নিয়ত পাঠ করেন, সেই সাধক শিবলোকে গমন করিয়া শিবসাযুজ্যলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ।

ইতি শ্রীশঙ্করার্য্যকৃত শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ বেদসারশিবস্তবপ্রারম্ভঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্। জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরামি ॥ ১ ॥

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্। বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ২ ॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্। ভবং সাক্ষরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং ভবানীকলত্রং ভজেপঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩ ॥

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে মহেশান্ শূলিন

যিনি পশুগণের অধিপতি, যিনি জনগণের পাপ বিনাশ করেন, যিনি পরমেশ্বর, যিনি গজেন্দ্রের চর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। যাঁহার জটাকলাপমধ্যে গঙ্গাজল তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই এক মহাদেবকে আমি পুনঃপুনঃ স্মরণ করি। ১ ॥

যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি অমরবৃন্দের অরাতিবংশ ধ্বংস করেন, যিনি বিভূ, বিশ্বনাথ এবং বিভূতিদ্বারা অঙ্গভূষণ করেন, যিনি বিরূপক্ষা অর্থাৎ বিকৃত নয়ন, যাঁহার নয়নত্রয়ে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি আছে এবং যিনি সদানন্দ, সেই পঞ্চবক্ত্র প্রভুকে স্তব করি। ২ ॥

যিনি পর্ব্বতের ঈশ্বর, প্রমথগণের অধিপতি, যাঁহার গলদেশ কালীমা বিভূষিত, যিনি গোপতিকে আরোহণ করেন, যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি ভবনামে অভিহিত হন, যিনি তেজঃপুঞ্জময়, যিনি ভস্মদ্বারা আপন অঙ্গবিভূষিত করিয়াছেন, সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

হে পার্ব্বতী নাথ! হে শম্ভো! হে চন্দ্রার্দ্ধশেখর! হে জটাজূটধারিন!

জটাজূটধারিন্। ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্। যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ৫ ॥

ন ভূমি র্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ুর্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা। ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্তমীড়ে মহেশং ॥ ৬ ॥

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্। তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥ ৭ ॥

একমাত্র তুমিই জগৎব্যাপিয়া আছ। হে প্রভো! এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি পূর্ণব্রহ্ম হে মহেশ্বর! হে শূলধারিন্! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥৪॥

হে ভগবন! একমাত্র তুমিই পরমাত্মরূপী, তুমিই জগতের আদি করণ, তুমি সর্ব্বচেষ্টাবিহীন, তুমি নিরাকার, তুমি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, তোমা হইতেই জগৎ জন্মিতেছে, তুমিই বিশ্বপালন করিতেছ এবং তোমাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইয়া থাকে, আমি তোমাকে ভজনা করি। ৫ ॥

যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, অগ্নি নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেনএবং যাহার তন্দ্রা নাই, নিদ্রা নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাই, বেশ নাই ও যাহার মূর্ত্তি নাই, অথচ যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই মূর্ত্তিত্রয়াত্মক, তাঁহাকে স্তব করি। ৬ ॥

যিনি অজ, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, যিনি জগৎপ্রকাশক চন্দ্রসূর্য্যাদিরও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীয় ব্রহ্ম ও মায়ার অতীত, যাঁহার আদি ও অন্ত নাই, যিনি পরব্রহ্মস্বরূপ, জগতের পাবন ও দ্বৈতবিহীন, তাঁহাকে প্রণাম করি। ৭।

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে। নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র। শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯ ॥

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্। কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকস্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ॥ ১০ ॥

ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ। ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং বেদসার-
শিবস্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥ ৩ ॥

হে বিভো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। হে চিদানন্দময়! তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। হে ভগবন্! তুমি তপস্যা ও যোগের গম্য, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। হে শিব! তুমি শ্রুতিজন্য জ্ঞানের বিষয়, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

হে প্রভো! হে শূলপাণে! হে বিভো! হে বিশ্বনাথ! হে পার্ব্বতীকান্ত! হে শান্তমূর্ত্তে! হে মদনারে! হে পুরবিজয়িন্! তোমার অন্য দেবগণ আছেন বটে, তাঁহারা মান্য, গণ্য বা বরেণ্য নহে ॥ ৯ ॥

হে শম্ভো! হে মহেশ! হে করুণাময়! হে শূলপাণে! হে গৌরীপতে! হে পশুপতে! হে পশুপাশবিনাশিন্! হে কাশীপতে! এক তুমিই স্বীয় করুণায় এই জগৎপালন করিতেছ, সংহার করিতেছ এবং জগৎ বিধান করিতেছ, অতএব তুমিই মহেশ্বর ॥ ১০ ॥

অথ শিবনামাবল্যষ্টকম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো। ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মামনাথং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥

হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ। হে বামদেব ভব রুদ্র পিণাকপাণে সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥

হে ভব! তোমা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। হে দেব! হে মদনান্তকারিন! তোমা হইতেই এই বিশ্বেরস্থিতি হইতেছে। হে বিশ্বনাথ! তোমাতেই জগৎলয় পাইয়া থাকে। হে হর। এই চরাচর বিশ্বই তোমারই স্বরূপ ॥ ১১ ॥

ইতি বেদসার স্তোত্র সমাপ্ত। ৩।

অথ শিবনামাবল্যষ্টক।

হে চন্দ্রশেখর! তুমি কামদেবকে বিনাশ করিয়াছে, হে শূলপাণে! তুমি স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। হে গিরীশ! তুমি গিরীজার ঈশ্বর, তুমি জনগণের ভয় বিনাশ কর। হে জগদীশ্বর! তুমি এ অনাথকে সংসার দুঃখ হইতে রক্ষা কর। ১ ॥

হে চন্দ্রচূড়! তুমি পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ! হে ভূতাধিপ! হে প্রমথনাথ! তুমি গিরিগুহাতে শয়ন করিয়া জপ করিতেছ। হে বামদেব! হে ভব! হে রুদ্র! হে পিণাক পাণে! তুমি এ অনাথকে সংসার দুঃখ হইতে রক্ষা কর। ২।

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ সর্ব্ব। হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং সংসারদুঃখগহনাজ্জদীশ রক্ষ ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ। বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪ ॥

বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ বীরেশ দক্ষমথকাল বিভো গণেশ। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো হে ব্যোমকেশ

হে নীলকণ্ঠ ! হে বৃষধ্বজ ! হে পঞ্চবদন ! হে লোকেশ ! তুমি অনন্তনাগদ্বারা স্বীয়করে বলয়া ধারণ করিয়াছ। হে প্রমথেশ ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড সংহার কর। হে ধূর্জটে ! হে পশুপতে ! হে গিরিজাপতে ! এ অনাথকে সংসার দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ ! তুমি মঙ্গলালয় এবং সকলের কল্যাণ সাধন করিতেছ। হে দেবদেব ! তুমি আপন শিরোভাগে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ এবং তুমি প্রমথগণের অধিনায়ক। হে নন্দিকেশ্বর ! তোমারই কৃপাবলে বাণরাজ অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছিলেন। তুমিই অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। হে হর ! তুমি ত্রিলোকের আশ্রয়। হে জগদীশ ! আমাকে অনন্ত সংসার দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

হে বিভো ! তুমি বারাণসীপুরীর অধিপতি, তুমি মণিকর্ণিকার ঈশ্বর, তুমিই বীরেশ্বর এবং তুমিই দক্ষযজ্ঞের বিনাশকারী। হে গণেশ্বর ! তুমি সকল জানিতেছ এবং তুমি সর্ব্বদা সকলের হৃদয়নিকেতনে বাস কর, হে নাথ ! হে জগদীশ ! আমি অনাথ, আমাকে অনন্ত সংসার দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ। ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥

কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস। নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ ॥

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ। হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ ॥

হে শ্রীমন্! হে মহেশ্বর! তুমিই কৃপাময়, অর্থাৎ তোমার কৃপাতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে। সাগর মন্থনকালে গরল উৎপন্ন হইয়া ত্রিলোক দগ্ধকরিতেছিল, তুমি লোকরক্ষার্থ সেই বিষপান করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার কণ্ঠদেশে কালীমা রহিয়াছে, এই নিমিত্ত তোমাকে শীতিকণ্ঠ বলে। তুমি প্রথমগণের অধিনায়ক, তুমি ভস্মদ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাক এবং নরমুণ্ডদ্বারা মালা ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ! আমি অনাথ, আমাকে অনন্ত সংসার দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

হে ত্রিলোচন! কৈলাসশৈলোপরি তোমার বসতি, তুমি বৃষবাহনে গমন কর, তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছ এবং ত্রিজগৎ তোমার বসতি স্থান, তুমি নারায়ণের অতি প্রিয়, তুমি সকলের মত্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাথ! অর্থাৎ সকল শক্তিই তোমার আশ্রিত। হে জগদীশ! আমাকে অনন্ত সংসার দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥

হে বিশ্বেশ্বর! তুমি বিশ্বের জন্ম বিনাশকর, অর্থাৎ সকলকে মুক্তিপ্রদান করিয়া জন্ম রহিত করিতে পার। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমিই বিশ্বময় এবং ত্রিভুবনের গুণসকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। হে করুণাময়! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনের বন্ধু। হে জগদীশ! আমাকে অনন্ত সংসার দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৮ ॥

গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায় পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায় । শর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শিবনামা-
বল্যষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৪ ॥

অথ দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টকম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া । যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ং তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ১ ॥

হে বিভো ! তুমি গৌরীর বিলাসভবন, তুমি মহেশ্বর, তুমি পঞ্চানন। যাহারা তোমর শরণাগত হয়, তুমি তাহাদিগকে পালন কর, তুমি শর্ব্ব অর্থাৎ সংহারকালে জগৎ সংহার কর, তুমি সর্ব্ব জগতের অধিপতিএবং তুমি শোক, দারিদ্র্য ও দুঃখ বিনাশ করিয়া মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

ইতি শিবনামাবল্যষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

যিনি দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর ন্যায় এই বিশ্বকে নিজান্তর্গত দর্শন করেন, যিনি এই বিশ্বকে আত্মাতে রাখিয়াও মায়া বলে নিদ্রার ন্যায় বাহ্য প্রকাশ করেন, আর যিনি প্রবোধ সময়ে সনাতন আত্মাসাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই দক্ষিণামর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

বীজস্যান্তরিতাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্‌নির্ব্বিকল্পং পুনর্ম্মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্ মায়াবীর বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্। যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥

নানাছিদ্রবটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে। জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎসমস্তং জগত্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৪ ॥

যিনি বীজের অঙ্কুর অন্তরিত করিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিকল্পিত জগৎকে মায়া বলে কল্পনা করেন, এবং দেশ, কাল ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া জগতের বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন। যিনি মায়াবীর ন্যায় এই জগৎপ্রকাশ করিয়া স্বয়ং যোগীর ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে বিদ্যমান থাকেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

যাহার স্ফুরণে সদাত্মক এই জগৎ অসৎ কল্পার্থ প্রকাশ পাইতেছে, যিনি "তত্ত্বমসি" এই বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য এবং যাঁহাকে সাক্ষাৎ করিলে পুনর্ব্বার সংসার সাগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ [illegible] ॥

যেমন নানাচ্ছিদ্র সমন্বিত বটবৃক্ষের মধ্যে মহাপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে সেই প্রদীপের প্রভা ঐ বটস্থিত ছিদ্রদ্বারা বহির্গত হয়, সেইরূপ যাঁহার ভাস্বর জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্ভূত হয়, আর যাঁহার

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্তা ভৃশং বাদিনঃ। মায়াশক্তিবিলাসকল্পিতমহাব্যামোহসংহরিণে তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৫ ॥

রাহুগ্রহস্তদিবাকরেন্দুসদৃশী মায়া সমাচ্ছাদনাং সম্মাত্রঃ করোণোপসংহরণতো যোহভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্। প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥

বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা। স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৭ ॥

প্রভাতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৪ ॥

দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রি এই সকলই বিনশ্বর এবং স্থিরও নহে, অতএব সকল অসার জানিবে। আর যাহারা ভ্রান্ত তাহারাই "আমি স্ত্রী, আমি বালক, আমি অন্ধ, আমি জড়" এইরূপ বলিয়া থাকে, কেবল গুরুদেবই উক্ত মায়াশক্তির বিলাস কল্পিত মহামোদ হরণ করিয়া থাকেন, অতএব সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

যেমন রাহু চন্দ্রসূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ মায়া সৎস্বরূপ আত্মাকে আবরণ করিয়া থাকে, ইহাতে যে সৎপুরুষ ইন্দ্রিয়গণ সংহরণ করিয়া সুষুপ্ত হয়েন এবং প্রবোধসময়ে যাঁহার এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হয় যে, আমি পূর্ব্বে নিদ্রিত ছিলাম, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥৬॥

যিনি বাল্য, কৈশোর, তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি সময়ে এবং অন্যান্য অবস্থাতে বর্ত্তমান আছেন, যিনি সর্ব্বদা "আমি"

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ। স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিভ্রামিতস্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৮ ॥

ভূরম্ভাংস্যনলোনিলাম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমানিত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকং। নান্যৎকিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎপরস্মাদ্বিভোস্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিংস্তবেতেনাস্য শ্রবণাত্তথার্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তনাৎ। সর্ব্বাত্মত্বমহাবি-

---

এইরূপে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহাকে ভজনা করিলে আত্মার প্রকাশ হয়, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৭।

যিনি স্বস্বামিসম্বন্ধবশতঃ কেহ শিষ্য, কেহ গুরু এবং কেহ পিতা ও কেহ পুত্র ইত্যাদিরূপে কার্য্য কারণ ভেদে বিশ্ব দর্শন করেন এবং যে পুরুষ জাগ্রৎকালে ও স্বপ্নাবস্থায় মায়াতে পরিভ্রমিত হয়েন, অর্থাৎ যাঁহার মায়াতেই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা হইতেছে, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি গুরুকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও পুরুষ যাহার, এই অষ্টমূর্ত্তিতে চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে বিভু পরমাত্মা হইতে অন্য কিছুই বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয় না, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৯।

যাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব প্রকটীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ এই স্তবে যিনি সর্ব্বময় বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রবণ, মনন, ধ্যান ও কীর্ত্তনদ্বারা মহাবিভূতি-সহিত সর্ব্বাত্মত্বই ঈশ্বরত্ব স্বতঃসিদ্ধ আছে, আর

ভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ সিদ্ধেত্তৎপুনষ্টধাপরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্ ॥ ১০ ॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ। ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥

চিত্রং বটতরোর্ম্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা। গুরোস্তু-মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু চ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে। নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্। গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥

যাঁহার অব্যাহত ঐশ্বর্য্য অষ্টমূর্ত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, ঐ অষ্ট ঐশ্বর্য্য কখনও বিনষ্ট হয় না ॥ ১০ ॥

যিনি বটতরুসমীপে ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া অভ্যাগত মুনি জনকে স্বীয় শিষ্যরূপে জ্ঞানপ্রদান করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিভুবনের গুরু এবং জনন মরণজনিত দুঃখচ্ছেদ করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিরূপ শ্রীগুরুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য এই যে, বটতরুমূলে যাঁহারা শিষ্য, তাঁহারা বৃদ্ধ এবং যাহারা গুরু, তাহারা যুবক, আর গুরু মৌন হইয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয়চ্ছেদ হইতেছে ॥ ১২ ॥

যিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য, যাঁহার মূর্ত্তি শুদ্ধ জ্ঞানময়, যিনি নির্ম্মল ও প্রশান্ত, সেই দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার আকরস্বরূপ, যিনি সর্ব্ববিধ রোগীর চিকিৎসক, যিনি সর্ব্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং বষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ। আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে। ১৫॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রং
সম্পূর্ণম্ ॥ ৫ ॥

অথ নির্ব্বাণদশকম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ ন ভূমির্ন তোয়ং ন তেজো ন বায়ুর্ন খং নেন্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ। অনৈকান্তিকত্বাৎ সুষুপ্ত্যেকসিদ্ধস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ১।

শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি গুরুদেব মৌনী হইয়া বেদবিদ্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনি যুবা হইয়াও বৃদ্ধতম শিষ্যদিগকে উপদেশ করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনীন্দ্র শিষ্যবর্গ সর্ব্বদা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিতেন, চিন্ময় ব্রহ্ম তাহার করতলগতবৎ প্রতীয়মান ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা আত্মাতেই ক্রীড়া করিতেন, স্বয়ংমূর্ত্তিমান আনন্দস্বরূপ ছিলেন ও মৌনভাবে অবস্থান করিতেন, এইরূপ দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে আরাধনা করি ॥ ১৫ ।

ইতি দক্ষিণামূর্ত্তি স্তব সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ নির্ব্বাণদশক।

যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, তেজ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, ইন্দ্রিয় নহেন বা ইন্দ্রিয় সমষ্টিরূপ নহেন এবং যিনি অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত সুষুপ্তিকালেও সিদ্ধ থাকেন, মহা-প্রলয়াদিতেও যিনি একমাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন, আমিই সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমাত্মা ॥ ১ ।

ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মা ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োঽপি। অনাত্মাশ্রয়োঽহং মমাধ্যাসহানাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ২ ॥

ন মাতা পিতা বা ন দেবা ন লোকা ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রুবন্তি। সুষুপ্তৌ নিরস্তাতিশূন্যাত্মকত্বাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৩ ॥

ন সাঙ্খ্যং ন শৈবং ন তৎপাঞ্চরাত্রং ন জৈনং মীমাংসকাদের্ম্মতং বা। বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৪ ॥

ন শুক্লং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতং ন পীনং ন কুব্জং

আমি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণের অন্তর্গত নহি, আমার বর্ণাশ্রমবিহিত কোন আচার বা ধর্ম্ম নাই, আমি ধারণা ও ধ্যানাদি যোগ করি না, আমার আত্মা নাই, আমিই সকলের আশ্রয় এবং আমার অধ্যাস নাই এবং যিনি মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমাত্মা ॥ ২ ॥

যাঁহার পিতা নাই, দেব নাই, লোক নাই, বেদ নাই, যজ্ঞ নাই এবং তীর্থ নাই, আর সুষুপ্তিকালে সকল নিরস্ত হইলেও যিনি শূন্যস্বরূপে বিদ্যমান থাকেন। মহাপ্রলয়েও একমাত্র এই পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন; সুতরাং আমি সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমাত্মা। ৩ ॥

সাংখ্য, শৈব, পঞ্চরাত্রাদিযোগ ও জৈনমীমাংসকাদির মত অবলম্বন করিলেও যাঁহাকে নির্ণয় করিতে পারা যায় না। বিশেষরূপ অনুভবদ্বারা যাহার কেবল বিশুদ্ধাত্মকত্ব অনুভূত হয় এবং যিনি মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমাত্মা। ৪ ॥

যিনি শুক্লবর্ণ নহেন, কৃষ্ণবর্ণ নহেন, রক্তবর্ণ নহেন ও পীতবর্ণ নহেন এবং যিনি স্থূল নহেন, কুব্জ নহেন, হ্রস্ব নহেন ও দীর্ঘ নহেন। যাঁহার

ন হ্রস্বং ন দীর্ঘম্। অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৫ ॥

ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্রকো বা সুষুপ্তির্ন বিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকো বা। অবিদ্যাত্মকত্বাত্ত্রয়াণাং তুরীয়ং তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৬ ॥

ন শস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ। স্বরূপাববোধাব্ধিকল্পাসহিষ্ণুস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৭ ॥

ন চোর্দ্ধং ন চাধো ন চান্তর্ন বাহ্যং ন মধ্যং ন তির্য্যঙ্ ন পূর্ব্বা পরা দিক্। বিয়দ্ব্যাপকত্বাদখণ্ডৈকরূপস্তদেকোঽবষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৮ ॥

রূপ নাই যিনি জ্যোতির্ম্ময় এবং একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই মঙ্গলময় পরমাত্মা। ৫ ॥

আমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি কোন অবস্থাই নাই, আমি বিশ্ব, তৈজস বা প্রাজ্ঞ পুরুষ নহি। উক্ত বিশ্বাদিত্রয়ই অবিদ্যাত্মক, অতএব আমি তুরীয় ব্রহ্ম। আর যিনি একমাত্র মহাপ্রলয়েও অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমাত্মা ॥ ৬ ॥

আমার শাসন কর্ত্তা নাই, শাস্ত্র নাই, শিষ্য নাই, শিক্ষা নাই এবং আমার তুমি আমি ইত্যাদি ভাব নাই, বা অন্য কোন প্রপঞ্চ নাই, আমি স্বস্বরূপাববোধের সাগরস্বরূপ, আর যিনি মহাপ্রলয়কালেও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমাত্মা ॥ ৭ ॥

আমার উর্দ্ধ নাই অধ নাই, অন্তর নাই, বাহ্য নাই, মধ্য নাই, বক্রভাব নাই এবং পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিক্ নাই। আমি সর্ব্বস্থলে ব্যাপক, অতএব অখণ্ডৈকরূপ। আর যিনি মহাপ্রলয়কালেও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমাত্মা। ৮ ॥

অপিব্যাপকত্বাদ্বিতত্বাৎ প্রয়োগাৎ স্বতঃশিদ্ধভাবাদনন্যাশ্রয়ত্বাৎ। জগত্তুচ্ছমেতৎসমস্তং তদন্যস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৯ ॥

ন চৈকং তদন্যদ্দ্বিতীয়ং কুতঃ স্যান্ন চাকেবলত্বং ন বা কেবলত্বম্। ন শূন্যং ন চাশূন্যমদ্বৈতকত্বাৎ কথং সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধং ব্রমীতি ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নির্ব্বাণদশকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ৬ ॥

যে পরমাত্মা জগদ্ব্যাপক, সর্ব্বত্র বিস্তৃত, সর্ব্বত্রই যাহার নিয়োগ দেখা যায়, তিনি স্বতঃসিদ্ধ ও অনন্যাশ্রয়, অতএব তদ্ভিন্ন সকলই তুচ্ছ। আর যিনি মহাপ্রলয়কালেও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মা ॥ ৯ ॥

কোন স্থলেও পরমাত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই, সর্ব্বত্রই কেবল পরমাত্মা অদ্বিতীয়রূপে বিদ্যমান আছেন, তিনি শূন্য বা অশূন্য নহেন, সেই পরমাত্মা অদ্বৈত, তাঁহাকেই সর্ব্ব বেদান্তসিদ্ধ বলা যায়। বেদান্ত সকল একমাত্র পরমাত্মাকেই সাধন করিয়াছেন। আমিই সেই পরমাত্মা ॥ ১০ ॥

ইতি নির্ব্বাণদশকস্তোত্র সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

অথ নির্ব্বাণষট্কম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি না ’হং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে। ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ১ ॥

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষঃ। ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ২ ॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ মদো নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ। ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥ ৩ ॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থং

অথ নির্ব্বাণষট্কস্তোত্র ।

আমি মন নহি বুদ্ধি নহি, অহঙ্কার নহি, চিত্ত নহি, আমি কর্ণ নহি, জিহ্বা নহি নাসিকা নহি, নেত্র নহি, আমি আকাশ নহি, পৃথিবী নহি, তেজ নহি, আমি চিদানন্দরূপ সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমাত্মা শিব। ১ ॥

আমি প্রাণসংজ্ঞক নহি, পঞ্চ বায়ু নহি, সপ্তধাতু নহি, অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, শুক্র, মেদ, অস্থি ও মজ্জা আমি ইহাদিগের কোন পদার্থই নহি, আমি পঞ্চকোষ, অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, আনন্দময় ও বিজ্ঞান এই পঞ্চকোষের কোন কোষই আমি নহি এবং আমার বাক্ পাণি, পাদ উপস্থ ও পায়ু নাই, আমি চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্ব মঙ্গলময় শিব ॥২॥

আমার দ্বেষ নাই, রাগ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই। আমার ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, কাম নাই ও মোক্ষ নাই, আমি চিদানন্দরূপ সর্ব্ব মঙ্গলময় শিব ॥ ৩ ॥

আমার পাপ নাই, পুণ্য নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, আমার মন্ত্র নাই,

ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥ ৪ ॥

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম। নবন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥ ৫ ॥

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকারারূপো বিভুত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্। ন চাসঙ্গগতং নৈব মুক্তির্ন মেয়শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নির্ব্বাণষট্কং
সম্পূর্ণম্ ॥ ৭ ॥

তীর্থ নাই, বেদ নাই, যজ্ঞ নাই। আমি ভোজন, বা ভোজ্য নহি এবং আমি ভোক্তা নহি, আমি চিদানন্দরূপ সর্ব্বমঙ্গলময় শিব। ৪ ॥

আমার মৃত্যু নাই, শঙ্কা নাই, আমার জাতিভেদ নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, জন্ম নাই, বন্ধু নাই, মিত্র নাই, গুরু নাই, শিষ্য নাই, আমি চিদানন্দরূপী সর্ব্ব মঙ্গলময় শিব। ৫ ॥

আমি নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ দ্বৈতবিহীন, আমি নিরাকার, অর্থাৎ রূপাদি শূন্য, আমি সর্ব্বত্র সকল ইন্দ্রিয়ের বিভু, অতএব সকলই আমাতে সঙ্গত আছে, কিছুই আমার সম্পর্ক রহিত নহে এবং আমার মুক্তি নাই ও পরিমাণ নাই, আমি চিদানন্দরূপ সর্ব্ব মঙ্গলময় শিব ॥ ৬ ॥

ইতি নির্ব্বাণষট্কস্তোত্র সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অথ আত্মপঞ্চকম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গং নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ। দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদিদূরঃ সাক্ষী নিত্যঃপ্রত্যগাত্মা শিবোহহম্॥ ১॥

রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহহিঃ স্বাত্মাজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ। আপ্তোক্ত্যা হি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জুর্জীবোনাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোহহম্॥ ২॥

আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যং সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাৎ। নিদ্রামোহাৎস্বপ্নবত্তন্ন সত্যং শুদ্ধঃ পূর্ণোনিত্য একঃ শিবোহহম্॥ ৩॥

আমি শিরঃপাদাদিবিশিষ্ট দেহ নহি, আগার চক্ষুঃ কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় নাই, মনঃ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয় নাই, অহঙ্কার নাই, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু নাই, আমি দারা, পুত্র, ক্ষেত্র, বিত্তাদির দুরবর্ত্তী, অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রাদির কোন সম্পর্ক আমার নাই, আমি সর্ব্বসাক্ষী ও নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা সকল জানিতেছি এবং কদাচ আমাব বিনাশ নাই, আমি প্রত্যগাত্মস্বরূপ শিব ॥১॥

যেমন কোন স্থানে পতিত রজ্জু দেখিলে যাবৎ রজ্জু বলিয়া জ্ঞান না হয়, তাবৎ সেই রজ্জুতে সর্পরূপে ভ্রম থাকে, সেইরূপ যাবৎ আত্ম পরিজ্ঞান না হয়, তাবৎ আত্মাতে জীববুদ্ধি হয়। অনন্তর যখন কোন ভ্রম-প্রমাদরহিত ব্যক্তির উপদেশে ভ্রান্তি জ্ঞান বিদূরিত হইলে যেমন সেই রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ গুরুর উপদেশে আত্মতত্ত্ব বোধ হইলে আমি জীব নহি, আমি সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মা, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

যাবৎ আত্মপরিজ্ঞান হয় না, (মোহের অধিকার থাকে) তাবৎ এই বিশ্ব সত্য বলিয়া বোধ হয়, পরে যখন সৎস্বরূপ পূর্ণানন্দরূপী পরমাত্মার জ্ঞান হইতে থাকে, তখন এই বিশ্ব অসত্যপ্রতীয়মান হয়। নিদ্রার আক্র-

মত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদত্রাস্তি বিশ্বং সত্যং বাহ্যং বস্তু মায়োপক্লৃপ্তম্। আদর্শান্তর্ভাসমানস্য তুল্যং ময্যদ্বৈতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোঽহম্॥ ৪॥

নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বধর্ম্মাঃ। কর্ত্তৃত্বাদিশ্চিন্ময়স্যাস্তি নাহঙ্কারস্যৈব হ্যাত্মনো মে শিবোঽহম্॥ ৫॥

নাহং জাতো জন্মমৃত্যু কুতো মে নাহং প্রাণং ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে। নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে॥ ৬॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং আত্মপঞ্চকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥ ৮॥

মনে মোহ উপস্থিত হইলে যে স্বপ্নদর্শন হয়, এই বিশ্ব সেই স্বপ্নবৎ অসত্য, অতএব সকলই অসার, আমি শুদ্ধ পূর্ণ অদ্বিতীয় সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মা।৩॥

কেবল আমিই সত্য, তদ্ব্যতীত কিছুই সত্য নহে, এই বাহ্য বিশ্ব মায়া পরিকল্পিত। যেমন দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বিশ্বও সেইরূপ অলীক পদার্থ। এইরূপে বিশ্বের অনিত্যতা বোধ হইলে আমিই সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মা এইরূপ বোধ হয়॥ ৪॥

আমার জন্ম হয় নাই, আমি বৃদ্ধি পাই নাই এবং আমি নষ্ট হই নাই, অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ নাই, দেহের ঐ সকল প্রাকৃত ধর্ম্ম কথিত আছে, দেহই জন্মিয়া থাকে, দেহই বৃদ্ধি পায় ও দেহই বিনাশ পায়। সেই আত্মা চিন্ময়, তাহার কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম নাই, অহঙ্কারেরই কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আছে। অতএব আমি সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মা। ৫॥

যেহেতু আমার জন্ম নাই, অতএব কোনরূপে আমার জন্ম মৃত্যু সম্ভবে না। আমি প্রাণ নহি, সুতরাং ক্ষুধা পিপাসা আমার অসম্ভব। আমি

অথ কালভৈরবাষ্টকম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ দেবরাজসেব্যমানপাবনাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ব্যালযজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্। নারদাদিযোগিবৃন্দবন্দিতং দিগম্বরং কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ১ ॥

ভানুকোটিভাস্বরং ভবাব্ধিতারকং পরং নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থদায়কং ত্রিলোচনম্। কালকালমম্বুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥ ২ ॥

চিত্ত নহি, এই নিমিত্ত কিরূপে আমার শোক মোহ থাকিতে পারে? এবং আমি কর্ত্তা নহি, অতএব কোনরূপেও আমার বন্ধ মোক্ষ সম্ভবিতে পারে না ॥ ৬ ।

ইতি আত্মপঞ্চকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ৮ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার পবিত্র চরণকমল সর্ব্বদা সেবা করেন, যাঁহার গলে সর্প যজ্ঞসূত্ররূপে লম্বমান আছে, কপোলে শশধর বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাদি যোগিবৃন্দ নিয়ত যাঁহার বন্দনা করেন, সেই কাশীপুরীর অধিনায়ক দিগ্বসন কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ১ ।

যিনি কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, যিনি ভবসাগরের পরিত্রাণ কর্ত্তা, অর্থাৎ যাঁহার সেবা করিলে আর তাহার সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না, যিনি পরব্রহ্মরূপী যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যিনি আপন সেবককে অভিলষিতার্থ প্রদান করেন, যিনি ত্রিলোচন, যিনি কৃতান্তেরও অন্তকস্বরূপ, অর্থাৎ যিনি ভক্তগণের যমভয় বিনাশ করেন, যাঁহার নয়ন পদ্মদল-

শূলটঙ্কপাশদণ্ডপাণি-মাদিকারণং শ্যামকায়মাদিদেব-মক্ষরং নিরাময়ম্। ভীমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্রতাণ্ডবপ্রিয়ং কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৩ ॥

ভুক্তিমুক্তিদায়কংপ্রশস্তচারুবিগ্রহং ভক্তবৎসলং স্থিতং সমস্তলোকবিগ্রহম্। নিক্বণন্মনোজ্ঞহেমকিঙ্কিণীলসৎকটিং কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥ ৪ ॥

ধর্ম্মসেতুপালকং অধর্ম্মমার্গনাশকং কর্ম্মপাশমোচকং সুশর্ম্মদায়কং বিভুম্। স্বর্ণবর্ণশেষপাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥ ৫ ॥

সদৃশ, অথবা চন্দ্র যাঁহার নেত্ররূপে আছেন, যাঁহার হস্তে অক্ষমালা ও শূল আছে. সেই কাশীপুরীর অধিনায়ক কালভৈরবকে সেবা করি ॥ ২ ॥

যাঁহার হস্তে শূল, টঙ্ক, (অস্ত্রবিশেষ) নরমুণ্ড ও দণ্ড আছে, যিনি জগতের আদিকারণ, যাঁহার কলেবর শ্যামবর্ণ. যিনি আদি দেব, যিনি ক্ষয়োদয়রহিত, যিনি অবিনাশী, যিনি ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি অদ্ভুত নৃত্য করিতে ভাল বাসেন, সেই কাশীপুরীর অধিনায়ক কালভৈরবকে সেবা করি ॥ ৩ ॥

যিনি আপন ভক্তবৃন্দকে ইহকালে বিবিধ ভোগ করাইয়া অন্তকালে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার শরীর অতি প্রশস্ত ও মনোহর, যিনি আপন ভক্তগণকে প্রিয়জ্ঞান করেন, যাঁহার বদনে সর্ব্বদা মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজিত আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর, যাঁহার কটিদেশ শব্দায়মান ক্ষুদ্রঘণ্টিকায় বিভূষিত রহিয়াছে, সেই কাশীপুরের অধিনায়ক কালভৈরবকে সেবা করি। ৪ ।

যিনি ধর্ম্মের সেতু রক্ষা করেন এবং অধর্ম্মমার্গ বিনাশ করেন, যিনি ভক্তগণের কর্ম্মপাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকদিগকে অতুলসুখ প্রদান করেন, যিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার সুবর্ণবর্ণ অঙ্গ

রত্নপাদুকাপ্রভাভিরামপাদযুগ্মকং নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্। মৃত্যুদর্পনাশনং করালদংষ্ট্রমোক্ষণং কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৬ ॥

অট্টহাসভিন্নপদ্মজাণ্ডকোশসন্ততিং দৃষ্টিপাতনষ্টপাপজালমুগ্রশাসনম্। অষ্টসিদ্ধিদায়কং কপালমালিকন্ধরং কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৭ ॥

ভূতসংঘনায়কং বিশালকীর্ত্তিদায়কং কাশিবাসলোকপুণ্যপাপশোধকং বিভুম্। নীতিমার্গকোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৮ ॥

নাগপাশে পরিশোভিত আছে, সেই কাশীপুরীর অধিনায়ক কালভৈরবকে আরাধনা করি। ৫।

যাঁহার পাদযুগল রত্ন-পাদুকার প্রভাতে অতি মনোরম হইয়াছে, যিনি নিত্য, অর্থাৎ অনন্তকালস্থায়ী, যিনি অদ্বিতীয় এবং প্রাণিবর্গের ইষ্টদেব, যিনি সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত, যিনি শমনের দর্প অপহরণ করেন, যিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে করাল কালদশন হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন, সেই কাশীপুরীর অধিনায়ক কালভৈরবকে সেবা করি ॥ ৬ ॥

যিনি অত্যুচ্চ হাস্য করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকোষ ভগ্ন করেন, যাঁহার দৃষ্টি পাতমাত্রে পাতকরাশি বিনাশ পায়, যিনি সর্ব্বদা উগ্রহাস্য করিয়া থাকেন, যিনি আপন সেবককে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন, যাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডের মালা প্রলম্বিত আছে, সেই কাশীপুরীর অধিনায়ক কালভৈরবকে ভজনা করি। ৭ ॥

যিনি ভূত সকলের অধিনায়ক, যিনি আপন ভক্তবৃন্দকে অতুল কীর্ত্তি প্রদান করেন এবং যাহারা কাশীপুরীতে বসতি করে, সেই সকল লোকের পাপ পুণ্য শোধন করেন, অর্থাৎ কাশীবাসিদিগের পাপ পুণ্য নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিয়া থাকেন, যিনি জগতের

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং জ্ঞানমুক্তিসাধনং বিচিত্রপুণ্যবর্দ্ধনম্। শোকমোহদৈন্যলোভকোপতাপনাশনং তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাঙ্ঘ্রি সন্নিধিং ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কালভৈরবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৯ ॥

অথ সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ শ্রীমৎপয়োনিধিনিকেতনচক্রপাণে-ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণ্যমূর্ত্তে। যোগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবাব্ধিপোত লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১ ॥

অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, যিনি সকলের আদি এবং জগৎপতি, সেই কাশীপুরীর অধিনায়ক কালভৈরবকে সেবা করি ॥৮॥

যে যে মানব সবিশেষ ভক্তি সহকারে এই মনোহর কালভৈরব স্তুতি পাঠ করে, তাহাদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ও মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, বিচিত্র পুণ্যরাশি প্রবর্দ্ধিত হয়, তাহাদিগের শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ ও উপপাতক বিনাশ পায় এবং তাঁহারা কালভৈরবের চরণকমল সন্নিধানে গমন করিতে পারেন। ৯ ॥

ইতি কালভৈরব স্তোত্র সমাপ্ত। ৯ ॥

হে শ্রীপতে! তুমি ক্ষীরোদসাগরে বসতি করিয়া থাক। হে চক্রপাণে! নাগগণাগ্রগণ্য অনন্তের ফণাস্থিত মণিসমূহে তোমার পুণ্যমূর্ত্তি রঞ্জিত আছে, তুমি যোগিগণের ঈশ্বর, তুমি সনাতন, তুমিই ভবসাগর পারের তরণি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর, অর্থাৎ হস্তপ্রসারণ করিয়া গ্রহণ কর। ১।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটিসঙ্ঘট্টিতাঙ্ঘ্রি কমলামলকান্তিকান্ত। লক্ষ্মীলসৎকুচসরোরুহরাজহংস লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ২ ॥

সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে মারোগভীকরমৃগপ্রবরার্দ্দিতস্য। আর্ত্তস্য মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্য লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৩ ॥

সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং সংপ্রাপ্য দুঃখশতসর্পসমাকুলস্য। দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৪ ॥

সংসারসাগরবিশালকরালকালনক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্র-

হে বিভো! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুদ্গণ ও আদিত্য ইহাঁরা সর্ব্বদা তোমার চরণ কমলে নমস্কার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের-মৌলিস্থিত মুকুটে তোমার চরণকমল সংঘট্টিত হইতেছে। তোমার নির্ম্মল কান্তিতে দেহ অতিমনোহর হইয়াছে। তুমি কমলার কুচকমলের হংসস্বরূপ। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহ দেব! তুমি আমাকে করালম্বন প্রদান কর ॥ ২ ॥

হে মুরারে! আমি সর্ব্বদা সংসাররূপ ঘোরতর অরণ্যে বিচরণ করিতেছি, রোগরূপ ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তুগণ নিয়ত আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমি মাৎসর্য্যরূপ গ্রীষ্মপীড়নে পীড়িত হইয়া নিতান্ত-কাতর হইয়াছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে হস্তদ্বারা অবলম্বন কর, অর্থাৎ তোমার করস্পর্শে আমার সর্ব্ব বিঘ্ন বিনষ্ট হউক ॥ ৩ ॥

হে দেব! আমি অতিভয়ঙ্কর অতলস্পর্শ সংসারকূপে পতিত হইয়াছি, শত শত দুঃখরূপ সর্প আমাকে নিয়ত ব্যাকুলিত করিতেছে, আমি অতি দীন এবং নিতান্ত ক্লেশকর দশায় নিমগ্ন আছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! করাবলম্বন করিয়া আমার সকল ক্লেশ নিবারণ করুন ॥ ৪ ॥

হে দেব! আমি বিশাল সংসার সাগরে পতিত আছি, করাল কাল-

হস্ত। ব্যগ্রস্য রাগরসনোর্ম্মিনিপীড়িতস্য লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৫ ॥

সংসারবৃক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম্মশাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্। আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৬ ॥

সংসারসর্পঘনবক্ত্র ভয়োগ্রতীব্রদংষ্ট্রাকরালবিষদগ্ধবিনষ্টমূর্ত্তেঃ। নাগারিবাহন সুধাব্ধিনিবাস শৌরে লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৭ ॥

সংসারদাবদহনাতুরভীকরোরুজ্বালাবলীভিরতিদগ্ধত-

রূপ কুম্ভীর মুখব্যাদান করিয়া আমার দেহ গ্রাস করিতেছে, আমি সর্ব্বদা নানাক্লেশে অভিভূত আছি এবং রাগরূপ তরঙ্গে পতিত হইয়া প্রতি নিয়ত পীড়িত হইতেছি, হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! করাবলম্বন করিয়া আমার সকল সাংসারিক ক্লেশ নিবারণ করুন ॥ ৫ ॥

হে দয়ালো! পাপরাশি যাহার বীজ, অনন্তকর্ম্ম যাহার শত শত শাখারূপে বিস্তৃত আছে, ইন্দ্রিয়গণ যাহার পত্র এবং স্বয়ং অনঙ্গ যাহার পুষ্প, আমি সেই সংসার বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এইক্ষণ পতিত হইতেছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! করাবলম্বন করিয়া আমাকে ধারণ করুন ।৬।

হে গরুড়বাহন! সংসাররূপ সর্প, বিকটবদন ব্যাদান করিয়া আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহার করাল দশনের উগ্রতর বিষে আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। হে ক্ষীরোদসাগর শায়িন! হে শৌরে! হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! করাবলম্বন করিয়া আমার সেই সংসার সর্পবিষের জ্বালা নিবারণ করুন। ৭ ॥

হে দেব! আমি সংসাররূপ দাবাগ্নিতে কাতর হইয়াছি, সেই দাবাগ্নির ভয়ঙ্কর শিখাবলী আমার গাত্ররোমসকল দগ্ধ করিতেছে, আমি আপনার চরণযুগলরূপ সরোবরে আশ্রয় লইলাম। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহ-

নূরুহস্য। ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৮ ॥

সংসারজালপতিতস্য জগন্নিবাস সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থবড়িশার্থঝষোপমস্য। প্রোৎখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমস্তকস্য লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৯ ॥

সংসারভীকরকরীন্দ্রকরাভিঘাতনিষ্পিষ্টমর্ম্মবপুষঃ সকলার্ত্তিনাশ। প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলস্য লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১০ ॥

অন্ধস্য মে হৃতবিবেকমহাধনস্য চোরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ। মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১১ ॥

দেব! করাবলম্বন করিয়া আমার সংসার দাবাগ্নির জ্বালা নিবারণ করুন। ৮।

হে জগন্নিবাস! আমি সংসারজালে মৎস্যরূপে পতিত হইয়াছি, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল বড়িশরূপে আমার মস্তকের তালুপ্রদেশ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! করপ্রসারণ করিয়া এই সংসারজাল হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। ৯ ॥

হে সকলদুঃখ হারিন্! সংসাররূপ ভয়ঙ্কর করীন্দ্র স্বীয় শুণ্ডাভিঘাতে আমার শরীরের মর্ম্মস্থল নিষ্পেষণ করিতেছে, আমি প্রাণপ্রয়াণের ভয়ে অতি ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! হস্তপ্রসারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

হে প্রভো! আমি অজ্ঞানে অন্ধ হইয়াছি, অর্থাৎ হিতাহিত কিছুই জানিতে পারিতেছিনা, ইন্দ্রিয় নামক প্রবল চোরগণ আমার বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া মোহান্ধকূপের গভীর বিবরে আমাকে নিপাতিত

লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্করাক্ষ। ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্॥ ১২॥

যন্মায়য়োর্জ্জিতবপুঃপ্রচুরপ্রবাহমগ্নার্থমত্র নিবহোরুকরাবলম্বম্। লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাব্জমধুব্রতেন স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ॥ ১৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করা-
চার্য্যবিরচিতং সঙ্কটনাশনং লক্ষ্মীনৃসিংহ-
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥ ১০॥

করিয়াছে। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! হস্ত প্রসারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন॥ ১১॥

হে লক্ষ্মীপতে! হে পদ্মনাভ! হে সুরেশ্বর! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে কমললোচন! হে ব্রহ্মরূপিন্! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! হে বাসুদেব! হে দেবেশ! এ দীনকে করাবলম্বন প্রদান করুন॥ ১২॥

ভ্রমরগণ যেরূপ মধুপানের আশায় সাধারণ কমলে অনুরক্ত হয়, শঙ্করাচার্য্য সেইরূপ সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেবের চরণ যুগলে আশক্ত হইয়া সংসার পরিহারার্থ যাহার মায়াতে শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়, সেই সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেবের সুখকর এই করাবলম্বন স্তব করিয়াছেন। ১৩।

ইতি সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহ স্তব সমাপ্ত॥ ১০॥

অথ ষট্‌পদীস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্। ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ ১ ॥

দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে ॥ ২ ॥

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচ ন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ৩ ॥

উদ্ধৃতনগনগভিদনুজ দনুজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ ॥ ৪ ॥

হে বিষ্ণো! আমার অবিনয় অপনয়ন কর, মনকে দমন কর, বিষয় মৃগতৃষ্ণার শান্তিকর, সর্ব্বভূতে দয়া বিস্তার কর এবং আমাকে সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১ ॥

সুরধুনী যে চরণকমলের মকরন্দস্বরূপ, যে চরণের পরিমল উপভোগ করিলে সচ্চিদানন্দ লাভ হয়, যে চরণযুগল ভবভয় ছেদন করে, সেই শ্রীপতির পাদপদ্মদ্বয় বন্দনা করি ॥ ২ ॥

হে নাথ! যখন দ্বৈতবুদ্ধির অপগম হয়, তখন আমি তোমার ও তুমি আমার এইরূপ জ্ঞান থাকে না। যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ একই পদার্থ, সুতরাং সমুদ্রের তরঙ্গ ও তরঙ্গের সমুদ্র, এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না, বাস্তবিক সমুদ্র ও তরঙ্গ উভয়ই এক, সেইরূপ তুমি ও আমি এক ॥ ৩ ॥

হে দেব! তুমি গোবর্দ্ধনগিরি উত্তোলন করিয়াছ, তুমি ইন্দ্রের অনুজ এবং দৈত্যগণের পরমশত্রু, চন্দ্র সূর্য্য তোমারই সৃষ্টপদার্থ, তুমি সকলের প্রভু তোমাকে জানিতে পারিলে সংসার তিরস্কার বোধ হয় না, অর্থাৎ তোমার জ্ঞান হইলে সংসারে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না ॥ ৪ ॥

মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাঽবতা সদা বসুধাম্‌।
পরমেশ্বরপরিপাল্যো ভবতা ভবতাপভীতোঽহম্‌॥ ৫॥
দামোদর গুণমন্দির সুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ।
ভবজলধিমথনমন্দর পরমং দরমপনয় ত্বং মে ॥ ৬॥
নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে বদনসরোজে সদা বসতু ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ষট্‌পদীস্তোত্রং
সম্পূর্ণম্‌ ॥ ১১ ॥

হে প্রভো! তুমি মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদা বসুধাকে রক্ষা করিতেছ। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার পরিপাল্য, কিন্তু এইক্ষণ ভবতাপে ভীত হইয়াছি, তুমি আমার ভবতাপ নিবারণ কর। ৫॥

হে দামোদর! তুমি সমস্ত গুণের আধার, তোমার বদনকমল অতিশয় সুন্দর, হে গোবিন্দ! তুমি ভবসাগর মথনের মন্দর স্বরূপ, তুমি আমার পরম ভবভয় অপনয়ন কর॥ ৬।

হে নারায়ণ! হে করুণাময়! আমি তোমার চরণযুগলে শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। এইক্ষণ আমার এই প্রার্থনা যে, তোমার এই ষট্‌পদী, অর্থাৎ স্তোত্র রূপভ্রমর সর্ব্বদা আমার বদনরূপ কমলে বাস করুক। ৭।

ইতি ষট্‌পদীস্তোত্র সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

অচ্যুতাষ্টকম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্ রাম
কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণো । বাসুদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ শ্রীপতে
শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ১ ॥

বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র ।
মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥২॥

রামচন্দ্র রঘুনায়ক দেব দীননাথ দুরিতক্ষয়কারিন্ ।
যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৩ ॥

দেবকীতনয় দুঃখদবাগ্নে রাধিকারমণ রম্য সুমূর্ত্তে ।
দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৪ ॥

হে অচ্যুত ! তুমি অব্যয়, হে হরে ! তুমি পরমাত্মা, তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ । হে বিষ্ণো ! তুমি সকল পুরুষের প্রধান । হে বাসুদেব ! হে অনিরুদ্ধ ! হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর । ১ ।

হে বিভো ! তুমি জগতের মঙ্গল সাধন কর, হে জগদীশ ! হে নন্দনন্দন ! হে নৃসিংহরূপিন্ ! হে নরেন্দ্র ! তুমি ভক্তজনের মুক্তিবিধান কর । হে মুকুন্দ ! হে মুরারে ! হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর । ২ ॥

হে দেব ! তুমি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমিই রঘুকুলের অধিনায়ক, তুমি দীনজনের আশ্রয়, তুমি ভক্তগণের দুষ্কৃতির ক্ষয় কর, তুমি যাদবগণের ইন্দ্রস্বরূপ, তুমি যদুকুলের ভূষণ এবং তুমিই যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়াছ । হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর ।৩।

হে দেব ! তুমি দেবকীর তনয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি জনগণের দুঃখরূপ বনের অগ্নিস্বরূপ, হে রাধিকারমণ ! তোমার মূর্ত্তি অতিমনোহর, হে নাথ ! তুমি সকলের দুঃখ মোচন কর, তুমি দয়ার সাগর । হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিকর । ৪ ॥

গোপিকাবদনচন্দ্রচকোর নিত্যনির্গুণ নিরঞ্জন জিষ্ণো।
পূর্ণরূপ জয়শঙ্কর শর্ব্ব শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৫ ॥
গোকুলেশ গিরিধারণধীর যামুনাচ্ছতটখেলনবীর।
নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৬ ॥
দ্বারকাধিপ দুরন্ত গুণাব্ধে প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে।
জ্ঞানাগম্য গুণসাগর ব্রহ্মন্ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৭ ॥
দুষ্টনির্দ্দলন দেব দয়ালো পদ্মনাভ ধরণীধর ধীমন্।
রাবণান্তক রমেশ মুরারে শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৮ ॥

হে দেব! তুমি গোপিকার বদনচন্দ্রের চকোর স্বরূপ, অর্থাৎ গোপীগণ তোমার বদন দর্শনে অসীম আনন্দলাভ করে। তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য নিরঞ্জন, তুমি জয়শীল পূর্ণব্রহ্মরূপ, তুমি সকলের মঙ্গল সাধন কর, তুমি সকলের উৎকর্ষবান্, হে সর্ব! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিকর ॥ ৫ ॥

হে দেব! তুমি গোকুলের ঈশ্বর, তুমি গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াও অচলভাবে বিদ্যমান আছ, তুমি যমুনার নির্ম্মল জলে ও তটে ক্রীড়া করিয়া থাক এবং তুমিই জগতে অদ্বিতীয় বীর। নারদাদি দেবর্ষিগণ নিয়ত তোমার চরণকমল সেবা করিতেছেন। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর ॥ ৬ ॥

হে দেব! তুমি দ্বারকাপুরীর অধীশ্বর, তুমি দুস্তর, অর্থাৎ কেহ তোমার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা করিতে পারে না, তুমি নিখিল গুণের একাধার, তুমি প্রাণনাথ ও পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, তুমি জনগণের সংসার বিনাশ কর। হে ব্রহ্মন্! তুমি একমাত্র জ্ঞানের গোচর এবং তুমি গুণসাগর। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিকর ॥ ৭ ॥

হে দেব! তুমি দুষ্টগণের নির্দ্দলন কর, তুমি অতিশয় দয়াবান্, হে পদ্মনাভ! তুমি অনন্তরূপে ধরণী ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ব্ববুদ্ধির আধার,

অচ্যুতাষ্টকমিদং রমণীয়ং নির্ম্মিতং ভবভয়ং বিনিহন্তুম্। যঃ পঠেদ্বিষয়বৃত্তিনিবৃত্তির্জ্জন্মদুঃখমখিলং স জহাতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতমচ্যুতাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ১২ ॥

অথ শিবাপরাধ-ক্ষমাপণস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং বিন্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ। যদ্যদ্বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১ ॥

তুমি রাবণের বিনাশ সাধন করিয়াছ, হে রমেশ! হে মুরারে! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর ॥ ৮ ॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভবদুঃখ বিনাশের নিমিত্ত পরম রমণীয় এই অচ্যুতাষ্টক স্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, যিনি এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বিষয়ভোগবাসনার নিবৃত্তি করিয়া অখিল জন্মদুঃখ বিনাশ করিতে পারেন, অর্থাৎ এই স্তোত্র পাঠের ফলে সাধকের সংসার দুঃখ ভোগ করিতে হয় না ॥ ৯ ॥

ইতি অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

প্রথমত কর্ম্মবন্ধবশতঃ অনেক পাপ ফল ভোগ হইয়াছে, আমি যখন মাতৃগর্ভে নিবিষ্ট ছিলাম, তখন বিষ্ঠা ও মূত্র মধ্যে নানারূপ ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে এবং মাতার জঠরাগ্নি আমাকে নিয়ত নানারূপ ব্যথা

বাল্যে দুঃখাতিরেকোমললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা নোশক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি । নানারোগোত্থদুঃখাদুদরপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ২ ॥

প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্ম্মর্ম্মসন্ধৌ দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ । শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধি-

---

দিয়াছে, অতএব আমি যে যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কে বর্ণন করিতে পারে ? এই সকল দুঃখই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল । হে শম্ভো! হে শিব ! হে মহাদেব ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১ ॥

আমার যখন বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও অনন্ত দুঃখ ভোগ হইয়াছে, ঐ সময়ে আমি মলমধ্যে নিপতিত থাকিতাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ স্বীয় মলে পরিব্যাপ্ত, হইত, যখন স্তনপানে পিপাসা হইত, তখন ইচ্ছামত স্তনপান করিতে পারিতাম না, আমার ইন্দ্রিয়গণসত্ত্বেও তাহাদিগের কার্য্যে অশক্ত ছিলাম ; সুতরাং মশকাদি জন্তুগণ সর্ব্বদা আমাকে হিংসা করিত, নানারোগে আক্রান্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছি, সর্ব্বদা উদরপোষণে ব্যগ্র ছিলাম, কিন্তু একবারও শঙ্করনাম স্মরণ করি নাই । হে শিব, হে শম্ভো, হে মহাদেব ! এই সকলই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ । অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ২ ॥

যখন আমার যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বিষয়রূপ বিষধরেরা আমার মর্ম্মসন্ধিতে দংশন করিত, তাহাতেই আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়া যায়, ঐ সময়ে সর্ব্বদাই মন বিষয়ভোগে মগ্ন ছিল, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি ছিলনা, কেবল ধন, পুত্র ও যুবতী সম্ভোগের আস্বাদকে সুখজ্ঞান করিয়া তাহাতেই নিরত থাকিতাম, আমার চিত্ত

রূঢ়ং ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৩ ॥

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিনষ্টগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ পাপৈরোগৈর্ব্বিয়োগৈস্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্। মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটের্ধ্যানশূন্যং ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৪ ॥

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনপ্রত্যবায়াকুলাখ্যং শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে সুসারে। নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং

শিবচিন্তা বিহীন হইয়া মান ও গর্ব্বের অধীন ছিল। এই সকলই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের কার্য্য, হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৩ ॥

এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে, গতি মতি সকলই ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, আধিদৈবিক প্রভৃতি তাপে সর্ব্বদা পরিতপ্ত হইতেছি, পাপ, তাপ, রোগ ও বিয়োগাদিতে সর্ব্বদা আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, আমার সেই উদ্যত স্বভাব ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, আমার মন মিথ্যা মোহের বশীভূত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। মন একবারও ধূর্জ্জটীর ধ্যানে নিমগ্ন হয় না, এই সমুদায়ই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল, অতএব হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪ ॥

আমি যখন কার্য্যক্ষম ছিলাম, তখন স্মৃত্যুক্ত কোন কার্য্য করি নাই; ঐ সকল কার্য্য কায়িক পরিশ্রমসাধ্য মনে করিয়া উপেক্ষা করিয়াছি; সুতরাং দ্বিজকুলের অবশ্য-কর্ত্তব্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গস্বরূপ জগতের সারভূত বৈদিক কর্ম্মে আমার কিরূপে প্রবৃত্তি হইতে পারে? যখন

নিদিধ্যাসিতব্যং ক্ষন্তবো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৫ ॥

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং পূজার্থং বা কদাচিদ্বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি। নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈস্ত্বদর্থং ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৬ ॥

দুগ্ধৈর্ম্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দ্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতং পূজিতং ন প্রসূনৈঃ। ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্ব্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৭ ॥

ধর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে অস্থা নাই এবং স্মৃতি ও বেদ বিহিত কোন কর্ম্মই করি নাই, তখন আমার শ্রবণ, মন বা নিদিধ্যাসন কিছুই হইতে পারে না, অতএব হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৫।

আমি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাচরণের নিমিত্ত কখনও কোন অরণ্যমধ্যে গমন করিয়া বিল্বদল আহরণ করি নাই, আমি তোমার চরণে গন্ধপুষ্প প্রদান করিব, এই মনন করিয়া কোন সরোবর হইতে বিকসিক কমলাবলী আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধূপ দীপ আহরণ করি নাই। হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৬ ॥

হে দেব! আমি কখনও দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, দধি ও শর্করা যুক্ত করিয়া কোন শিবলিঙ্গ স্নান করাই নাই, আমি কখনও স্বর্ণদ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে চন্দনদ্বারা পূজা করি নাই এবং ধূপ, কর্পূরপ্রদীপ ও বিবিধ রসযুক্ত ভক্ষণীয় কোন উপহার প্রদান করি নাই। হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৭ ॥

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈর্হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ । নো তপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপ্যৈর্ন বেদৈঃ ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৮ ॥

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে স্বান্তে শান্তিপ্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে । লিঙ্গাগ্রে ব্রহ্মবাক্যে সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৯ ॥

হে মহেশ্বর ! আমি কখন তোমাকে চিন্তা করিয়া তোমার প্রীতির-নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনপ্রদান করি নাই, আমি কদাচ লক্ষসংখ্যক হোমীয়দ্রব্যদ্বারা তোমার উদ্দেশে বীজমন্ত্র উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি নাই এবং আমি কখনও গঙ্গাতীরে বসিয়া কোন ব্রতাচরণ করি নাই, কোন রূপ রুদ্রজাপ করি নাই, কোন নিয়ম করি নাই, অথবা বেদ পাঠ করিয়া কোন তপস্যা করি নাই, এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য্য । হে শিব ! হে মহাদেব ! হে শম্ভো ! আমার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর । ৮ ।

হে শম্ভো ! আমি কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া আধারাদি ষট্‌পদ্মে তোমাকে ধ্যান করি নাই । তুমি পরব্রহ্মরূপী ও জ্যোতির্ম্ময় । মন শান্ত হইলেই তোমার স্বরূপ প্রকাশ হয় । আমি কদাচ সেই সূক্ষ্মমার্গে মন অর্পণ করিয়া তোমাকে চিন্তা করি নাই, আমি বেদবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তোমার কোন লিঙ্গের পূজা করি নাই এবং তুমি যে সর্ব্বপ্রাণীর দেহে আত্মারূপে বিদ্যমান আছ, আমি তাহা জানি নাই, হে শিব ! হে মহাদেব ! হে শম্ভো ! এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য্য, অতএব আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর । ৯ ॥

নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টির্ব্বিদিতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মন্যাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি ক্ষন্তব্যো
মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১০ ॥

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে। দন্তিত্বক্কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমখিলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ ॥ ১১ ॥

কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন

হে হর! তুমি নগ্ন, অর্থাৎ দিগম্বর, তুমি নিঃসঙ্গ শুদ্ধ, অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে অনাশক্ত ও নির্ব্বিকার, তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, তোমার অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাই, আমি তোমাকে এইরূপ জানিয়াও কদাচ নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ধ্যান করি নাই, তোমাকে কোন কলিকালের পাপ স্পর্শ করে নাই, তথাপি উন্মনী অবস্থায়, আমি তোমাকে চিন্তা করি নাই। হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য্য, অতএব আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১০ ॥

যাঁহার মৌলিপ্রদেশ চন্দ্রকিরণে প্রদীপ্ত আছে, যিনি কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, যিনি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের মঙ্গলসাধন করেন, যিনি সর্পদ্বারা কণ্ঠে ও কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্ম্ম দ্বারা সুন্দর অঙ্গ আবরণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের সারভূত মোক্ষলাভের নিমিত্ত, সেই হরেতে চিত্তবৃত্তি অর্পণ কর, অন্য কর্ম্মের প্রয়োজন কি? ॥ ১১ ॥

এই বিপুল ধনদ্বারা কোন ফল হইবে না, হস্তী ও ঘোটকের কোন প্রয়োজন নাই, রাজ্যলাভ করিয়া কি উপকার হইবে? অথবা পুত্র,

কিং কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্ ।
জ্ঞাত্বৈতৎক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ-
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্ ॥ ১২ ॥

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং তস্মাত্ত্বাং
শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৩ ॥

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা শ্রবণনয়নজং বা
মানসং বাপরাধম্ । বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শিবাপরাধক্ষমাপণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ১৩ ॥

কলত্র বন্ধু ও পশুদ্বারা কোন ফল হইবে না, এই দেহ বা গৃহ কোন পারমার্থিক মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে না। এই ধনাদি ক্ষণভঙ্গুর, অতি অল্পকালেই নষ্ট হইবে। অতএব শীঘ্র এই ধনাদির অভিলাষ মন হইতে পরিত্যাগ কর এবং গুরুবাক্যানুসারে সেই পার্ব্বতীবল্লভকে ভজনা কর, তাহাতেই মোক্ষলাভ হইবে। ১২।

প্রতিদিন আয়ু বিনাশ পাইতেছে, এই যৌবন প্রতিক্ষণ ক্ষয় পাইতেছে, যে সকল দিন গত হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার আগমন করিবে না। সর্ব্বসংহারক কাল ত্রিভুবনের সকলই ভক্ষণ করে, এই যে সম্পদ, ইহাও জলের তরঙ্গের ন্যায় চপল, এই জীবন বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। অতএব হে শরণাগতপালক! আমি তোমার শরণাগত হইলাম, এইক্ষণ তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩ ॥

হে শম্ভো! মহাদেব! আমার হস্তকৃত, পাদকৃত, বাক্যকৃত, শরীরকৃত, কর্ম্মকৃত, নয়নকৃত ও মানসিক যে যে অপরাধ আছে এবং আমি বিহিত ও

অথ পাণ্ডুরঙ্গাষ্টকম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ মহাযোগাপীঠে তটে ভীমরথ্যাবরং পুণ্ডরীকায় দাতুং মুনীন্দ্রৈঃ। সমাগত্য তিষ্ঠন্তমানন্দকন্দং পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ১ ॥

তড়িদ্বাসসং নীলমেঘাবভাসং রমামন্দিরং সুন্দরং চিৎপ্রকাশম্। বরন্ত্বিষ্টিকায়াং সমন্যস্তপাদং পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ২ ॥

অবিহিত যাহা কিছু করিয়াছি, হে করুণাসাগর! আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। হে শম্ভো! হে মহাদেব! তোমার সর্ব্বোৎকর্ষ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকুক ॥ ১৪ ॥

ইতি শিবাপরাধ-ক্ষমাপণস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ১৩ ॥

পুণ্ডরীক ভীমরথী নদীর তটে মহাযোগপীঠে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন, নারায়ণ পুণ্ডরীককে বরপ্রদানর্থ সেই স্থান আবির্ভূত হইয়া পাণ্ডুরঙ্গনামে লিঙ্গরূপে অবস্থান করেন, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়কালে সেই ভীমরথীর তীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত পাণ্ডুরঙ্গের স্তব করেন। যিনি পুণ্ডরীককে বরপ্রদানের নিমিত্ত মুনিগণের সহিত আগমন করিয়া ভীমরথীর তীরে মহাযেগাপীঠে বিদ্যমান আছেন, সেই মঙ্গলময় পরব্রহ্ম লিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

যাঁহার দেহকান্তি বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যাঁহার দেহ নবজলধরের ন্যায় নীলবর্ণ, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, যাঁহার কলেবর অতি সুন্দর, যাঁহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি ইষ্টকোপরি পাদ বিন্যস্ত করিয়া বিদ্যান আছেন, সেই পরব্রহ্ম লিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি। ২।

প্রমাণং ভবাব্ধেরিদং মামকানাং নিতম্বঃ করাভ্যাং ধৃতো যেন তস্মাৎ। বিধাতুর্ব্বসত্যৈ ধৃতো নাভিকোষঃ পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

স্ফুরৎকৌস্তুভালঙ্কৃতং কণ্ঠদেশে শ্রিয়া জুষ্টকেয়ূরকং শ্রীনিবাসম্। শিবং শান্তমীড্যং বরং লোকপালং পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৪ ॥

শরচ্চন্দ্রবিম্বাননং চারুহাসং লসৎকুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডস্থলাঙ্গম্। জপারাগবিম্বাধরং কঞ্জনেত্রং পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৫ ॥

যিনি একমাত্র ভবসাগরের প্রমাণ, অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা, যখন প্রলয় পয়োধিজলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন যিনি করদ্বয়দ্বারা আমাদিগের নিতম্ব, অর্থাৎ আধারভূতা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মার বসতির নিমিত্ত নাভিকোষ ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রলয়-কালে আপন নাভিদেশে ব্রহ্মাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

যাঁহার কণ্ঠদেশে সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি অলঙ্কাররূপে শোভা পাইতেছে, লক্ষ্মী যাহার কেয়ূরযুগল সর্ব্বদা সেবা করেন, যিনি লক্ষ্মীর আবাস স্থানস্বরূপ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, যিনি সর্ব্বদা শান্তিপরায়ণ, যিনি সকলের আরাধ্য, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ. যিনি সকল লোক পালন করেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শোভমান, যাহার বদনে অতি মনোহর হাস্য প্রকাশ পায়, যাঁহার গণ্ডস্থলে কুণ্ডল বিলসিত রহিয়াছে, যাঁহার অধর জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণে রঞ্জিত, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় সুশোভিত, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

কিরীটোজ্জ্বলৎসর্ব্বদিক্প্রান্তভাগং সুরৈরর্চ্চিতং দিব্যরত্নৈরনর্ঘ্যৈঃ। ত্রিভঙ্গাকৃতিং বর্হমাল্যাবতংসং পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্॥ ৬॥

বিভুং বেণুনাদং চরন্তং দুরন্তং স্বয়ং লীলয়া গোপবেশং দধানম্। গবাং বৃন্দকানন্দদং চারুহাসং পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্॥ ৭॥

অজং রুক্মিণীপ্রাণসংজীবনং তং পরন্ধাম কৈবল্যমেকং তুরীয়ম্। প্রসন্নং প্রপন্নার্ত্তিহং দেবদেবং পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্॥ ৮॥

স্তবং পাণ্ডুরঙ্গস্য বৈ পুণ্যদং যে পঠন্ত্যেকচিত্তেন

যাঁহার মৌলিস্থিত কিরীটের উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত দিগন্ত আলোকিত হইয়াছে, দেবগণ যাঁহাকে অমূল্য দিব্য রত্নদ্বারা অর্চ্চনা করেন, যিনি ত্রিভঙ্গাকারে বিদ্যমান আছেন, যিনি ময়ূরপুচ্ছ ও মাল্যদ্বারা বিভূষিত হইয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুবঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥ ৬।

যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্ব্বদা বেণুবাদন করিয়া বিচরণ করেন, যিনি সকলের দুষ্প্রাপ্য, যিনি স্বয়ং লীলা প্রকাশ করিয়া গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি গোবৎসগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, সেই সুচারু হাস্যবদন পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুবঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥ ৭।

যিনি অজ, অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্ম, যিনি রুক্মিণীর প্রাণস্বরূপ। যিনি পরম, অর্থাৎ একবারমাত্র যাঁহাতে লীন হইলে তাঁহা হইতে আর পতন হয় না, যিনি কৈবল্য প্রদান করেন, যিনি অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, যিনি প্রসন্ন হইলে শরণাগত ব্যক্তির সকল ক্লেশ নিবারণ হইয়া যায়, সেই দেবদেব পরলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥ ৮।

যাঁহারা প্রতিদিন নিয়তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহাপুণ্যপ্রদ পাণ্ডুরঙ্গনামক নায়ণের স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা অন্তকালে এই ভবসাগর

ভক্ত্যা চ নিত্যম্। ভবাম্ভোনিধিং তেপি তীর্ত্বাহন্তকালে হরেরালয়ং শাশ্বতং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করা-
চার্য্যবিরচিতং শ্রীপাণ্ডুরঙ্গাষ্টকস্তোত্রং
সম্পূর্ণম্ ॥ ১৪ ॥

অথ নারায়ণস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় মমঃ ॥ করুণ্যপারাবারা রুণালয়গম্ভীরা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দহরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১ ॥

ঘননীরদসঙ্কাশা কৃতকলিকল্মষনাশা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে। ২ ॥

হইতে পারত্রাণ পাইয়া পরমধাম বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারেন। ৯।

ইতি পাণ্ডুরঙ্গ স্তব সম্পূর্ণ ॥ ১৪ ।

হে নারায়ণ! তোমার করুণা সাগরের ন্যায় অতিগভীর, কেহ তোমার করুণার ইয়ত্তা করিতে পারে না। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে হরে! তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১ ॥

হে নারায়ণ! তোমার দেহকান্তি ঘনতর মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তুমি কলিকালের সকল পাপ বিনাশ কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই। ২।

যমুনাতীরবিহারা ধৃতকৌস্তুভমণিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩ ॥

পীতাম্বরপরিধানা সুরকল্যাণনিধানা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারাণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪ ॥

মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মায়ামানুষবেশা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥৫॥

রাধাধরমধুরসিকা রজনীকরকুলতিলকা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৬ ॥

মুরলীগানবিনোদা বেদস্তুতভূপাদা। নারায়ণ নারা-

হে নারায়ণ! তুমি যমুনাতীরে বিহার করিয়া থাক, তুমি কৌস্তুভ মণিদ্বারা গলে হার পরিধান করিয়াছ, হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৩ ॥

হে নারায়ণ! তুমি পীতবর্ণ বসন পরিধান করিয়াছ, তুমি সুরগণের মঙ্গল সাধন করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৪ ।

হে নারায়ণ! তুমি মনোহর গুঞ্জাদ্বারা অঙ্গবিভুষণ ধারণ কর, তুমি আপন মায়াবলে মানুষবেশ ধারণ করিয়াছ, হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই। ৫ ॥

হে নারায়ণ! তুমি রাধিকার অধরমধুর রসজ্ঞ এবং চন্দ্রবংশীয়গণের তিলকরূপে বিদ্যমান আছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৬ ।

হে নারায়ণ! তুমি বেণু বাদন করিয়া আমোদ করিয়া থাক, বেদ

য়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭ ॥

বর্হিনিবর্হাপীড়া নটনাটকফণিক্রীড়া। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮ ॥

বারিজভূষাভরণা রাধারুক্মিণীরমণা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ ॥

জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভকসূত্রা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০ ॥

পাতকরজনীসংহর করুণালয় মামুদ্ধর। নারায়ণ নারা-

সকল তোমারই চরণের স্তব করিয়াছে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই। ৭ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ময়ূরপুচ্ছদ্বারা আপন চূড়া সুশোভিত করিয়াছ, নটনটিকাচ্ছলে সর্পদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সরোবরের পদ্ম সকল আনিয়া আপন অঙ্গে ভূষণ পরিধান কর, তুমি রাধা ও রুক্মিণীর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াকেলি করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই। ৯ ॥

হে নারায়ণ! তোমার নয়নদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় মনোহর, তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির মূলসূত্র। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই। ১০।

হে নারায়ণ! তুমি পাতকরাশি সংহরণ করিয়া থাক। হে করুণাময়!

য়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥

অঘবকক্ষয় কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২ ॥

হাটকনিভপীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩ ॥

দশরথরাজকুমারা দানবমদসংহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪ ॥

গোবর্দ্ধনগিরিরমণা গোপীমানসহরণা। নারায়ণ

আমাকে উদ্ধার কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১১ ॥

হে নারায়ণ! তুমি অঘাসুর ও বকাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। হে কেশব! হে কংসার, হে কৃষ্ণ, হে মুরারে, হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১২ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল পীতবসন পরিধান করিয়া থাক। হে মাধব! তুমি আমাকে অভয় কর, হে নারয়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৩ ॥

হে নারায়ণ! তুমি রাজা দশরথের কুমাররূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলে, এবং তুমি দানবকুল সংহার করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৪ ॥

হে নারায়ণ! তুমি গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছিলে এবং গোপী-

নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ ॥

সরযূতীরবিহারা সজ্জনঋষিমন্দারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্রমখত্রা বিবিধসুরাসুরচরিত্রা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭ ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপাদা ধরণীসুতসহমোদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥

জনকসুতাপ্রতিপালা জয় জয় সংস্মৃতিলীলা। নারা-

গণের চিত্ত হরণ করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৫ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সরযূনদীর তীরে বিহার করিয়া জনক ঋষিকে কৃপা করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৬ ॥

হে নারায়ণ! তুমি বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলে, তোমার চরিত্র অতি বিচিত্র। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৭ ॥

হে নারায়ণ! তোমার চরণে ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশচিহ্ন চিত্রিত রহিয়াছে, তুমি ধরণীসুতা সীতার সহিত আমোদ করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি জনকতনয়া সীতাকে প্রতিপালন করিয়াছ। এই

য়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯ ॥

দশরথবাগ্ধৃতিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০ ॥

মুষ্টিকচানূরসংহারা মুনিমানসবিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ ॥

বালীনিগ্রহশৌর্য্যা বরসুগ্রীবহিতার্য্যা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২ ॥

মা মুরলীকর ধীবর পালয় পালয় শ্রীধর। নারায়ণ

সংসারে তোমার অনন্তলীলা বিদ্যমান আছে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৯ ।

হে নারায়ণ! তুমি দশরথের বাক্য ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই । ২০ ॥

হে নারায়ণ! তুমি মুষ্টি চানূর প্রভৃতি দৈত্য বিনাশ করিয়াছ এবং তুমি ইমুনিগণের মানসসাগরের হংস স্বরূপে বিচরণ কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২১ ।

হে নারায়ণ! তুমি বালিকে বিনাশ করিয়া অপরিমিত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছ এবং সুগ্রীবের অনেক হিত কার্য্য সাধন করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২২ ।

হে নারায়ণ! তুমি ভবসাগরের কর্ণধার, আমাকে পরিত্রাণ কর। হে

নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩ ॥

জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্ঠবিদারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪ ॥

তাড়ীমদদলনাট্যা নটগুণবিবিধধনাঢ্যা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥

গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬ ॥

সম্ভ্রমসীতাহারা সাকেতপুরবিহারা। নারায়ণ নারা-

শ্রীধর! আমাকে রক্ষা কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই। ২৩।

হে নারায়ণ! তুমি সাগরে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাতে গমনপূর্ব্বক রাবণের কণ্ঠ বিদারণ করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৪ ॥

হে নারায়ণ! তুমি তালীবনবিমর্দ্দক অসুরকে বিনাশ করিয়া নটনর্ত্তকীরূপে বিবিধ নৃত্য করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই। ২৫ ॥

হে নারায়ণ! গৌতমপত্নী অহল্যা তোমাকে পূজা করিযাছিল, তুমি তাহার প্রতি করুণাপূর্ণনয়নে অবলোকন করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৬ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সীতার কণ্ঠহারস্বরূপ, তুমি অযোধ্যানগরে

য়ণ জয় গোপাল হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭ ॥

অচলোদ্ধৃতিচঞ্চৎকর ভক্তানুগ্রহতৎপর নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮ ॥

নৈগমগানবিনোদা রক্ষঃসুতপ্রহ্লাদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥

ভারতিযতিবরশঙ্কর নামামৃতমখিলান্তর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নারায়ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ১৫ ॥

বিহার করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৭ ॥

হে নারায়ণ! তুমি আপন করে অচল ধারণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি নিগম গান করিয়া বিনোদনতৎপর ছিলে, তুমি রাক্ষসতনয়দিগকে প্রহার করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৯ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ভারতিপ্রভৃতি যতিগণকে বশে রাখিয়া ছিলে। তোমার নামামৃত অখিল জনের অন্তরের আনন্দ বর্দ্ধন করে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৩০ ॥

ইতি নারায়ণস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ১৫ ॥

অথ কৃষ্ণাষ্টকম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্ব্বেদবিষয়ো ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরসুরহন্তাব্জনয়নঃ। গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ১ ॥

যতঃ সর্ব্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং স্থিতৌ নিঃশেষং যোঽবতি নিজসুখাংশেন মধুহা। লয়ে সর্ব্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যস্তু স বিভুঃ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২ ॥

অসূনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যঃ সুকরণৈর্নিরুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্। যমীড্যং পশ্যন্তি প্রবরম-

---

যিনি চরাচর সকলের গুরু, যিনি বেদপ্রতিপাদ্য, যে বিষ্ণু সর্ব্বদা লক্ষ্মীকর্ত্তৃক সম্মানিত আছেন, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী, অর্থাৎ সকলের অন্তর্যামী, যিনি অসুর গণের হন্তা, যাঁহার নয়ন পদ্মদলের ন্যায় শোভমান, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, যিনি বিমল বনমালা ধারণ করেন, যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ১ ॥

যাঁহা হইতে আকাশ বায়ু প্রভৃতি সকল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, স্থিতিকালে যিনি নিজসুখাংশ দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে আপনাতে সকল লীন করেন, সেই বিষ্ণু সকলের শরণ্য ও লোকের ঈশ্বর, তিনি আমার নয়নগোচর হউন ॥ ২ ॥

বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ প্রথমত প্রাণসংযম করিয়া যমনিয়মাদি সাধন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকল নিরোধ করিয়া হৃদয়ে চিত্ত বিলয় করত যে ত্রিলোক

তয়ো মায়িনমসৌ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৩ ॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহীং বেদ ন ধরা যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্। নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিসুরনৃণাং মোক্ষদমসৌ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৪ ॥

মহেন্দ্রাদির্দ্দেবো জয়তি দিতিজান্ যস্য বলতো ন কস্য স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমৃতে। কবিত্বাদের্গর্ব্বং পরিহরতি যোঽসৌ বিজয়িনঃ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৫ ॥

পূজ্য বিষ্ণুকে দর্শন করিতেন এবং যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই নারায়ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৩ ॥

নারায়ণ পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহাকে জানে না। ঋগাদিবেদচতুষ্টয় যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, যিনি অমল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিকার শূন্য, যিনি সকলের নিয়ন্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রাজগণ যাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করে, যিনি সকলের মোক্ষদাতা, যিনি সকলের আশ্রয়, সেই ত্রিলোকীপতি ভগবান্ বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৪ ॥

যাঁহার বলের সাহায্যে মহেন্দ্রাদি দেবগণ দানবদিগকে জয় করিয়াছেন, যাঁহার চেষ্টাব্যতিরেকে কোন কালেও কোন কার্য্যে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, অর্থাৎ তাঁহার শক্তিতেই জগৎ শক্তিমান হইয়াছে, যিনি দিগ্বিজয়ী, যিনি পণ্ডিতবর্গের কবিত্বাদিগর্ব্ব হরণ করেন, যিনি জগতের আশ্রয় ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৫ ॥

বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং সূকরমুখাং বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা। বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৬ ॥

নরাতঙ্কোত্তঙ্কঃ শরণশরণো ভ্রান্তিহরণো ঘনশ্যামো রামো ব্রজশিশুবয়স্যোঽর্জ্জুনসখঃ। স্বয়ম্ভূর্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৭ ॥

যদা ধর্ম্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ। সতাং ধাতা স্বচ্ছো

যাঁহাকে ধ্যান না করিলে সকল লোক পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, যাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে লোক সকল কেবল জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, যাঁহাকে স্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শত শত জন্মেও ক্রিমিযোনি প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সেই বিষ্ণু আমার নয়ন গোচর হউন। ৬।

যিনি নরগণের ভীতি হরণ করেন, যিনি আশ্রয়েরও আশ্রয়, যিনি জগতের ভ্রান্তি হরণ করেন, যিনি নবঘনের ন্যায় শ্যামকলেবর, যিনি ব্রজবালকদিগের বয়স্যরূপে ছিলেন, যিনি অর্জ্জুনের সারথিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, যাঁহার জনক নাই, অথচ সকলের জনক, যিনি প্রাণিগণকে যথোচিত সুখপ্রদান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন। ৭॥

যখন যখন এই ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়া জগৎকে বিত্রস্ত করিয়াছে, তখনই যিনি সর্ব্বলোকের স্বামীরূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মঘাতকদিগের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক শান্তিস্থাপন করিয়াছেন। যিনি এই জগতে সৎপদার্থ মাত্রের বিধান কর্ত্তা, যিনি সর্ব্ববিকারশূন্য, নিগমাদি

নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ শ্রুতিবিশদগুণোঽসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাদ্যঃ। যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ব্বভূব স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাব্জহস্তঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ১৬ ॥

অথ অচ্যুতাষ্টম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ অচ্যুতং কেশবং রামং নারায়ণং কৃষ্ণং দামোদরং হরিম্। শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং জানকীনায়কং রামচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥

শাস্ত্রে যাঁহার গুণগান বর্ণিত আছে, সেই ব্রজপতি সকলের আশ্রয় ত্রিলোকেশ্বর বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৮ ॥

পরিব্রাজকপ্রবর শ্রীশঙ্করাচার্য্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্তপ্রকারে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রুতি সকল যাহার বিশদগুণ কীর্ত্তন করিয়াছে, সেই সকলের আদীভূত জগতের পরমাত্মরূপী শঙ্খচক্র গদাপদ্মহস্ত স্বগুণপরিত হরি যতিপ্রবর শঙ্করের নিকটে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ১৬॥

যিনি অচ্যুত, কেশব, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, দামোদর, বাসুদেব, হরি, শ্রীধর, মাধব, গোপীকাবল্লভ, জানকীনায়ক এবং রামচন্দ্র ইত্যাদিনামে অভিহিত হয়েন, সেই নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

অচ্যুতং কেশবং সত্যভামাধবং মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম্। ইন্দিরামন্দিরং চেতসা সুন্দরং দেবকীনন্দনন্দনং সন্দধে ॥ ২ ॥

বিষ্ণবে জিষ্ণবে শঙ্খিনে চক্রিণে রুক্মিণীরাগিণে জানকীজানয়ে। বল্লবীবল্লভায়ার্চিতায়াত্মনে কংসবিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম নারায়ণ শ্রীপতে বাসুদেবাজিত শ্রীনিধে। অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্ষজ দ্বারকানায়ক দ্রৌপদীরক্ষক ॥ ৪ ॥

রাক্ষসক্ষোভিতঃ সীতয়া শোভিতো দণ্ডকারণ্যভূপুণ্যতাকারণম্। লক্ষ্মণেনান্বিতো বানরৈঃ সেবিতোঽগস্ত্যসম্পূজিতো রাঘবঃ পাতু মাম্ ॥ ৫ ॥

যিনি অচ্যুত ও কেশবনামে অভিহিত হয়েন, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, দেবকীনন্দন এবং সকলের আনন্দদায়ক, সেই জগন্মোহন নারায়ণকে মনে মনে চিন্তা করি। ২ ॥

যিনি বিষ্ণু, জয়শীল, শঙ্খধারী ও চক্রহস্ত, যিনি রুক্মিণীতে অনুরক্ত আছেন, যিনি জানকীর প্রিয়পতি, যিনি গোপীগণের প্রাণবল্লভ, যিনি ত্রিজগতের অর্চিত পরমাত্মরূপী, কংসধ্বংসকারী ও বংশীবাদনতৎপর, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৩।

হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, হে রাম, হে নারায়ণ, হে শ্রীপতে, হে বাসুদেব, হে অজিত, হে শ্রীনিবাস, হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে মাধব, হে অধোক্ষজ, হে দ্বারকানাথ, হে দ্রৌপদীরক্ষক! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিয়া সীতাদেবীর সহিত দণ্ডকারণ্যভূভাগে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতেই দণ্ডকারণ্য পুণ্যস্থান

নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ শ্রুতিবিশদগুণোঽসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাদ্যঃ। যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ব্বভূব স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাব্জহস্তঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কৃষ্ণাষ্টকং
সম্পূর্ণম্ ॥ ১৬ ॥

অথ অচ্যুতাষ্টম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ অচ্যুতং কেশবং রামং নারায়ণং কৃষ্ণং দামোদরং হরিম্। শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং জানকীনায়কং রামচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥

শাস্ত্রে যাঁহার গুণগান বর্ণিত আছে, সেই ব্রজপতি সকলের আশ্রয় ত্রিলোকেশ্বর বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৮ ॥

পরিব্রাজকপ্রবর শ্রীশঙ্করাচার্য্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্তপ্রকারে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রুতি সকল যাহার বিশদগুণ কীর্ত্তন করিয়াছে, সেই সকলের আদীভূত জগতের পরমাত্মরূপী শঙ্খচক্র গদাপদ্মহস্ত স্বগুণপরিত হরি যতিপ্রবর শঙ্করের নিকটে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ১৬ ॥

যিনি অচ্যুত, কেশব, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, দামোদর, বাসুদেব, হরি, শ্রীধর, মাধব, গোপীকাবল্লভ, জানকীনায়ক এবং রামচন্দ্র ইত্যাদিনামে অভিহিত হয়েন, সেই নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

অচ্যুতং কেশবং সত্যভামাধবং মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম্। ইন্দিরামন্দিরং চেতসা সুন্দরং দেবকীনন্দনন্দনং সন্দধে ॥ ২ ॥

বিষ্ণবে জিষ্ণবে শঙ্খিনে চক্রিণে রুক্মিণীরাগিণে জানকীজানয়ে। বল্লবীবল্লভায়ার্চিতায়াত্মনে কংসবিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম নারায়ণ শ্রীপতে বাসুদেবাজিত শ্রীনিধে। অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্ষজ দ্বারকানায়ক দ্রৌপদীরক্ষক ॥ ৪ ॥

রাক্ষসক্ষোভিতঃ সীতয়া শোভিতো দণ্ডকারণ্যভূপুণ্যতাকারণম্। লক্ষ্মণেনান্বিতো বানরৈঃ সেবিতোঽগস্ত্যসম্পূজিতো রাঘবঃ পাতু মাম্ ॥ ৫ ॥

যিনি অচ্যুত ও কেশবনামে অভিহিত হয়েন, যিনি লক্ষ্মীর আবাস স্থান, দেবকীনন্দন এবং সকলের আনন্দদায়ক, সেই জগন্মোহন নারায়ণকে মনে মনে চিন্তা করি। ২ ॥

যিনি বিষ্ণু, জয়শীল, শঙ্খধারী ও চক্রহস্ত, যিনি রুক্মিণীতে অনুরক্ত আছেন, যিনি জানকীর প্রিয়পতি, যিনি গোপীগণের প্রাণবল্লভ, যিনি ত্রিজগতের অর্চ্চিত পরমাত্মরূপী, কংসধ্বংসকারী ও বংশীবাদনতৎপর, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৩।

হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, হে রাম, হে নারায়ণ, হে শ্রীপতে, হে বাসুদেব, হে অজিত, হে শ্রীনিবাস, হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে মাধব, হে অধোক্ষজ, হে দ্বারকানাথ, হে দ্রৌপদীরক্ষক! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিয়া সীতাদেবীর সহিত দণ্ডকারণ্যভূভাগে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতেই দণ্ডকারণ্য পুণ্যস্থান

ধেনুকারিষ্টকোনিষ্টকৃদ্দ্বেষিণাং কেশিহা কংসহৃদ্বংশিকাবাদকঃ। পূতনাকোপকঃ সূরজাখে[illegible]া বালগোপালকঃ পাতু মাং সর্ব্বদা ॥ ৬ ॥

বিদ্যুদুদ্যোতবান্ প্রস্ফুরদ্বাসসং প্রাবৃড়ম্ভোদবৎপ্রোল্লসদ্বিগ্রহম্। বন্যয়া মালয়া শোভিতোরঃস্থলং লোহিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ং বারিজাক্ষং ভজে ॥ ৭ ॥

কুঞ্চিতৈঃ কুন্তলৈর্ভ্রাজমানাননং রত্নমৌলিং লসৎকুণ্ডলং গণ্ডয়োঃ। হারকেয়ূরকং কঙ্কণপ্রোজ্জ্বলং কিঙ্কিণীমঞ্জুলং শ্যামলন্তং ভজে ॥ ৮ ॥

বলিয়া কীর্ত্তিত হয়! অনন্তর রাঘব লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া আগমন করিলে বানরগণ তাঁহার সেবা করে এবং অগস্ত্য মুনি তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই রঘুকুলতিলক নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন। ৫ ॥

যিনি ধেনুকাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দ্বেষিদিগের অনিষ্ট সাধন করেন, যিনি কেশী ও কংসাসুরকে নিপাত করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা বংশীবাদনে অনুরক্ত থাকেন, যিনি পূতনার প্রতি কোপ করিয়া তাহার প্রাণপান করিয়াছিলেন, যিনি বালগোপালবেশে যমুনাতে খেলা করিতেন, সেই নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন। ৬ ॥

যাঁহার দেহকান্তি প্রকাশিত বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল, যিনি বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় প্রগাঢ় শ্যাম কলেবর, যিনি বন্য কুসুমের মালায় আপন বক্ষঃস্থল সুশোভিত করিয়াছিলেন, যাঁহার চরণযুগল লোহিতবর্ণ এবং নয়নদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট, সেই নারায়ণকে ভজনা করি। ৭ ॥

যাঁহার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কুন্তল সমূহে সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার মৌলিপ্রদেশ অনন্তরত্নে শোভমান এবং গণ্ডদ্বয়ে সুবর্ণ কুণ্ডল বিরাজমান আছে, যাঁহার গলদেশে হার, বাহুতে কেয়ুর, করে কঙ্কণ

অচ্যুতস্যাষ্টকং যঃ পঠেদিষ্টদং প্রেমতঃ প্রত্যহং পূরুষঃ সস্পৃহম্। বৃত্ততঃ সুন্দরং কর্ত্তৃ বিশ্বম্ভরং তস্য বশ্যো হরির্জায়তে সত্বরম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অচ্যুতাষ্টকং
সম্পূর্ণম ॥ ১৭ ॥

অথ ভগবন্মানসপূজা।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ হৃদম্ভোজে কৃষ্ণঃ সজলজলদশ্যামলতনুঃ সরোজাক্ষঃ স্রগ্বী মুকুটকটকাদ্যাভরণবান্। শরদ্রাকানাথপ্রতিমবদনঃ শ্রীমুরলিকাং বহন্ ধ্যেয়ো গোপীগণপরিবৃতঃ কুঙ্কুমচিতঃ ॥ ১ ॥

এবং কটিদেশে মনোহর কিঙ্কিণী শোভা পাইতেছে, সেই শ্যামকলেবর গোপালকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রণয়সহকারে ভক্তিপূর্ব্বক এই অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র পাঠকরে, একবার আবৃত্তিমাত্র বিশ্বম্ভর হরি তাহার বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি অচ্যুতাষ্টকস্তোত্রক সম্পূর্ণ ॥ ১৭ ॥

যে কৃষ্ণ জলপূর্ণমেঘের ন্যায় শ্যামকলেবর, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মসদৃশ, যিনি মুকুট কেয়ূর ও বলয়াদি ভূষণ ধারণ করিয়াছেন, যাহার বদন শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান যিনি মুরলী বাদনে তৎপর আছেন, সেই গোপীগণপরিবৃত কুঙ্কুমাঙ্কিতদেহ হরিকে হৃদয়কমলে ধ্যান কর ॥ ১ ॥

পয়োঽম্ভোধের্দ্বীপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগবন্মণিব্রাতভ্রাজৎকনকবরপীঠং ভজ হরে। সুচিহ্নৌ তে পাদৌ যদুকুলজনেনেজ্মিসুজলৈর্গৃহাণেদং দূর্ব্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুররিপো॥ ২॥

ত্বমাচামোপেন্দ্র ত্রিদশসরিদম্ভোতিশিশিরং ভজস্বেমং পঞ্চামৃতরচিতমাপ্লাবমঘহন্। দ্যুনদ্যাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুম্ভস্থিতমিদং জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুষ্বাচমনকম্॥ ৩॥

তড়িদ্বর্ণে বস্ত্রে ভজবিজয়কান্তাদিহরণ প্রলম্বারিভ্রাতর্মৃদুলমুপনীতং কুরু গলে। ললাটে পাটীরং মৃগমদযুতং ধারয় হরে গৃহাণেদং মাল্যং শতদলতুলস্যাদিরচিতম্॥ ৪॥

হে ভগবন্! ক্ষীরোদসাগরের দ্বীপস্বরূপে আমার হৃদয়রূপ আসন আশ্রয় কর, হে হরে! সেই আসনোপরি মণিখচিত কনকময় পীঠে উপবেশন কর, তোমার সুচিহ্নিত পাদযুগলে যে পাদ্যরূপে সুনির্ম্মল জল প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর। হে মুরারে! আমি তোমাকে দূর্ব্বাদল, ফল ও জলসমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর। ২।

হে উপেন্দ্র! আমি তোমাকে সুশীতল গঙ্গাজল আচমনীয়রূপে প্রদান করিতেছি, সেই জলদ্বারা আচমন কর, হে পাপহারিন্! আমি তোমাকে স্নানার্থ পঞ্চামৃতাপ্লাবিত গঙ্গা ও যমুনার জল প্রদান করিলাম, তুমি সেই জলদ্বারা স্নান কর। ৩॥

হে বলানুজ! তুমি অরাতিবর্গকে বিজয় করিয়া অনেক কান্তা আহরণ করিয়াছ, এইক্ষণ তোমাকে তড়িদ্বর্ণ বস্ত্রদ্বয় প্রদান করিতেছি, তুমি সেই বস্ত্রদ্বয়ের একবস্ত্র পরিধান কর ও অপর বস্ত্রদ্বারা গলে উত্তরীয় কর। হে হরে ললাটে কস্তূরীমিশ্রিত চন্দন ধারণ কর এবং পদ্ম ও তুলসীনির্ম্মিত মালা প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর। ৪।

দশাঙ্গং ধূপং সদ্বরদ চরণাগ্রেঽর্পিতময়ে মুখং দীপেনেন্দুপ্রভবরজসা দেবকলয়ে। ইমৌ পাণী বাণীপতিনুত-সকর্পূররজসা বিশোধ্যাগ্রে দত্তং সলিলমিদমাচাম নৃহরে ॥ ৫ ॥

সদা তৃপ্তান্নং ষড্রসবদখিলব্যঞ্জনযুতং সুবর্ণীপাত্রে গোঘৃতচষকযুক্তে স্থিতমিদম্। যশোদাসূনো ত্বৎপরমদয়য়াশান সখিভিঃ প্রসাদং বাঞ্ছদ্ভিঃ সহ তদনু নীরং পিব বিভো ॥ ৬ ॥

সচন্দ্রং তাম্বূলং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে ফলং স্বাদু প্রীত্যা পরিমলবদাস্বাদয় চিরম্। সপর্য্যাপর্য্যাপ্ত্যৈ কনকমণিজাতং স্থিতমিদং প্রদীপৈরারার্ত্তিং জলধিতনয়াশ্লিষ্ট রচয়ে ॥ ৭ ॥

হে দেব! আমি তোমার চরণসমীপে দশাঙ্গ ধূপ প্রদান করিতেছি, তোমার মুখসমীপে চন্দ্রপ্রভাসদৃশ দীপ প্রদান করিলাম.. তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আর আমার এই করদ্বয় শোধন করিয়া তোমাকে কর্পূরবাসিত আচমনীয় জল প্রদান করিতেছি, সেই জলদ্বারা আচমন কর ।৫।

হে যশোদানন্দন! আমি গব্যঘৃত ও পানপাত্র সমন্বিত সুবর্ণপাত্রে স্থাপিত করিয়া ষড্রসসমন্বিত ব্যঞ্জন সহিত অন্ন প্রদান করিতেছি, তুমি আমার প্রতি পরমদয়া প্রকাশ করিয়া প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সখিগণের সহিত সেই অন্ন ভোজন কর। হে বিভো! আমার অন্ন ভোজন করিয়া জল পান কর ॥ ৬ ।

হে হরে! আমি মুখরুচিকর তাম্বূল প্রদান করিতেছি, অনুকম্পাপুরঃসর তুমি সেই তাম্বূল ভক্ষণ কর, আর এই সুগন্ধি ও সুস্বাদু ফল প্রদান করিলাম, প্রীতিপূর্ব্বক সেই ফলাস্বাদন কর। হে লক্ষ্মীসমালিঙ্গিতকলেবর!

বিজাতীয়ৈঃ পুষ্পৈরতিসুরভিভির্ব্বিল্বতুলসীযুতৈশ্চেমং পুষ্পাঞ্জলি মজিত তে মূর্দ্ধ্নি নিদধে। তব প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমঘবিধ্বংসিরচিতং চতুর্ব্বারং বিষ্ণো জনিপথগতিশ্রান্তবিদুষা ॥ ৮ ॥

নমস্কারোঽষ্টাঙ্গঃ সকলদুরিতধ্বংসনপটুঃ কৃতং নৃত্যং গীতং স্তুতিরপি রমাকান্ত ত ইমম্। তব প্রীত্যৈ ভূয়াদহমপি চ দাসস্তব বিভো কৃতং ছিদ্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেঽস্তু ভগবন্ ॥ ৯ ॥

সদা সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সজলঘননীলঃ করতলে দধানো দধ্যন্নং তদনু নবনীতং মুরলিকাম্। কদাচিৎ কান্তানাং কুচকলসপত্রালিরচনাসমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈঃ সহ শিশুবিহারং চিরচয়ন্ ॥ ১০ ॥

তোমার পূজাসিদ্ধ্যর্থ এই কনকমণিসকল স্থাপিত করিয়া প্রদীপদ্বারা আরতি করিতেছি, আমার এই আরাত্রিক গ্রহণ কর ॥ ৭ ॥

হে অজিত! আমি তোমার মস্তকে নানাবিধ সৌগন্ধপরিপূর্ণ পুষ্প ও তুলসী একত্রিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। হে বিষ্ণো! আমি জন্ম মরণের ক্লেশ জানিয়া সেই ক্লেশের পরিহারার্থ চারিবার তোমাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, আমার সকল পাপ বিনষ্ট হউক ॥ ৮ ॥

হে রমানাথ! আমি তোমাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতেছি; আমার সকল দুরিত ধ্বংস হউক এবং আমি যে নৃত্য, গীত ও স্তব করিতেছি, তাহাতে তোমার প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা। হে বিভো! আমি তোমার দাস হইয়া থাকি। আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর, হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

সেই নবঘনশ্যামতনু শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করা কর্ত্তব্য, যিনি প্রথমে করতলে দধ্যন্ন, তৎপর নবনীত এবং অনন্তর বংশীধারণ করিয়াছেন।

মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্। যঃ কুর্ব্বীতোষসি প্রাজ্ঞস্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ভগবন্মানসপূজনং
সম্পূর্ণম্ ॥ ১৮ ॥

অথ হরিস্তুতিঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ। স্তোষ্যে ভক্ত্যা বিষ্ণুমনাদিং জগদাদিং যস্মিন্নেতৎ সংসৃতিচক্রং ভ্রমতীত্থম্। যস্মিন্ দৃষ্টে নশ্যতি তৎসংসৃতিচক্রং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১ ॥

যস্যৈকাংশাদিত্থমশেষং জগদেতৎ প্রাদুর্ভূতং যেন

যিনি প্রিয়বয়স্যদিগের সহিত বাল্যক্রীড়া করিয়া কখন কখন কামিনীগণের কুচকলসোপরি পত্রাবলী রচনায় সমাসক্ত ছিলেন, সেই কৃষ্ণ সকলের সেব্য ॥ ১০ ॥

যে প্রাজ্ঞব্যক্তি প্রত্যূষ সময়ে উক্তরূপে বিষ্ণুর মানস পূজা করে, ভগবান্ নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ইতি ভগবন্মানস পূজা সম্পূর্ণ ॥ ১৮ ॥

যাঁহার আদি নাই, যিনি জগতের আদি এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই সংসারচক্র ভ্রমণ করিতেছে, সেই বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করি। আর যে হরিকে দর্শন করিলে সংসারচক্র বিনাশ পায়, সেই সংসারধ্বান্ত বিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ১ ॥

এই অশেষ জগৎ যাঁহার একাংশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যিনি এই জগৎকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া

পিনদ্ধং পুনরিত্থম্। যেন ব্যাপ্তং যেন বিবুদ্ধং সুখদুঃখং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২ ॥

সর্ব্বজ্ঞোযো যশ্চ হি সর্ব্বঃ সকলো যো যশ্চানন্দোহনন্তগুণো যো গুণধামা। যশ্চাব্যক্তো ব্যস্তসমস্তঃ সদদ্‌যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩ ॥

যস্মাদন্যং নাস্ত্যপি নৈবং পরমার্থং দৃশ্যাদন্যো নির্ব্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনোপি সদাজ্ঞস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪ ॥

আচার্য্যেভ্যো লব্ধসুসূক্ষ্মাচ্যুততত্ত্বাদ্বৈরাগ্যেণাভ্যাসবলাচ্চৈব দ্রঢ়িম্না। ভক্ত্যৈকাগ্র্যধ্যানপরা যং বিদুরীশং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৫ ॥

আছেন, যিনি জগতের সুখ দুঃখ প্রদান করেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, সেই হরিকে স্তব করি। ২ ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্বময়, যিনি আনন্দ স্বরূপ, যাঁহার গুণের অন্ত নাই, যিনি সকল গুণের আধার, যিনি অব্যক্তভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, যিনি সদসৎ সমুদায় পদার্থ স্বরূপ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ৩ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা হইতে পরমার্থ আর নাই, যিনি নির্ব্বিষয় ও জ্ঞানময়, যিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিহীন, যিনি সর্ব্বদা জ্ঞানময় এবং যিনি এই সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

আচার্য্যগণের নিকট সূক্ষ্ম অচ্যুততত্ত্ব জানিলে বৈরাগ্য ও অভ্যাস বশতঃ দৃঢ়ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ৫ ॥

প্রাণানায়ম্যোমিতি চিত্তং হৃদি রুদ্ধা নান্যৎ স্মৃত্বা তৎপুনরত্রৈব বিলাপ্য। ক্ষীণে চিত্তে ভাদৃশিরস্মীতি বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৬ ॥

যং ব্রহ্মাখ্যং দেবমন্যং পরিপূর্ণং হৃৎস্থং ভক্তৈর্লভ্যমজং সূক্ষ্মমতর্ক্যম্। ধ্যাত্বাত্মস্থং ব্রহ্মবিদো যং বিদুরীশং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৭ ॥

মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধং জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হৃদ্যুপলভ্যম্। ভাবগ্রাহ্যানন্দমনন্যং চ বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে। ৮ ॥

প্রাণায়াম করিয়া ওম্ শব্দ উচ্চারণ করত হৃদয়ে চিত্তনিরোধপূর্ব্বক অন্য স্মরণ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাতে চিত্ত বিলীন করিলে যখন চিত্তবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া থাকে, তখন যাঁহাকে তেজোময় বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ৬।

যিনি ব্রহ্মনামে অভিহিত হয়েন, যাঁহা হইতে অন্যদেব নাই। যিনি পরিপূর্ণ ও সূক্ষ্ম, যিনি ভক্তগণের লভ্য, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি সকলের হৃদয়স্থ, ব্রহ্মবিৎপণ্ডিতেরা যাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া ধ্যান করতঃ ঈশ্বর বলিয়া জানে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

যিনি মাত্রাতীত, যিনি স্বপ্রকাশমান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, যাঁহার জ্ঞেয় নাই, যিনি জ্ঞানময়, যাঁহাকে কেবল হৃদয় মধ্যে লাভ করা যায়, যিনি ভাবগ্রাহী, আনন্দময়, যাঁহার দ্বিতীয় নাই, যাঁহাকে যোগিগণ ঈশ্বর বলিয়া জানেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব। ৮ ॥

যদ্যদ্বেদ্যং বস্তু সতত্ত্বং বিষয়াখ্যং তত্তদ্ ব্রহ্মৈবেতি বিদিত্বা তদহং চ। ধ্যায়ন্ত্যেবং যং সনকাদ্যা মুনয়োঽজং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৯ ॥

যদ্যদ্বেদ্যং তত্তদহং নেতি বিহায় স্বাত্মজ্যোতির্জ্ঞানময়ানন্দমবাপ্য। তস্মিন্নস্মীত্যাত্মবিদো যং বিদুরীশং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১০ ॥

হিত্বা হিত্বা দৃশ্যমশেষং সবিকল্পং মত্বা শিষ্টং ভাদৃশিমাত্রং গগনাভম্। ত্যক্ত্বা দেহং যং প্রবিশন্ত্যচ্যুতভক্তাস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বত্রাস্তে সর্ব্বশরীরী ন চ সর্ব্বঃ সর্ব্বং বেত্ত্যেবেহ

যে যে বস্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, সেই সমুদায়ই ব্রহ্ম, এইরূপে সনকাদি মুনিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিয়াছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ৯ ॥

যে যে বেদ্যবস্তু আছে তাহার কিছুই আমি নহি, ইত্যাদি প্রকারে তন্ন তন্নরূপে আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময় আনন্দলাভ করিয়া আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা সকল পদার্থে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১০ ॥

এই জগতের দৃশ্যপদার্থ সকল সবিকল্পক জ্ঞান করিয়া তন্ন তন্নরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে যিনি একমাত্র অবশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যিনি তেজোময় ও গগনের ন্যায় অনন্ত। ভক্তগণ দেহ ত্যাগ করিয়া যাঁহাতে প্রবেশ করে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ১১।

এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বপ্রকার প্রাণী বিদ্যমান আছে, কিন্তু সকল প্রাণী সকল জানে না, আর সকলে যাঁহাকে জানিতে পারে না, যিনি সকলের অন্তর্যামিরূপে আছেন, যাঁহাকে কেবল সংযমদ্বারা জানা

ন যং বেত্তি চ সর্ব্বঃ । সর্ব্বত্রান্তর্যামিতয়েত্থং যময়ন্ যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১২ ॥

সর্ব্বং দৃষ্ট্বা স্বাত্মনি যুক্ত্যা জগদেতদ্ দৃষ্ট্বাত্মানং চৈবমজং সর্ব্বজনেষু । সর্ব্বাত্মৈকোঽস্মীতি বিদুর্যং জনহৃৎস্থং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বত্রৈকঃ পশ্যতি জিঘ্রত্যথ ভুংক্তে দ্রষ্টা শ্রোতাবুধ্যতি চেত্যাহুরিমং যম্ । সাক্ষী চাস্তে কর্ত্তৃষু পশ্যন্নিতি চান্যে তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৪ ॥

পশ্যন্ শৃণ্বন্নত্র বিজানন্ রসয়ন্ সন্ জিঘ্রন্ বিভ্রদ্দেহমিমং জীবতয়েত্থং । ইত্যাত্মানং যং বিদুরীশং বিষয়জ্ঞং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

যাইতে পারে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি । ১২ ॥

স্বীয় আত্মাতে সকল জগৎ দর্শন করিয়াও যে সনাতন পুরুষকে সকলের আত্মা বলিয়া জানা যায়, আর সকলের আত্মাই আমি এইরূপে যিনি সর্ব্বজনের হৃদয়স্থ পরমাত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৩ ।

যে এক পুরুষ সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছেন, আঘ্রাণ করিতেছেন, ভোজন করিতেছেন, দর্শন করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন, ও জানিতেছেন, এইরূপে যাঁহাকে জানা যায়, যিনি সকলের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছেন, অপর সকলেই যাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া জানে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৪ ॥

যিনি একমাত্র এই জগতে দর্শনকর্ত্তা, শ্রবণকর্ত্তা, জ্ঞানকর্ত্তা, রসাস্বাদনকর্ত্তা, ঘ্রাণকর্ত্তা ও যিনি জীবরূপে এই দেহ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান

জাগ্রদ্দৃষ্ট্বা স্থূলপদার্থানথ মায়াং দৃষ্ট্বা স্বপ্নে হথাপি সুষুপ্তৌ সুখনিদ্রাম্। ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদাস্তে চ তুরীয়ে তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৬ ॥

পশ্যন্ শুদ্ধোপ্যক্ষর একো গুণভেদান্নানাকারান্ স্ফটিকবদ্ভাতি বিচিত্রঃ। ভিন্নশ্ছিন্নশ্চায়মজঃ কর্ম্মফলৈর্যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মাবিষ্ণু রুদ্রহুতাশৌ রবিচন্দ্রাবিন্দ্রো বায়ুর্যজ্ঞ ইতীত্থং পরিকল্প্য। একং সন্তং যং বহুধাহুর্ম্মতিভেদাত্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৮ ॥

আছেন, এইরূপে যাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানা যায়, যিনি সর্ব্ববিষয়জ্ঞ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥

যিনি জাগরণকালে স্থূলপদার্থ সকল দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায় মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন. সুষুপ্তিকালে সুখনিদ্রা ভোগ করেন, এইরূপে যাঁহাকে সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা বলিয়া জানাযাইতেছে, যিনি তুরীয় ব্রহ্ম এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥১৬॥

যেমন এক স্ফটিকমণি বিবিধ বর্ণের সঙ্গবশতঃ নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে এক পুরুষ গুণভেদে নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি অজন্মা হইয়াও কর্ম্মফলানুসারে ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৭ ॥

সেই সৎপুরুষ এক, তথাপি লোকের বুদ্ধিভেদবশতঃ তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র ও বায়ু ইত্যাদি নানাপ্রকারে কল্পনা করিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনন্তং ব্যতিরিক্তং শান্তং গূঢ়ং নিষ্কলমানন্দমনন্যম্। ইত্যাহাদৌ যং বরুণোহসৌ ভৃগবেহজং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৯ ॥

কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায় ব্রহ্মাস্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চিত্য দৃশিস্থঃ। পিত্রাদিষ্টো বেদ ভৃগুর্যং যজুরন্তে তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২০ ॥

যেনাবিষ্টো যস্য চ শক্ত্যা যদধীনক্ষেত্রজ্ঞোহয়ং কারয়িতা জন্তুষু কর্ত্তুঃ। কর্ত্তা ভোক্তাত্মাত্র হি চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২১ ॥

সৃষ্ট্বা সর্ব্বং স্বাত্মতয়ৈবেত্থমতর্ক্যং ব্যাপ্যাথান্তঃ কৃৎস্ন-

---

"যিনি সত্য, জ্ঞানময়, অনন্ত, সকলের অতিরিক্ত, শান্ত, গূঢ়, নিষ্কল, আনন্দময়" ইত্যাদি রূপে বরুণ ভৃগুকে যে সনাতন ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ১৯ ॥

বরুণতনয় ভৃগু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিতৃকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমি অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অতীত এবং রসাদির অতিরিক্ত পরব্রহ্ম, এইরূপে আত্মাকে নিশ্চয় করিয়া যাঁহাকে জানিয়াছিলেন ও অন্তকালে অর্চ্চনা করেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, সেই হরিকে স্তব করি। ২০ ॥

যৎকর্তৃক জীব আবিষ্ট হইয়া যাঁহার শক্তিতে বিদ্যমান আছে, এই আত্মা যাঁহার অধীন রহিয়াছে, যিনি জন্তুদিগের মধ্যে কর্ত্তাকে প্রেরণ করেন, প্রকৃত পক্ষে যিনিই কর্ত্তা, ভোক্তা ও চিৎশক্তিতে অধিরূঢ় আছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ২১ ॥

যিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের আত্মস্বরূপে আছেন, তিনি

মিদং সৃষ্টমশেষম্। সচ্চ ত্যচ্চাভূৎপরমাত্মা স য একস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২২ ॥

বেদান্তৈশ্চাধ্যাত্মিকশাস্ত্রৈশ্চ পুরাণৈঃ শাস্ত্রৈশ্চান্যৈঃ সাত্বততন্ত্রৈশ্চ যমীশম্। দৃষ্ট্বাথান্তশ্চেতসি বুদ্ধা বিবিশুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৩ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানশমাদ্যৈর্যত্নমানৈর্জ্ঞাতুং শক্যো দেব ইহৈবাশু য ঈশঃ। দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো জন্মশতৈশ্চাপি বিনা তৈস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৪ ॥

যস্মাতর্ক্যং স্বাত্মবিভূতেঃ পরমার্থং সর্ব্বং খল্বিত্যত্র নিরুক্তং শ্রুতিবিদ্ভিঃ। তজ্জাদিত্বাদব্ধিতরঙ্গাভমভিন্নং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বব্যাপী, অথচ সকলের অতর্ক্য, যিনি সত্য, পরমাত্মা ও অদ্বিতীয় পুরুষ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ কারন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২২ ॥

বেদান্ত শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, পুরাণ শাস্ত্র এবং অন্যান্য সাত্বত তন্ত্র শাস্ত্র, যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, যাঁহাকে আপন আপন চিত্ত মধ্যে জানিতে পারিলে তাঁহাতে প্রবেশ করা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৩ ॥

শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও শমদমাদি সাধন করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে চিন্তা করিলে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানা যায়, কিন্তু উক্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি ব্যতিরেকে, শতশত জন্মেও যাঁহাকে জানা যাইতে পারে না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৪ ॥

যাঁহার স্বরূপ অতর্ক্য এবং শ্রুতিবিদ্ মুনিগণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই রূপে যাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তজ্জাত সমুদায় পদার্থ ও তিনি

দৃষ্ট্বা গীতাস্বক্ষরতত্ত্বং বিধিনাজং ভক্ত্যা গুর্ব্ব্যা লভ্য হৃদিস্থং দৃশিমাত্রম্। ধ্যাত্বা তস্মিন্নস্ম্যহমিত্যত্র বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৬ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞত্বং প্রাপ্য বিভুঃ পঞ্চমুখৈর্যো ভুংক্তেহজস্রং ভোগ্যপদার্থান্ প্রকৃতিস্থঃ। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেহপ্স্বিন্দুবদেকো বহুধাস্তে তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৭ ॥

যুক্ত্যালোড্য ব্যাসবচাংস্যত্র হি লভ্যঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞান্তরবিদ্ভিঃ পুরুষাখ্যঃ। যোহহংসোহসৌ সোহস্ম্যহমেবেতি বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৮ ॥

একীকৃত্যানেকশরীরস্থমিমং জ্ঞং যং বিজ্ঞায়েহৈব স

সাগর ও সাগরতরঙ্গের ন্যায় অভিন্ন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ২৫।

গীতাতে অক্ষরতত্ত্ব দর্শন করিলে বিধিপূর্ব্বক গুরুতর ভক্তি সহকারে যে সনাতন ব্রহ্ম হৃদিস্থ হইয়া উপলব্ধ হয়েন, আর নিরন্তর যাঁহার ধ্যান করিলে আমিই সেই পরংব্রহ্ম এইরূপে যাঁহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি॥২৬।

যে বিভু জীবাত্মভাব প্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া পঞ্চমুখে অনবরত ভোগ্য পদার্থ সকল ভোজন করিতেছেন, আর যেমন একই চন্দ্র সকল জলে প্রতিবিম্বিত হয়েন, সেইরূপ যিনি সর্ব্ব দেহে আছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি।২৭॥

দেহ ও আত্মার ভেদাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তি সহকারে ব্যাসবাক্য সকল আলোচনা করিয়া যে পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, আর যে পরমাত্ম পুরুষকে "সোহহমস্মি" ইত্যাদি বাক্যে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ২৮।

বিজ্ঞব্যক্তিরা অনেকশরীরস্থ যে আত্মাকে এক বলিয়া জানিতে

এবাশু ভবতি। যস্মিঁল্লীনা নেহ পুনর্জ্জন্ম লভন্তে তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ২৯॥

দ্বন্দ্বৈকত্বং যচ্চ মধুব্রাহ্মণবাক্যৈঃ কৃত্বা শক্রোপাসনমাসাদ্য বিভূত্যা। যোঽসৌ সোঽহং সোঽস্ম্যহমেবেতি বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩০॥

যোঽয়ং দেবে চেষ্টয়িতান্তঃকরণস্থঃ সূর্য্যে চাসৌ তাপয়িতা সোঽস্ম্যহমেব। ইত্যাত্মৈক্যোপাসনয়া যং বিদুরীশং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩১॥

বিজ্ঞানাংশো যস্য সন্তঃ শক্ত্যধিরূঢ়ো বুদ্ধির্ব্বুধ্যত্যত্র বহির্ব্বোধ্যপদার্থান্। নৈবান্তঃস্থং বুধ্যতি যং বোধয়িতারং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩২॥

পারিলে ইহকালেই তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারে, আর যাঁহাতে একবার মাত্র লীন হইতে পারিলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥২৯॥

বেদাদির বাক্যানুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য ভাবনা পূর্ব্বক ইন্দ্রাদির উপাসনা করিয়া "আমিই সেই আত্মা ও সেই আত্মাই আমি" এইরূপে যাঁহাকে জানিয়া থাকে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩০ ॥

যিনি দেবগণের অন্তঃকরণে চেষ্টা উৎপাদন করেন, যিনি সূর্য্যের তাপ প্রদান করিয়াছেন, 'আমিই সেই আত্মা ইত্যাদি বাক্যে উপাসনা করিলে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ৩১ ॥

যে সৎপুরুষের শক্তি হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার শক্তিতে বুদ্ধি অন্তর্গতা হইয়াও বাহ্য বোধ্য পদার্থ সকলের বোধ জন্মায়, কিন্তু সেই বুদ্ধি যে অন্তঃস্থ বোধয়িতা পুরুষকে জানাইতে পারে না এবং

কোঽয়ং দেহে দেব ইতীত্থং সুবিচার্য্য জ্ঞাতা শ্রোতানন্দয়িতা চৈষ হি দেবঃ। ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইহাস্মীতি বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৩ ॥

কো হ্যেবান্যাদাত্মনি ন স্যাদয়মেষ হ্যেবানন্দঃ প্রাণিতি চাপানিতি চেতি। ইত্যস্তিত্বং বক্ত্যুপপত্ত্যা শ্রুতিরেষা তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৪ ॥

প্রাণো বাহং বাক্ শ্রবণাদীনি মনো বা বুদ্ধির্ব্বাহং ব্যস্ত উতাহোঽপি সমস্তঃ। ইত্যালোচ্য জ্ঞপ্তিরিহাস্মীতি বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৫ ॥

যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩২ ॥

এই দেহে কোন্ দেব আছেন? এইরূপে বিচার করিলে যিনি জ্ঞাতা, শ্রোতা ও আনন্দয়িতা তিনি এই দেহের অধিষ্ঠিত দেব, এইরূপে আলোচনা করিলে আমিই সেই পরমাত্মা দেব, এই প্রকারে যাঁহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৩ ॥

আত্মা ভিন্ন আর কে এমন আছে, যে এই দেহ মধ্যে প্রাণাপানাদি বায়ুর কার্য্য করাইতে পারে, এক আত্মাই আনন্দময় ও তিনিই প্রাণাদি বায়ুর কার্য্য করাইতেছেন, ইত্যাদি রূপে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি যাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিমাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৪ ॥

আমি প্রাণ, আমি বাক্য, আমি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়, আমি মন, আমি বুদ্ধি, অথবা এই প্রাণাদি পৃথক্‌রূপে ও সমস্ত রূপে আমিই বিদ্যমান আছি, এইরূপে আলোচনা করিলে জ্ঞান হয় যে, আমি প্রাণাদির আশ্রয় রূপে আছি। এই প্রকারে যে হরিকে আত্মা বলিয়া জানা যায় এবং

নাহং প্রাণো নৈব শরীরং ন মনোঽহং নাহং বুদ্ধির্নাহমহঙ্কারধিয়ৌ চ। যোঽত্র জ্ঞাংশঃ সোঽস্ম্যহমেবেতি বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩৬॥

সত্তামাত্রং কেবলবিজ্ঞানমজং সৎসূক্ষ্মং নিত্যং তত্ত্বমসীত্যাত্মসুতায়। সাম্নামন্তে প্রাহ পিতা যং বিভুমাদ্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩৭॥

মূর্ত্তামূর্ত্তে পূর্ব্বমপোহ্যাথ সমাধৌ দৃশ্যং সর্ব্বং নেতি চ নেতীতি বিহায়। চৈতন্যাংশে স্বাত্মনি সন্তঞ্চ বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩৮॥

যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩৫॥

আমি প্রাণ নহি, শরীর নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, অহঙ্কার নহি, চিত্ত বৃত্তি নহি, যেহেতু ঐ প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থ ও দৃশ্য সাবয়ব ঘটাদির ন্যায় উপয়াপচয়শালী। বিশেষ আমার প্রাণ ও আমার শরীর ইত্যাদি জ্ঞান হয়। তবে যিনি দৃশ্যত্বাদিধর্ম্মরহিত প্রাণাদির সাক্ষী এবং জ্ঞানময়, তিনিই আমি, এইরূপে যাঁহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি॥৩৬॥

যাঁহার সত্তা মাত্র প্রতীতি হয়, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি জ্ঞানময়, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি সৎস্বরূপ, সূক্ষ্ম ও নিত্য আর যিনি তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যের বিষয়, এইরূপে উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে যে বিভু ও জগদাদীভূত হরিকে পরমাত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন * এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরির স্তব করি॥ ৩৭॥

আত্মতত্ত্বানুসন্ধানকারী যোগিগণ অগ্রে মূর্ত্তামূর্ত্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সমাধিকালেও দৃশ্য পদার্থ সকলকে নেতি নেতি বাক্যে

---

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ মধ্যে দ্রষ্টব্য।

ওতং প্রোতং যত্র চ সর্ব্বং গগনান্তং যোঽস্থূলানণ্বাদিষু সিদ্ধোঽক্ষরসংজ্ঞঃ। জ্ঞাতাতোঽন্যো নেত্যুপলভ্যো ন চ বেদ্যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৯ ॥

তাবৎ সর্ব্বং সত্যমিবাভাতি যথেতদ্‌যাবৎ সোঽস্মীত্যাত্মনি যো জ্ঞো ন হি দৃষ্টঃ। দৃষ্টে তস্মিন্ সর্ব্বমসত্যং ভবতীদং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪০ ॥

রাগামুক্তং লোহযুতং হেম যথাগ্নৌ যোগাষ্টাঙ্গৈরুজ্জ্ব-

নিরাস পূর্ব্বক যাঁহাকে চৈতন্যময় বলিয়া জানিয়াছেন, যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে একমাত্র সৎস্বরূপ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি। ৩৮ ॥

যাহাতে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূত সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, যিনি "স্থূল নহেন, বা সূক্ষ্ম নহেন" ইত্যাদি বাক্যে সিদ্ধ আছেন, যিনি অক্ষরসংজ্ঞক, অর্থাৎ কোন কালেও যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি ভিন্ন আর কেহ সর্ব্বজ্ঞাতা নহেন, যাঁহাকে কেহ কখনও লাভ করিতে পারেনা, যিনি জ্ঞান মাত্রের গম্য এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৯ ।

যাবৎ আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে সেই পরমাত্মমূর্ত্তির দর্শন না হয়, তাবৎ সকল পদার্থই সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে। অনন্তর যখন সেই পরমাত্মরূপী হরির জ্ঞান হয়, তখন সকলই অসত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল এক মাত্র হরিই সংসারের সার বলিয়া বোধ হয় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪০ ।

যেমন সুরঞ্জিত লৌহযুক্ত সুবর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সেই রাগ ও লৌহ ভস্মীভূত হইয়া কেবল সুবর্ণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন দ্বারা সমুজ্জ্বল জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিলে কেবল একমাত্র পর-

লিতজ্ঞানময়াগ্নৌ। রুদ্ধ্বাত্মানং জ্ঞং পরিশিষ্টঞ্চ বিদুর্যং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪১ ॥

যং বিজ্ঞানজ্যোতিষমাদ্যং সুবিভাতং হৃদ্যর্কেন্দ্বগ্ন্যোকসমীড্যং তড়িদাভম্। ভক্ত্যারাধ্যেহৈব বিশন্ত্যাত্মনি সন্তং তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪২ ॥

পায়াদ্ভক্তং স্বাত্মনি সন্তং পুরুষং যো ভক্ত্যা স্তৌতীত্যাঙ্গিরসং বিষ্ণুরিমং মাম্। ইত্যাত্মানং স্বাত্মনি সংহৃত্য সদৈকস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪৩ ॥

ইত্থং স্তোত্রং ভক্তজনেড্যং ভবভীতি ধ্বান্তার্কাভং ভগ-

মাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, এইরূপে যেই পরাৎপর পরমাত্মরূপী হরিকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥৪১॥

যিনি বিজ্ঞানময়, জ্যোতিষ্মান্ ও সকলের আদীভূত এবং যিনি কেবল হৃদয় মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যিনি চন্দ্র. সূর্য্য ও অগ্নির তেজোদাতা, যিনি বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময়, যাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিলে ইহ কালেই হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করেন, যিনি একমাত্র সৎস্বরূপ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥৪২॥

যে ভক্ত "আমিই বিষ্ণু" এইরূপে অভেদ জ্ঞানে স্বীয় হৃদয়ে সৎপুরুষকে ভক্তি পূর্ব্বক ধ্যান করে, তাহাকে যিনি রক্ষা করেন, যিনি অঙ্গের সারভূত রসস্বরূপ, আর হৃদয় নিরোধ পূর্ব্বক আত্মস্বরূপে চিন্তা করিলে যিনি এক পুরুষ মাত্র অবশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪৩ ॥

যে ভক্ত উক্তপ্রকার ভগবৎশঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভগবদ্ভক্ত জনের পাঠ্য এবং সংসারভয়রূপ অন্ধকারের ভাস্কর স্বরূপ, এই স্তব পাঠ করে,

যৎপাদীয়মিদং যঃ। বিষ্ণোর্লোকং পঠতি শৃণোতি ব্রজতি জ্ঞো জ্ঞানং জ্ঞেয়ং স্বাত্মনি চাপ্নোতি মনুষ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য
বিরচিতা হরিস্তুতিঃ সমাপ্তা ॥ ১৯ ॥

অথ হরিনামমালাস্তোত্রং।

ওঁ তৎসৎ। গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্। গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্। নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকং ॥ ২ ॥

অথবা অন্যের পাঠকালে শ্রবণ করে সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। আর যিনি উক্ত স্তবের অর্থ জানিয়া পাঠ করেন তিনি-স্বয়ং ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন। ১৯।

ইতি হরিস্তোত্র সংপূর্ণ। । ১৯ ॥

যিনি গোবিন্দনামের প্রতিপাদ্য, যিনি গোকুলবাসিদিগের আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, যিনি গোপনে গোপ গোপীগণের প্রীতি বর্দ্ধন করিতেন, যিনি গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ধীর অর্থাৎ অনন্তকালস্থায়ী এবং যিনি গোমতীর প্রিয়পাত্র, সেই নারায়ণকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যিনি নারায়ণ অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, যিনি নিরাকার, যিনি নরগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর, যিনি নরোত্তম, যিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি নরগণের নাথ এবং ভক্তগণের নরক নিবারণ করিয়া থাকেন সেই বিষ্ণুকে বন্দনা করি। ২ ॥

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমং। পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং রমাপতিং। রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনম্ ॥ ৪ ॥

বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বিহ্বলং। বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুব্যাসং তং বন্দে বেদবল্লভং ॥ ৫ ॥

দামোদরং দিব্যসিংহং দয়ালুং দীননায়কং। দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বন্দে দেবকীসুতম্ ॥ ৬ ॥

মুরারিং মাধবং মৎস্যং মুকুন্দং মুষ্টিমর্দনং। মুঞ্জকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধুসূদনম্ ॥ ৭ ॥

যিনি পীত বসন পরিধান, করিতেন যাঁহার নাভি ও নয়ন পদ্মসদৃশ যিনি সকল পুরুষের উত্তম, যিনি পবিত্রধামস্বরূপ এবং যিনি পরমানন্দময় সেই পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

যিনি রামচন্দ্র নামে রঘুকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যিনি রাবণের বংশ নির্ম্মূল করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং লক্ষ্মীর পতি, যাঁহার নয়ন যুগল পদ্মসদৃশ, সেই রঘুকুলানন্দ শ্রীরামকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

যিনি বিশ্বরূপ হইয়াও বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি বসুদেব তনয়রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় ঈশ্বর, যিনি বিষ্ণুরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন, যিনি দেবগণের বল্লভ তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

যিনি দামোদররূপী, যিনি দিব্য সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি দীনজনের আশ্রয়, যিনি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দেবদেবেরও ঈশ্বর সেই দেবকীতনয়কে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি মুরনামা অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পতি,

কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তভপ্রিয়ং। কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবান্তকম্ ॥ ৮ ॥

ভূধরং ভুবনানন্দং ভূতেশং ভূতনায়কং। ভাবনৈকং ভুজঙ্গেশং তং বন্দে ভবনাশনম্ ॥ ৯ ॥

জনার্দ্দনং জগন্নাথং জগজ্জাড্যবিনাশকম্। জামদগ্নিং বরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনম্ ॥ ১০ ॥

চতুর্ভুজং চিদানন্দং মল্লচানূরমর্দ্দনং। চরাচরগতং দেবং তং বন্দে চক্রপাণিনং ॥ ১১ ॥

যিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করেন, যিনি মুষ্টিকাসুরকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন, যাঁহার কেশকলাপ অতি মনোহর, যাঁহার বাহুবীর্য্য অপরিমিত, যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি কেশব নামে অভিহিত হয়েন, যিনি কমলার প্রিয়পতি, যিনি কামদেবের ঈশ্বর, কৌস্তভমণি যাঁহার বক্ষে বিদ্যমান আছে, যিনি কৌমোদকী নামক গদা ধারণ করিতেন, যিনি কৃষ্ণরূপে কৌরবগণকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

যিনি অনন্তরূপে ভূমি ধারণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, যিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, ও ভূতগণের অধিনায়ক, যিনি ভাবনার একমাত্র স্থল, যিনি ভুজঙ্গের ঈশ্বর যিনি ভক্তগণের জন্ম মরণ বিনাশ করিয়া মুক্তি প্রদান করেন তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

যিনি জনার্দ্দন নামের প্রতিপাদ্য, যিনি জগতের কর্ত্তা, যিনি জগতের জড়তা বিনাশ করিয়া থাকেন, যিনি পরশুরাম রূপে জমদগ্নির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি জ্যোতির্ম্ময় এবং যিনি ক্ষীরোদ সাগরে শয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ১০ ॥

যিনি চতুর্ভুজধারী ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যিনি মল্ল চানূর প্রভৃতি অসুরকে

শ্রিয়ঃ করং শ্রিয়োনাথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদং। শ্রীবৎসলধরং সৌম্যং তং বন্দে শ্রীসুরেশ্বরং ॥ ১২ ॥

যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং যশোদানন্দদায়কং। যমুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যদুনায়কং ॥ ১৩ ॥

শালগ্রামশিলাশুদ্ধং শঙ্খচক্রোপশোভিতং। সুরাসুরসদাসেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভং ॥ ১৪ ॥

ত্রিবিক্রমং তপোমূর্ত্তিং ত্রিবিধাঘৌঘনাশনম্। ত্রিস্থলং তীর্থরাজেন্দ্রং তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥

মর্দ্দন করিয়াছেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমাদি সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত আছেন, এবং যিনি চক্রপাণি সেই আদি দেবকে বন্দনা করি। ১১ ॥

যিনি ভক্তগণের সম্পদ্বৃদ্ধি করেন, যিনি শ্রীনাথ, শ্রীধর ও শ্রীর বরপ্রদ, যিনি বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, যিনি সৌম্যমূর্ত্তি সেইসুরেশ্বরকে বন্দনা করি। ১২।

যিনি যোগিগণের ঈশ্বর, যিনি যজ্ঞের অধিপতি, যিনি যশোদার আনন্দপ্রদ, যিনি যমুনার জলেতে ক্রীড়া করিতেন এবং যিনি যদুবংশীয়দিগের অধিনায়ক সেই বিষ্ণুকে বন্দনা করি ॥ ১৩ ॥

যিনি শালগ্রাম শিলাতে অধিষ্ঠান করিয়া তাহা বিশুদ্ধ করিয়াছেন, যিনি শঙ্খ ও চক্রধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, সর্ব্বদা সুর ও অসুরগণ যাঁহার সেবা করে এবং যিনি সাধুগণের বল্লভ তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ১৪ ॥

যিনি পাদবিক্ষেপ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই লোকত্রয়ে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি তপোময়মূর্ত্তি, যিনি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপ বিনাশ করেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনই যাঁহার স্থল, যিনি তীর্থ সকলের অধীশ্বর সেই তুলসীদলপ্রিয় নারায়ণকে বন্দনা করি ॥ ১৫ ॥

অনন্তমাদিপুরুষমচ্যুতঞ্চ বরপ্রদং। আনন্দঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনং ॥ ১৬ ॥

লীলয়া ধৃতভূভারং লোকসত্ত্বৈকবন্দিতং। লোকেশ্বরং চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষ্মণপ্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং হরিপ্রিয়ং। হলায়ুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হনুমৎপতিং ॥ ১৮ ॥

হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী। বলিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হরিনামমালাস্তোত্রং
সম্পূর্ণং ॥ ২০ ॥

যাঁহার অন্ত নাই, যিনি জগতের আদিপুরুষ, যিনি অচ্যুত অর্থাৎ কোন কালেও যাঁহার ক্ষয় নাই, যিনি ভক্তগণকে বর প্রদান করেন, যিনি আনন্দময়, যিনি সদানন্দস্বরূপ, যিনি সর্ব্বপাপ বিনাশ করেন, তাঁহাকে বন্দনা করি। ১৬ ॥

যিনি লীলা করিয়া ভূভার ধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বলোক যাঁহাকে বন্দনা করে, যিনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, যিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পতি, যিনি লক্ষ্মণের প্রিয় তাঁহাকে বন্দনা করি। ১৭ ।

যিনি হরিনামের প্রতিপাদ্য, যাঁহার নেত্রযুগল হরিণনয়নের ন্যায় সুদৃশ্য, যিনি রাম অবতারে বানরগণের আশ্রয় ছিলেন এবং ঐ বানর যাঁহাকে অতি প্রিয়জ্ঞান করিত, হলায়ুধ বলরাম সর্ব্বদা যাঁহার সহচর ছিলেন, এবং যিনি হনুমানের অধিপতি সেই নারায়ণকে বন্দনা করি। ১৮॥

এই হরিনামমালা অতিপবিত্র এবং সকলের পাপ বিনাশ করে, এই হরিনামমালা বলিরাজ যত্ন পূর্ব্বক কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব এই হরিনামমালাস্তোত্র সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ১৯ ॥

ইতি হরিনাম মালা স্তোত্র সংম্পূর্ণ। ॥ ২০ ॥

অথ ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রং ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ কদম্ববনচারিণীং মুনিকদম্বকাদম্বিনীং নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনী-সেবিতাম্ । নবাম্বুরুহলোচনামভিনবাম্বুদশ্যামলাং ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

কদম্ববনবাসিনীং কনকবল্লকধারিণীং মহার্হমণিহারিণীং মুখসমুল্লসদ্বারুণীম্ ॥ দয়াবিভবকারিণীং বিশদলোচনীং চারিণীং ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥

কদম্ববনশালয়া কুচভরোল্লসন্মালয়া কুচোপমিতশৈলয়া

যিনি কদম্ববন মধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের হৃদয়াকাশের মেঘমালা স্বরূপ, যাঁহার নিতম্ব ধরিত্রীকে জয় করিয়াছে, সুরনিতম্বিনীগণ সর্ব্বদা যাঁহার চরণ সেবা করেন, যাঁহার নয়নযুগল নবোৎপন্ন কমলের ন্যায় সুদৃশ্য, যিনি নবীননীরদের ন্যায় শ্যাম বর্ণা, যিনি ত্রিলোচনের গৃহিণী সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি ॥ ১ ॥

যিনি কদম্ববনে বাস করেন, যিনি কনক বল্লকী ধারণ করিতেন, যিনি মহামূল্য মণিসমূহদ্বারা আপন কণ্ঠে হার পরিধান করিয়াছেন, সর্ব্বদা যাঁহার মুখকমলে বারুণী আশক্ত থাকিত, যিনি দয়া করিয়া ভক্তবৃন্দের বিভব বৃদ্ধি করেন, যাঁহার লোচন অতি বিশদ, যিনি সর্ব্বদা সঞ্চরণশীলা এবং ত্রিলোচনের গেহিনী সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি ॥ ২ ॥

যিনি কদম্ববনে বাসার্থ শালা স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার স্তনযুগলে মণিময় হার বিরাজমান আছে, যাঁহার কুচযুগল গিরিবরের ন্যায়, যাহার মহতী কৃপা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, যাঁহার কপোলদেশ মদভরে আরক্ত

গুরুকৃপালসদ্বেলয়া। মদারুণকপোলয়া মধুরগীতবাচালয়া কয়াপি ঘননীলয়া কবচিতা বয়ং লীলয়া ॥ ৩ ॥

কদম্ববনমধ্যগাং কনকমণ্ডলোপস্থিতাং ষড়ম্বুরুহবাসিনীং সততসিদ্ধিসৌদামিনীম্। বিরম্বিতজপারুচিং বিকচচন্দ্রচূড়ামণীং ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরী মাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥

কুচাঞ্চিতবিপঞ্চিকাং কুটিলকুন্তলালংকৃতাং কুশেশয়-নিবাসিনীং কুটিলচিত্তবিদ্বেষিণীম্ ॥ মদারুণবিলোচনাং মনসিজারিসম্মোহিনীং মতঙ্গমুনিকন্যকাং মধুরভাষিণী মাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দুনীলাম্বরাং গৃহীত

হইয়াছে, যিনি সর্ব্বদা মধুর গীতধ্বনি করিতেন, যিনি নবজলধরের ন্যায় নীলবর্ণা সেই ত্রিপুরসুন্দরী আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ৩।

যিনি কদম্ববনমধ্যবর্ত্তিনী, যিনি সুবর্ণমণ্ডলোপরি উপবিষ্টা আছেন, যিনি আধারাদি ষট্‌চক্রে বাস করেন, যিনি সর্ব্বদা ভক্তগণের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছে, যাঁহার চূড়াতে পূর্ণচন্দ্র মণি স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি। ৪।

যিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়া বাদন করিতেন, যিনি কুটিল কুন্তলে অলঙ্কৃতা ছিলেন, যিনি রক্ত পদ্মোপরি বাস করেন, যিনি কুমতি লোক-দিগের দ্বেষ করেন, যাঁহার লোচনযুগল সর্ব্বদা মদভরে আরক্ত রহিয়াছে, যিনি মদনান্তক মহাদেবকেও মোহিত করিয়াছেন, যিনি মতঙ্গ মুনির কন্যা রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, যিনি অতি মধুরভাষিণী সেই ত্রিপুর সুন্দরীকে সেবা করি। ৫॥

যাঁহাকে প্রথম পুষ্পিণী বলিয়া স্মরণ করে, যাঁহার নীলাম্বরে রুধির

মধুপানিকাং মধুবিঘূর্ণনেত্রাঞ্চলাম্। ঘনস্তনভরোন্নতাং গলিতচূলিকাং শ্যামলাং ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরী মাশ্রয়ে ॥৬॥

সকুঙ্কুমবিলেপনামলকচুম্বিকস্তূরিকাং সমন্দহসিতেক্ষণাং সশরচাপপাশাঙ্কুশাং। অশেষজনমোহিনীমরুণমাল্যভূষাম্বরাং জপাকুসুমভাসুরাং জপবিধৌ স্মরাম্যম্বিকাম্ ॥ ৭ ॥

পুরন্দরপুরন্ধ্রিকাং চিকুরবন্ধসৈরিন্ধ্রিকাং পিতামহপতিব্রতাং পটুপটীর চর্চারতাং। মুকুন্দরমণীং মনোলসদলংক্রিয়াকারিণীং ভজামি ভুবনাম্বিকাং সুরবধূটিকাচেটিকাম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকার্য্যশ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥ ২১ ॥

বিন্দু বিরাজিত আছে, যিনি আপন করে মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধুপানে যাঁহার লোচন সর্ব্বদা ঘূর্ণনমান, এবং স্তনদ্বয় অতি ঘন ও উন্নত, যিনি শ্যামবর্ণা ও ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী সেই ত্রিপুরসুন্দরীকেসেবা করি ॥৬॥

যাঁহার অঙ্গে কুঙ্কুমাদিবিলেপন রহিয়াছে, যাঁহার অলকা কস্তূরীচূর্ণে রঞ্জিত আছে, যাঁহার বদন ও নয়ন মন্দ মন্দ হাস্যে সুশোভিত, যিনি চারি হস্তে, বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল জনকে মোহিত করেন, যিনি মাল্য ও রক্ত বসনে বিভূষিতা আছেন, যাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল, সেই জগজ্জননী ত্রিপুরসুন্দরীকে জপকার্য্যে স্মরণ করি ॥ ৭ ॥

যিনি পুরন্দরপুরের পুরন্ধ্রী স্বরূপা, যিনি কেশবন্ধনে সৈরিন্ধ্রী রূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মার পতিব্রতা শক্তি, যিনি মণিময় ভূষণ ধারণ করেন, যিনি উত্তম চন্দনে অনুলিপ্তা, যিনি মুকুন্দের রমণীরূপা, যিনি নিখিল ভুবনের জননী এবং সুরবধূগণ যাঁহার দাসী কার্য্যে নিরত আছে তাঁহাকে সেবা করি ॥ ৮ ॥

ইতি ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ২১

অথ দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রং।

শ্রীগণেশায় নমঃ। ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপিচ ন জানে স্তুতি মহো ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপিচ ন জানে স্তুতিকথাঃ। ন জানে মুদ্রাস্তে তদপিচ ন জানে বিলপনং পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণং ॥ ১ ॥

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া বিধেয়াশক্যত্বাত্তব চরণয়ো র্যা চ্যুতি রভূৎ। তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ২ ॥

হে জননি! আমি তোমার মন্ত্র জানি না, যন্ত্র জানি না, স্তোত্র জানি না, আবাহন জানি না, ধ্যান জানি না, তোমার পূজাতে যে সকল মুদ্রা বিধেয় তাহাও আমি জানি না, আর তোমার স্তবেতে যে যে বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় তাহাও জানি না এবং তোমার নিকট যে কোন দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইব তাহাতেও আমার শক্তি নাই। হে মাতঃ। আমি এই মাত্র জানি যে, তোমার অনুসরণ করিলেই তুমি তাহার সকল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক। ১ ॥

হে জননি! কিরূপে তোমার চরণের অর্চ্চনা করিতে হয়, সেই বিধি জানিনা, আমার অর্থ নাই এবং সর্ব্বদা আলস্যের বশীভূত আছি, সুতরাং তোমার পাদপদ্মের কোন অর্চ্চনা করিতে পারি নাই, মাতঃ তুমি সকল লোককে উদ্ধার করিয়া থাক, অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর। শিবে! তোমাকে আর বলিতেছি, আমি তোমার কুপুত্র। জননি! কুসন্তান হইয়া থাকে কিন্তু কুমাতা কুত্রাপিও হয় না ॥ ২ ॥

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ। মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩ ॥

জগন্মাতর্ম্মাত স্তব চরণসেবা ন রচিতা নবা দত্তং দেবি দ্রবিণমপিভূয় স্তব ময়া। তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে চ বয়সি। ইদানীংমে মাত স্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণং ॥ ৫ ॥

হে জননি! পৃথিবীতে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা সকলেই সরলমতি, কিন্তু আমি তোমার সন্তানবর্গের মধ্যে অতি অধম, হে শিবে আমি অধম তনয় বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। জননি। সর্ব্বত্রই কুপুত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোন স্থলেও কুমাতা হয় না ॥ ৩ ॥

হে জগন্মাতঃ! হে জননি! আমি কদাচ তোমার চরণযুগলের সেবা করি নাই, দেবি! তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি নাই, তথাপি তুমি আমার প্রতি অনুপম স্নেহ করিতেছ, জননি! অতএবই জানিলাম, কুপুত্র হইয়া থাকে কিন্তু কদাচ কুমাতা হয় না ॥ ৪ ॥

শিবে! আমি দেবগণের বিবিধ উপাসনাবিধি ও সেবাদি কার্য্যে ব্যাকুল হইয়া সেই সকল দেবসেবাদি পরিত্যাগ করিয়াছি, এইক্ষণ আমার বয়স পঞ্চাশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছে. সুতরাং নিরাশ্রয় হইয়া পড়ি-

শ্বপাকো যৎ পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ। তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ৬ ॥

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্পটধরো জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ। কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটী ফলমিদং ॥ ৭ ॥

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে ন বিজ্ঞানা-

যাছি, হে লম্বোদরজননি! এইক্ষণ যদি তুমি আমার প্রতি কৃপাবিতরণ না কর, তাহা হইলে আমি আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব। ৫।

স্বপচাদি অন্ত্য জাতিও মধুর বাক্যে তোমার স্তব করিয়া নিরাতঙ্ক হইয়াছে, নির্দ্ধন ব্যক্তিও তোমার প্রসাদে কোটি সুবর্ণমধ্যে বিচরণ করিতেছে। হে অপর্ণে! তোমার মন্ত্রবর্ণ কর্ণে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয় কিন্তু তোমার মন্ত্র জপ করিলে যে কিফল হয় তাহাকে জানিতে পারে?॥৬॥

মহাদেব সর্ব্বদা অঙ্গে চিতাভস্ম লেপন করেন, বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তিনি বস্ত্র পরিধান করেন না, তাহার মস্তকে জটা ভার, কণ্ঠে ভুজগনির্ম্মিত হার এবং বাহন বৃষ। শিবের হস্তে নরকপাল, তাহার পরিবার ভূতগণ, তথাপি তিনি জগদীশ্বর বলিয়া বিখ্যাত আছেন। শিবে! ইহাও তোমার পাণিগ্রহণের ফল। শিব তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া জগদীশ্বরত্বপদ পাইয়াছেন। ৭।

হে জননি! আমি মুক্তি কামনা করি না, আমার সম্পত্তি হউক, এইরূপ ইচ্ছা রাখি না এবং আমার জ্ঞান হউক, এইরূপ বাসনাও নাই। হে চন্দ্রাননে! আমি সুখভোগ করিব, এইরূপ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তঃকরণে উদিত হয় না। মাতঃ! আমি এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, সর্ব্বদা মৃড়ানী,

পেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ। অত স্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥

নারধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ কিং ব্রহ্মচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ। শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে ধৎসে কৃপা মুচিত মম্ব পরং তবৈব ॥ ৯ ॥

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি। নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি। ১০।

জগদম্ব বিচিত্র মত্র কিং পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি। অপরাধপরং পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতং ॥ ১১ ॥

রুদ্রাণী ও ভবানী এইরূপ জপ করিয়াই আমার জীবন যাপন হয় এবং আর যেন আমাকে জঠর যাতনা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৮ ॥

হে জননি! আমি তোমাকে বিবিধোপচারে যথাবিধি পূজা করি নাই, পরন্তু কঠোর বাক্যে কি কি অকার্য্য না করিয়াছি, হে কালি! আমি এখন নিরাশ্রয় হইয়াছি, যদি তুমি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ না কর, তবে তোমার যাহা উচিত, তাহাই করিতে পার ॥ ৯ ॥

হে করুণাময়ি দুর্গে! আমি এখন আপদে নিমগ্ন হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি। জননি! ইহা আমার শঠতা মনে করিবেন না। কারণ সন্তান যখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে কাতর হয়, তখনই মাতাকে স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

হে জগজ্জননি! তুমি যে আমার প্রতি সংম্পূর্ণ করুণা করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, যদি বালক মাতার নিকট শত অপরাধ করিয়াও তাহার নিকট উপস্থিত হয় তাহা হইলেও মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ॥ ১১ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি। এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥ ১২ ॥

অথ আনন্দলহরীস্তোত্রং।

শ্রীগণেশায় নমঃ। ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ প্রজানামীশানঁ স্ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি। ন ষড়্ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈ রপ্যহিপতিস্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ ॥ ১ ॥

হে জননি! আমার তুল্য পাতকী আর নাই এবং তোমার ন্যায় পাপ হারিণীও আর দেখিতে পাই না, দেবি! এইরূপ তুমি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয় কর ॥ ১২ ॥

ইতি দেব্যপরাধক্ষমাপণ স্তোত্র সংম্পূর্ণ ॥ ২২ ॥

ভবানি! প্রজাপতি চতুরানন চতুর্ব্বদনেও তোমার স্তব করিতে সমর্থ হন নাই, ত্রিপুরবিজয়ী পঞ্চানন পঞ্চবদনে তোমার স্তব করিতে পারেন নাই. এইরূপ দেবসেনাপতি ষড়ানন ষড়বদনে, ফণিপতি অনন্ত সহস্র বদনে বর্ণন করিয়া তোমার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, সুতরাং অন্যান্য ব্যক্তি যে তোমার স্তব করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও নাই ॥ ১ ॥

ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুমধুরিমা কৈরপি পদৈর্ব্বিশিষ্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ। তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিব দৃঙ্‌মাত্রবিষয়ঃ কথং কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচর গুণে ॥ ২ ॥

মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা। স্ফুরৎকাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী ভজামস্ত্বাং গৌরীং নগপতিকিশোরী মবিরতং ॥ ৩ ॥

বিরাজন্মন্দারদ্রুমকুসুমহারস্তনতটী নদদ্বীণানাদশ্রবণবিলসৎকুণ্ডলগুণা। নতাঙ্গী মাতঙ্গী রুচিরগতিভঙ্গী ভগবতী সতী শম্ভো রম্ভোরুহচটুলচক্ষুর্ব্বিজয়তে ॥ ৪ ॥

যেমন ঘৃত, ক্ষীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাদিগের মাধূর্য্য কোন পদদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, উহা কেবল রসনা মাত্রেরই বিষয়, অর্থাৎ ঘৃতাদির আস্বাদ কেবল জিহ্বাতে বোধ হয়, কোনরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহা অপরকে বুঝাইতে পারে না, সেইরূপ তোমার মাহাত্ম্য কোন বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না, কেবল যিনি পরমশিব তিনিই তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারেন এবং সকল নিগমেও যাঁহার গুণ প্রকাশ পায় নাই, আমরা কিরূপে তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া স্তব করিতে পারি ॥ ২ ॥

জননি! তোমার বদনে তাম্বূল, নয়নযুগলে কজ্জল এবং ললাটে কুঙ্কুমবিন্দু শোভা পাইতেছে, এবং গলে মৌক্তিহার, বিপুল নিতম্বে কাঞ্চনময়ী সমুজ্জ্বল কাঞ্চী (চন্দ্রহার) ও কটিদেশে বিচিত্র শাটী বিরাজিত আছে, তুমি গৌরী নামে নগাধিরাজ হিমালয়ের কন্যা রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলে। হে মাতঃ তোমাকে সেবা করি। ৩।

জননি! তোমার স্তনযুগলোপরি মন্দারকুসুমের হার শোভা পাই-

নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষাপরিকরৈর্বৃতাঙ্গী সারঙ্গী রুচিরনয়নাঙ্গীকৃতশিবা। তড়িৎপীতা পীতাম্বরললিতমঞ্জীরসুভগা মমাপর্ণা পূর্ণা নিরবধি সুখৈরস্তু সুমুখী ॥ ৫ ॥

হিমাদ্রেঃ সম্ভূতা সুললিতকরৈঃ পল্লবযুতা সুপুষ্পা মুক্তাভির্ভ্রমরকলিতা চালকভরৈঃ। কৃতস্থাণুস্থানা কুচভরনতা সূক্তিসরসা রুজাং হন্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা ॥৬॥

সপর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ শ্রয়ন্ত্যন্যে

তেছে, শব্দায়মানা বীণা তোমার শব্দের অনুকরণ করিতেছে, শ্রবণযুগলে কুণ্ডলযুগল বিরাজিত আছে, তোমার অঙ্গ সকল সন্নত, করিণীর ন্যায় তোমার গতিভঙ্গী অতি মনোহর। মাতঃ। তুমিই একমাত্র সৎস্বরূপা, তোমার চঞ্চল কমললোচন সকলের উৎকৃষ্ট ॥ ৪ ॥

মাতঃ! নবোদিত দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল মণিখচিত বিবিধ স্বর্ণ ভূষণে তোমার অঙ্গ সকল পরিবৃত আছে, তোমার নয়নযুগল হরিণীর নয়নের ন্যায় অতি সুদৃশ্য. তুমি সকলের মঙ্গল বিধান কর, তুমি সৌদামিনীর ন্যায় পীতবর্ণা এবং পীত বসন ও মনোহর নূপুর পরিধান করিয়া তাহাদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতেছ, তুমি পর্ণাশন মাত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে অপর্ণা বলিয়া কীর্ত্তন করে, একমাত্র তুমিই সৎস্বরূপা, তুমি আমাকে নিত্যসুখ প্রদান কর ॥ ৫ ॥

জননি! তুমি হিমালয়ের গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছিলে, তোমার সুললিত করদ্বয় নব পল্লবের ন্যায়, তুমি সুশোভন পুষ্প ও মুক্তাহার বিভূষিত হইয়াছ, তোমার মুখকমলে অলকা সকল পতিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যেন ভ্রমরগণ তোমাকে আকুল করিতেছে, তুমি মহাদেবের আশ্রয়ভূতা, কুচভরে তোমার অঙ্গ অবনত হইয়াছে, তোমার সুশোভন উক্তি অতি রসময়ী তুমি ভক্তগণের সকল রোগ হরণ কর। তুমি সর্ব্বত্র চিদানন্দ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছ ॥ ৬ ॥

বল্লীং মমতু মতিরেবং বিলসতি। অপর্ণৈকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎ পরিবৃতঃ পুরাণোঽপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্য পদবীং ॥ ৭ ॥

বিধাত্রী ধর্ম্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী ত্বমর্থানাং মূলং ধনদনমনীয়াঙ্ঘ্রি কমলে। ত্বমাদিঃ কামানাং জননি কৃত-কন্দর্পবিজয়ে সতাং মুক্তের্ব্বীজং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিষী ॥ ৮ ॥

প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনসস্ত্বয়াতু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোঽহ মধুনা। পয়োদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে ভৃশং শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিভি রনুনীতা মম মতিঃ ॥৯॥

মাতঃ! অপরাপর ব্যক্তিরা পর্ণ সমাযুক্তা ও কতিপয় গুণশালিনী লতাকেই আদর পূর্ব্বক সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে কেবল অপর্ণাকেই সেবা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু সকলপরিবৃত পুরাতন স্থাণুও (শাখাবিহীন বৃক্ষ) কৈবল্য প্রদান করে। অর্থাৎ অপরাপর ব্যক্তিরা যে অন্যান্য দেবদেবীর সেবা করে তাহা বিধেয় নহে, বাস্তবিক কেবল তোমার সেবা করিলেই মহেশ্বর তাহাকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকেন ॥৭।

জননি! তুমিই সকল ধর্ম্মের বিধানকর্ত্রী, তুমিই বেদ সকলের জননী স্বরূপা, তুমিই অর্থের মূলকারণ, ধনপতি কুবেরও তোমার চরণ কমল সেবা করিয়া থাকেন। মাতঃ! তুমিই কামনা সকলের আদি, তুমিই কন্দর্পকে, বিজয় করিয়াছ, তুমিই সাধুদিগের মুক্তি প্রাপ্তির আদি কারণ এবং তুমিই পরমব্রহ্মের মহিষী অর্থাৎ যিনি পরমব্রহ্ম তিনিও তোমার অনুগত আছেন ॥ ৮ ॥

মাতঃ! আমি চঞ্চল মতি। তোমার প্রতি যদিও আমার সম্যক ভক্তি না থাকুক, তথাপি তুমি আমার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতেছ। চাতক মেঘের প্রতি কোন ভক্তি প্রকাশ করেনা, তথাপি জলধর চাতকগণের মু

কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণদীক্ষামুপগতে। নচেদিষ্টং দদ্যাদনুপদপরি মহো কল্পলতিকা বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ ॥ ১০ ॥

মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে নিধায়ান্যত্রৈবাশ্রিতমিহ ময়া দৈবতমুখে। তথাপি ত্বচ্চেতো যদি ময়ি ন জায়েত সময়ং নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ১১ ॥

অয়ঃস্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং যথা রথ্যাপাথঃ

সুমধুর বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। এইক্ষণ আমার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতই আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকিবে, আমি সেই কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। তাহাতেই তোমার প্রতি যথোচিত ভক্তি হইতেছে না ॥ ৯ ॥

হে সাধুচরিতে! তুমি আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষ বিতরণ কর, আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি, আমার প্রতি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কল্পলতিকা হইয়াও যদি আমার অভিলষিত প্রদান না কর, তাহা হইলে সাধারণ লতার সহিত কল্পলতার বিশেষ কি রহিল? অর্থাৎ তুমি যদি ভক্তগণের অভিলাষ পূর্ণ না করিবে, তবে অপরাপর দেবদেবী হইতে তোমার অধিক মাহাত্ম্য কিসে জানিতে পারিব ॥ ১০ ॥

হে উমে! আমি তোমাতে সংম্পূর্ণ বিশ্বাস বিন্যস্ত করিয়াই অন্যান্য দেবদেবীগণের সেবা করিয়া থাকি। জননি! তথাপি যদি আমার প্রতি তোমার চিত্তে কৃপা না জন্মে, তবে আর আমি কাহার শরণাপন্ন হইব। হে গনেশজননি! আমি এইক্ষণ নিরাশ্রয় হইয়াছি, তোমার আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই ॥ ১১ ॥

স্পর্শমণিতে সংলগ্ন হইলে যেমন লৌহ তৎক্ষণাৎ সুবর্ণীভূত হয়, যেমন

শুচি ভবতি গঙ্গৌঘমিলিতম্। তথা তত্তৎপাপৈ রতিমলিনমন্তর্ম্মম যদি ত্বয়ি প্রেম্নাশক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥১২॥

ত্বদন্যস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভেন নিয়মস্ত্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে। ইতি প্রাহুঃপ্রাঞ্চঃ কমলভবনাদ্যাস্ত্বয়ি মন স্ত্বদাসক্তং নক্তং দিব মুচিত মীশানি কুরুতৎ ॥১৩॥

স্ফুরন্নানারত্নস্ফটিকময়-ভিত্তি-প্রতিফল স্ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধরবিলাসৌঘশিখরম্। মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতিপরিবারং বিজয়তে তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি ॥ ১৪ ॥

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখ্যাদ্যাঃ স্তুতিকরাঃ কুটুম্বং

পথগত সলিলও গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার অন্তর্গত রাশি রাশি পাপসত্বেও যদি আমার অন্তঃকরণ তোমার ভক্তির সহিত সমাসক্ত হয় তাহা হইলে সেই পাপাসক্ত অন্তঃকরণও নিশ্চয় বিশুদ্ধ হইবে ॥ ১২ ॥

দেবি! ত্বদ্ভিন্ন দেবগণের আরাধনা করিলে অভিলষিত ফললাভ হয় এবং তোমার আরাধনা করিতে পারিলে ইচ্ছাধিক ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কমলযোনি প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণ এইরূপ নিয়ম বলিয়াছেন। জননি! অতএব যাহাতে আমার চিত্ত সর্ব্বদা তোমার চরণকমলে নিয়ত সমাসক্ত থাকে তাহা কর ॥ ১৩ ॥

মাতঃ! যিনি ত্রিলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, তুমি তাঁহার গৃহিণী। তোমার আলয় সমুজ্জ্বল মণি ও স্ফটিকাদি রত্নসমূহে পরিনির্ম্মিত, তাহাঁতে তোমার আকার সর্ব্বদা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শশধর সর্ব্বদা তোমার আলয়ের শিখরদেশে বিলাস করিতেছেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তোমার আলয়ে পরিবার স্বরূপে বিদ্যমান আছেন। ১৪ ॥

হে জননি! তোমার সৌভাগ্যের কোন রূপেও তুলনা হইতে পারে না। কারণ, কৈলাসগিরিতে তোমার বসতি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ

ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ। মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনিধরাধীশতনয়ে ন তে সৌভাগ্যস্য কুচিদপি মনাগস্তি তুলনা ॥ ১৫ ॥

বৃষো বৃদ্ধোযানং বিষমশনমাশানিবসনং শ্মশানং ক্রীড়াভূর্ভুজগনিবহো ভূষণবিধিঃ। সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো র্যদেতস্যৈশ্বর্য্যং তব জননি সৌভাগ্য মহিমা ॥ ১৬ ॥

অশেষব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ। দধৌ কণ্ঠে হালাহল-

---

সর্ব্বদা তোমার স্তব করিতেছেন, এই ত্রিভুবনই তোমার কুটুম্ব, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সর্ব্বদা তোমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বর্ত্তমান আছে, মহাদেব তোমার প্রাণপতি, যিনি ধরাধরগণের অধীশ্বর, সেই হিমালয় গিরি তোমার পিতা, সুতরাং তোমার যেরূপ সৌভাগ্য দেখিতেছি, এইরূপ সৌভাগ্য কাহারও সম্ভবেনা ॥ ১৫ ॥

মহাদেবের যে, এরূপ ঐশ্বর্য্য তাহাও তোমার সৌভাগ্যের মাহাত্ম্য বলিতে হইবে, নচেৎ তাঁহার এমন কোন সাগ্রী নাই যে, শিবের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য হইতে পারে। হরের যে সকল সামগ্রী দেখাযায়, তাহার কিছুই এইরূপ ঐশ্বর্য্যের কারণ হইতে পারে না। তাঁহার বাহন, একটি বৃদ্ধ বৃষ, বিষ তাঁহার আহারীয় দ্রব্য, শ্মশানই তাঁহার বসতি স্থান, দিক্ সকল শিবের পরিধেয় বস্ত্র, সর্পসকল তাঁহার ভূষণ; সুতরাং মহাদেবের ঐশ্বর্য্য সামগ্রী সকলই জগতে বিদিত আছে। কেবল তোমার সৌভাগ্য বলেই মদনান্তকের এইরূপ অসীম ঐশ্বর্য্য হইয়াছে অর্থাৎ মহাদেবকে সকলেই ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

হে কল্যাণদায়িনি! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় কার্য্যেই মহাদেব সর্ব্বদা নিরত আছেন, নিরন্তর শ্মশানে উপবেশন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন

মখিলভূগোলকৃপয়া ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতিচ কল্যাণি কলয়ে ॥ ১৭ ॥

ত্বদীয়ং সৌন্দন্দর্য্যং নিরতিশয় মালোক্য পরয়া ভীয়ৈবাসীদ্‌-গঙ্গাজলময়তনুঃ শৈলতনয়ে। তদেতস্যাঃ স্তাম্যদ্বদনকমলং বীক্ষ্য কৃপয়া প্রতিষ্ঠা মাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ ॥ ১৮ ॥

বিশালশ্রীখণ্ডদ্রবমৃগমদাকীর্ণ-ঘুসৃণপ্রসূনব্যামিশ্রং ভগবতি তবাভ্যঙ্গসলিলং। সমাদায় স্রষ্টা চলিতপদপাংশূন্নিজকরৈঃ সমাধত্তে সৃষ্টিং বিবুধপুরপঙ্কেরুহদৃশাং ॥ ১৯ ॥

বসন্তে সানন্দে কুসুমিতলতাভিঃ পরিবৃতে স্ফুরন্না-

করিয়া থাকেন, একবৃদ্ধ পশুই তাঁহার আশ্রয় এবং অনন্ত জগতের প্রতি কৃপা করিয়া আপন কণ্ঠে হলাহল ধারণ করিয়াছেন। জননি! এই সকলই তোমার সহবাসের ফল ।। ১৭ ।।

হে শৈলনন্দিনি! তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াই গঙ্গাদেবী ভয়ে ভয়ে জলময়ী হইয়াছেন, তাহাতেই তোমার বদনকমল আর্দ্র হইয়াছিল, ইহা দর্শন করিয়াই গিরীশ্বর গঙ্গাকে আপন মস্তকে রাখিয়াছেন ।। ১৮ ।।

ভগবতি! তুমি যে অতি মনোহর সৌগন্ধপূর্ণ তিলমিশ্রিত চন্দন, কুঙ্কুম ও কস্তূরীদ্বারা আপন অঙ্গে অভ্যঙ্গ করিতে এবং তোমার গমন কালে যে পাদপদ্ম হইতে ধূলি প্রচলিত হইত, সৃষ্টিকর্ত্তা চতুরানন সেই সকল ধূলি চয়ন করিয়াই সুরপুরবাসিনীকামিনীদিগের সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন ।। ১৯ ।।

দেবি! আনন্দপ্রদ বসন্তকালে কুসুমিত লতাসকল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইত, সরোবরে কমলকুল প্রস্ফুটিত হইলে কলহংস সকল জল কেলি করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিত এবং মন্দ মন্দ মলয়পবনহিল্লোলে সরোবরের জল

নাপদ্মে সরসি কলহংসালিসুভগে। সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়পবনান্দোলিতজলে স্মরেদ্‌যস্ত্বাং তস্য জ্বরজনিতপীড়াপসরতি ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতা আনন্দলহরী স্তুতিঃ সম্পূর্ণা ॥

অথ অন্নপূর্ণাস্তোত্রং।

শ্রীগণেশায় নমঃ। নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্য রত্নাকরী নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী। প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥

আন্দোলিত হইলে তুমি সখীগণের সহিত জলকেলি করিতে। যে সাধক তোমাকে স্মরণ করিয়া ঐরূপ চিন্তা করিতে পারে, তাহার জ্বরজনিত পীড়া অপসৃত হয় ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দলহরীস্তোত্র সংম্পূর্ণ।

দেবি অন্নপূর্ণে! তুমি সর্ব্বদা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ, আপন করে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়াছ, তুমি সৌন্দর্য্যরূপ রত্নের আকর, তুমি ভক্তগণের সকল পাপ বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাক, তুমিই সাক্ষাৎ মহেশ্বরী, তুমিই হিমালয়বংশ পবিত্র করিয়াছ, তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং তুমিই অন্নপূর্ণেশ্বরী ও জগতের মাতা, আমাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১ ॥

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী। কাশ্মিরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী। সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী। মোক্ষদ্বারকপাট-

---

দেবি অন্নপূর্ণে! তুমি নানাবিধ বিচিত্র রত্ন দ্বারা আপন অঙ্গে ভূষণ ধারণ করিয়াছ, তুমি সুবর্ণখচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া মুক্তাময় হারদ্বারা স্তনযুগল সুশোভিত করিয়াছ, সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম ও অগুরু অনুলিপ্ত করিয়া স্বীয় শরীরের কান্তি বৃদ্ধি করিয়াছ। তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং তুমিই অন্নপূর্ণেশ্বরী, জগতের মাতা। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২ ॥

দেবি! তুমি যোগিগণের আনন্দ প্রদান কর, ভক্তগণের শত্রু বিনাশ কর, ধর্ম্মার্থ সাধনে অনুরাগ বর্দ্ধন কর, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নির আভা ধারণ কর, ত্রিভুবনের রক্ষা বিধান কর, তোমার ভক্তগণ যাহা বাঞ্ছা করে তুমি তাহাদিগকে সেই সকল ঐশ্বর্য্য প্রদান কর। মাতঃ! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের মাতা। কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৩ ॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি কৈলাসগিরির কন্দর মধ্যে আপন আলয় স্থাপন করিয়াছ। মাতঃ! তুমিই গৌরী, তুমিই উমা, তুমিই শঙ্করী এবং তুমি কৌমাররূপ ধারণ করিয়াছ, তুমিই নিগমার্থ প্রকাশ করিয়াছ, তুমিই ওঙ্কার বীজস্বরূপা। দেবি! তুমি মোক্ষধামের দ্বারস্থ কপাট উদ্ঘাটন

পাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥

দৃশ্যাদৃশ্য প্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী। শ্রীবিশ্বেশমনঃ প্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥

উর্ব্বীসর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী। সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥

আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী কাশ্মীরা-

কর, এবং তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী, জগতেরমাতা। জননি! আমাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৪ ॥

দেবি! তুমি দৃশ্যাদৃশ্য অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জীবের আহার প্রদান করিতেছ, এই ব্রহ্মাণ্ড তোমারই উদরে নিহিত আছে, তোমারই লীলাতে সকল জীব স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, তুমিই বিজ্ঞানরূপ প্রদীপের অঙ্কুর স্বরূপ, তুমি শ্রীবিশ্বনাথের সন্তোষ বর্দ্ধন কর। মাতঃ অন্নপূর্ণেশ্বরী! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতেরমাতা। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫ ॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি ধরণীমণ্ডলস্থ জনসমূহের ঈশ্বরী, তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, তুমিই জগতের মাতা, তুমিই সকলকে অন্নপ্রদান করিয়া থাক। তোমার নীলবর্ণ কুন্তলসকল বেণীরূপে শোভা পাইতেছে, তুমিই প্রাণিগণের আনন্দবর্দ্ধন কর এবং তুমিই লোকের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া থাক। হে মাতঃ! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতেরমাতা। কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। ৬

ত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরাশর্ব্বরী। কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥

দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্নরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী বামস্বাদু-পয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী। ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥

চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী চন্দ্রার্কাগ্নি-

---

দেবি! লোকে দীক্ষিত হইয়া যাহা কিছু শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহা তুমিই বর্ণনা করিয়া উপদেশ প্রদান কর, তুমিই হরের ভাবত্রয় বিধান করিয়াছ, তুমিই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের ঈশ্বরী রূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমিই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনরূপে পৃথিবীতে বহিতেছ, নিত্য বস্তু সকলও তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তুমিই কামনাশালী পুরুষের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ফল প্রদান কর এবং তুমিই জন সকলের উন্নতি সাধন করিতেছ। জননি! একমাত্র তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতেরমাতা। হে মাতঃ অন্নপূর্ণেশ্বরি! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭ ॥

দেবি! তুমি সর্ব্ব প্রকার বিচিত্র রত্নে বিভূষিতা হইয়াছ, তুমিই দক্ষরাজগৃহে তনয়া রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলে, তুমিই একমাত্র জগতে সুন্দরী, তুমিই আপন সুস্বাদু পয়োধর প্রদান করিয়া জগতের প্রিয় কার্য্য করিতেছ, তুমি সকলকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মহেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছ, তুমি ভক্তগণসাধারণের অবস্থার শুভ সম্পাদন করিতেছ। মাতঃ অন্নপূর্ণে! তুমি কাশী পুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা। কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৮ ॥

সমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী। মালাপুস্তকপাশসাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাংদেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥

ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরশ্রীধরী। দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ১০ ॥

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে। জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি॥ ১১ ॥

দেবি! তুমি কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভাশালিনী, তুমি কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়াছ, তুমি চন্দ্রার্কের বর্ণ প্রদান করিয়াছ, মাতঃ তুমি চতুর্ভুজা, ঐ হস্তচতুষ্টয়ে মালা, পুস্তক পাশ ও অঙ্কুশ আছে। অন্নপূর্ণে! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী, কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর॥ ৯ ॥

মাতঃ! তুমি ক্ষত্রিয়কুল পরিত্রাণ করিয়াছ, তুমিই সকলকে অভয় প্রদান কর, তুমি প্রাণিগণের মাতা, তুমি কৃপার সাগরস্বরূপা, তুমি ভক্তগণকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাক, এবং সর্ব্বদা সকলের কল্যাণ বর্দ্ধন কর। মাতঃ! তুমি বিশ্বেশ্বরেরও শ্রীবর্দ্ধন করিতেছ, তুমিই দক্ষের বিনাশ করিয়াছ এবং তুমিই ভক্তগণের রোগ সকল বিনাশ কর। হে অন্নপূর্ণে তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী, কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা দান কর॥ ১০ ॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি সর্ব্বদা পূর্ণরূপে আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণতুল্য প্রিয়পত্নী। হে পার্ব্বতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ভিক্ষা দান কর। অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারি, আমার এই অভিলাস পূর্ণ কর॥ ১১ ॥

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ং ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অন্নপূর্ণাস্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥ ২৪ ॥

অথ ধন্যাষ্টকস্তোত্রং।

শ্রীগণেশায় নমঃ। যজ্জ্ঞানং প্রশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং তজ্জ্ঞেয়ং যদুপনিৎসু নিশ্চিতার্থম্। তে ধন্যা ভুবি পরমার্থনিশ্চিতেহাঃ শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি ॥ ১ ॥

জননি! আর আমি ইহাও প্রার্থনা করিতেছি যে, পার্ব্বতী দেবী আমার মাতা, দেবাদিদেব মহেশ্বর পিতা, শিবভক্তগণ আমার বান্ধব এবং ত্রিভুবনই আমার স্বদেশ।, অর্থাৎ আমি যেন অন্য কিছুতে আশক্ত না হইয়া কেবল শিবপার্ব্বতীতে অনুরক্ত থাকিতে পারি, আমাকে এই ভিক্ষা প্রদান কর। ১২ ॥

ইতি অন্নপূর্ণা স্তব সম্পূর্ণ ॥ ২৪ ॥

যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয়গণের প্রশান্তি হয় অর্থাৎ যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকে, সেই জ্ঞানই প্রশস্ত জ্ঞান, আর উপনিষদে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞেয়, এবং যাঁহারাপরমার্থ নিশ্চয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য, যাহাদের পরমার্থ লাভে যত্ন নাই, তাহারা ভ্রমের বশীভূত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ১ ॥

আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মদমোহরাগদ্বেষাদি শত্রুগণমাহৃতযোগরাজ্যাঃ। জ্ঞাত্বামৃতং সমনুভূয় পরাত্মবিদ্যা কান্তাসুখা বত গৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ ॥ ২ ॥

ত্যক্ত্বা গৃহে রতিমনোগতিহেতুভূতা মাত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ। বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তা ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ ॥ ৩ ॥

ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধকরে পদে দ্বে মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ। কর্ত্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি কুর্ব্বন্তি কর্ম্মপরিপাকফলানি ধন্যাঃ ॥ ৪ ॥

ত্যক্ত্বৈষণাত্রয়মবেক্ষিতমোক্ষমার্গা ভৈক্ষ্যামৃতেন পরি-

যাঁহারা ধন্য পুরুষ তাঁহারা প্রথমত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, শত্রু প্রভৃতি পরিবর্জ্জন করিয়াছেন এবং যোগ সাধন করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়াছেন আর পরমাত্মবিদ্যা অনুভব করিয়া যাঁহারা মোক্ষজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা কান্তাসুখ অনুভব করত গৃহে বসতি করেন ॥ ২ ॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ তাঁহারা গৃহে রতিসুখ পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছায় উপনিষদের অর্থরস পানকরত ত্যক্তবাসনা ও বিষয় ভোগে বিরক্ত হইয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজনপ্রদেশে বিচরণ করেন ॥ ৩ ॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ তাঁহারা সংসার বন্ধনের হেতুভূত “ আমি আমার ” ইত্যাদি জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া মানাপমানে সমভাবাপন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হয় এবং অন্য কর্ত্তা আছে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া সেই সর্ব্ব কর্ত্তাকে কর্ম্ম পরিপাক ফল সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ তাঁহারা সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ মার্গ অনুসন্ধান করেন এবং ভিক্ষাচরণ পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া

কল্পিতদেহযাত্রাঃ। জ্যোতিঃ পরাৎ পরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি॥ ৫॥

নাসন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু ন স্ত্রী পুমান্নচ নপুংসকমেক বীজং। যৈর্ব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিতমেকচিত্তা ধন্যা বিরেজুরিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ॥ ৬॥

অজ্ঞানপঙ্কপরিমগ্নমপেতসারং দুঃখালয়ং মরণজন্মজরাবশক্তং। সংসারবন্ধননিত্যমবেক্ষ্য ধন্যা জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চরন্তি॥ ৭॥

শান্তৈরনন্যমতিভির্ম্মধুরস্বভাবৈরেকত্বনিশ্চিতমনোভিরপেতমোহৈঃ। সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদস্বরূপং শাস্ত্রেষু সম্যগনিশং বিমৃষন্তি ধন্যাঃ॥ ৮॥

থাকেন, আর ধন্য পুরুষেরা নির্জনে বসিয়া আপন হৃদয়ে পরাৎপর পরমাত্ম জ্যোতি অবলোকন করেন॥ ৫॥

পরব্রহ্ম সৎ ন হন, অসৎ নহেন, সদসৎ নহেন, মহৎ নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন, তিনি একমাত্র জগতের কারণ, ধন্য পুরুষেরা এইরূপে সেই পরব্রহ্মোপাসনায় অনুরক্ত থাকেন এবং যাহারা ব্রহ্মানুরক্ত নহে তাহারা ভবপাশে বদ্ধ হইয়া আছে॥ ৬॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ তাঁহারা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পরিমগ্ন সারবিহীন দুঃখের আকরস্বরূপ জন্ম, মৃত্যু ও জরা পরিপূর্ণ অনিত্য সংসার বন্ধনকে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া বিচরণ করেন॥ ৭॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ তাঁহারা প্রশান্তচিত্ত অনন্যমনা শান্তস্বভাব একত্ব নিশ্চয়কারী নিবৃত্তমোহ যোগিগণের সহিত বনে বাস করিয়া নিরন্তর শাস্ত্র পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরমব্রহ্মপদ অনুসন্ধান করেন॥ ৮॥

অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্যঃ কুনপমিব সুনারীং ত্যাক্তু কাম্যো বিরাগী। বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্ জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥ ৯ ॥

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেপি কল্পদ্রুমা গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ। বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং ধন্যাষ্টকস্তোত্রং সংসম্পূর্ণং ॥ ২৫ ॥

অথ বিজ্ঞাননৌকাস্তুতিঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ। তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধি

যিনি সর্ব্বদা সর্পবৎ জনসংসর্গ বর্জন করেন, সুন্দরী নারীকে মৃত শরীরবৎ পরিত্যাগ করিয়া সংসার বৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, বিষয় সকলকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া দুরন্ত কামাদি রিপুগণ জয় করিতে পারেন, তিনিই পরমহংস এবং তিনিই মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

যখন ভাগ্যক্রমে কোন মানবের পরব্রহ্ম দর্শন হয়, তখন এই সমস্ত জগৎই আনন্দকানন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সকলেই কল্পবৃক্ষবৎ জ্ঞান হয়, সমস্ত জলই গঙ্গাজলবৎ পবিত্র বোধ হয়, সকল ক্রিয়াই পবিত্র, সংস্কৃত প্রাকৃত সকল বাক্যই শ্রুতিবাক্য তুল্য, সকল পৃথিবীই বারাণসী এবং সর্ব্বত্র অবস্থিতিই সুখকর বোধ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইতি ধন্যাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ২৫ ॥

সাধুব্যক্তিরা তপস্যা, যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া বুদ্ধি

বিরক্তা নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা । পরিত্যজ্য সর্ব্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং পরংব্রহ্মনিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ১ ॥

দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং সমারাধ্য মত্যা বিচার্য্য স্বরূপং । যদাপ্নোতি তত্ত্বং নিদিধ্যাস্য বিদ্বান্ পরং ব্রহ্মনিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ২ ॥

যদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপং নিরস্তপ্রপঞ্চং পরিচ্ছেদশূন্যং । অহং ব্রহ্মবৃত্ত্যৈকগম্যং তুরীয়ং পরং ব্রহ্মনিত্যং তদেবাহমস্মি । ৩ ॥

যদজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্তং বিনষ্টঞ্চ সদ্যো যদাত্মপ্রবোধে । মনোবাগতীতং বিশুদ্ধং বিমুক্তং পরংব্রহ্মনিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৪ ॥

শোধন করে এবং রাজত্বপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিষয় ভোগে বিরক্ত হয়, তৎপরে সকল সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে সনাতন পরংব্রহ্ম তত্ত্ব লাভ করে, আমিই সেই সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্ম ॥ ১ ॥

বিদ্বান ব্যক্তিরা দয়াপরায়ণ ব্রহ্মানুরক্ত প্রশান্তপ্রকৃতি গুরুদেবের আরাধনা করিয়া স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে স্বরূপ বিচার পূর্ব্বক নিদিধ্যাসন যোগ সাধন করত যে পরংব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করেন, আমিই সেই সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্ম ।। ২ ।।

যিনি আনন্দ স্বরূপ ও জ্যোতির্ম্ময়, যাঁহাতে সমস্ত প্রপঞ্চ সংসার নিরস্ত হইয়াছে, কোন রূপেও যাঁহার পরিচ্ছেদ করা যায় না, যিনি "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান মাত্রের গম্য, আমিই সেই সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্ম ।। ৩ ।।

যাঁহার অজ্ঞানে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সত্য বলিয়া বোধ হয়, আর যাঁহাকে জানিলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বের সত্যতা বিনাশ পায়, যিনি বাক্য ও মনের অতীত, অর্থাৎ যাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না ও মনে ধারণ করিতে

নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাক্যৈঃ সমাধিস্থিতানাং যদাভাতি পূর্ণম্। অবস্থাত্রয়াতীতমেকং তুরীয়ং পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৫ ॥

যদানন্দলেশৈঃ সমানন্দি বিশ্বং যদা ভাতি সত্ত্বে তদা ভাতি সর্ব্বং। যদালোচনে রূপমন্যৎ সমানং পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৬ ॥

অনন্তং বিভুং সর্ব্বযোনিং নিরীহং শিবং সঙ্গহীনং যদোঙ্কারগম্যং। নিরাকারমত্যুজ্জ্বলং মৃত্যুহীনং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৭ ॥

যদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নঃ পুমান্ স্যাদবিদ্যাবিলাসঃ সমস্তঃ

শক্তি হয় না, যিনি নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ও সর্ব্বমুক্ত; আমিই সেই সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

তন্ন তন্ন বাক্যে সমস্ত পদার্থের নিষেধ করিয়া সমাধিস্থিত হইলে যে সনাতন পরংব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়, আর যিনি অবস্থাত্রয়ের অতীত ও অদ্বিতীয়, আমিই সেই সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

যাঁহার কণামাত্র আনন্দ লাভ করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আনন্দ অনুভব করে, যাহার সত্তাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে এবং যাঁহার অবলোকনে অন্যরূপ সকল প্রকাশ পায়, আমিই সেই সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

যাঁহার অন্ত নাই, যিনি সর্ব্বত্রগামী, যিনি সকলের কারণ, যিনি নিশ্চেষ্ট, যিনি মঙ্গলময় যিনি সর্ব্বসঙ্গবিহীন, যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, যিনি নিরাকার, যিনি জ্যোতির্ম্ময়, এবং যাহার মৃত্যু নাই, আমিই সেই সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

যে আনন্দার্ণবরূপী পরং ব্রহ্মে নিমগ্ন হইলে এই সমস্ত প্রপঞ্চ সংসার অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর যাঁহার নিকট কিছুই আশ্চর্য্য

প্রপঞ্চঃ। যদা ন স্ফুরত্যদ্ভুতং যন্নিমিত্তং পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥ ৮ ॥

স্বরূপানুসন্ধানরূপাং স্তুতিং যঃ পঠেদাদরাদ্ভক্তিভাবো মনুষ্যঃ। শৃণোতীহ বা নিত্যমুদ্যুক্তচিত্তো ভবেদ্বিষ্ণুরত্রৈব বেদপ্রমাণাৎ ॥ ৯ ॥

বিজ্ঞাননাবং পরিগৃহ্য কশ্চিত্তরেদ্যদজ্ঞানময়ং ভবাব্ধিং। জ্ঞানাসিনা যোহি বিচ্ছিদ্য তৃষ্ণাং বিষ্ণোঃ পদং যাতি স এব ধন্যঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশঙ্করাচার্য্য-
বিরচিতা বিজ্ঞাননৌকাস্তুতিঃ সম্পূর্ণা ॥ ২৬ ॥

নহে, অর্থাৎ যিনি করিতে না পারেন, এমন কার্য্যই নাই, আমি সেই সচ্চিদাময় পরংব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

যে মনুষ্য বিশেষ ভক্তি সহকারে আদর করিয়া এই ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধান রূপা স্তুতি পাঠ করে, অথবা অন্যের পাঠকালে প্রতিনিয়ত উদ্যুক্ত চিত্তে শ্রবণ করে, সেই মনুষ্য ইহ কালেই বিষ্ণুর সারূপ্য পাইতে পারে। ইহা বেদপ্রমাণে প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৯ ॥

যদি কোন ব্যক্তি উক্ত ব্রহ্মপরিজ্ঞানরূপ নৌকা আরোহণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ধন্য ব্যক্তি অজ্ঞানময় ভবাব্ধি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং বিজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা তৃষ্ণারূপ রজ্জু ছেদ করিয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইতি বিজ্ঞাননৌকাস্তোত্র সম্পূর্ণা ॥ ২৬ ॥

অথ দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্রং।

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু সদ্বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ॥ ২॥
কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ॥ ৩॥
মা কুরু জনধনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎকালঃ

অহে মূর্খচিত্ত! তুমি অধিক ধনলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা সদসদ্বিবেচনা করিয়া মানসিক দুরাশা পরিত্যাগ কর এবং আপন শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্মে যাহা লাভ হইবে তাহাতে চিত্ত সন্তুষ্ট করিয়া রাখ॥ ১॥

এই জগতে যত অর্থ আছে, সকলকেই অনর্থের কারণ বলিয়া জ্ঞান কর। এই লৌকিক অর্থ দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র প্রকৃত সুখ হইতে পারে না, বরং নানা প্রকার অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে, পরন্তু সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা ধনলোভী তাঁহারা আপন পুত্রকেও ভয় করিয়া থাকেন, সুতরাং ধনাশা পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ২॥

হে ভ্রাতঃ! এই সংসারে সকলই আশ্চর্য্য, অর্থাৎ ইহা কেবল ঐন্দ্রজালিক মায়াবৎ, প্রকৃত পক্ষে কিছুই সত্য নহে। একবার সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, তোমার কান্তা কে? তোমার পুত্র কে? এবং তুমিই বা কাহার ও কোথা হইতে আসিয়াছ? এই সকল যথার্থরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে সকল সংসারই অসার বলিয়া বোধ হইবে॥ ৩॥

হে ভ্রাতঃ! ধন, জন ও যৌবনের গর্ব্ব করিও না, জগদন্তকারী কাল

সর্ব্বম্। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা ॥ ৪ ॥

কামং ক্রোধং মোহং লোভং ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোহহম্। আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥ ৫ ॥

সুরমন্দিরতরুমুলনিবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ। সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ।৬॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ। ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্‌যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৭ ॥

নিমেষমধ্যেই সকল হরণ করিতে পারে। আর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময়, সুতরাং এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর। এই সংসার সকলই ক্লেশকর, একমাত্র ব্রহ্ম পরিজ্ঞানই সর্ব্ববিষয়ে শান্তি প্রদান করে ॥ ৪ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর এবং "আমি কে?" ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ব্যতিরেকে এই জগতে আর সার পদার্থ নাই, পরন্তু যাহারা আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানে পরাঙ্‌মুখ তাহারা নিরন্তর নরক ভোগ করে ॥ ৫ ॥

দেবালয়স্থিত তরুতলে অবস্থান পূর্ব্বক চর্ম্ম পরিধান করিয়া ভূতলশয্যায় শয়ন করিলেও কালযাপন করা যাইতে পারে। বাস্তবিক বিবিধ বিলাস বস্তু ভোগাপেক্ষায় তরুতলে বাসই সুখকর এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে পারিলে কাহার না পরম সুখ লাভ হইতে পারে? । ৬ ।

যদি তোমার অচিরকাল মধ্যে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে শত্রু, মিত্র, পুত্র ও বন্ধু ইহাদিগের প্রতি কোনরূপ বিশেষ যত্ন করিওনা,

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্ব্যর্থং কুপ্যসি সর্ব্বসহিষ্ণুঃ ॥
সর্ব্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্।
জাপ্যসমানসমাধিবিধানং কুর্ব্ববধানং মহদবধানম্ ॥ ৯ ॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্। বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥ ১০ ॥

কা তে হষ্টাদশদেশে চিন্তা বাতুল তব কিং নাস্তি

সর্ব্বত্র সমদর্শী হও, অর্থাৎ শত্রুমিত্রাদিতে সমজ্ঞান কর, কাহারও প্রতি যত্নের ইতর বিশেষ করিও না, তাহা হইলেই শীঘ্র বিষ্ণুপদ পাইতে পারিবে ॥৭॥

তোমাতে, আমাতে ও অন্যান্য ব্যক্তিতে একই বিষ্ণু বিদ্যমান আছেন, তবে তুমি বৃথা কোপ করিতেছ কেন? অর্থাৎ অপর কোন ব্যক্তি যদি তোমার কোন অনভিমত কার্য্য করে তবে যে তুমি তাহার প্রতি কোপ প্রকাশ কর তাহা করিও না, কারণ তুমি, আমি ও অপর সকলই এক। অতএব তুমি সর্ব্ববিষয়ে সহিষ্ণু হও, সর্ব্বত্রই আত্মজ্ঞান কর, এবং সর্ব্বত্র ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ তোমাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সদুপায় বলিতেছি, তাহাই আচরণ কর। সর্ব্বদা প্রণায়াম ও প্রত্যাহার সাধন কর, কোন বস্তু সৎ এবং কোন বস্তু অসৎ তাহার বিবেচনা কর, জপের সহিত সমাধির অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

যেমন পদ্মপত্রস্থিত জল চঞ্চল, তোমার জীবনও সেইরূপ চঞ্চল, অর্থাৎ পদ্মপত্রগত জল যেমন অল্প কারণেই পতিত হইতে পারে, সেইরূপ তোমার জীবনও অতি সহজে বিনাশ পাইতে পারে। আর এই সকল লোকই ব্যাধি ও অভিমানগ্রস্ত এবং শোকাভিভূত; অতএব জীবনের অস্তিত্ব বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস না করিয়া আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান লাভে যত্নবান হও ॥ ১০ ॥

নিয়ন্তা। যস্ত্বাং হস্তে সুদৃঢ়নিবদ্ধং বোধয়তি প্রভবাদিবিরুদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ সংসারাদচিরাদ্ভব মুক্তঃ।
ইন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবং দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্ ॥১২॥
দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষ শিষ্যাণাং কথিতো হ্যুপদেশঃ।
যেষাং চিত্তে নৈব বিবেকস্তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ২৭ ॥

তুমি বাতুলের ন্যায় দেশ বিদেশে চিন্তা করিয়া ভ্রমণ করিও না, তোমার কি কোন নিয়ন্তা নাই? যিনি তোমাকে হস্তে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার প্রবোধ জন্মাইয়া দিবেন। তুমি ইতস্তত পর্য্যটন পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর, তাহা হইলেই তোমার ভবপাশ ছিন্ন হইয়া যাইবে॥ ১১ ॥

তুমি অচিরে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীগুরুর চরণাম্বুজে নির্ভর কর। অর্থাৎ গুরুদেবে ভক্তি রাখিয়া তাহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেই তুমি ইন্দ্রিয়গণ ও মনের সংযম করিতে পারিবে এবং তাহা হইলেই আপন হৃদয় মধ্যে সেই অনাদি অনন্ত পরম দেব পরংব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে ॥১২॥

এই দ্বাদশ পঞ্জারিকাময় ঈশ্বরস্তোত্র আমি শিষ্যবর্গের উপদেশার্থ প্রকাশ করিলাম, যাহাদিগের চিত্তে বিবেকশক্তি নাই, তাহারা নরকে নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মাবগতি করিতে পারিলে তাহার কোন রূপ ক্লেশ থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

ইতি দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ২৭ ॥

অথ চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্রং ।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ । কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ । ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে । প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ১ ॥

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চুবুকসমর্পিতজানুঃ । করতলভিক্ষা তরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ । ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে । প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ২ ॥

দিন, রজনী, সায়ংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসন্ত ঋতু এই সকলই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি আশা বায়ু পরিত্যক্ত হইতেছে না। হে মূঢ়মতে! সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর। তোমার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমি যে "ডুকৃঞ্করণে" ইত্যাদি ধাতু বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতেছ, মরণসময় উপস্থিত হইলে কিছুতেইতে তোমার মরণ নিবৃত্তি হইবার নহে, সেই ডুকৃঞ্করণে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১ ॥

হে মূঢ়মতে! তোমার শীত নিবারক বস্ত্রাদির অভাবে সম্মুখে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে রৌদ্র লইয়া দিনপাত করিয়া থাক, রজনীযোগে চিবুকে জানু বিন্যস্ত করিয়া কায়ক্লেশে যামিনী যাপন কর, তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই, করতলে ভিক্ষা গ্রহণ কর, তোমার বাসগৃহ নাই, তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার আশা পরিত্যাগ হইতেছে না, অতএব সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ২ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ। পশ্চাদ্‌যাবতি
জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ৩ ॥

জটিলমুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ কাষায়াম্বরবহুকৃতবেষঃ।
পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ় উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেষঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ৪ ॥

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চা। ভজ

হে মূঢ়মতে! যাবৎ তোমার বিত্তোপার্জনে শক্তি থাকিবে, তাবৎ তোমার পরিবারবর্গ অনুগত রহিবে, পরে যখন তোমার দেহ জরীভূত হইবে, ধনোপার্জনের ক্ষমতা থাকিবে না; তখন কেহই তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না। অতএব এইক্ষণ শক্তি থাকিতে থাকিতে গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৩ ॥

হে মূঢ়মতে! তুমি উদর পোষণের নিমিত্ত কখন মস্তকে জটাভার বহন করিতেছ, কখন বা মস্তক মুণ্ডন করিতেছ, কখন কেশ বিন্যাস করিয়া থাক, কখন কষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া বিবিধ বেশে সাজিতেছ, তুমি জানিয়াও জানিতেছ না। এইক্ষণ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি ভগবদ্গীতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি কণিকামাত্র গঙ্গাজল পান করিয়াছে, কিম্বা একবার মাত্র মুরারির অর্চ্চনা করিয়াছে, যম তাহার কিছুই করিতে পারে না; অতএব হে মূঢ়মতে,

গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতৎ তুণ্ডম্। বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডৎ তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম্। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দৎ মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ। ভজ গোবিন্দৎ ভজ গোবিন্দৎ ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ৭ ॥

তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৫ ॥

বৃদ্ধ কালে অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া যায়, মস্তকের কেশগুলি শুভ্র বর্ণ হয়, মুখ দন্তবিহীন হয়, এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিতে হয়, তথাপি আশা পরিত্যক্ত হয় না। সংসারের আশাপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে না, অতএব হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৬ ॥

যাবৎ বাল্যকাল থাকে তাবৎ ক্রীড়া কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে যৌবন কাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অনুরক্ত থাকে। অবশেষে বৃদ্ধ কাল সমাগত হইলে নানা প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কেহই পরমব্রহ্ম চিন্তনে অনুরক্ত হয় না। অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি এই সময়ে গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৭ ॥

পুরনপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপাপারাবারে পাহি মুরারে। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ। পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ৯ ॥

এই সংসারে একাবার জন্ম হয়, পরে, মরণ হয় এবং পুনর্ব্বার জননীর জঠরে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, এই দুস্তর সংসারের পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই। ‘ হে মুরারে ! তুমি কৃপা করিয়া উদ্ধার না করিলে অন্য উপায় নাই"। এইরূপে মুকুন্দের উপাসনা করিলেই হরি তাহাকে রক্ষা করেন। অতএব হে মূঢ়মতে ! তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৮ ॥

একবার দিবস ও একবার রাত্রি হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ দিবারাত্রি হইতেছে, ইহাতে একপক্ষ হইয়া থাকে। এই প্রকারে দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, দুই ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে। এইরূপে দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসর পুনঃ পুনঃ যাতায়ত করিতেছে, কিন্তু আশা পরিত্যাগ হইতেছে না। এইরূপ আশাপাশে বদ্ধ থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে না। অতএব হে মূঢ়মতে ! তুমি সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ‘ডুকৃঞ্রণে’ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৯।

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ। নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে! প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১০ ॥

নারীস্তনভরনাভিনিবেশং মিথ্যামায়ামোহাবেশম্। এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারম্বারম্। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১১ ॥

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ কা মে জননী কো মে তাতঃ। ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচা-

---

বয়স বৃদ্ধ হইলে যেমন কামানুরাগ থাকে না. জল শুষ্ক হইলে যেমন সরোবর নাম থাকে না, দ্রব্যাভাব হইলে যেমন পরিবার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে সংসারানুরাগ থাকে না। একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের কারণ, অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি এইক্ষণ গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১০ ॥

নারীগণের স্তনে যে অনুরাগ হয়, উহা কেবল মিথ্যা মায়ার কার্য্য, মোহে অভিভূত হইয়াই মানবগণ যুবতীর স্তনে অনুরক্ত থাকে। বাস্তবিক ঐ স্তন মেদ ও মাংসের বিকার মাত্র। ইহা বারম্বার বিচার করিয়া দেখ, এবং সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে ॥ ১১ ॥

তুমি কে? আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছে, তোমার জননী কে? পিতা কে? ইহা সর্ব্বদা চিন্তা কর। সূক্ষ্মরূপে ঐ সকল বিচার করিয়া দেখিলে সকল সংসারই অসার বলিয়া বোধ হইবে। হে মূঢ়মতে! তুমি

রম্। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥১২॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্। নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১৩ ॥

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে। গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১৪ ॥

স্বপ্নবৎ অসার সংসার পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে “ডুকৃঞ্‌করণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ১২ ॥

সাংসারিক কার্য্যের মধ্যে নারায়ণের সহস্র নাম গান, অনবরত শ্রীপতির রূপচিন্তা, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ এবং দীন জনকে ধন দান এই কয়েকটি সার কার্য্য, অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি উক্ত কার্য্য সকল করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, “ডুকৃঞ্‌করণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৩।

যাবৎ দেহে জীব বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সকলই গৃহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে। পরে যখন প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেলে দেহের বিনাশ উপস্থিত হয়, তখন আপন প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাও সেই দেহ দেখিয়া ভীত হয়। সুতরাং এই সংসারে সকলই অনিত্য বলিয়া জানা যাইতেছে। অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি এই অনিত্য সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, “ডুকৃঞ্‌করণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৪।

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥১৫॥

রথ্যাচর্পটবিরচিতকন্থঃ পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিতপন্থঃ। নাহং
ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ। ভজ
গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে
সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ১৬ ॥

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ,ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন। ভজ

মানবগণ সুখ লালসায় যুবতী সম্ভোগ করে, পরে রোগাভিভূত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যদিও সংসারে এইরূপ মরণ সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে, তথাপি লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। হে মূঢ়মতে! আমি তোমাকে সদুপদেশ দিতেছি, তুমি এইক্ষণ পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৫ ॥

হে মূঢ়মতে! পথস্থিত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডবিরচিত কন্থা ধারণ করিয়া পাপ পুণ্যবিবর্জ্জিত পথে গমন কর, তুমি, আমিও এই লোক ইহাদিগের কিছুই সত্য নহে, তবে কি নিমিত্ত শোক করিতেছ। এইক্ষণ এই অসার সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৬ ॥

গঙ্গাসাগর সঙ্গম স্থানে গমন করুক, নানাবিধ ব্রতপালন করুক কিম্বা দান করুক, জ্ঞানব্যতিরেকে কিছুতেই মুক্তি হইবার নহে। শত শত জন্ম পর্য্যন্ত গঙ্গাসাগর গমনেও মুক্তি হইতে পারে না। একমাত্র জ্ঞানই

গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে
সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং চর্পটপঞ্জরিকা-
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥২৮॥

অথ হস্তামলকস্তোত্রং।

শ্রীগণেশায় নমঃ। কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা
কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি। এতন্ময়োক্তং
বদ চার্ভক ত্বং মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি ॥ ১ ॥

মুক্তির কারণ। সেই জ্ঞানও গোবিন্দের আরাধনা অপেক্ষা করে। অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৭ ॥

ইতি চর্পটপঞ্জারিকাস্তোত্র সংম্পূর্ণ ॥২৮॥

হস্তামলক নামক কোন ব্রাহ্মণকুমার আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অনন্তর তাহার গুরু হস্তামলকের ব্রহ্মবিজ্ঞান পরীক্ষার্থ কতিপয় প্রশ্ন করিলে তিনি যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেই হস্তামলক সংবাদচ্ছলে ব্রহ্মস্তুতি করিতেছেন। গুরু হস্তামলককে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে শিশো! তুমি কে, কাহার সন্তান, কোথায় যাইবে, কোথা হইতে আসিয়াছ, তোমার নাম কি?। হে বালক! তুমি আমার এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পারিলে আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিব এবং তোমারও প্রীতিবর্দ্ধন হইবে ॥ ১ ॥

হস্তামলক উবাচ ।

নাহং মনুষ্যো। ন চ দেবযক্ষৌ ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ। ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ ॥২॥

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ। রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং তথা যঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩ ॥

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি। প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪ ॥

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি

হস্তামলক গুরুর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতেছেন, আমি মনুষ্য নহি, দেব নহি, যক্ষ নহি, ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বনবাসী নহি, ভিক্ষুক নহি। বাস্তবিক আমি নিজ বোধ স্বরূপ আত্মা ॥ ২ ॥

আত্মা চক্ষুকর্ণপ্রভৃতির প্রবৃত্তির নিমিত্ত, তাঁহার কোন উপাধি নাই, তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। যেমন সূর্য্য লোকচেষ্টার নিমিত্ত, আত্মাও সেইরূপ চক্ষুরাদির প্রবৃত্তির নিমিত্ত। আমি সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা ॥ ৩ ॥

যেমন উষ্ণতা অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেইরূপ বোধবিহীন মনচক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে জ্ঞানময় সনাতন পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মা ॥ ৪ ॥

যেমন দর্পণাদিতে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব মুখ হইতে অন্য কোন পৃথক বস্তু নহে, দর্পণ কেবল মুখের অবভাসক মাত্র, সেইরূপ বুদ্ধিতে চিদাত্মার অবভাস পতিত হয় বলিয়াই জীবরূপে

বস্তু। চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৫ ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্। তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বপোঽহমাত্মা ॥ ৬ ॥

মনশ্চক্ষুরাদের্বিযুক্তঃ স্বয়ং যো মনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদিঃ। মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭ ॥

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোঽপি

জানা যায় অর্থাৎ জীবেতে সেই চিদাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র পতিত হয়, আমি সেই নিজ বোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপী আত্মা ॥ ৫ ॥

যেমন দর্পণ মুখের সমীপে থাকিলেই তাহাতে মুখের আভাস পতিত হয় এবং দর্পণ মধ্যে মুখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই দর্পণ অপনীত হইলে আর সেই প্রতিবিম্ব থাকে না, কেবল মুখমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ, বুদ্ধির বিয়োগ হইলে নিরাভাসক আত্মা মাত্র বিদ্যমান থাকেন, আমি সেই নিজবোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপী আত্মা ॥ ৬ ॥

যিনি মনও চক্ষুরাদি হইতে বিযুক্ত, অথচ মন ও চক্ষুঃ প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান হয়, পরমাত্মাই সেই সকল ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের আশ্রয় এবং মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন ইন্দ্রিয়ই পরমাত্মাকে গ্রহণ করিতে পারে না। আমি সেই নিজবোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপী আত্মা ॥ ৭ ॥

যিনি একাই সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যিনি স্বয়ং শুদ্ধ চৈতন্যময় যিনি এক হইয়াও বুদ্ধিতে নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন

নানেব ধীষু । শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮ ॥

যথাঽনেকচক্ষুঃ প্রকাশো রবির্ন ক্রমেণ প্রকাশী করোতি প্রকাশ্যম্ । অনেকা ধিয়োযস্তথৈকঃ প্রবোধঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৯ ॥

বিবস্বৎপ্রভাতং যথারূপমক্ষং প্রগৃহ্ণাতি নাভাতমেবং বিবস্বান্ । যদাভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১০ ॥

যথাসূর্য্য একোঽপ্স্বনেকশ্চলাসু স্থিরাস্বপ্যনন্যদ্বিভাব্য

একই আদিত্য সর্ব্বত্র প্রকাশ পান, সেইরূপ যে এক আত্মা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন, আমি সেই নিজ বোধ স্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপী সনাতন আত্মা ॥৮॥

যেমন আদিত্যদেব অনেক চক্ষুর প্রকাশক, এবং প্রকাশ্য বস্তু সকলকে ক্রমত প্রকাশ না করিয়া একদা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যে পরমাত্মা মানবের বুদ্ধি প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং এক এবং এক বুদ্ধি, আমি সেই নিজবোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপী সনাতন পরমাত্মা ॥ ৯ ॥

যেমন চক্ষু সূর্য্যের প্রভাতে প্রভান্বিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু সূর্য্য অন্য কাহারও জ্যোতিতে প্রকাশ পায় না, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল যাহার আশ্রয়ে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে, আমি সেই নিজবোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপী আত্মা ॥ ১০ ॥

যেমন সূর্য্য এক হইয়াও চরাচর বিশ্বমধ্যে অনেকরূপে প্রকাশ পান এবং তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন, তিনি কাহারও প্রকাশ্য নহেন, সেইরূপ যে এক পরমাত্মা অনেক বুদ্ধিকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমি সেই নিজবোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপী পরমাত্মা ॥ ১১ ॥

যেমন মূর্খ ব্যক্তিরা সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ মনে করে বাস্তবিক তাহাদিগের চক্ষু যে মেঘে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বিবেচনা

স্বরূপঃ। চলাম্বু প্রভিন্নাম্বু ধীষ্বেক এব স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ। তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১২ ॥

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি। বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং- স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১৩ ॥

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি।। যথা চন্দ্রিকাণাং জলে চঞ্চলত্বং তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃতং হস্তামলকসংবাদস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥২৯॥

করিতে পারে না, সেইরূপ যিনি মূঢ় ব্যক্তিদিগের নিকট বদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানীরা যে নিজেরা বদ্ধ আছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পরমাত্মাকে বদ্ধ মনেকরে, আমি সেই নিজবোধ স্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপী পরংব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

যিনি এক হইয়াও সকল বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত আছেন, কিন্তু কোন বস্তুই যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, আর যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা স্বচ্ছ ও শুদ্ধ, আমি সেই নিজবোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপী সনাতন আত্মা ॥ ১৩ ॥

যেমন নির্ম্মল স্ফটিকাদি মণি উপাধিভেদে নানা বর্ণ হয়, অর্থাৎ স্ফটিকের নিকট রক্ত পুষ্পাদি রাখিলে সেই মণিকে রক্তবর্ণ দেখায় এবং

অথ পঞ্চরত্নমালিকাস্তোত্রং।

শ্রীগণেশায় নমঃ। বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্মস্বনুষ্ঠীয়তাং তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্। পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তামাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥ ১॥

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সংন্যস্যতাম্। সদ্বি-

---

কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর নিকটে মণি থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধি ভেদে আত্মাও অনেকবৎ প্রতীয়মান হয়েন। আর যেমন চঞ্চল জলমধ্যে চন্দ্রকিরণ পতিত হইলে চন্দ্রের চঞ্চলতা দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মারও চাঞ্চল্য জানিবে, প্রকৃতপক্ষে আত্মা চঞ্চল নহেন, তিনি স্থির॥১৪॥

ইতি হস্তামলক সংবাদস্তোত্র সংম্পূর্ণ॥২৯॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শিষ্যোপদেশপ্রসঙ্গে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক ব্রহ্মস্তুতি করিতেছেন। হে মুমুক্ষুগণ! তোমরা নিত্য বেদ অধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, সেই কর্ম্মসকল ঈশ্বরে সমর্পণ কর, স্বর্গাদিকামনা পরিত্যাগ কর, পূর্ব্বকৃত পাপসকল ধৌত কর, শীঘ্র সাংসারিক সুখভোগের দোষানুসন্ধান কর, আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর, সত্বর নিজগৃহ হইতে বহির্গমন কর॥ ১॥

সর্ব্বদা সৎসঙ্গে অনুরাগ কর, ভগবান্ ঈশ্বরে দৃঢ়তর ভক্তি সংস্থাপন কর, যাহাতে আপন চিত্তে শমদমাদি গুণের সঞ্চয় হয়, তদ্বিষয়ে যত্নকর

দ্বানুপসর্প্যতামনুদিনং তৎপাদুকে সেব্যতাং ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্ ॥ ২ ॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিবতস্তর্কেঽনুসন্ধীয়তাম্ । ব্রহ্মাস্মীতি বিভাব্যতামহরহো গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাং দেহে ঽহং মতিরুজ্‌ঝ্যতাং বুধজনৈর্বাদঃ সমুৎসৃজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভজ্যতাং স্বাদ্বন্নং ন চ যাচ্যতাং বিধিবশাৎপ্রাপ্তেন সংতুষ্যতাম্ । ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্য মুৎসৃজ্যতাং শীতোষ্ণাদি বিষহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্ ॥ ৪ ॥

দৃঢ়তররূপে কর্ম্মসংন্যাস কর, প্রতিদিন সদ্বিদ্বান্ জ্ঞানিগণের আশ্রয় গ্রহণ কর, এবং তাহাদিগের পাদুকা সেবনে অনুরক্ত থাক, "ব্রহ্ম" এই অক্ষরের অর্থানুসন্ধান কর এবং সর্ব্বদা শ্রুতিবাক্য শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

শ্রুতিবাক্যের অর্থবিচার কর, বেদের পক্ষ আশ্রয় কর, বৃথা তর্ক পরিত্যাগ কর, শ্রুত্যর্থে তর্কানুসন্ধান কর, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ ভাবনা কর, সকল কার্য্যে গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহেতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং জ্ঞানী পণ্ডিতগণের সহিত সর্ব্বদা আলাপ কর ॥ ৩ ॥

ক্ষুধারূপ ব্যাধির সুচিকিৎসা কর, প্রতি দিন ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, উত্তম সুস্বাদু অন্ন প্রার্থনা করিও না, আপন অদৃষ্টানুসারে যাহা লাভ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক, ঔদাসীন্য ইচ্ছা কর, অর্থাৎ যাহাতে সংসারানুরাগ নিবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন কর, কাহারও প্রতি কৃপা কিম্বা নিষ্ঠুরতাচরণ পরিত্যাগ কর, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সহ্য কর, এবং কখনও বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিও না ॥ ৪ ॥

নির্জন স্থানে সুখে উপবেশন কর, পরাৎপর পরমব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্ । প্রাক্কর্ম্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাং প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যো সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য । তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্র-ঘোর-তাপঃ প্রশান্তি মুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃতং পঞ্চরত্নমালিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥৩০॥

অথ আত্মষট্কস্তোত্রং ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে নচ ঘ্রাণনেত্রে । ন চ ব্যোমভূমী ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ১ ॥

কর, সর্ব্বত্র পূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন কর, এই সংসার যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক, এইরূপ চিন্তা কর, যাহাতে প্রাক্তন কর্ম্ম বিলুপ্ত হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর, জ্ঞান বলে অপরের আসক্তি পরিত্যাগ কর, ইহ জন্মেই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া শেষকর এবং ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান কর ॥ ৫ ॥

যে মনুষ্য প্রতিদিন এই শ্লোকপঞ্চক পাঠ করে এবং স্থিরচিত্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করে, তাহার সংসারদাবানলের, তীব্র প্রতাপ শান্তি হয় এবংচিত্তের প্রসন্নতা হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ইতি পঞ্চরত্নমালিকাস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥৩০॥

আমি মন নহি, বুদ্ধি নহি, অহঙ্কার নহি, চিত্ত নহি । আমি কর্ণ

অহং প্রাণবর্গো ন পঞ্চানিলা মে ন তোয়ং ন মে ধাতবো নৈব কোশাঃ। ন বাক্ পাণিপাদৌ ন চোপস্থপায়ু চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ২ ॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভানম্। ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৩ ॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৪ ॥

ন মে মৃত্যুশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৫ ॥

নহি, জিহ্বা নহি, নাসিকা নহি, চক্ষু নহি, ভূমি নহি, আকাশ নহি, তেজ নহি, বায়ু নহি, আমি সচ্চিদানন্দরূপী সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ শিব ॥ ১ ॥

আমি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু নহি, আমি জল নহি, ধাতু নহি, অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ নহি, আমি বাক্য নহি, হস্ত নহি, পদ নহি, উপস্থ নহি, আমি সচ্চিদানন্দরূপী সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ শিব ॥ ২ ॥

আমার দ্বেষ নাই, রাগ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই। আমার ধর্ম্ম নাই, অর্থ নাই, কাম নাই এবং মোক্ষ নাই। আমি সচ্চিদানন্দরূপী সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ শিব ॥ ৩ ॥

আমার পুণ্য নাই, পাপ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, মন্ত্র নাই, তীর্থ নাই, বেদ নাই, যজ্ঞ নাই। আমি ভোজন নহি, ভোজ্য নহি এবং ভোক্তা নহি আমি সচ্চিদানন্দরূপী সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ শিব ॥ ৪ ॥

আমার মৃত্যু শঙ্কা নাই, আমার জাতি ভেদ নাই, আমার পিতা নাই,

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভুর্ব্ব্যাপ্যঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। সদা মে সমত্বং ন মুক্তির্নবন্ধশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যচিরচিতমাত্মষট্কস্তোত্রং
সমাপ্তম্ ॥৩১॥

অথ গঙ্গাষ্টকস্তোত্রং।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ॥ ভগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবাম্ভঃকণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি। অমরনগর নারীচামরগ্রাহিণীনাং বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুঠন্তি ॥১॥

মাতা নাই, জন্ম নাই, বন্ধু নাই, মিত্র নাই, গুরু নাই, এবং আমার শিষ্য নাই, আমি সচ্চিদানন্দরূপী সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ শিব ॥ ৫ ॥

আমি নির্ব্বিকল্প, অর্থাৎ অদ্বিতীয়, আমি নিরাকার বিভু এবং সর্ব্বব্যাপ্ত। সর্ব্বত্রই আমার সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে, সর্ব্বত্রই আমার সমজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার মুক্তি নাই এবং বন্ধ নাই, আমি সচ্চিদানন্দরূপী সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ শিব ॥ ৬ ॥

ইতি আত্মষট্কস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ৩১ ॥

হে ভগবতি গঙ্গে! তুমি হরের মস্তকস্থিত লীলামালাস্বরূপ, যদি কোন প্রাণী তোমার কণামাত্র জল স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেই প্রাণী কলিকালীন সর্ব্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয় বিনাশ করিয়া সুরনারীগণের ক্রোড়ে বাস করিতে পারে। অর্থাৎ একবার মাত্র গঙ্গাজলকণা স্পর্শ করিলেও তাহার ভূলোকে জন্ম হয় না ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী। ক্ষোণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূংনির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎপাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ ॥

মজ্জন্মাতঙ্গকুম্ভচ্যুতমদমদিরামোদমত্তালিজালং স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলসংকুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গম্! সায়ংপ্রাতর্ম্মুনীনাং কুশকুসুমচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থনীরং পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করিকরভকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং পশ্চাৎ-

দেবি গঙ্গে! তুমি ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে নির্গত হইয়া মহাদেবের মস্তকোপরি বাস করত হরের জটা সকলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছ, তুমি স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতের গুহা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই গণ্ডশৈল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছ, অনন্তর ধরণী পৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি জগতের জীবগণের পাপরাশি বিনাশ করিতেছ, তুমি সাগরকে পূর্ণ করিয়াছ, তুমি সুরপুরীর নদীস্বরূপে স্বর্গলোক পবিত্র করিয়াছ। দেবি! এইক্ষণ আমাকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥

গঙ্গে! তোমার সলিলমধ্যে মত্তমাতঙ্গগণ অবগাহন করিত, তাহাতে ঐ সকল করীদিগের কুম্ভ হইতে মদিরাস্রাব হইলে অলিকুল সেই মধু পানলোভে মত্ত হইয়া সেই জলোপরি ভ্রমণ করে। আর সিদ্ধাঙ্গনাগণ তোমার সলিলে স্নান করিত, এবং তাহাদিগের কুচকুম্ভস্থিত কুঙ্কুমরাগে তোমার জলসকল পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিত। মুনিগণ প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে যে কুশ কুসুমদ্বারা দেবপিতৃগণের অর্চ্চনা করিতেন, তাহাতে সেই সকল কুশ কুসুমে তীরসমীপস্থ জল আচ্ছন্ন থাকিত, তোমার জলতরঙ্গ করিমকরাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত আছে, সেই জল আমাদিগকে পবিত্র করুক ॥ ৩ ॥

পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্। ভূয়ঃ শম্ভুজটাবিভূষণমণির্জ্জহ্নোর্ম্মহর্ষেরিয়ং কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণীসমুৎসারিণী। শেষাঙ্গৈরনুকারিণী হরশিরোবল্লীদলাকারিণী কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গামনোহারিণী ॥ ৫ ॥

কুতো বীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি। ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি

দেবি! তুমি অগ্রে অনন্তশয্যাশায়ী ভগবান নারায়ণের পাদোদক রূপে জগৎ পবিত্র করিয়াছ, পরে আদি পিতামহ ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে জলরূপে নিয়মিত ছিলে, পরে মহাদেবের জটার ভূষণরূপে অবস্থিতি করিয়াছ, অনন্তর জহ্নুমুনির তনয়া রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। তুমি কলিকালের সকল পাপ বিনাশ কর, রাজা ভগীরথ তোমাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

গঙ্গাদেবী পর্ব্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং যাহারা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগরে বিহার করেন, সংসারের জন্ম মরণাদি নানাবিধ ভয় বিনাশ করেন, ইনি সর্পবৎ বক্রগতিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, মহেশ্বরের শিরঃস্থিত জটারূপ লতার দলরূপে বিদ্যমান আছেন, কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছেন এবং সকলের মনোহারিণীরূপে বিরাজমানা আছেন। ৫।

দেবি গঙ্গে! যদি তোমার এই তরঙ্গমালা কাহারও নয়ন পথে পতিত হয়, অথবা কোন ব্যক্তি তোমার এই জল পান করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে বৈকুণ্ঠপুরীতে বসতি প্রদান কর। আর যদি কোন তনুধারী ব্যক্তি

যদি কায়স্তনুভৃতাং তদা মাতঃ শাতক্রতবপদলাভোপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬ ॥

ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোহহং বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি। সকলকলুষমঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭ ॥

মাতঃ শাম্ভবি শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং ত্বত্তীরে বপুষোহবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্। সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎপ্রয়তো নতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশঙ্করাচার্য্য-
বিরচিতং গঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥৩২॥

তোমার ক্রোড়ে আপন দেহ অর্পণ করিতে পারে তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব পদও তাহার নিকট অতিতুচ্ছ বোধহইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

দেবি! আমি তোমার তীরে উপবেন করিয়া জলমাত্রাশনপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় বাসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবের আরাধনা করিতেছি, তুমি সর্ব্ব প্রকার পাপ বিনাশ কর, তুমি স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ, তোমার অঙ্গ অতি তরল। মাতঃ! এইক্ষণ আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৭ ॥

মাতঃ! তুমি শম্ভুর অঙ্গে সম্মিলিত আছ। আমি মৌলি প্রদেশে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যখন আমার প্রাণপ্রয়াণসময় হইবে, তখন তোমার তীরে স্বীয় শরীর বিন্যস্ত করিয়া আনন্দ সহকারে নারায়ণের চরণ স্মরণ করিতে পারি এবং আমার যেন অদ্বৈত হরিহরাত্মক ব্রহ্মেতে অচলা ভক্তি থাকে ॥ ৮ ॥

অথ নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্রং।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ॥ সবিন্দুসিন্ধুসুস্খলত্তরঙ্গভঙ্গরঞ্জিত-দ্বিষৎসু পাপজাতজাতকারিবারিসংযুতম্। কৃতান্তদূতকাল-ভূতভীতিহারিবর্ম্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে॥ ১॥

ত্বদম্বুলীনদীনমীনদিব্যসম্প্রদায়কং কলৌ মলৌঘভার-হারি সর্ব্বতীর্থনায়কম্। সুমৎস্যকচ্ছনক্রচক্রচক্রবাকশর্ম্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজৎ নমামি দেবি নর্ম্মদে॥ ২॥

যে মনুষ্য নিয়মিতচিত্তে এই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ঐহিক পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে॥ ৯॥

ইতি গঙ্গাষ্টক স্তোত্র সম্পূর্ণ।৩২।

দেবি! তোমার জলবিন্দু-সাগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা-রূপে অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, তোমার জল স্পর্শকরিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি পায়। হে সুখদায়িনি! তোমার জলকণা কৃতান্ত দূতের ভয় নিবারণ করে। অতএব, হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি। ১।

হে দেবি! তোমার জলমধ্যে মীনাদি নানাবিধ জলচর বাস করিতেছে এবং ঐ জল কলিকালের রাশি রাশি পাপ বিনাশ করে। দেবি! তোমার জল সর্ব্বতীর্থের অধিনায়ক, অর্থাৎ তোমার জলে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থ-স্নানের ফল হয়। তোমার জলমধ্যে যে সকল কচ্ছপ, কুম্ভীর ও চক্রবাকাদি বাস করে তুমি তাহাদিগকে সুখপ্রদান কর, অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি। ২।

মহাগভীরনীরপূরপাপধূতভূতলং ধ্বনৎসমস্তপাতকারিদারিতাপদাচলম্। জগল্লয়ে মহাভয়ে মৃকণ্ডুসূনুশর্ম্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৩ ॥

গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা মৃকণ্ডুসূনুশৌনকাসুরারিসেবি সর্ব্বদা। পুনর্ভবাব্ধিজন্মজং ভবাব্ধিদুঃখবর্ম্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৪ ॥

অলক্ষলক্ষকিন্নরামরাসুরাদিপূজিতং সুলক্ষনীরতীরধীরপক্ষিলক্ষকূজিতম্। বশিষ্ঠশিষ্টপিপ্পলাদিকর্দ্দমাদি শর্ম্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেদি নর্ম্মদে ॥ ৫ ॥

সনৎকুমারনাচিকেতকশ্যপাত্রিষট্‌পদৈর্ধৃতং স্বকীয়মান-

দেবি! তোমার মহা গভীর জলদ্বারা ভূতল ধৌত হইয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়াছে. তোমার জলস্পর্শে সমস্ত পাপ পলায়ন করে,। মহা প্রলয়কালে তুমি মার্কণ্ডেয় মুনিকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলে; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি। ৩।

দেবি! আমি যখন তোমার জল দর্শন করিয়াছি, তখনই আমার ভয় অপগত হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় শৌনকাদিমুনিগণ ও অসুরগণ সকলেই সর্ব্বদা তোমার সেবা করেন, মাতঃ! যে তোমার চরণ সেবাকরে তাহার সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার সংসারদুঃখ নিবৃত্তি হয়, অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি। ৪।

মাতঃ! অসংখ্য কিন্নর, অমর ও অসুরাদিরা নিয়ত তোমার চরণ সেবা করিতেছে, লক্ষলক্ষ পক্ষী তোমার তীরে নীড় সংস্থাপন করিয়া প্রশান্তভাবে শব্দ করিতেছে, বশিষ্ঠাদি শিষ্ট মুনিগণ তোমার সুখকর কর্দ্দমদ্বারা অঙ্গানুলেপন করিয়া থাকেন, অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি। ৫।

দেবি! সনক, সনৎকুমার, নচিকেতা, কশ্যপ, অত্রি, প্রভৃতি মহা

সেব্য নারদাদিষট্পদৈঃ। রবীন্দুরন্তিদেব-দেবরাজকর্ম্ম শর্ম্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৬ ।

অলক্ষলক্ষলক্ষপাপলক্ষসারসায়ুধং ততস্তু জীবজন্তুতন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম্। বিরিঞ্চিবিষ্ণুশঙ্করস্বকীয়ধামবর্ম্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৭ ॥

অহোমৃতং স্বনং শ্রুতং মহেশকেশজাতটে কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে। দুরন্তপাপতাপহারি সর্ব্বজন্তুশর্ম্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৮ ॥

ইদন্তু নর্ম্মদাষ্টকং ত্রিকালমেব যে সদা পঠন্তি তে নিরন্তরং ন যান্তি দুর্গতিং কদা। সুলভ্যদেহদুর্লভং মহেশধাম

মহা মুনিগণ সর্ব্বদা স্বকীয় হৃদয়ে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন, নারদাদি মুনিগণও তোমার চরণ কমল সেবা করিয়া থাকেন, তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতির স্ব স্ব কর্ম্মে সুখ বিতরণ কর, অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

দেবি! তোমার চরণযুগল জাতাজাত লক্ষ লক্ষ পাপের অস্ত্র স্বরূপ এবং ঐ চরণ জীবজন্তুগণের মুক্তি প্রদান করে, আর তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর প্রভৃতির স্ব স্ব আবাসে বিশেষ সুখ প্রদান করিতেছ, অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

দেবি! তোমার শব্দ শ্রুত হইয়া অমৃতের ন্যায় সুখ প্রদান করিতেছে, তুমি মহেশের কেশকলাপে বাস কর। তুমি কিরাতাদি পাপকারী জীবগণেরও দুরন্ত পাপতাপ হরণ কর এবং সর্ব্বজন্তুকে সুখ প্রদান করিয়া থাক, অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

দেবি! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রয়ে ভক্তিপূর্ব্বক এই নর্ম্মদাষ্টক পাঠ করে, সে কদাচ দুর্গতি ভোগ করে না এবং এই দেহে দুর্ল্লভ মহেশ্বরের আবাসের গৌরব লাভ করে। আর সেই মনুষ্য পুন-

গৌরবং পুনর্ভবা নরা ন বৈ বিলোকয়ন্তি রৌরবম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥৩৩॥

অথ যমুনাষ্টকস্তোত্রং।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ মুরারিকায়কালিমাললামবারিধারিণী তৃণীকৃতত্রিবিষ্টপা ত্রিলোকশোকহারিণী। মনোঽনুকূলকূলকুঞ্জপুঞ্জধূতদুর্ম্মদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ১ ॥

মলাপহারিবারিপূরিভূরিমণ্ডিতামৃতা ভৃশং প্রপাতকপ্রপঞ্চনাতিপণ্ডিতানিশা। সুনন্দনন্দিনাঙ্গসঙ্গরাগরঞ্জিতা হিতা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ২ ॥

র্ব্বার সংসারযাতনা ভোগ করে না এবং কখনও তাহার নরক দর্শন হয় না ॥ ৯ ॥

ইতি নর্ম্মদাষ্ট স্তোত্র সংপূর্ণ ॥৩৩॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহের ন্যায় শ্যামবর্ণা, যিনি সর্ব্বোত্তম বারিধারণ করেন যাঁহার নিকট স্বর্গপুরীও তৃণবৎ অতি তুচ্ছ, যিনি ত্রিলোকের শোক হর করেন, যিনি স্বীয় তীরস্থিত মনোহর কুঞ্জবনের সর্ব্ব প্রকার মল ধৌত করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপ রূপ মল ধৌত করুন ॥ ১ ॥

যাঁহার জল সর্ব্ববিধ পাপ হরণ করে, যিনি বহুল জল সমূহে পরিপূরিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি রাশি রাশি পাতকের বিনাশ সাধ

লসত্তরঙ্গসঙ্গধূতভূতজাতপাতকা নবীনমাধুরীধুরীণভক্তিজাতচাতকা। তটান্তবাসদাসহংসসংসৃতাহ্নিকামদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৩॥

বিহাররাসখেদভেদধীরতীরমারুতা গতা গিরামগোচরে যদীয়নীরচারুতা। প্রবাহসাহচর্য্যপূতমেদিনীনদীনদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৪॥

তরঙ্গসঙ্গসৈকতান্তরান্বিতং সদাসিতা শরন্নিশাকরাংশুমঞ্জুমঞ্জরী সভাজিতা। ভবার্চ্চনাপ্রচারণাম্বুনাধুনা বিশারদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৫॥

করেন, এবং পাতকের মহানিশাস্বরূপ, যিনি নন্দনন্দনকামিনীগণের অঙ্গ রাগে রঞ্জিতা আছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন॥ ২॥

যাঁহার তরঙ্গমালা প্রাণিগণের পাপরাশি ধৌত করে, যাঁহার নবীন জলমাধুর্য্যলোভে চাতকসকলও ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করে, হংসকুল যাঁহার তটে দাসবৎ বাস করে এবং যিনি সেই হংসগণের বাসনা পরিপূর্ণ করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন॥ ৩॥

যাঁহার মন্দ মন্দ মারুত হিল্লোলে তটবিহারিদিগের নিদাঘজনিত তাপ নিবারণ করে, যাঁহার জলশোভা বাক্যের অগোচর এবং যাঁহার জলপ্রবাহে মেদিনীমণ্ডলস্থ নদনদীসকল পবিত্র হইয়াছে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন॥৪॥

যাঁহার তরঙ্গমালা বালুকাপূর্ণ পুলিন ভূমির প্রভাজালে জগতের তমোরাশি বিনাশ করে, যাঁহার শোভা শরৎকালীন নিশাকরের কিরণমালার ন্যায় অতি মনোহর, যাঁহার জলধারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ববিধ

জলান্তকেলিকারিচারুরাধিকাঙ্গরাগিণী স্বভর্ত্তুরন্যদুর্লভাঙ্গতাঙ্গতাংশভাগিনী। স্বদত্তসুপ্তসপ্তসিন্ধুভেদিনাতিকোবিদা ধূনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৬ ॥

জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগলম্পটালিশালিনী বিলোলরাধিকাকচান্তচম্পকালিমালিনী। সদাবগাহনাবতীর্ণভর্ত্তৃভৃত্যনারদা ধূনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥

সদৈব নন্দিনন্দকেলিশালিকুঞ্জমঞ্জুলা তটোত্থফুল্লমল্লিকাকদম্বরেণুসূজ্জ্বলা। জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাব্ধিসিন্ধুপারদা ধূনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং যমুনাষ্টকস্তোত্রং
সম্পূর্ণম্ ॥৩৪॥

পাপ বিনাশ পায়, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৫ ॥

যাঁহার জলমধ্যে কেলি করিয়া রাধিকার অঙ্গরাগের চারুতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যিনি স্বীয় ভর্ত্তা ব্যতিরেকে অন্যের দুর্ল্লভ, এবং যিনি স্বীয় ভর্ত্তার অর্দ্ধাংশভাগিনী, যিনি সপ্তসাগরকে জল প্রদান করিয়াছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৬ ॥

যাঁহার জলে শ্রীকৃষ্ণ অবগাহন করিলে সেই অচ্যুতের অঙ্গচ্যুত অঙ্গরাগ স্পর্শে রাধিকা কৃষ্ণের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, রাধিকার চঞ্চল কেশকলাপ হইতে পতিত চম্পকমালায় যিনি শোভিতা হইতেন, যাঁহার জলে অবগাহন করিলে ভর্ত্তৃভৃত্যভাব বিদূরিত হয়, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৭ ॥

যাঁহার জলে কেলি করিয়া সকলেই সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করে, যিনি কুঞ্জ সকলের অতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন, যিনি তটস্থিত প্রফুল্ল

অথ যমুনাষ্টকস্তোত্রং।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং মুরারিপ্রেয়স্যাং ভবভয়দবাং ভক্তিবরদাং। বিয়জ্জ্বালামুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাপ্তেঃ পরিদিনং সদা ধীরো নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্ ॥ ১ ॥

মধুবনচারিণী ভাস্করবাহিনি জাহ্নবীসঙ্গিনি সিন্ধুসুতে মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতিবিনাশকৃতে। জগদঘমোচনি মানসদায়িনি কেশবকেলিনিদানগতে জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ২ ॥

মল্লিকা চম্পকাদি পুষ্পের রেণুসমূহে সমুজ্জ্বল থাকেন, মানবগণ যাঁহার জলমধ্যে অবগাহন করিলে ভবপারাবারের পারে গমন করিতে পারে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৮ ॥

ইতি যমুনাষ্টক সংপূর্ণ ॥৩৪॥

যিনি কৃপাসাগররূপা, যিনি সূর্য্যদেবের তনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি প্রাণিগণের তাপ শান্তি করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রেয়সী, যিনি ভবভয়ের দাবাগ্নিস্বরূপ, যিনি ভক্তগণকে বর প্রদান করেন, আকাশমার্গেও যাঁহার প্রভা প্রকাশিত আছে, যিনি সুখপ্রাপ্তির আদি কারণ, এবং যিনি নিত্য ফল প্রদান করেন, ধীরগণ সেই যমুনার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

দেবি! তুমি মধুবনমধ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি ভাস্করকে বহন করিয়া থাক, তুমি গঙ্গার সহচারিণীরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি সিন্ধুতনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছ, তুমি মধুদৈত্যাপহারী শ্রীকৃষ্ণের ভূষণস্বরূপা;

অয়ি মধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈলবিদারিণি বেগভরে পরিজনপালিনি দুষ্টনিসূদিনি বাঞ্ছিতকামবিলাসধরে। ব্রজপুরবাসিজনার্জ্জিতপাতকহারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৩ ॥

অতিবিপদম্বুধিমগ্নজনং ভবতাপশতাকুলমানসকং গতি-মতিহীনমশেষভয়াকুলমাগতপাদসরোজযুগম্। ঋণভয়ভীতিমনিষ্কৃতিপাতককোটিশতাযুতপুঞ্জতরং জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৪ ॥

তুমি মাধবের সন্তোষ বর্দ্ধন কর, তুমি গোকুলবাসিদিগের ভয় ভঞ্জন করিয়া থাক, তুমি জগতের পাপ বিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের মানস সিদ্ধি কর, তুমি কেশবের ক্রীড়া কেলির প্রধান কারণ। হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক, এইক্ষণ আমাকে পবিত্র কর। ২॥

দেবি! তুমি মধুময় জলে পরিপূর্ণা আছ, তুমি বসন্ত কালীন আমোদ ও বিলাস প্রদান কর, তুমি শৈল বিদারণ করিয়া নির্গত হইয়াছ, তুমি বেগভরে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি পরিজন বর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি দৈত্যাদি দুষ্ট প্রাণিগণকে বিমর্দ্দন কর, তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ কর, ব্রজবাসিগণ যত পাপ অর্জ্জন করে, তুমি তাহা বিনাশ কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর, হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক, এইক্ষণ আমাকে পবিত্র কর ॥ ৩ ॥

দেবি! আমি অপার বিপদ সাগরে নিমগ্ন আছি, শত শত সাংসারিক যন্ত্রণা সর্ব্বদা আমার মানসকে আকুলিত করিতেছে। আমি সর্ব্বদা ঋণ ভয়ে ভীত আছি, যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবম্ভূত শত শত কোটি পাপ আমাকে অভিভূত করিতেছে। হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা, এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক, এইক্ষণ আমাকে পবিত্র কর ॥ ৪ ॥

নবজলদদ্যুতিকোটিলসত্তনুহেমময়াভরণাঞ্চিতকে তড়িদবহেলিপদাঞ্চলচঞ্চলশোভিতপীতসুচেলধরে। মণিময়ভূষণচিত্রপটাসনরঞ্জিতগঞ্জিতভানুকরে জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৫ ॥

শুভপুলিনে মধুমত্তযদূদ্ভবরাসমহোৎসবকেলিভরে উচ্চকুলাচলরাজিতমৌক্তিকহারময়াভররোধসিকে। নবমণিকোটিকভাস্করকঞ্চুকিশোভিততারকহারযুতে জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৬ ॥

করিবরমৌক্তিকনাসিক-ভূষণবাতচমৎকৃতচঞ্চলকে মুখকমলামলসৌরভচঞ্চলমত্তমধুব্রতলোচনিকে। মণিগণকুণ্ডল-

---

দেবি! তোমার শরীর নবীন মেঘমালার ন্যায় প্রগাঢ় নীলবর্ণ, তোমার বিবিধ সুবর্ণ ভূষণ ও মণিময় বিচিত্র পট্টবস্ত্রে সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া ঐ সকল ভূষণাদি সুরঞ্জিত করিতেছে, হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা, এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কটবিনাশ করিয়া থাক, এইক্ষণ আমাকে পবিত্র কর ॥ ৫ ॥

দেবি! তোমার পুলিনভুমি অতি মনোহর, তাহাতে যদুপতি মধুপানে মত্ত হইয়া রাসমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়া থাকেন, তোমার তীরে যে সকল অত্যুচ্চ কুলাচলশ্রেণী আছে, তাহারা তোমার মুক্তাময় হাররূপে শোভা পাইতেছে, তোমার মধ্যে যে সকল মণি আছে, তাহাতে সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া তোমার তারাহারের কার্য্য করে, হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা, এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক, এইক্ষণ আমাকে পবিত্র কর ॥ ৬ ॥

দেবি! তুমি যে গজমুক্তা দ্বারা নাসিকায় ভূষণ ধারণ করিয়াছ, তাহা বায়ুহিল্লোলে চঞ্চল হইয়া অতি আশ্চর্য্য শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, তোমার মুখকমলের সৌরভে মধুকরগণ মত্ত হইয়া লোচনযুগলের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করি-

লোলপরিস্ফুরদাকুলগণ্ডযুগামলকে জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৭ ॥

কলরবনূপুরহেমময়াচিতপাদসরোরুহসারুণিকে ধিমিধিমিধিমিধিমিতালবিনোদিতমানসমঞ্জুলপাদগতে। তব পদপঙ্কজমাশ্রিতমানবচিত্তসদাখিলতাপহরে জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৮ ॥

ভবোত্তাপাম্ভোধৌ নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্যাশ্রয়তয়া। হয়াহ্রেষৈঃ কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবিসুতাং সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
যমুনাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥ ৩৫ ॥

তেছে। তোমার কুণ্ডলে যে সকল মণি আন্দোলিত হইতেছে, তাহার প্রভায় গণ্ডযুগল নির্ম্মল হইয়াছে। হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা, এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক, এইক্ষণ আমাকে পবিত্র কর ॥ ৭ ॥

দেবি! তোমার অরুণবর্ণ চরণসরসীরুহে কলরবপূর্ণ হেমময় নূপুর শোভা পাইতেছে, তোমার গতিকালে যে পাদতলে "ধিমি ধিমি" শব্দ হয়, ঐ মনোহর শব্দে জনগণের চিত্তের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া থাকে। আর যে সকল মানব তোমার পাদপঙ্কজ আশ্রয় করে, তুমি তাহাদিগের চিত্তের সমস্ত তাপ হরণ কর। হে যমুনে, তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক, এই ক্ষণ আমাকে পবিত্র কর ॥ ৮ ॥

যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসার সাগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্যচিত্তে এই স্তব পাঠ করে এবং আপন হস্তে কুসুমাঞ্জলি

অথ মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্রং ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ বাদন্তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে । মদ্রূপো মনুজোঽয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শিবস্তৎক্ষণাত্তন্মধ্যাদ্ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ ॥ ১ ॥

ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে যে পুনর্জায়ন্তে মনুজাস্ততোপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ । যে মাতর্ম্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ সাযুজ্যেঽপি কিরীটকৌস্তুভধরা নারায়ণাঃ স্যুর্নরাঃ ॥ ২ ॥

লইয়া আদিত্যনন্দিনী যমুনার অর্চ্চনা করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি, ইহকালে বিবিধ ভোগে কালযাপন করিয়া পরকালে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্র সংম্পূর্ণ ॥ ৩৫ ॥

হে মণিকর্ণিকে ! তোমার তীরে কোন জন্তু প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ হরি ও হরের বিবাদ আরম্ভ হয় । হরি বলেন, আমি ইহাকে মুক্তি প্রদান করিব এবং হরও বলেন ইহার মুক্তি প্রদানে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার, এইরূপে বিবাদ প্রবৃত্ত হইলে হরি হরকে বলেন, এই মনুষ্য আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হউক । তৎক্ষণাৎ সেই মৃতদেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্নিত পীতাম্বরধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইয়া বিষ্ণুর দেহে লীন হয় ॥ ১ ॥

যাহারা তপোবলে ইন্দ্রত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহারাও আপন আপন ভোগ কালের অবসান হইলে পতিত হয় এবং পুনর্ব্বার মানুষাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কালান্তরে কর্ম্মবশত সেই সকল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে কীট পতঙ্গাদি হইয়া থাকে, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে !

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সুখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী। স্বর্লোক স্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥ ৩ ॥

গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যুত্তমা তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ। দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জনৈঃ প্রাপ্যতে ॥ ৪ ॥

যে সকল মনুষ্য তোমার জলে একবার মাত্র নিমগ্ন হয়, তাহারা সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরীট ও কৌস্তুভধারী নারায়ণ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

কাশীপুরী অতি ধন্যা অর্থাৎ সকলের প্রধানা, ইহাঁকেই মুক্তিনগরী বলিয়া থাকে, ইনিও গঙ্গাদ্বারা অলঙ্কৃতা হইয়াছেন, সেই কাশীর সমীপেই মণিকর্ণিকা আছেন, ইনি সকলের সুখ প্রদান করেন, আর মুক্তিও এই মণিকর্ণিকার আজ্ঞাবহা কিঙ্করী, অর্থাৎ মণিকর্ণিকার আদেশেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। এক দিন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কাশী ও স্বর্গ এই উভয়কে তুলাদণ্ডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কশীর গুরুতা প্রযুক্ত কাশী ক্ষিতিতলে অবস্থিতা হইলেন এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহা উর্দ্ধদেশে গমন করিল। ৩ ॥

গঙ্গাতীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থীন, সেই গঙ্গাতীর হইতেও কাশীকে উত্তমা বলিয়া জানিবে। আর এই কাশী হইতেও মণিকর্ণিকার প্রাধান্য আছে, যেহেতু এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেই স্বয়ং ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। আর এই মণিকর্ণিকা স্থান দেবগণের দুর্ল্লভ এবং সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশে দক্ষ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহুপুণ্যবলেই এই মণিকর্ণিকাস্থানে গমন করিতে পারে এবং যাহারা অতি পুণ্যাত্মা তাহারাই ইহাকে লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

দুঃখাম্ভোনিধিমগ্নজন্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতির্জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্ম্মদা। লোকাঃ স্বর্গসুখাস্ততোপি লঘবো ভোগাস্তপাতপ্রদাঃ কাশীমুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্মার্থকামোত্তরা ॥ ৫ ॥

একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরো যোপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরো মাধবঃ। যে মাতর্ম্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি তে মানবা রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্ ॥ ৬ ॥

ত্বত্তীরে মরণন্তু মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে শক্রস্তং

যে সকল জন্তু নিরন্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহারা কিরূপে সেই দুঃখ সাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? ইহা চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্চি দুঃখার্ণবনিমগ্ন জন্তুগণের সুখসম্ভোগার্থ এই বারাণসী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল লোকই স্বর্গসুখাভিলাষী বাস্তবিক ইহারা অতি লঘুচেতা, যেহেতু ভোগ কালের অবসান হইলেই স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু কাশীপুরী ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকেন; সুতরাং বারাণসী যে জন্তুগণের সর্ব্বদা মঙ্গল সাধন করে, তাহার সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

যিনি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ভূষণ রূপে বিদ্যমান আছে, সেই মুরলীধর হরিও এক, আর যিনি শিরোদেশে গঙ্গাকে বহন করিতেছেন সেই নীলকণ্ঠ শঙ্করও এক, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে! যাহারা তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা সকলেই রুদ্র বা হরিস্বরূপ পাইয়া থাকে, তবে কিরূপে ইহাদিগের বহুত্ব হইতে পারে, অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্য বলে এক হরি ও এক শঙ্করও অনেক হইয়া থাকেন। ৬।

মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তৎপরঃ। আয়ান্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যুদ্গতোঽভূৎ সদা পুণ্যোঽসৌ বৃষগোঽথবা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি ॥ ৭ ॥

মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্নপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ স্বীয়ৈরব্দশতৈশ্চতুর্ম্মুখধরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ। যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারং গতস্ত্বত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥ ৮ ॥

কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং তৎসর্ব্বং মণিকর্ণিকাস্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ। স্নাত্বা

দেবি মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে মরণও মঙ্গলকর, দেবগণও এই মরণের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণত্যাগ করে, দেবরাজ সহস্র নয়ন দ্বারা তাহাকে, দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক থাকেন। আর তোমার তীরে মৃত ব্যক্তি যখন আগমন করিতে থাকে তখন সূর্য্যদেব তাহাকে সহস্র কিরণ দ্বারা প্রত্যুদ্গমন করেন। ঐ ব্যক্তি বিষ্ণুত্ব কিম্বা শিবত্ব পাইয়া থাকে, তাহার আর সংসারপ্রবেশ হয় না ॥ ৭ ॥

চতুরানন বেদার্থের দীক্ষাগুরু, ইনি স্বীয় পরিমাণে শত বৎসরেও মধ্যাহ্নকালীন মণিকর্ণিকা স্নানের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, কেবল এক মাত্র চন্দ্রশেখর যোগাভ্যাসবলে তোমার পুণ্যমাহাত্ম্য জানিতে পারেন, আর যাহারা তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রসুপ্ত হয় তাহাদিগের বিষ্ণুত্ব বা শিবত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বহু বহু ক্লেশকর তপস্যা ও শত শত কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যেরূপ পাপ বিনাশ হইয়া পুণ্যসঞ্চয় হয়, একবার মাত্র মণিকর্ণিকাতে স্নান করিলে সেইরূপ পাপ বিনাশ ও পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে আর যে ব্যক্তি স্নান

স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং তীর্ত্ত্বা পল্বলবৎপ্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ৩৬ ॥

অথ কাশীপঞ্চকস্তোত্রং ।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ ॥ মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ। জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ১ ॥

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং। সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ২ ॥

কোশেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্ ।

করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে সেই মনুষ্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায় সংসার সাগরের পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ইতি মণিকর্ণিকাস্তোত্র সংপূর্ণ ॥ ৩৬ ॥

বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হইলে যে সর্ব্ববিষয়ের শান্তি হয় তাহাই তীর্থ প্রধানা মণিকর্ণিকা, আর সর্ব্ববিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই বিমলা গঙ্গা, সুতরাং আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই কাশীরতুল্য, অর্থাৎ কাশীও যেরূপ মুক্তি প্রদান করেন, আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেও সেইরূপ মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে এই চরাচর বিশ্ব ইন্দ্রজালবৎ কল্পিত বোধ হয়, এবং তখনই নিত্য সুখের আবির্ভাব হইয়া থাকে আর চিৎস্বরূপের প্রকাশ হয় ; সুতরাং আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য, অর্থাৎ কাশীও যেরূপ মুক্তি প্রদান করেন, আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেও সেইরূপ মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতোঽন্তরাত্মা সা কাশিকাহং নিজ-বোধরূপা ॥ ৩ ॥

কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥ ৪ ॥

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ ॥ বিশ্বেশো যৎ তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কাশীপঞ্চকস্তোত্রং
সম্পূর্ণং ॥ ৩৭ ॥

অন্নময়াদি পঞ্চকোষে যে বুদ্ধি বিরাজমানা হয় ঐ বুদ্ধিই ভবানী স্বরূপা, আর উহা দেহরূপ প্রতিগৃহেই আছে, এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা তিনিই শিব, সুতরাং আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য, অর্থাৎ কাশীও যেরূপ মুক্তি প্রদান করেন, আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেও সেইরূপ মুক্তি হইয়া থাকে। ৩ ॥

জ্ঞানেতেই কাশীর প্রকাশ হয় এবং সেই জ্ঞানরূপা কাশীই সকলকে প্রকাশ করে। এইরূপ জ্ঞানকাশীকে যিনি জানিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বপ্রকার কাশী লাভ করিয়া থাকেন, জ্ঞানের উদয় হইলে আর কাশ্যাদির প্রয়োজন নাই ॥ ৪ ॥

প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মানবের শরীরই কাশীক্ষেত্র, জ্ঞানরূপা গঙ্গাই ত্রিভুবনজননী ও সর্ব্বব্যাপিনী, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ইহারাই গয়া, নিজ গুরুর চরণ ধ্যানই প্রয়াগ এবং সর্ব্বজনের মনঃসাক্ষীভূত অন্তরাত্মাই বিশ্বেশ্বর তুরীয় ব্রহ্ম; সুতরাং যদি আমার শরীরমধ্যেই সকল বাস করিতেছে, তবে আর অন্য তীর্থের প্রয়োজন কি ?।

ইতি কাশীপঞ্চকস্তোত্র সংপূর্ণ ॥ ৩৭ ॥

অথ দশাবতারস্তোত্রং ।

চলল্লোলকল্লোলকল্লোলিনীশস্ফুরন্নক্রচক্রাতিবক্রাম্বুলীনঃ।
হতো য়েন মীনাবতারেণ শঙ্খঃ স পায়াদপায়াজ্জগদ্বাসুদেবঃ ॥ ১ ॥

ধরানির্জ্জরারাতিভারাদপারাদকূপারনীরাতুরাধঃপতন্তী।
ধৃতা কূর্ম্মরূপেণ পৃষ্ঠোপরিষ্ঠে স দেবো মুদেবোঽস্তু শেষাঙ্গশায়ী ॥২॥

উদগ্রে রদাগ্রে সগোত্রাপি গোত্রা স্থিতা তস্থুষঃ কেতকাগ্রে ষড়ঙ্ঘ্রেঃ। তনোতি শ্রিয়ং সশ্রিয়ং নস্তনোতু প্রভুঃ শ্রীবরাহাবতারো মুরারিঃ ॥ ৩ ॥

যিনি মীনরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্তুঙ্গতরঙ্গমালাপরিপূরিত এবং মকরকুম্ভীরাদি জলচরগণে পরিব্যাপ্ত সাগরের জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অসুর বিনাশ করিয়া বেদের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন. সেই বসুদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন্ ॥ ১ ॥

পৃথিবী অসুরগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া অগাধ সাগরনীরে নিমগ্ন হইতেছিল, তখন যিনি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সেই ধরণীকে আপন পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়াছেন, সেই অনন্তশয্যাশায়ী বসুদেবনন্দন নারায়ণ সকলের আমোদ বর্দ্ধন করুন্ ॥ ২ ॥

যিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপন দশনাগ্রে সপর্ব্বতা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রভু মুরারি আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন করুন্ ॥ ৩ ॥

যিনি ভক্তের ভক্তিবলে বশীভূত হইয়া নৃসিংহাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক স্তম্ভ হইতে. অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন এবং অতিকোমল নখাগ্রদ্বারা দৈত্যরাজ

উরোদার আরম্ভসংরম্ভিণৌসৌ রম্ভাসম্ভ্রমাভঙ্গুরাগ্রৈর্নখাগ্রৈঃ। স্বভক্তাতিভক্ত্যাভিব্যক্তেন দারুণ্যঘোঁষং সদা বঃসহিংস্যান্নৃসিংহঃ ॥ ৪ ॥

ছলাদাকলয্য ত্রিলোকীং বলীয়ান্ বলিং সংববন্ধ ত্রিলোকীবল্লীয়ঃ। তনুত্বং দধানাং তনুং সন্দধানো বিমোহং মনো বামনো বঃ স কুর্য্যাৎ ॥ ৫ ॥

হতক্ষত্রিয়াসৃক্‌প্রপানপ্রমত্তপ্রনৃত্যৎপিশাচপ্রগীতপ্রতাপঃ। ধরাকারি যেনাগ্রজন্মাগ্রহারং বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রামঃ ॥ ৬ ॥

নতগ্রীবসুগ্রীবসাম্রাজ্যহেতুর্দশগ্রীবসন্তানসংহারকেতুঃ।

হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক আপন ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই নৃসিংহরূপী নারায়ণ সকলের পাপরাশি বিনাশ করুন্ ॥ ৪ ॥

যিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া কপটতাচরণপূর্ব্বক ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় বলীয়ান্ বলিরাজকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বামনরূপী নারায়ণ সকলের মানসিক মোহক্ষয় করুন্ ॥ ৫ ॥

যিনি পরশুরামনামা ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়গণের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করত তাহাদিগের শোণিত পানে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রতাপ ধরণীমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই পরশুরামরূপী নারায়ণ তোমাদিগের মানসে বিহার করুন্ ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া নতশিরাঃ সুগ্রীবকে সাম্রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক দশাননকে সমুলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন এবং মদনান্তকারী মহাদেবের মহাধনু ভঞ্জন করিয়া জানকীর পাণিগ্রহণ করেন, সেই জানকীনাথ শ্রীরাম আমাদিগের পাপরাশি বিনাশ করুন্ ॥ ৭ ॥

ধনুর্যেন ভগ্নং মহৎকামহস্তঃ স মে জানকীজানিরেনাংসি হন্তু ॥ ৭ ॥

ধনাদ্ গোধনং যেন গোবর্দ্ধনেন ব্যরক্ষি প্রতাপেন গোবর্দ্ধনেন। হতারাতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রী পদধ্বস্তচক্রী স নঃ পাতু চক্রী ॥ ৮ ॥

ধরাবদ্ধপদ্মাসনস্থাঙ্ঘ্রিযষ্টির্নিয়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ। য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্ত্তী স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু নিশ্চিন্তবর্ত্তী ॥ ৯ ॥

দুরাপারসংসারসংহারকারী ভবত্যশ্বচারঃ কৃপাণপ্রহারী। মুরারির্দ্দশাকারধারীহ কল্কী করোতু দ্বিষাং ধ্বংসনং বঃ স কল্কী ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দশাবতারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ৩৮ ॥

যিনি বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রবল মেঘবর্ষণে গোধন সকল নষ্ট হইতেছিল, তখন আপন প্রতাপ প্রদর্শন পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোসকল রক্ষা করিয়াছিলেন, আর যুদ্ধ স্থলে আপন অসীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া অরাতিবর্গের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন, সেই হলধররূপী নারায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন্। ৮।

যিনি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধরণীতে বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণ সংযম ও নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোগিগণের অগ্রগণ্য হইয়া কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বুদ্ধরূপী ভগবান আমাদিগের চিত্তে অধিষ্ঠান করুন্। ৯ ॥

যিনি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অপার সংসারের সংহার করিয়াছিলেন,

অথ আর্ত্তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশকম্।

প্রহ্লাদ প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্ব্বত্র মে দর্শয় স্তম্ভে চৈনমিতি ব্রুবন্তমসুরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ। বক্ষস্তস্য বিদারয়ন্নিজনখৈর্ব্বাৎসল্যমাবেদয়ন্নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরামায় বিভীষণোয়মধুনা হ্যার্ত্তো ভয়াদাগতঃ সুগ্রীবানয় পালয়েহমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্। এবং যোহভয়মস্য

এবং অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া আপন হস্তে খড়্গ ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মদ্বেষী শত্রুগণের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন, সেই কল্কিরূপী মুরারি আমাদিগের শত্রু বিনাশ করুন্ ॥ ১০ ॥

ইতি দশাবতারস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ৩৮ ॥

যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন, অহে প্রহ্লাদ! তুমি যে বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই হরি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, যদি তোমার এই বাক্য যথার্থ হয়, তাহা হইলে এই স্তম্ভমধ্যেও তোমার হরিকে দেখাইতে পার। এইরূপে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলে তখনই হরি স্তম্ভমধ্যহইতে আবির্ভূত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আপন তীক্ষ্ণ নখাগ্রদ্বারা দৈত্যরাজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। এইরূপে ভগবান্ নিজ ভক্তের প্রতি বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান নারাণই আমার আশ্রয় ॥ ১ ॥

একদা বিভীষণ রাবণের নিকট তিরস্কৃত হইয়া শ্রীরামের শরণাপন্ন হইবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিল, ভগবন! বিভীষণ নিতান্ত বিপদ্গ্রস্ত হইয়া আপনার আশ্রয়তা গ্রহণ মানসে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। তখন শ্রীরাম

সর্ব্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদাবার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২ ॥

নক্রগ্রস্তপদং সমুদ্যতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং পাহীতি প্রচুরার্ত্তরাবকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ । মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণাদার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে ক্বাসি ক্বাসি সুযোধনাদবগতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্ । ইত্যুক্তোঽক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যোরক্ষদাপদ্গতামার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

সুগ্রীবের মুখে বিভীষণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব ! তুমি পুলস্ত্যনন্দনকে আমার সমীপে আনয়ন কর এবং যাহাতে ইহার রক্ষা হইতে পারে, তাহার প্রতি বিশেষ যত্ন রাখিও । এইরূপে রামচন্দ্র যে বিভীষণকে অভয় প্রদান করিয়া লঙ্কা রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই বিদিত আছে । এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষা কার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারয়ণই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

গজকচ্ছপের যুদ্ধকালে যখন কচ্ছপ গজরাজের পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন হস্তী অনন্যোপায় হইয়া শুণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক বলিয়াছিল, হে ব্রহ্মেশ ! হে দেবেশ ! আমাকে রক্ষা কর । গজরাজের এইরূপ আর্ত্তরাব শ্রবণ করিয়া নারায়ণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, করিবর তোমার ভয় নাই । অনন্তর নারায়ণ আপন চক্রাস্ত্র প্রভাবে কচ্ছপের মুখ হইতে গজরাজকে রক্ষা করেন, এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারয়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৩ ॥

যখন দুর্য্যোধন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন দ্রুপদনন্দিনী নিরুপায় ভাবিয়া হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে কৃপানিধে, হে পাণ্ডবা-

যৎপাদাব্জনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং যন্নামামৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সন্তাপসংহারকং। পাষাণঞ্চ যদঙ্ঘ্রিতো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসারবারাংনিধিং ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতং। তস্যৈবাদ্ভুতকারণং ত্রিজগতাং নাথস্য দাসোস্ম্যহমার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

পিত্রা ভ্রাতরমুত্তমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং যো ধ্রুবং

শ্রয়! তুমি কোথায় আছ, দুর্য্যোধন সভামধ্যে আমাকে তিরস্কৃত করিতেছে, এই সময়ে এই অনাথা দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। দ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে নারায়ণ অক্ষয় বস্ত্র প্রদান করিয়া বিপদ হইতে পাঞ্চালীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৪ ॥

যাঁহার পাদনখের জল ত্রিজগতের পাপরাশি ধ্বংস করে, যাঁহার নামামৃত পান করিলে সমস্ত সন্তাপ বিদূরিত হয়, যাঁহার চরণস্পর্শে পাষাণও মানবতনু প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ অহল্যা গৌতমশাপে পাষাণী হইয়াছিলেন, পরে শ্রীরামের চরণ স্পর্শে পুনর্ব্বার স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়। ৫ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে দুর্জন ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ অপার সংসার সাগরের পার হইয়া নিত্যধাম বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যিনি অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিতেছেন, আমি সেই ত্রিজগৎপতি নারায়ণের দাস, তিনি আমাকে পরিত্রাণ করুন, যেহেতু ভগবান্ নারায়ণ আর্ত্তব্যক্তির পরিত্রাণ কার্য্যে তৎপর আছেন, অতএব আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্বা তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং গতম্ । যোদাৎ তং শরণাগতং তু পতসা হেমাদ্রিসিংহাসনং হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

নাথেতি শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতাগোপিকা জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্ম্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ । ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতির্হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

ক্ষুত্তৃষ্ণ্যার্ত্তসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্ব্বাসং ক্ষোভিতং দ্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতং । ভুক্ত্বাতর্পয়দাত্ম-

---

একদা ধ্রুব আপন জনকের ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই অভিপ্রায়ে পিতৃ সমীপে গমন করেন, তখন পিতা ধ্রুবকে অবহেলা করিয়া তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং ধ্রুবের বিমাতা তাহাকে ও তাহার মাতাকে অনেক প্রকার তিরস্কার করেন, ধ্রুব তাহাতে অবমানিত হইয়া অনেক প্রকার তপস্যা করিয়া নারায়ণের আরাধনা করে, নারায়ণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ধ্রুবকে হেমাদ্রি শিখরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষয় স্থান প্রদান করেন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান, নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৭ ॥

ব্রজগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরম তত্ত্ব না জানিয়াও জাতিকুলধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে জার ভাবে সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহারা মুক্তি লাভ করে। আর তাঁহাকে ভক্তি করিলেই তিনি মুক্তি প্রদান করেন, এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষা কার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৮ ॥

যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন দুর্ব্বাসা মুনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সহস্র শিষ্য সমভিব্যহারে পাণ্ডবগণের আবাসে আতিথ্য প্রার্থনা করিয়া উপস্থিত হন, তখন যুধিষ্ঠিরাদি

বৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৯ ॥

যেনারক্ষি রঘূত্তমেন জলধেস্তীরে দশাস্যানুজস্ত্বায়াতং শরণং রঘূত্তম বিভো রক্ষাতুরং মামিতি । পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সম্বর্ত্তকালে মহালীলা-

সকলের ভোজনশেষ হইয়া গিয়াছিল, ঐ দিবসে অতিথি সৎকার করিতে পারেন, এমত কোন দ্রব্যের সংগ্রহ নাই ; সুতরাং ব্রহ্মশাপভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর নিকটে গমন করিলেন, দ্রৌপদী আসন্ন বিপদ উদ্ধারের অন্য উপায় নাই ভাবিয়া সেই সর্ব্ববিপদহন্তা মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলে সেই বিপন্নিস্তারকারণ নারায়ণ দ্রুপদনন্দিনীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, পাঞ্চালি ! তোমার ঘরে আহারীয় দ্রব্য যাহা কিছু থাকে, আমার হস্তে প্রদান কর. তখন গৃহে আহারীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না, আহারীয় ভাণ্ড সকলও ধৌত হইয়াছিল, দ্রৌপদী সেই ভাণ্ড মধ্যে কণিকামাত্র শাক পাইয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, নারাষণ সেই শাককণা ভক্ষণ করিবা মাত্র সশিষ্য দুর্ব্বাসার পরম পরিতোষ হইল, তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন । এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষা কার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৯ ।

দশানন স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণকে আপন সভাহইতে বিদূরিত করিলে বিভীষণ অনন্যোপায় হইয়া শ্রীরামের শরণাগত হইয়া বলিলেন, আমার ভ্রাতা দশানন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, রামচন্দ্র বিভীষণের ভক্তিতে বাধ্য হইয়া দশাননকে বিনাশ করিয়া তাহাকে লঙ্কাপুরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১০ ।

যখন পৃথিবী প্রলয়পয়োধি জলে নিমগ্ন হইতেছিল, তখন নারায়ণ

ক্রোড়বপুর্ধরেণ হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্। যঃ পাপিদ্রুমসম্প্রবর্ত্তমচিরাচ্ছত্বা চ যোঽগাৎ প্রিয়মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ। ১১ ॥

যোদ্ধাঽসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত্তা নরাণাং বলে রাধায়া অকরোদ্রতে রতিমনঃপূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ। যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥

যঃ সান্দীপনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাৎ সম্মতং চানীয় প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাদুজ্জৃম্ভমাণার্ত্তয়ে। সন্তোষংজনয়ন্নমেয়মহিমা পুত্রার্থসম্পাদনাদার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৩ ॥

লীলাবরাহরূপ ধারণ করিয়া বসুমতীকে বহন করিয়াছিলেন এবং নানা প্রকার পাপিগণকে বিনাশ করিয়া আপন ভক্তগণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়। ১১ ॥

যিনি ত্রিভুবনমধ্যে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপুরীর অধিপতি, যিনি মানবগণের ভরণকর্ত্তা, যিনি রাধিকার সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলে নারায়ণ সেই দীনদশাগ্রস্ত পাণ্ডুতনয়দিগকে রক্ষা করেন, এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়। ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সান্দিপনী মুনির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পাঠসমাপ্তি হইলে পর মুনিবর গুরুদক্ষিণারূপে আপন মৃত পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন অতুল বিক্রমশালী শ্রীনারায়ণ আপন প্রভুশক্তিবলে গুরুর মৃত পুত্র আনয়ন করিয়া তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন করেন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৩ ॥

যন্নামস্মরণাদঘৌঘসহিতো পিপ্রঃ পুরাজামিলঃ প্রাণান্মুক্তিমশেষিতামনু চ স্কঃ পাপৌঘদাবার্ত্তিযুক্। সদ্যো ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রাপাম্বরীষাভিধশ্চার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥

যোরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং দীনাদীনচকোরপালনপরঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ। তজ্জীর্ণাম্বরমুষ্টিমাত্রপৃথুকানাদায় ভুক্ত্বা ক্ষণাদার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥

যৎকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশিক্ষতে যৎসং-

পূর্ব্বকালে অজামিল নামে দুষ্ক্রিয়াশক্ত পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভগবান্ নারায়ণের নাম স্মরণ করিয়াছিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের রাশি রাশি,পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অম্বরীষ নামে ভগবৎপরায়ণ হইয়া উঠে এবং ভগবন্নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করে। তখন বাসুদেব তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠ পুরীতে স্থাপন করিলেন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

একদা নারায়ণ পথি মধ্যে অতি দীন বসনাদিরহিত কুচৈলনামক এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কৃপাপরবশ হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হইতে এক মুষ্টি পৃথুকাগ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শঙ্খচক্রধারী স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন ও সেই ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

যাঁহার কৃপাবলে এই অনন্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, যাঁহার বাক্য সকলে মন্ত্ররূপে শিক্ষা করে, আগম শাস্ত্র যাঁহাকে বিশ্বকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ

শেতিপতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ। যো যোগীন্দ্রমনঃসরোরুহতমঃপ্রধ্বংসবিদ্ভানুমানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে চন্দ্রাম্ভোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে। শ্রীরঙ্গে ভুজগেন্দ্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণাদৌদর্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ। সেব্যঃ শ্রীপতিরেব

করিয়াছে, যিনি যোগীন্দ্রগণের মানসিক অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশে সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়। ১৬।

যিনি যমুনামধ্যবর্ত্তী অতিমনোহর সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ পবিত্র পুলিন ভূমিতে কেলি করিতেন, ঐ বিস্তীর্ণ পুলিন চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল থাকিত, নিরন্তর পদ্ম প্রস্ফুটিত হইত এবং ব্রহ্মা তাহার আরাধনা করিতেন, আর যিনি অনন্ত শয্যাতে সর্ব্বদা শয়ান থাকেন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়। ১৭ ॥

নারায়ণ প্রহ্লাদের প্রতি যেরূপ বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলের বিদিত আছে; আর তিনি বিভীষণকে অভয় প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, গজরাজ যখন কচ্ছপের সহিত যুদ্ধে আক্রান্ত হইয়াছিল, আর্ত্তত্রাণপরায়ণ হরি সেই গজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, দ্রৌপদীর প্রতি অসীম উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; গৌতমপত্নী অহল্যা ভর্ত্তৃশাপে পাষাণী হইয়াছিলেন, নারায়ণ তাহার সকল শাপ বিনাশ করেন এবং ধ্রুবের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে অশেষ মঙ্গলভাজন করিয়াছিলেন। অত-

সর্ব্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যাধ্রুবাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতমার্ত্তত্রাণপরায়ণনারায়ণা
ষ্টাদশক-স্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥ ৩৯ ॥

অথ বাক্যবৃত্তিঃ।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ ॥ সর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিম্। নির্ম্মুক্তবন্ধনমপারসুখাম্বুরাশিং শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি ॥ ১ ॥

যস্য প্রসাদাদহমেব বিষ্ণুর্ম্ময্যেব সর্ব্বং পরিকল্পিতঞ্চ। ইত্থং বিজানামি সদাত্মরূপং তস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রণতোস্মি নিত্যম্ ॥ ২ ॥

এব শ্রীপতিই সর্ব্বজগতের সেব্য, অর্থা সকলেই সর্ব্বতো ভাবে নারায়ণের সেবা করিবে ॥ ১৮ ॥

ইতি আর্ত্তত্রাণপরায়ণাষ্টাদশকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ৩৯॥

যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, যাঁহার শক্তি চিন্তার অগোচর, যিনি অখিল বিশ্বের ঈশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার বিদিত আছে, যাঁহার মূর্ত্তির শেষ নাই, যিনি সংসার হইতে নির্লিপ্ত, যিনি অনন্ত সুখরাশিস্বরূপ, সেই বিমলবোধস্বরূপ শ্রীবল্লভকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যাঁহার প্রসাদে আমিই বিষ্ণু এবং আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ জ্ঞান হয়, যিনি সদাত্মস্বরূপ, সেই পরমাত্মার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

তাপত্রয়ার্কসন্তপ্তঃ কশ্চিদুদ্বিগ্নমানসঃ । শমাদিসাধনৈর্যুক্তঃ সদ্গুরুং পরিপৃচ্ছতি ॥ ৩ ॥

অনায়াসেন যেনাস্মান্মুচ্যেয়ং ভববন্ধনাৎ । তন্মে সংক্ষিপ্য ভগবন্ কৈবল্যাৎ কৃপয়া বদ ॥ ৪ ॥

সাধ্বী তে বচনব্যক্তিঃ প্রতিভাতি বদামি তে । ইদং তদিতি বিস্পষ্টং সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ৫ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থং যজ্জীবপরমাত্মনোঃ । তাদাত্ম্যবিষয়ং জ্ঞানং তদিদং মুক্তিসাধনম্ ॥ ৬ ॥

কো জীবঃ কঃ পরশ্চাত্মা তাদাত্ম্যং বা কথন্তয়োঃ । তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং বা কথং তৎপ্রতিপাদয়েৎ ॥ ৭ ॥

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয়ে সন্তপ্ত কোন সাধক পূর্ব্বোক্ত কারণে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং পরে শমদমাদি সাধনযুক্ত হইয়া আপন সদ্গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩ ॥

ভগবন্! আমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার কোন সংক্ষিপ্ত উপায় থাকিলে তাহা কৃপা করিয়া আমার নিকট প্রকাশ করুন্ ॥ ৪ ॥

গুরু নিজ শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে বিষয়ের প্রশ্ন করিলে ইহা অতি সৎপ্রশ্ন বটে। আমি তোমার প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিতেছি, তুমি সাবধানচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

বৎস! "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যার্থ দ্বারা জীব ও পরমাত্মার যে ঐক্য জ্ঞান হয়, তাহাই মুক্তির প্রধান কারণ, অর্থাৎ যাবৎ "আমি তুমি" ইত্যাদি রূপ পার্থ্যক্য বুদ্ধি থাকে, তাবৎই জীব সংসারপাশে বদ্ধ হয়, অনন্তর উক্তরূপ পার্থ্যক্য বুদ্ধির অপগম হইয়া "আমিই সেই পরমাত্মা" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

গুরু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিষ্যকে মুক্তির কারণ উপদেশ করিলে শিষ্য

অত্র ক্রমঃ সমাধানং কোন্যো জীবস্ত্বমেব হি। যস্ত্বং পৃচ্ছসি মাং কোহং ব্রহ্মৈবাসি ন সংশয়ঃ॥ ৮॥

পদার্থমেব জানামি নাদ্যাপি ভগবন্ স্ফুটম্। অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থং প্রতিপদ্যে কথং বদ॥ ৯॥

সত্যমাহ ভবানত্র বিগানং নৈব বিদ্যতে। হেতুঃ পদার্থবোধোহি বাক্যার্থাবগতেরিহ॥ ১০॥

অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং নাত্মানং প্রপদ্যসে॥ ১১॥

পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জীব কে? পরমাত্মা কে? এবং জীব ও পরমাত্মা ইহাদিগের ঐক্যই কি প্রকার? আর তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যইবা কি প্রকারে জীব ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞানের প্রতি কারণ হইতে পারে? আমার এই সকল সন্দেহের নিরাস করিয়া সদুপদেশ প্রদান করুন্॥ ৭॥

গুরু শিষ্যের সন্দেহ নিবারণার্থ বলিতেছেন, বৎস! তুমি যে সন্দেহ করিতেছ, তাহার নিবারণোপায় বলিতেছি। জীব অন্য কোন পদার্থ নহে, বাস্তবিক তুমিই জীব, আর তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, "আমি কে?" তাহার উত্তরে বলিতেছি, তুমিই পরংব্রহ্ম। অর্থাৎ তুমি আমি এই সকলই পরমাত্মা॥ ৮॥

পুনর্ব্বার শিষ্য কহিতেছেন, গুরো! অদ্য আমি কোন পদার্থই পরিস্ফুট রূপে জানিতেছি না, সুতরাং "অহং ব্রহ্ম" এই বাক্যের স্বরূপার্থ আমি কিরূপে জানিতে পারি? তাহা আমাকে উপদেশ করুন্॥ ৯॥

অনন্তর শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার গুরু কহিতেছেন, বৎস! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম, ইহার অন্যথা হইবার নহে। বাস্তবিক পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ, অর্থাৎ পদার্থপরিজ্ঞান না হইলে কোন রূপেও বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না॥১০॥

সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহম্। চিন্তয়াত্মতয়া নিত্যং ত্যক্ত্বা দেহাদিগাং ধিয়ম্ ॥ ১২ ॥

রূপাদিমান্যতঃ পিণ্ডস্ততো নাত্মা ঘটাদিবৎ। বিয়দাদিমহাভূতবিকারত্বাচ্চ কুম্ভবৎ ॥ ১৩ ॥

অনাত্মা যদি পিণ্ডোয়মুক্তহেতুবলান্মতঃ। করামলকবৎ সাক্ষাদাত্মানং প্রতিপাদয় ॥ ১৪ ॥

যিনি অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণবৃত্তিসকলের সাক্ষী, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, তাহার আশ্রয় এবং যিনি চৈতন্যময় ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই পরমাত্মা, তবে আর তুমি কেন আত্মাকে জানিতে পারিতেছ না। বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন একটি বস্তুর দর্শন করিলে সেই বস্তুর আকৃতি প্রভৃতি যাঁহার অনুভূত হয় তিনিই পরমাত্মা ॥ ১১ ॥

বৎস! তোমাকে আর কহিতেছি, যিনি সত্য, আনন্দস্বরূপ, বুদ্ধির সাক্ষী এবং চৈতন্যময়, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া চিন্তা কর, কিন্তু তিনি যে কোন দেহাদিতে বিদ্যমান আছেন, এইরূপ ভাবনা করিও না, বাস্তবিক দেহই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১২ ।

কেবল দেহই রূপাদিবিশিষ্ট, আত্মার রূপাদি নাই; সুতরাং আত্মা ঘটাদির ন্যায় নহেন, অর্থাৎ রূপাদি দ্বারা যেমন ঘটাদির পরিচয় হইতে পারে, আত্মার সেইরূপ পরিচয় হইতে পারে না। পরন্তু ঘটাদি আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের বিকার, আত্মার কোনরূপ বিকার নাই ॥ ১৩ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত কারণবশত দেহপিণ্ডাদি অনাত্মা হইল, তবে করামলকবৎ আত্মাকে জানিতে পারে। অর্থাৎ যেমন একটি আমলকী হস্তে লইলে, সেই আমলকী হস্তমধ্যে আছে বটে, কিন্তু হস্তের সহিত আমলকীর কোন সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ আত্মার সহিত দেহাদির কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি কেবল দেহের সাক্ষী, ইহাই স্থির করিবে ॥ ১৪ ॥

ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্ভিন্নঃ সর্ব্বথা ন ঘটো যথা। দেহদ্রষ্টা তথা দেহো নাহমিত্যবধারয় ॥ ১৫ ॥

এবমিন্দ্রিয়দৃঙ্ নাহমিন্দ্রিয়াণীতি নিশ্চিনু। মনোবুদ্ধিস্তথা প্রাণো নাহমিত্যবধারয় ॥ ১৬ ॥

সঙ্ঘাতোঽপি তথা নাহমিতি দৃশ্যবিলক্ষণম্। দ্রষ্টারমনুমানেন নিপুণং সম্প্রধারয় ॥ ১৭ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা হানাদিব্যাপৃতিক্ষমাঃ। যস্য সন্নিধিমাত্রেণ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ১৮ ॥

কোন ব্যক্তি ঘট দর্শন করিতেছে, এই স্থানে যেমন যে ব্যক্তি ঘট দেখে, সেই ব্যক্তি ঘট হইতে ভিন্ন, কোন রূপেই সেই ঘটদ্রষ্টাকে সেই ঘট বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ যিনি দেহের সাক্ষী তিনি দেহ নহেন, সুতরাং আমিও দেহ নহি, ইহাই স্থির কর। ১৫।

যেমন আত্মা দেহ নহেন, ইহাই পূর্ব্বে নিশ্চিত হইল, সেইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী, ইন্দ্রিয় নহেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, আত্মা সেই সকল জ্ঞানের আশ্রয়। এইরূপে আত্মা মন নহেন, বুদ্ধি নহেন, প্রাণ নহেন, তিনি মনপ্রভৃতির সাক্ষী, ইহা নিশ্চয়রূপে স্থির কর ॥ ১৬ ॥

যেমন আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণ ইহাদিগের প্রত্যেকে কোন পদার্থই নহেন, সেইরূপ তিনি দেহাদির সমষ্টিও নহেন, বাস্তবিক আত্মা দেহাদির সাক্ষী, অর্থাৎ দেহাদি দ্বারা যে সকল কার্য্য সংসাধিত হয়, আত্মা সেই সকল কার্য্যের ফলভাগী। যেমন কোন বস্তু আহার করিলে বা দর্শনাদি করিলে সেই আহার ও দর্শনাদি জনিত যে সুখ হয়, তাহা আত্মারই হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সকলই উৎপত্তি বিনাশাদি ব্যাপার বিশিষ্ট। যাঁহার সন্নিধানমাত্রে দেহাদির ব্যাপার হয়, তিনিই আত্মা, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার কর। যাবৎ দেহাদিতে আত্মার সন্নিধান থাকেনা, তাবৎ

অনাপন্নবিকারঃ সন্নয়স্কান্তবদেব যঃ। বুদ্ধ্যাদীংশ্চালয়েৎ প্রত্যক্ সোহমিত্যবধারয় ॥ ১৯ ॥

অজড়াত্মবদাভান্তি যৎসান্নিধ্যাজ্জড়া অপি। দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাঃ সোহমিত্যবধারয় ॥ ২০ ॥

অগমন্মে মনোহন্যত্র সাম্প্রতং চ স্থিরীকৃতম্। এবং যোবেত্তি ধীবৃত্তিং সোহমিত্যবধারয় ॥ ২১ ॥

স্বপ্নজাগরিতে সুপ্তিং ভাবাভাবৌ ধিয়াং তথা। যো

দেহাদির কোন ব্যাপারই হইতে পারে না, আর যাবৎ দেহে আত্মার সন্নিধান থাকে, তাবৎ দেহের সকল কার্য্যই দেখা যায় ॥ ১৮ ॥

দেহাদি সকলই বিকারশালী, আত্মাব কোনরূপ বিকার নাই। যেমন অয়স্কান্তমণি লৌহাদি ধাতুকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ যিনি বুদ্ধি প্রভৃতিকে পরিচালিত করেন, তিনিই আত্মা, এইরূপ নিশ্চয় জানিয়া আত্মজ্ঞান লাভ কর ॥ ১৯ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ও প্রাণ এই সকলই জড় পদার্থ, কিন্তু আত্মার সান্নিধ্যবশত ঐ সকল জড় পদার্থও অজড়বৎ প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ মৃত শরীরে হস্তপদাদি সকলই আছে, আত্মার সন্নিধান নাই বলিয়া ঐ সকল হস্ত পদাদির কোন কার্য্যই হইতে পারে না, কিন্তু জীবিত ব্যক্তিতে আত্মসান্নিধ্য আছে বলিয়াই তাহার হস্তপদাদি নানা প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপ যাঁহার সন্নিধানে দেহাদির কার্য্য সাধিত হইতেছে তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥

আমার মন অন্যত্র গমন করিয়াছিল, সংপ্রতি স্থিরীভূত হইয়া আছে। যাঁহার এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে এবং এই আত্মাই অহং শব্দের বাচ্য, অর্থাৎ আমি শব্দে যাহাকে উল্লেখ কবা করা যায়, তিনিই আত্মা ॥ ২১ ॥

বেত্ত্যবিক্রিয়ঃ সাক্ষাৎ সোহমিত্যবধারয় ॥ ২২ ॥

ঘটাবভাসকো দীপো ঘটাদন্যো যথেষ্যতে। দেহাবভাসকো দেহী তথাহং বোধবিগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥

পুত্রবিত্তাদয়ো ভাবা যস্য শেষতয়া প্রিয়াঃ। দ্রষ্টা সর্ব্বপ্রিয়তমঃ সোহমিত্যবধারয় ॥ ২৪ ॥

পরপ্রেমাস্পদতয়া মানভূতমহং সদা। ভূয়াসমিতি যো দ্রষ্টা সোহমিত্যব ধারয় ॥ ২৫ ॥

যঃ সাক্ষিলক্ষণো বোধস্ত্বম্পদার্থঃ স উচ্যতে। সাক্ষিত্বমপি বোদ্ধৃত্বমবিকারিতয়াত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় জানেন, আর যিনি বুদ্ধির ভাবাভাব পরিজ্ঞাত আছেন, যিনি সর্ব্বপ্রকার বিকারবিহীন এবং সর্ব্ব সাক্ষী, তিনিই আত্মা। এইরূপ সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর ॥ ২২ ॥

যেমন প্রদীপ ঘটের প্রকাশক হইলেও তাহাকে ঘট হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ আত্মা দেহের অবভাসক; সুতরাং আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি দেহের প্রকাশক ও জ্ঞানময় তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ২৩ ॥

যাঁহার পুত্র ও ধনাদি প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না, যিনি সর্ব্বদর্শী এবং সকলই যাঁহার প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, তিনিই আত্মা, অর্থাৎ অহং শব্দের বাচ্য। লোকে যে, আমি বলিয়া ব্যবহার করে, তাহাও সেই আত্মা। এইরূপ স্থির করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে ॥ ২৪ ॥

আমি পরব্রহ্মের প্রেমাস্পদ হইব, যাহার এইরূপ জ্ঞান হয় এবং যিনি দর্শনাদি জন্য জ্ঞানের কর্ত্তা, তিনিই অহংপদ প্রতি পাদ্য। এইরূপ উপদেশের তাৎপর্য্যার্থ পরিগ্রহ করিয়া অহং পদার্থ নিরূপণ কর ॥ ২৫ ॥

গুরু শিষ্যকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অহং পদার্থ পরিজ্ঞানের উপদেশ করিয়া এইক্ষণ ত্বংপদার্থ পরিজ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন। যিনি

দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ। প্রোজ্ঝিতাশেষষড়্ভাববিকারস্ত্বংপদাভিধঃ॥ ২৭ ॥

ত্বমর্থমেবং নিশ্চিত্য তদর্থং চিন্তয়েৎ পুনঃ। অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ ॥ ২৮ ॥

নিরস্তাশেষসংসারদোষোঽস্থূলাদিলক্ষণঃ। অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ পরাকৃততমোমলঃ ॥ ২৯ ॥

নিরস্তাতিশয়ানন্দঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ। সত্তাস্বলক্ষণঃ পূর্ণঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বসাক্ষী এবং সর্ব্বপ্রকার বোধের কর্ত্তা, অর্থাৎ সকল জানেন, তিনিই ত্বংপদপ্রতিপাদ্য। আত্মা অধিকারী বিধায় তাঁহারও সর্ব্বসাক্ষিত্ব ও সর্ব্ববোধকর্ত্তৃত্ব আছে ॥ ২৬ ॥

যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার এই সকল হইতে অতিরিক্ত এবং যাঁহার ষড়বিধ বিকারভাবের মধ্যে কোন বিকার নাই, তাঁহাকে ত্বংপদপ্রতিপাদ্য বলিয়া নিশ্চয় কর। ২৭।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ত্বংপদের অর্থ নিশ্চয় করিয়া তৎপদের অর্থ চিন্তা করিবে। অনন্তর অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপে ঈশ্বরত্ব নির্ণয় করিবে, অর্থাৎ তন্ন তন্ন রূপে সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে বুদ্ধি স্থিরীভূত হইবে তাহাকেই ত্বংপদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ২৮ ॥

যাঁহার সর্ব্বপ্রকার সংসারদোষ নিরস্ত হইয়াছে, যাঁহাতে কোনরূপ সংসারসম্পর্ক নাই, যিনি স্থূল নহেন, বা সূক্ষ্ম নহেন, যিনি দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়েন না, অর্থাৎ যাহাকে দর্শন করা যায় না, শ্রবণ করা যায় না, আঘ্রাণ করা যায় না ও আস্বাদ করা যায় না, এবং যাঁহার কোনরূপ পুণ্য বা পাপ নাই, তিনিই ত্বংপদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম ॥ ২৯ ॥

যাঁহার আনন্দের আতিশয্য বা ন্যূনতা নাই, যিনি সত্য প্রজ্ঞানময় অর্থাৎ সর্ব্বানন্দবিগ্রহ, আর যাঁহার সত্তামাত্র সর্ব্বত্র প্রতীয়মান হয়

সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং তথা সম্পূর্ণশক্তিতা । বেদৈঃ সমর্থ্যতে যস্য তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩১ ॥

যজ্‌জ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানং শ্রুতিষু প্রতিপাদিতম্ । মৃদাদ্যনেকদৃষ্টান্তৈস্তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩২ ॥

যদানন্ত্যং প্রতিজ্ঞায় শ্রুতিস্তৎসিদ্ধয়ে জগৌ । তৎকার্য্যত্বং প্রপঞ্চস্য তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৩ ॥

বিজিজ্ঞাস্যতয়া যচ্চ বেদান্তেষু মুমুক্ষুভিঃ । সমর্থ্যতেতিযত্নেন তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৪ ॥

জীবাত্মনা প্রবেশশ্চ নিয়ন্তৃত্বঞ্চ তান্‌প্রতি । শ্রূয়তে যস্য বেদেষু তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৫ ॥

এবং যিনি পূর্ণ, অর্থাৎ কাহারও অংশ নহেন, তাঁহাকেই যোগিগণ পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

বেদে যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করে, যাঁহার পরমেশ্বরত্ব উক্ত আছে এবং যিনি সংপূর্ণ শক্তিমান বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় কর ॥ ৩১ ॥

শ্রুতিতে মৃত্তিকাদি বহু বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাঁহাকে জানিতে পারিলে সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞান লাভ হয়, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ কর ॥ ৩২ ॥

শ্রুতি যাঁহার অনন্তকালবর্ত্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ড তাহারই কার্য্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সেই অনন্তরূপী জগৎকর্ত্তাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় কর ॥ ৩৩ ॥

বেদান্তে মুক্তিকামী যোগিগণ যত্নপূর্ব্বক যাঁহাকে অবশ্য জানিতে হইবে এইরূপ সমর্থন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বপরিজ্ঞেয় বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিবে ॥ ৩৪ ॥

বেদে শ্রুত আছে যে, যিনি জীবাত্মরূপে সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করেন

কর্ম্মণাং ফলদাতৃত্বং যস্যৈব শ্রূয়তে শ্রুতৌ। জীবানাং হেতুকর্ত্তৃত্বং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৬ ॥

তত্ত্বংপদার্থৌ নির্ণীতৌ বাক্যার্থশ্চিন্ত্যতেঽধুনা। তাদাত্ম্যমত্র বাক্যার্থস্তয়োরেব পদার্থয়োঃ ॥ ৩৭ ॥

সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ। অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রত্যগ্বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ ॥ অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্বোধৈকলক্ষণঃ ॥ ৩৯ ॥

এবং যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, অর্থাৎ যাঁহার নিয়মে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব প্রকার কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৩৫ ॥

শ্রুতিতে যাঁহার সর্ব্ব কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব শ্রুত আছে, অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন এবং যিনি জীবের হেতু ও কর্ত্তা তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিবে ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বে অহংপদার্থ নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ তৎ ও ত্বং পদার্থ নির্ণীত হইল, এইরূপে তৎ, ত্বং ও অহং এই পদার্থত্রয় নিরূপণ করিয়া "তত্ত্বমসি" এই বক্যার্থ চিন্তা করিবে। উক্ত বাক্যার্থে জানা যাইতেছে যে, উক্ত তৎ পদবাচ্য ও ত্বংপদপ্রতিপাদ্য এই উভয়ের ঐক্য নিশ্চয় করিবে ॥৩৭॥

"তত্ত্বমসি" এই বাক্যে তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের সংপূর্ণরূপ ঐক্যই প্রতিপাদিত হইতেছে। ইহাতে এক অপরের সম্বন্ধী অথবা এক অপরবিষ্ট এইরূপ বোধ করিবে না, উভয়ই সর্ব্বতোভাবে এক, এইরূপ অর্থাবগতি হইতেছে, এইরূপ অর্থই বিদ্বদ্গণের সম্মত। ৩৮ ॥

উক্ত "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে যে উভয়ের ঐক্যবোধ হইতেছে, তাহাতে উভয়ই অদ্বয়ানন্দ ও একরসাত্মক, এইরূপ নিশ্চয় করিবে, আর উক্তরূপ অদ্বয়ানন্দরূপত্বই সর্ব্বতোভাবে ঐক্য, ইহা নিশ্চয় করিবে। ৩৯ ॥

ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ। অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ত্তেত তদৈবহি ॥ ৪০ ॥

তদর্থস্য চ পারোক্ষং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু। পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্বোধোবতিষ্ঠতে ॥ ৪১ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যঞ্চ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনে। লক্ষ্যৌ তত্ত্বংপদার্থৌ দ্বাবুপাদায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥

হিত্বা দ্বৌ শবলৌ বাচ্যৌ বাক্যং বাক্যার্থবোধনে। যথা প্রবর্ত্ততেঽস্মাভিস্তথা ব্যাখ্যাতমাদরাৎ ॥ ৮৩ ॥

যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তৎপদার্থ, ত্বংপদার্থ ও তত্ত্বমসি এই বাক্যার্থের বোধ হইয়া উভয়ের সর্ব্বতোভাবে ঐক্য জ্ঞান হইবে, তখনই ত্বংপদার্থের অব্রহ্মত্ব নিবৃত্তি হইবে। অর্থাৎ তত্ত্বমসি এই বাক্যের জ্ঞান হইলেই তৎপদে ব্রহ্মকে জানা যাইবে ॥ ৪০ ॥

যদি কখনও তৎপদার্থের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তখন কিরূপে উভয়ের ঐক্য সমর্থিত হইবে? এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা শ্রবণ কর। যদিও তৎপদার্থের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তথাপি পূর্ণানন্দরূপে যে ঐক্য জ্ঞান হইবে, তাহাই বর্ত্তমান থাকিবে; সুতরাং অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেও ঐক্য বোধের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না ॥ ৪১ ।

তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যার্থবোধই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদনে কারণরূপে বিদ্যমান আছে, আর তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়কে গ্রহণ করিয়াই উক্ত বাক্যার্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে, অর্থাৎ উক্ত পদার্থদ্বয়ের বিশেষরূপ অর্থাবগতি হইলেই উভয়ের ঐক্য পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৪২ ॥

ত্বংপদ ও তৎপদ এই উভয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিলে বাক্যার্থ পতিপাদন বিষয়ে যে যে রূপ অর্থ প্রবর্ত্তিত হয়, আমরা আদর পূর্ব্বক

আলম্বনতয়া ভাতি যোস্মৎপ্রত্যয়শব্দযোঃ। অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বংপদাভিধঃ ॥ ৪৪ ॥

মায়োপাধির্জ্জগদ্যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ। পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাভিধঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যক্‌পরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা। বিরুধ্যতে যতস্তস্মাল্লক্ষণা সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥

মানান্তরবিরোধে তু মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে। মুখ্যার্থেনাবিনাভূতে প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

তাহাই ব্যাখ্যা করিলাম। অর্থাৎ তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের ঐক্য জ্ঞানই তত্ত্বমসি এই বাক্যের প্রকৃষ্ট অর্থ জানিবে ॥ ৪৩ ॥

“অহং” এই পদ প্রয়োগ করিলে যে বস্তুর বোধ হয়, তাহাও সেই পরমাত্মার আশ্রিত এবং সেই পরমাত্মাও কেবল অন্তঃকরণেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন অতএবই তৎপদের ভেদ প্রতীয়মান হয়। ৪৪।

পরমাত্মা মায়োপাধিক অর্থাৎ মায়া দ্বারা পরমাত্মার সম্যক প্রতীতি হয় না, আর তিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট, ইহার পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে এবং ইনিই তৎপদের প্রতিপাদ্য ॥ ৪৫ ॥

একের পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এবং সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব বিরুদ্ধ, অতএব উক্ত বাক্যে লক্ষণা করিতে হয়, নচেৎ উক্ত দোষে “তত্ত্বমসি” এই বাক্যের অর্থসঙ্গতি হইতে পারে না ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে লক্ষণার উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ সেই লক্ষণা বিবৃত হইতেছে, অর্থের বিরোধ হইলে যদি প্রকৃতার্থে পরিগ্রহ না হয়, তাহা হইলেই লক্ষণা স্বীকার করা যায়, আর মুখ্যার্থের অবিনাভূত সম্বন্ধের নিমিত্ত অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধে যে রূপে প্রতীতি হয়, তাহাকে লক্ষণা বলা যায় ॥ ৪৭ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা। সোহমিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিহ নাপরা ॥ ৪৮ ॥

অহংব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ীভবেৎ। শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেচ্ছ্রবণাদিকম্ ॥ ৪৯ ॥

শ্রুত্যাচার্য্যপ্রসাদেন দৃঢ়ো বোধো যদা ভবেৎ। নিরস্তাশেষসংসারনিদানঃ পুরুষস্তদা ॥ ৫০ ॥

বিশীর্ণকার্য্যকরণো ভূতসূক্ষ্মৈরনাবৃতঃ। বিমুক্তকর্ম্মনিগড়ঃ সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥ ৫১ ॥

প্রারব্ধকর্ম্মভোগেন জীবন্মুক্তো যদা ভবেৎ। কিঞ্চিৎ-

লক্ষণা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে ভাগলক্ষণা হইয়াছে, যেমন “সোহং” এই পদে ভাগলক্ষণা স্বীকৃত আছে, সেইরূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেও ভাগলক্ষণা জানিবে, এই স্থানে অন্য কোন লক্ষণার সম্ভব নাই ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের স্বরূপার্থ পর্য্যালোচনা দ্বারা যাবৎ “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ শমদমাদি সাধন করিয়া শ্রবণাদি অভ্যাস করিবে। তাহা হইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অভিন্নবোধ জন্মে ॥ ৪৯ ॥

যখন আচার্য্যের অনুগ্রহে শ্রবণাদি সাধন দ্বারা “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, তখনই সেই পুরুষের সমস্ত সংসারসম্বন্ধ নিবৃত্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর কোন সাংসারিক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকে না ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞান হইলে কোন কার্য্যে অনুরাগ থাকে না, ইন্দ্রিয়গণ বিশীর্ণ হয়, সূক্ষ্ম কিম্বা স্থূল ভূত তাহাকে আবৃত করিতে পারে না এবং কর্ম্মপাশ সকল ছিন্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহার আর কোনরূপ পাপপুণ্যের ফল ভোগ হয় না, তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

কালমনারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে ॥ ৫২ ॥

নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈষ্ণবং পরমং পদম্। পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতা বাক্যবৃত্তিঃ সমাপ্তা ॥ ৩৮ ॥

অথ গুর্ব্বষ্টকং।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্। মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ১ ॥

যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগের অবশ্যম্ভাবিত্ব প্রযুক্ত তাহাকে ফলভোগে বাধ্য হইতে হয়, তথাপি তাহার সংসারপ্রবেশ হয় না, কর্ম্মফলভোগের কাল পর্য্যন্ত সে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল এইরূপে থাকিয়া ফলভোগ করিলে যখন সেই ভোগকাল ক্ষয় পায়, তখন কর্ম্মবন্ধ বিনাশ হয় এবং সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে ॥ ৫২ ॥

যে ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হয় সেই ব্যক্তি নিত্যানন্দধাম শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে, কোন কালেও ঐপদ হইতে পুনর্ব্বার সংসারে গমন করিতে হয় না এবং কৈবল্য, অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি পাইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

ইতি বাক্যবৃত্তি সম্পূর্ণ ॥৩৮॥

অতি সুশোভন শরীর পাইয়াছ, সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা লাভ করিয়াছ, তোমার নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, তুমি সুমেরু তুল্য অপরিমিত ধনের অধিপতি হইয়াছ, এইক্ষণও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ॥ ১ ॥

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্। গুরোবঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ২ ॥

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি। গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৩ ॥

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ। গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ॥ ৪ ॥

ক্ষমামণ্ডলে ভূপভূপালবৃন্দৈঃ সদা সেবিতং যস্য পাদার-

পুত্র, পৌত্র ও কলত্র লাভ করিয়াছ, উত্তম গৃহে বাস করিয়াছ, বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদে সুখ ভোগ করিয়াছ, তোমার সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখভোগ হইয়াছে। এইক্ষণও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ॥ ২ ॥

তুমি ষড়ঙ্গ ও বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার মুখে শাস্ত্র বিদ্যা বিদ্যমান আছে, বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি পাইয়াছ, অনর্গল গদ্য পদ্য রচনা করিতে পার। এইক্ষণও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ॥ ৩ ॥

বিদেশে সম্মান পাইয়াছ, স্বদেশে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছ, ভূরি ভূরি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, কখনও অসদাচরণ কর নাই। এইক্ষণও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ॥ ৪ ॥

বিন্দম্। গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৫॥

যশো মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপাজ্জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎপ্রসাদাৎ। গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৬॥

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্। গুরোঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৭॥

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে ন দেহে মনো বর্ত্ততে

এই পৃথিবীমণ্ডলে রাজা ও রাজচক্রবর্ত্তী সকলেই তোমার পদারবিন্দ সেবা করিয়াছে, অর্থাৎ তুমি সর্ব্ব প্রধান হইয়া সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছ। এইক্ষণও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে?॥৫॥

যে শ্রীগুরুর প্রসাদে তোমার দান ও প্রতাপজনিত যশ সকলদিকে বিস্তৃত হইয়াছে এবং জগতের সমস্ত বস্তু তোমার করতলে বিন্যস্ত আছে, অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তুই তোমার অধিকারে আছে, এইক্ষণও যদি তোমার মন সেই শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে?॥ ৬॥

তুমি সকল বস্তু ভোগ করিয়াছ, আর ভোগে আকাঙ্ক্ষা নাই, যোগ সাধন করিয়াছ, আর যোগসাধনে রুচি নাই, হস্তি ঘোটকাদির উপভোগে ইচ্ছা নাই, কান্তা সুখের অভিলাষ নাই এবং ধনোপার্জ্জনেও চিত্তের অনুরাগ নাই। এইক্ষণও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে?॥ ৭॥

মে ত্বনর্ঘ্যে। গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৮ ॥

অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্ সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু। গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৯ ॥

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী। লভেদ্বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গুরোরষ্টকং সমাপ্তম্ ॥ ৩৯ ॥

অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, স্বগৃহে অবস্থিতি করিতে অভিলাষ জন্মে না, কোন কার্য্যে অনুরাগ নাই, আপন দেহের প্রতি মমতা নাই এবং কোন কার্য্যেও মন প্রবৃত্ত হইতেছে না। এইক্ষণও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ॥ ৮ ॥

বহু মূল্য রত্ন ও মুক্তা প্রভৃতি উপভোগ করিয়াছ, যামিনীযোগে কান্তা সহবাসে অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছ। এইক্ষণও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ॥ ৯ ॥

যদি কোন পুণ্যবান যতি, ভূপতি, ব্রহ্মচারী, অথবা গৃহস্থ ব্যক্তি এই গুর্ব্বষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি আপন অভিলষিত অর্থ লাভ করে, আর যে ব্যক্তি উক্ত স্তবের মর্ম্মার্থে মনোনিবেশ করে, সেই মানব ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ১০ ॥

ইতি গুর্ব্বষ্টক স্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ ৩৯ ॥

অথ প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা।

শ্রীগণেশায় নমঃ। কঃ খলু নালংক্রিয়তে দৃষ্টাদৃষ্টার্থ-
সাধনপটীয়ান্। অনয়া কণ্ঠস্থিতয়া প্রশ্নোত্তররত্নমালিকয়া ॥১॥
ভগবন্ কিমু পাদেয়ং গুরুবচনং হেয়মপি চ কিমকার্য্যম্।
কো গুরুরধিগততত্ত্বঃ শিষ্যহিতায়োদ্যতঃ সততম্ ॥ ২ ॥
ত্বরিতং কিং কর্ত্তব্যং সুধিয়া সংসারসন্ততিচ্ছেদঃ।
কিং মোক্ষতরোর্বীজং সম্যগ্জ্ঞানং ক্রিয়াসহিতম্ ॥ ৩ ॥

এই প্রশ্নোত্তর রত্নমালা কণ্ঠে ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি না অলঙ্কৃত হইতে পারেন? অর্থাৎ এই প্রশ্নোত্তরের তৎপর্য্যার্থ অবগত হইলে সকলেই দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ সাধনে অভিজ্ঞ হইয়া সকলের নিকট বিশেষ পূজ্য হইতে পারে ॥ ১ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কোন্ বস্তু গ্রহণ করা যায়? আর পরিত্যজ্যই বা কি? গুরু উত্তর করিলেন, শ্রীগুরুর বচনই গ্রহণ করিবে এবং অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরু কে? আচার্য্য কহিলেন, যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা শিষ্যের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদের প্রতিপাদ্য।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! সুধীব্যক্তিরা কোন কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিবে? গুরু উত্তর করিলেন, যাহাতে সংসারপাশহইতে মুক্ত হইতে পারে তাহাই সুধীগণের কর্ত্তব্য। পুনর্ব্বার শিষ্য কহিলেন, ভগবন্! মোক্ষরূপ তরুর বীজ কি? গুরু কহিলেন, ক্রিয়া সহিত সম্যক্ জ্ঞানই মোক্ষ তরুর বীজ, অর্থাৎ প্রথমে স্ববর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়া করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

কঃ পথ্যতরো ধর্ম্মঃ কঃ শুচিরিহ যস্য মানসং শুদ্ধম্।
কঃ পণ্ডিতো বিবেকী কিং বিষমবধীরণা গুরুষু ॥ ৪ ॥
কিং সংসারে সারং বহুশো বিচিন্ত্যমানমিদমেব।
মনুজেষু দৃষ্টতত্ত্বং স্বপরিহিতায়োদ্যতং জন্ম ॥ ৫ ॥
মদিরেব মোহজনকঃ কঃ স্নেহঃ কে চ দস্যবো বিষয়াঃ।
কা ভববল্লী তৃষ্ণা কো বৈরী যস্ত্বনুদ্যোগঃ ॥ ৬ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কোন্ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর? আচার্য্য কহিলেন, বৎস! ধর্ম্মাচরণই সকলের পক্ষে হিতসাধন করে। শিষ্য পুনর্ব্বার গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলেন, কোন ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শুচি? আচার্য্য কহিলেন, যাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, সেই ব্যক্তিকে শুচি বলিয়া জানিবে। শিষ্য কহিলেন, কাহাকে পণ্ডিত বলা যায় এবং কোন্ কার্য্য বিষবৎ অনিষ্ট সাধন করে? গুরু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তির হিতাহিত বিবেচনা শক্তি আছে, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যায় এবং গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাই পরিণামে বিষবৎ অনিষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শিষ্য গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলেন, গুরো! কোন ব্যক্তি সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমার এই সন্দেহের বিনাশ করুন্। আচার্য্য কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপনার ও অপরের হিতসাধন করিয়াছে এবং নিখিল বস্তুতত্ত্ব জানিত পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে সংসারমধ্যে সার বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কোন বস্তু মদিরার ন্যায় উন্মত্ত করিতে পারে? এই সংসারে কাহারা দস্যু? সংসারের কারণ কি? আর শরীরের শত্রু কে? আমার এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া সংশয়চ্ছেদ করুন্! আচার্য্য উত্তর করিলেন, বৎস! স্নেহই মদিরারন্যায় মানবগণকে উন্মত্ত করে, যে ব্যক্তি পুত্রকলত্রাদির স্নেহে বশীভূত, তাহার হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, পুত্রাদির পরিপোষণার্থ কোন প্রকার

কস্মাদ্ভয়মিহ মরণাদন্ধাদপি কো বিশিষ্যতে রোগী।
কঃ শূরো যো ললনালোচনবাণৈর্ন চ ব্যথিতঃ ॥ ৭ ॥
পাতুং কর্ণাঞ্জলিভিঃ কিমমৃতমিব যুজ্যতে সদুপদেশঃ।
কিং গুরুতায়া মূলং যদেতদপ্রার্থনং নাম ॥ ৮ ॥
কিং গহনং স্ত্রীচরিতং কশ্চতুরো যো ন খণ্ডিতস্তেন।
কিং দারিদ্র্যমতোষঃ কিং লাঘবমন্যধনপরা যাচ্ঞা ॥ ৯ ॥

ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যেও সে কাতর হয় না। এই সাংসারিক বিষয়সকলই প্রকৃত দস্যু, অর্থাৎ দস্যুগণ যেরূপ অনিষ্ট করিয়া থাকে,বিষয় ভোগে আশক্ত হইলেও সেইরূপনানা প্রকার অকার্য্য করিতে হয় এবং পরকালের মঙ্গলকর কার্য্যে অনুরাগ থাকেনা; সুতরাংই বিষয় দস্যুবৎ। বিষয়তৃষ্ণাই সংসার পাশে বদ্ধ হইবার একমাত্র কারণ, আর অনুদ্‌যোগই আপন শরীরের শত্রু ॥ ৬ ॥

পুনর্ব্বার শিষ্য আপন আচার্য্যের নিকট প্রশ্ন করিলেন, লোকে কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করে? কোন ব্যক্তি অন্ধ হইতে বিশেষ এবং কাহাকেই বা শূর বলা যায়। গুরু কহিলেন, বৎস! প্রাণী মাত্রই মরণকে ভয় করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি বিকারে রোগী, তাহাকে অন্ধ হইতে বিশেষ বলিয়া জানিবে এবং যে ব্যক্তি কামিনীগণের কটাক্ষপূর্ণলোচন-ভঙ্গীতে বিমোহিত না হয়, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শূর ॥ ৭ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! কোন্ পদার্থ কর্ণে অমৃতবৎ প্রতীয়মান হয়? আচার্য্য কহিলেন, বৎস! সদুপদেশই কর্ণের অমৃত স্বরূপ, পুনর্ব্বার শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, গুরো! গৌরবের কারণ কি? গুরু কহিলেন, অপ্রার্থনাই গৌরবের কারণ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনও কাহার নিকট প্রার্থনা করে না, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব থাকে। ৮।

পুনর্ব্বার গুরুর নিকট শিষ্য কতিপয় প্রশ্ন করিলেন, মহাত্মন্! অতি দুর্গম্য কি? কোন ব্যক্তিই বা অতি চতুর, কাহাকে দারিদ্র্য বলা যায় এবং লঘুতার কারণ কি? আচার্য্য শিষ্যের এই প্রশ্ন চতুষ্টয় শ্রবণ করিয়া কহি

কিং জীবিতমনবদ্যং কিং জাড্যং পাটবেপ্যনবভাসঃ।
কো জাগর্ত্তি বিবেকী কা নিদ্রা মূঢ়তা জন্তোঃ ॥ ১০ ॥
নলিনীদলগতজলবৎতরলং কিং যৌবনং ধনং চায়ুঃ।
কে শশধরকরনিকরানুকারিণঃ সজ্জনা এব ॥ ১১ ॥

তেছেন, বৎস! স্ত্রীলোকের চরিত্রই দুর্গম্য অর্থাৎ উহা কেহ বুঝিতে পারেনা, যে ব্যক্তিকে কদাচ রিপুআদি চৌরগণ বঞ্চনা করিতে পারে নাই তাহাকে অতি চতুর বলিয়া জানিবে, অসন্তোষই দারিদ্র্য কোন ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি থাকিলেও যদি তাহাতে তাহার মনের সন্তোষ না থাকে, তাহাহইলেই সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রার্থনা করিতে থাকে, আর অপরের নিকট যাচনা করিলেই সেই ব্যক্তি অতি লঘু বলিয়া পরিগণিত হয়; সুতবাং যাচনাই লঘুতার কারণ বলিয়া জানিবে ॥ ৯ ॥

কোন জীবন শ্রেষ্ঠ? কাহাকে জড়তা বলা যায়? কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা জাগ্রদবস্থায় আছে? এবং কাহাকেই বা প্রকৃত নিদ্রা বলা যাইতে পারে? শিষ্য গুরু সমীপে উক্ত কতিপয় প্রশ্ন করিলে আচার্য্য তাহার যথাবৎ উত্তর প্রদান করিতেছেন। বৎস! যাহার জীবন কখনও নিন্দা লাভ করে নাই তাহার জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া গণ্য হয়। কার্য্য মাত্রে অপটুতাকেই জড়তা বলা যায়, যেব্যক্তি বিবেকী তাহাকে জাগরিত বলা যায় এবং মূঢ়তাই প্রাণিগণের নিদ্রা। বিবেকী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সকল জানিতে পারে, মূঢ় ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারে না; সুতরাং বিবেকীকে জাগরিত ও মূঢ় ব্যক্তিকে নিদ্রিতবৎ জানিবে ॥ ১০ ॥

শিষ্য আপন আচার্য্যের নিকট অপর দুইটি প্রশ্ন করিলেন, গুরো! কোন্ কোন্ বস্তু পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় চঞ্চল এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি শশধরের করনিকরের অনুরূপ কার্য্য করে? শিষ্যের ঐই দুইটি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া গুরু কহিতেছেন, যৌবন, ধন ও আয়ুঃ ইহারাই পদ্ম পত্রস্থিত জলের ন্যায় চঞ্চল, অর্থাৎ অচিরস্থায়ী, আর যাহারা সজ্জন, তাহারা চন্দ্র কিরণের ন্যায় স্বদেশ বিদেশ সমুদায় সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

কো নরকঃ পরবশতা কিং সৌখ্যং সর্ব্বসঙ্গবিরতির্যা।
কিং সাধ্যং ভূতহিতং কিম্ প্রিয়ং প্রাণিনামশবঃ ॥ ১২ ॥
কিং দানমনাকাঙ্ক্ষং কিং মিত্রং যন্নিবর্ত্তয়তি পাপাৎ॥ ১৩॥
কোঽলঙ্কারঃ শীলং কিং বাচাং মণ্ডনং সত্যম্। কিমনর্ঘফলং মানঃ সুসঙ্গতিঃ কা সুখাবহা মৈত্রী ॥ ১৪ ॥

মহাত্মন্! নরক কি? সুখ কি? কর্ত্তব্য কার্য্য কি? এবং সকলের প্রিয় কি? আমার এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের সদুত্তর প্রদান করিয়া এ অধীনকে চরিতার্থ করুন্। শিষ্য এইরূপে গুরুসমীপে প্রশ্ন করিলে আচার্য্য যথাক্রমে প্রশ্নচতুষ্টয়ের সদুত্তর প্রদান করিতেছেন। গুরু কহিলেন, বৎস! পরবশতাই নরক, যে ব্যক্তি পরের বশীভূত থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার নরক ভোগবৎ যন্ত্রণা হয়। সর্ব্বসংসর্গপরিত্যাগই সুখ, প্রাণিগণের হিতসাধন করাই মনুষ্যবর্গের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং আপন আপন প্রাণই সকলের প্রিয়॥ ১২॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কোন প্রকার দানকে প্রশস্ত দান বলা যায়? কাহাকে মিত্র বলিয়া জানিতে পারি? আমার এই প্রশ্নদ্বয়ের সদুত্তর প্রদান করুন্। গুরু কহিলেন, বৎস! যে প্রকার দান করিলে গ্রহীতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, সেই দানই প্রশস্ত দান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত করে, তাহাকেই পরম মিত্র বলিয়া জানিবে॥ ১৩॥

পুরুষের অলঙ্কার কি? বাক্যের ভূষণ কাহাকে বলা যায়, অমূল্য ফল কি? এবং সুসঙ্গতিইবা কি? এই চারিটি প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্তিমানসে শিষ্য গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু যথাবৎ উত্তর প্রদানার্থ কহিতেছেন, সুশীলতাই পুরুষের অলঙ্কার, সুশীল পুরুষই সর্ব্বত্র শোভা পাইয়া থাকে। সত্যতাই বাক্যের ভূষণ, সত্য বাক্য দোষ যুক্ত হইলেও যেরূপ শোভা পায়, অসত্য বাক্য নানা প্রকার গুণযুক্ত হইলেও সেইরূপ

সর্ব্বব্যসনবিনাশে কো দক্ষঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগী। কোঽন্ধো যোঽকার্য্যরতঃ কো বধিরো যঃ শৃণোতি ন হিতানি ॥ ১৫ ॥

কো মূকো যঃ কালে প্রিয়াণি বক্তুং ন জানাতি। কিং মরণং মূর্খত্বং কিমনর্ঘ্যং দত্তমবসরে যচ্চ ॥ ১৬ ॥

শোভা পায় না। মানই অমূল্য ফল, সম্মান লাভ করিলে যেরূপ মনের আনন্দ অনুভূত হয়, শত শত অর্থ পাইলেও সেইরূপ আনন্দ হইতে পারে না। আর সুখকরী মিত্রতাকেই সুসঙ্গতি বলা যায়, উত্তম বন্ধুর সহযোগে যেরূপ কার্য্য সাধন হইয়া থাকে, অন্য কিছুতেই সেইরূপ কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনাশ করিতে পারে? গুরু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী, সংসারে তাহার কোন রূপ দুঃখ নাই। শিষ্য আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্ধ কে? এবং বধির কাহাকে বলা যায়? গুরু কহিলেন, যে ব্যক্তি অকার্য্যে রত, তাহাকে অন্ধ এবং যে হিতবাক্য শুনিয়া তদ্রূপ আচরণ করে না তাহাকেই বধির বলা যায়। যে ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য জানে না, তাহার চক্ষু থাকিয়াও কোন ফল নাই এবং যে হিতোপদেশ শুনে না, তাহার কর্ণে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব অকার্য্য রতকেই অন্ধ এবং হিতোপদেশে অবজ্ঞাকারীকেই বধিরমধ্যে গণ্য করা যায় ॥ ১৫ ॥

কোন্ ব্যক্তিকে মূক বলাযায়? মরণ কাহাকে বলে এবং কোন্ বস্তু অমূল্য? শিষ্য গুরুর নিকট এই তিনটি প্রশ্ন করিলে, গুরু যথাক্রমে উত্তর করিতেছেন। যে ব্যক্তি যথাসময়ে প্রিয় বাক্য বলিতে জানেনা তাহাকে মূক বলিয়া জানিবে। মূর্খতাই মরণ, অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তির জীবিত থাকিয়া কোন ফল নাই, আর সময়বিশেষে যাহা দান করা যায়, তাহাই অমূল্য। অর্থাৎ কোন কোন সময়ে সাধারণ বস্তু প্রদান করিলেও গৃহীতার এইরূপ উপকার হয় যে, কিছুতেই তাহার মূল্য হইতে পারে না। ১৬।

আমরণাৎ কিং শৈল্যং প্রচ্ছন্নং যৎকৃতং পাপম্। কুত্র বিধেয়ো যত্নো বিদ্যাভ্যাসে সদৌষধে দানে ॥ ১৭ ॥

অবধীরণা ক্ব কার্য্যা খলপরযোষিৎপরধনেষু। কাহ্হর্নিশমনুচিন্ত্যা সংসারাসারতা ন তু প্রমদা ॥ ১৮ ॥

কা প্রেয়সী বিধেয়া করুণা দীণেষু সজ্জনে মৈত্রী। কঃ পূজ্যঃ সদ্বৃত্তঃ কমধমমাচক্ষতে চলিতবৃত্তম্ ॥ ১৯ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কোন কার্য্য করিলে আমরণান্ত হৃদয়ে শৈল্যবৎ ক্লেশ প্রদান করে, গুরু উত্তর করিলেন, বৎস! গুপ্ত পাপই আমরণান্ত হৃদয়ে শৈল্যবৎ ক্লেশ প্রদান করে। শিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! কোন কার্য্যে সর্ব্বদা যত্ন করা বিধেয়, গুরু কহিলেন, বিদ্যাভ্যাসে, ঔষধে ও দানে সর্ব্বদাই যত্ন করিবে ॥ ১৭ ॥

শিষ্য গুরুর নিকট পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কোন্ কার্য্যে সর্ব্বদা অবজ্ঞা করিবে? এবং কি চিন্তা করিবে? গুরু শিষ্যের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! খল, পরস্ত্রী, ও পরধনে সর্ব্বদা অবজ্ঞা করিবে। কদাচ খলের সংসর্গ করিবে না এবং পরস্ত্রী ও পরধনে অভিলাষ ত্যাগ করিবে। আর এই সংসার যে অসার, ইহাই দিবা রাত্রি চিন্তা করিবে, স্ত্রী চিন্তা করিবে না ॥ ১৮ ॥

কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠানকে সর্ব্বদা প্রিয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিবে? শিষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু কহিলেন, দীনজনের প্রতি কৃপা ও সজ্জনের সহিত মিত্রতাকেই প্রিয় ও সর্ব্বদা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিবে। পুনর্ব্বার শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, গুরো! কোন ব্যক্তি পূজ্য এবং কাহাকেই বা অধম বলা যায়? আচার্য্য কহিলেন, যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, তাহাকেই সকলের পূজ্য বলিয়া জানিবে, আর যে ব্যক্তি অসচ্চরিত্র, তাহাকে অধম বলা যায় ॥ ১৯ ॥

কণ্ঠগতৈরপ্যসুভিঃ কস্যাত্মা ন বশমুপযাতি। মূর্খস্য বিষাদবতো গর্ব্ববতোঽপি চ কৃতঘ্নস্য ॥ ২০ ॥

কেন জিতং জগদেতৎ সত্যতিতিক্ষাবতা পুংসা। কুত্র বিধেয়ো বাসঃ সজ্জননিকটেঽথবা কাশ্যাম্ ॥ ২১ ॥

কস্মৈ নমস্ক্রিয়া স্যাদ্দেবানামপি দয়াপ্রধানস্য। কস্মাদুদ্বেজিতব্যং সংসারারণ্যতঃ সুধিয়া ॥ ২২ ॥

কস্য বশে প্রাণিগণঃ সত্যপ্রিয়ভাষিণো বিনীতস্য। ক্ব স্থাতব্যং ন্যায্যে পথি দৃষ্টার্থলাভায় ॥ ২৩ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কোন ব্যক্তি প্রাণান্তেও বশীভূত হয় না, গুরু কহিলেন, মূর্খ, বিষাদী ও কৃতঘ্ন, ইহারা প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বশীভূত হয় না। মূর্খ, বিষাদী ও কৃতঘ্ন ইহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়াও ববশীভূত করা যায় না ॥ ২০ ॥

শিষ্য গুরুর সমীপে প্রশ্ন করিলেন, গুরো! কোন ব্যক্তি এই অনন্ত জগৎকে জয় করিতে পারিয়াছে? গুরু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি সত্যবান ও সহিষ্ণু সেই ব্যক্তি জগৎকে জয় করিয়াছে। শিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কোন স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য, গুরু উত্তর করিলেন, সজ্জনসমীপে, অথবা কাশীতে বাস করাই সাধুজনের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে ॥ ২১ ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, দেবগণের অপেক্ষাও কাহাকে সৎকার করা কর্ত্তব্য? আচার্য্য উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি অতিশয় দয়াবান্, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সৎকারের পাত্র। শিষ্য পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, সুধী ব্যক্তিরা কাহাকে ভয় করিবে? গুরু কহিলেন, যাঁহারা সুধী, তাঁহারা এই সংসার রূপ অরণ্যহইতে ভয় পাইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

প্রাণিগণ কাহার বশীভূত হয়? শিষ্য গুরুসমীপে এইরূপ প্রশ্ন করিলে গুরুদেব উত্তর করিলেন, যাহারা সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রিয়ভাষী ও বিনীত,

বিদ্যুদ্বিলসিতচপলং কিং দুর্জ্জনসঙ্গতির্যুবতয়শ্চ।
কুলশীলনিষ্প্রকম্পাঃ কে কলিকালেঽপি সৎপুরুষাঃ ॥ ২৪ ॥
কিং শোচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে কিং প্রশস্তমৌদার্য্যম্।
তনুতরবিভবস্য প্রভবিষ্ণোর্ব্বা কিং যৎসহিষ্ণুত্বম্ ॥ ২৫ ॥
চিন্তামণিরিব দুর্লভমিহ কিং কথয়ামি চতুর্ভদ্রম্। কিং
তদ্বদেতি ভূয়ো বিধূততমসো বিশেষেণ ॥ ২৬ ॥

সকল মনুষ্যই তাহাদিগের বশীভূত হয়। শিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! সাধুশীল ব্যক্তিরা কোন্ বিষয়ে অবস্থান করিবে? আচার্য্য উত্তর করিলেন, ন্যায্য পথে অবস্থান করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে ॥ ২৩ ॥

বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কি? শিষ্য গুরুর নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে গুরুদেব উত্তর করিয়া কহিলেন, দুর্জনের সহিত সদ্ভাব ও যুবতী, ইহারাই বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কাহারা কুলশীলবান হইয়াও অচঞ্চল? গুরু উত্তর করিলেন, বৎস! কলিকালেও যাহারা সৎপুরুষ, তাহাদিগের কুলশীলাদি অভিমানসামগ্রী থাকিলেও আত্মগৌরব প্রকাশ করে না ॥ ২৪ ॥

শিষ্য গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কি সঙ্কোচিত করিবে? এবং কাহাকেই প্রশংসনীয় বলা যায়? শিষ্যের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া গুরু উত্তর করিলেন, বৎস! ঐশ্বর্য্য সম্ভব হইলে কৃপণতার সঙ্কোচ করিবে, এবং সর্ব্ববিষয়ে ঔদার্য্যই প্রশংসনীয়। শিষ্য পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, গুরো! অল্পবিভবসম্পন্ন ও মহাধনশালী, ইহাদিগকে কর্ত্তব্য কি? গুরু উত্তর করিয়া কহিলেন, ধনশালী কিম্বা নির্দ্ধন সকলেরই সহিষ্ণুতা কর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

শিষ্য গুরুদেবের নিকট প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! চিন্তামণির ন্যায় দুর্লভ কাহাকে বলা যায়? গুরু কহিলেন চতুর্ভদ্রকেই চিন্তামণির ন্যায় দুর্লভ কহিয়া থাকে। শিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! আপনি যে চতুর্ভদ্র নাম উল্লেখ করিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করুন্ ॥ ২৬ ॥

দানং প্রিয়বাক্সহিতং জ্ঞানমগর্ব্বং শৌর্য্যম্। বিত্তং ত্যাগসমেতং দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি কণ্ঠগতা বিমলপ্রশ্নোত্তররত্নমালিকা যেষাম্। তে হ্যমুক্তাভরণা অপি বিভান্তি বিদ্বৎসমাজেষু ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা সমাপ্তা ॥ ৪০ ॥

অথ গঙ্গাস্তোত্রম্।

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ ॥ দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে। শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥

গুরু শিষ্যের পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শিষ্যকে চতুর্ভদ্রের উপদেশ করিতেছেন। প্রিয়বাক্যপ্রয়োগপূর্ব্বক দান, গর্ব্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমা সহিত শৌর্য্য এবং দান সহিত বিত্ত, এই চারিটিকেই চতুর্ভদ্র বলা যায়। অর্থাৎ উক্ত চারিটি অতি প্রশংসনীয় বলিয়া উহাদিগকে চতুর্ভদ্র বলিয়া থাকে। এই চারিটিই চিন্তামণির ন্যায় দুর্লভ। ২৭।

এই প্রশ্নোত্তররত্নমালা যাহারা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগের মনিমুক্তা প্রভৃতি অন্য আভরণ না থাকিলেও বিদ্বৎসমাজে শোভা পাইয়া থাকে। ২৮ ॥

ইতি প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা সম্পূর্ণা ॥৪০॥

দেবি গঙ্গে! তুমি দেবগণেরও ঈশ্বরী, ভগবতি! তুমি ত্রিভুবন পরিত্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্গময়ী এবং শঙ্করের শিরঃপ্রদেশে বিহার করিতেছ, তোমাতে কোনরূপ মলসম্পর্ক নাই। হে জননি! তোমার চরণকমলে আমার চিত্ত সর্ব্বদা নিরত থাকুক্ ॥ ১ ॥

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ। নাহং জানে তব মহিমানং পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং ॥ ২ ॥

হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে। দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপাময়ি ভবসাগরপারং ॥ ৩ ॥

তব জলমমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতং। মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তৎদ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিত-

দেবি! পুরাকালে ভগীরথ তোমাকে ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোকে আনিয়াছিলেন, তুমি সর্ব্বপ্রাণিগণের সুখ প্রদান করিয়া থাক, মাতঃ! তোমার মাহাত্ম্য নিগমেও বর্ণিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছুই জানিনা. তুমি এ অজ্ঞানকে পরিত্রাণ কর ॥ ২ ॥

গঙ্গে! তুমি শ্রীহরির চরণে তরঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিলে। দেবি! তোমার তরঙ্গসকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় ধবলবর্ণ। কৃপাময়ি! তুমি আমার পাপ সকল দূরীভূত করিয়া আমাকে ভবসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর ॥ ৩ ॥

দেবি! যে ব্যক্তি তোমার জলপান করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পরমপদ পাইয়াছে। গঙ্গে! যে মনুষ্য তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন করিতে পারে না. অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরে না যাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারে ॥ ৪ ॥

দেবি গঙ্গে! তুমি পতিতজনকে উদ্ধার কর, তুমি গিরিরাজ হিমালয়কে খণ্ডন করিয়াছ, তোমার ভঙ্গী অতি সুশোভিত, তুমি ভীষ্মে

ভঙ্গে। ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে প্রণমতি যস্ত্বাং ন পভীত শোকে। পারাবারবিহারিণি গঙ্গে বিমুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥

তব চেন্মাতঃ স্রোতঃস্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ। নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭ ॥

পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে। ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥৮॥

জননী এবং জহ্নুমুনির কন্যা, ত্রিভুবনে তোমা হইতে পাপনিবারিণী আর কেহ নাই ॥ ৫ ॥

দেবি! তুমি কল্পলতার ন্যায় ফল প্রদান কর, অর্থাৎ ভক্তগণ তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক। যে তোমাকে প্রণামকরে সে কদাচ শোকে পতিত হয় না, দেবি! তুমি জলধির সহিত বিহার কর, তোমার ভক্তগণ কদাচ নারীগণের চঞ্চল কটাক্ষে বিমুগ্ধ হয় না ॥ ৬ ॥

গঙ্গে! যে ব্যক্তি তোমার জলে স্নান করিয়াছে পুনর্ব্বার সে মাতৃগর্ব্ভে প্রবেশ করে না। হে জাহ্নবি! তুমি ভক্তগণের নরক নিবারণ কর এবং পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাক, কেহই তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারেনা ।৭।

দেবি ! তোমার সামান্য শরীর নাই, তোমার তরঙ্গসকল অতি পুণ্য প্রদান করে। জাহ্নবি! তোমার দর্শন কৃপাপূর্ণ, তোমা হইতে কাহারও উৎকর্ষ নাই। মাতঃ ! তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুট মণি দ্বারা প্রদীপ্ত আছে, তুমি সকলকে সুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়, তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ।৮ ॥

রোগং শোকং তাপং পাপং হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং। ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্ম্মম খলুসংসারে ॥ ৯ ॥

অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু কৃপাময়ি কাতরবন্দ্যে। তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ। অথবা গব্যূতিশ্বপচো দীন স্তব নহি দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥১১॥

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুণিবরকন্যে। গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২ ॥

হে ভগবতি! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ, পাপ ও কুমতি হরণ কর। তুমি ত্রিভুনের সারভূতা এবং পৃথিবীর হারস্বরূপে বিদ্যমান আছ। দেবি! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি, অর্থাৎ আমি কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৯ ॥

দেবি! তুমি অলকা, অর্থাৎ কৈলাস পুরীর ন্যায় আনন্দ প্রদান কর এবং তুমিই পরমানন্দস্বরূপা; আমি কাতর হইয়া তোমাকে বন্দন করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। মাতঃ! যে ব্যক্তি তোমার তট সমীপে বাস করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে বসতি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

দেবি! তোমার জলে কচ্ছপ, কিম্বা মীন হইয়া থাকি, তোমার ত ক্ষীণতর কৃকলাশ হইয়া বাস করি, অথবা ক্রোশদ্বয় মধ্যে অতি দীন চাণ্ডা কুলে জন্ম পরিগ্রহকরিয়া থাকিতে বাসনা করি, তথাপি দূরদেশে কুলী নরপতি হইতে ইচ্ছা করি না ॥ ১১ ॥

দেবি! তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, তুমিই পুণ্যস্বরূপা, তোমা হইতে কাহার প্রাধান্য নাই, তুমি জলময়ী ও মুনিবরের কন্যা। যে মনুষ্য প্রতি

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি স্তেষাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ। মধুরকান্তাপজ্ঝটিকাভিঃ। পরমানন্দকলিত-ললিতাভিঃ॥ ১৩॥

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামল-সারম্। শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তঃ॥ ১৪॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্র সমাপ্তং॥ ৪৩॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

এই গঙ্গাস্তব পাঠ, করে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় সকল জয় করিতে পারে॥ ১২

যাহার চিত্তে অচলা গঙ্গাভক্তি আছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা সুখ ভোগ করিয়া থাকে। অতি মধুর ও কোমল পদাবলী দ্বারা বিরচিত এই গঙ্গ স্তব পরমানন্দপ্রদ ও অতি সুললিত॥ ১৩॥

এই অসার সংসারমধ্যে উক্ত গঙ্গা স্তবই সারবান্ পদার্থ, ইহা ভক্ত গণের অভিলষিত ফল প্রদান করে। শঙ্করের সেবক শঙ্করাচার্য্যকৃত এই স্ত সমাপ্ত হইল।

ইতি গঙ্গাস্তোত্র সম্পূর্ণ॥ ৪৩॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

ঋগ্বেদীয়-

ঐতরেয়োপনিষৎ।

(শ্রুতি-শাঙ্করভাষ্য-বঙ্গানুবাদ-সমেতা।)

চতুর্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "কৃত্যকল্পদ্রুম"
"কামসূত্র" "বেদান্তরত্নাবলী" "বেদমাতা-গায়ত্রী" পুরাণ,
তন্ত্র, যোগ, ষড়্দর্শনাদি বিবিধ-শাস্ত্র প্রকাশক-

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র-পালেন

সঙ্কলিতা প্রকাশিতা চ।

(উপনিষৎ-কার্য্যালয়ঃ। ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

দ্বিতীয়ং সংস্করণম্।

কলিকাতারাজধান্যাম্।

৬৯ নং, সুকিয়াষ্ট্রীট্ স্ব-মহাকালীনামমুদ্রাযন্ত্রালয়তঃ
শ্রীঅবিনাশচন্দ্রমল্লিকেন মুদ্রিতা।

১৩১৪ বঙ্গাব্দীয়জ্যৈষ্ঠে মাসি।

(All Rights Reserved.)

জন্ম,—সন ১২৬২ সাল, ২৫শে শ্রাবণ

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

ঐতরেয়োপনিষৎ।

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

* বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত—
মাবিরাবীর্ম্ম এধি বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসী-

যথোক্ত তত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠে আমার যে বাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই বাক্য সর্ব্বদা মনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মন যে সকল শব্দ পড়িবার ইচ্ছা করিতেছে, আমার বাগিন্দ্রিয় তাহাই পড়িতেছে। আমার মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তত্ত্ববিদ্যার প্রকাশে যে যে বাক্যগুলি সমর্থ, সেই গুলিই মনঃ বাছিয়া লইয়া পড়িতেছে। সুতরাং বাক্ ও মনঃ পরস্পরে রয়

---

* বাঙ্‌মে মনসীত্যাদ্যস্ত শান্তিরূপষষ্ঠখণ্ডস্ত ব্যাখ্যানমেতৎপুস্তকস্যান্তে সংগৃহীতবিদ্যারণ্যদীপিকায়াং বিদ্যতে। তত্র দ্রষ্টব্যম্। ইয়ং শান্তিঃ সপ্তমাধ্যায়রূপা। একমধ্যায়ং গৃহীত্বাঽধ্যায়চতুষ্টয়রূপেয়মুপনিষৎ।

* বাঙ্‌মে মনসীত্যাদিষষ্ঠখণ্ডরূপশান্তিস্থানে ওঁ ভূমিমুপস্পৃশেদিত্যাদি বাগ্রম ইত্যন্তশান্তেঃ পঠনে বিকল্পেন সম্প্রদায়ঃ। সেয়ং যথা—

ওঁ ভূমিমুপস্পৃশেদগ্ন ইলা নম ইলা ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বো অস্তু দেবেভ্যঃ। শিবা নঃ শন্তমা ভব সুমৃলীকা সরস্বতি। মা তে ব্যোম সন্দৃশি॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥ শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা। শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ, শং

রনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ৎসংদধাম্যৃতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ * ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ * ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

ন ইন্দ্রা পূষণা বাজসাতৌ ॥ স্তবে জনং সুব্রতং নব্যসীভি-র্গীর্ভির্মিত্রাবরুণা সুম্নয়ন্তা। ত আগমন্ত ত ইহ শ্রুবন্তু সুক্ষত্রাসো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ॥ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ কস্ত্বা সত্যো মদানাং, মংহিষ্টো মৎসদন্ধসঃ। দৃহ্লা চিদারুজে বসু ॥ অভীষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাম্। শতং ভবা স্যূতিভিঃ ॥ স্যোনা পৃথিবী ভবানৃক্ষরা নিবেশনী ॥ যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ॥ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তৈঃ পরিবৃতা পবিঃ ॥ সর্ব্বস্যৈ বাচ ঈশানা চারু মামিহ বাদয়েদিতি বাগ্রসঃ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

দ্বারা পরস্পর সাহায্য পাইয়া গ্রন্থের যথার্থ অর্থ যে তত্ত্ববিদ্যা, তাহার অবধারণ করিতে সমর্থ হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম! তুমি আমার নিকট অবিদ্যারূপ আবরণের উন্মোচন করিয়া প্রকাশিত হও। হে বাক্! হে মনঃ! তোমরা দুইজনে আমার জন্য গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ কর,—বাক্য সমূহ আনিতে সমর্থ হও। আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা যেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিস্মৃতি পথে চলিয়া না যায়। আমি সাবধানে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দিবসযামিনী অতিবাহিত করিব। এই পবিত্র গ্রন্থে পরমার্থভূত বস্তুর উচ্চারণে মনকে নিয়োজিত করিব এবং মনে মনে সেই বস্তু বিচার করিয়া বাক্যেও তাহার উচ্চারণ করিব। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্য-স্বরূপ আমাকে পালন করুন এবং আমার আচার্য্যকেও উপদেশদানে সমর্থ করুন। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব আমার অজ্ঞান নিবর্ত্তিত করিয়া দিন এবং আমার আচার্য্যের বিদ্যাসম্প্রদায় প্রবৃত্তি*-প্রযুক্ত পরিতোষ জন্মিয়া দিন।

সোপাধিক ব্রহ্ম শান্তিময় হইয়া বিরাজিত হউন, নিরুপাধিক ব্রহ্ম শান্তিরূপে বিরাজিত হউন এবং ব্রহ্মশান্তি হউক। †

॥ * ॥ ওঁ হরি ওঁ ॥ * ॥

---

* গুরুশিষ্য পরম্পরায় ধারাবাহিকরূপে উপদেশপ্রদানার্থ চেষ্টাকে প্রবৃত্তি বলে।

† উপনিষৎ মন্ত্র সমূহের পাঠারম্ভসময়ে ও অন্তে শান্তিপাঠ করিবার উপদেশ আছে;

অথ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদবিরচিতম্ ভাষ্যম্ ।

০॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ পরিসমাপ্তং কর্ম্ম সহাপরব্রহ্মবিষয়বিজ্ঞানেন। সৈষা কর্ম্মণো জ্ঞানসহিতস্য পরা গতিরুক্থবিজ্ঞানদ্বারেণোপসংহৃতা। "এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যম্" "এষ একো দেবঃ।" "এতস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে দেবা বিভূতয়ঃ।" "এতস্য প্রাণস্যাত্মভাবং গচ্ছন্ দেবতা অপ্যেতী"ত্যুক্তম্। সোঽয়ং দেবতাপ্যয়লক্ষণঃ পরঃ পুরুষার্থঃ—এষ মোক্ষঃ। স চায়ং যথোক্তেন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়েন সাধনেন প্রাপ্তব্যো নাতঃপরমস্তীত্যেকে প্রতিপন্নাস্তান্ নিরাচিকীর্ষুরুত্তরং কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থমাত্মা বা ইদমিত্যাদ্যাহ।

কথং পুনরকর্ম্মসম্বন্ধিকেবলাত্মবিজ্ঞানবিধানার্থ উত্তরো গ্রন্থ ইতি গম্যতে?—অন্যার্থানবগমাৎ। তথা চ পূর্ব্বোক্তানাং দেবানামগ্ন্যাদীনাং

অপরব্রহ্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের প্রস্তাব পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কারণ, উকথবিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে পরম গতি হয়, তাহার কীর্ত্তন করিয়াই উপসংহার করা হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।—"এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যং" এই বাক্য দ্বারা সমস্ত ভোজ্যের সহিত সংযুক্ত, আত্মাধিকারে ও দেবতাধিকারেও সত্যেক-শব্দবাচ্য প্রাণ একই, এইরূপে প্রাণ-স্বরূপ-নির্ণয়ের উপসংহার করা হইয়াছে। "এষ একো দেবঃ" এই বাক্য দ্বারা প্রাণ, আত্মা ও দেবতা যে এক, ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। "এতস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে দেবা বিভূতয়ঃ।" এই বাক্য দ্বারা বাগগ্নি-আদি দেবগণ প্রাণেরই বিস্তার বা বিভূতিমাত্র, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বা মহিমা, ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। "এতস্য প্রাণস্য আত্মভাবং গচ্ছন্ দেবতা অপ্যেতি।" এই বাক্যানুসারে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,—এই প্রাণকে যদি আত্মস্বরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর ঐ বিজ্ঞান যদি কর্ম্মের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তবে সর্ব্বদেবতাত্মক প্রাণের যে সর্ব্বদেবতাহহংস্বরূপভাব, তাহার প্রাপ্তিরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায়। ইহা "প্রজ্ঞাময়ো দেবতাময়ো ব্রহ্মময়োঽমৃতময়ঃ সম্ভূয় দেবতা অপ্যেতি, য এবং বেদ।" এই বাক্যদ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে,—জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দেবতা হওয়া যায়। ইহার পর আর প্রাপ্তব্য কিছুই নাই।—এই কথা মীমাংসকগণ বলিয়া

সংসারিত্বং দর্শয়িত্বা তু অশনায়াদিদোষবত্ত্বেন,—"তমশনায়াপিপাসাভ্যা-মন্ববার্জদি" ত্যাদিনা। অশনায়াদিমৎ সর্ব্বং সংসার এব; পরন্তু ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যত্যয়শ্রুতেঃ। তদেবং কেবলাত্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনং; ন বুদ্ধিকর্ম্মসমুচ্চিতমিতি, বিশেষশ্রবণাৎ, অকর্ম্মিণ আশ্রমা[illegible]ণাং। কর্ম্ম চ বৃহদীসংজ্ঞকং প্রত্যগাত্মকমেবাত্মজ্ঞানং আরভ্যতে। [illegible] কর্ম্মোপ্যাহর্নিক্রিয়তে।

থাকেন এবং যাজিয়া থাকেন। সেই মত খণ্ডন করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া এই উপনিষদের আরম্ভ করিয়াছেন। কারণ,—কেবলাত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ-সিদ্ধি তাহা দ্বারা হয় না; সুতরাং তাদৃশ মোক্ষ সিদ্ধির জন্য কেবলাত্মবিদ্যার আরম্ভের এই অবসর বা সময় উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্যই এই সময় হইতে উপনিষদ্ বিদ্যার আরম্ভ করিতে হইবে বলিয়া আরণ্যক ব্রাহ্মণে উপনিষদের আরম্ভ করিয়াছেন,—"আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদি।

—মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন,—দেবত্ব বা দেবতা প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ। সে মোক্ষ যথোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়, সমাহার বা মিলন সাধন দ্বারা প্রাপ্তব্য। ইহার পর প্রাপ্তব্য আর কিছুই নাই।

—এইরূপ যাঁহারা স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রবোধের জন্যই আরণ্যক ব্রাহ্মণে কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থ এই উপনিষদ্-প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন;—"আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদি।

এই প্রকরণে যে আত্মার (পরমাত্মা) নির্ণয় করিয়া জানিবার জন্য উপদেশ করা হইয়াছে, তিনি অশনায়া (ক্ষুধা) বা পিপাসাদি ধর্ম্মবান্ নহেন এবং যে সকল পূর্ব্বোক্ত অগ্নি-আদি দেবতার কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহারা অশনায়া বা পিপাসাদি ধর্ম্মবান্ বলিয়া তাঁহারাই সংসারধর্ম্মী; কিন্তু পরব্রহ্মে সেরূপ অশনায়াদি না থাকায় তিনি সংসারী নহেন; সুতরাং নির্বিশেষ, অর্থাৎ সর্ব্বদেবতা হইতে * অভিন্ন পরব্রহ্ম বিষয়ক বিজ্ঞানের বিধানার্থ এই প্রকরণ অবশ্য আরম্ভণীয়।

মীমাংসকগণ বলিতে পারেন,—হাঁ, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞান-

---

* ঋগ্বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এক পরব্রহ্মেরই নাম [illegible] "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥" (১।১৬৪।৪৬)

ন চ কর্ম্মাসম্বন্ধিবিজ্ঞানং, পূর্ব্বস্মিন্নেব উপসংহারাৎ। যথা কর্ম্মসম্বন্ধিনঃ পুরুষস্য সূর্য্যাত্মনঃ স্থাবরজঙ্গমাদিসর্ব্বপ্রাণ্যাত্মত্বমুক্তং ব্রাহ্মণেন, মন্ত্রেণ চ সূর্য্য আত্মেত্যাদিনা; তথৈব "এষ ব্রহ্ম এষ ইন্দ্র" ইত্যাদ্যুপক্রম্য সর্ব্বপ্রাণ্যাত্মত্বম্। "যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং, তৎ প্রজ্ঞানেত্রমি"-ত্যুপসংহরিষ্যতি। তথাচ সংহিতোপনিষদি "এতং হ্যেব বহ্বৃচো মহত্যুক্থে মীমাংসন্ত" ইত্যাদিনা কর্ম্মসম্বন্ধিত্বমুক্ত্বা "সর্ব্বেষু ভূতেষু এতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষত" ইত্যুপসংহরতি। তথা তত্রৈব যোঽয়মশরীরঃ প্রজ্ঞাত্মেত্যুক্ত্বা "যশ্চাসাবাদিত্য একমেব তদিতি বিদ্যাদি"ত্যেকত্বমুক্তম্। ইহাপি কোঽয়মাত্মেত্যুপক্রম্য প্রজ্ঞাত্মত্বমেব প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি দর্শয়িষ্যতি। তস্মান্নাকর্ম্মসম্বন্ধ্যাত্মজ্ঞানং।

দ্বারা মোক্ষ সাধন হয় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া, এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের জন্য যে কোন কর্ম্মীই অধিকারী হইতে পারিবে না, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? কারণ, এ প্রকরণের এমন কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না যে, অকর্ম্মী-আশ্রমীই ইহার, অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের অধিকারী হইবে; সুতরাং কোনরূপ বিশেষ কীর্ত্তন না থাকায় এই উপনিষদ্-বিদ্যায় কর্ম্মিগণও অধিকারী হইতে পারিবে। আর যখন বহুসহস্র কর্ম্মের কথা পূর্ব্বে বলিয়া এই প্রকরণের আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন যে ইহাতে কর্ম্মীই অধিকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর কিছুমাত্র উপায় নাই।

পরন্তু—প্রকৃতপ্রস্তাবে, কর্ম্মসম্বন্ধরহিত নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম বিজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয়, ইহাই বা কিরূপে স্বীকার করা যায়? কারণ, পূর্ব্বে কর্ম্মসম্বন্ধি বিজ্ঞানের ফল সর্ব্বাত্মতা প্রাপ্তি, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। এখানেও সর্ব্বাত্মতা প্রাপ্তিই ফলরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে—দেখিতেছি। অতএব এখানেও কর্ম্মসম্বন্ধিবিজ্ঞান দ্বারাই যে সর্ব্বাত্মতা প্রাপ্তি হয়, এরূপ অনুমান কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। একত্র কর্ম্মের সহযোগে বিজ্ঞান ঐরূপ ফলের প্রসব করে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এক্ষণে বেদান্তী বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে একবার কর্ম্মের সহযোগে বিজ্ঞানের যে ফল নির্ণীত হইয়াছে, আবার কর্ম্মের সহযোগে বিজ্ঞানের যদি সেই ফলই সিদ্ধান্তিত হয়, তাহা হইলে পুনরুক্তি হইয়া পড়ে; সুতরাং হয় পূর্ব্বের নির্ণীত বিষয়টি নিরর্থক, নতুবা এখনকার সিদ্ধান্তিত বিষয়টি নিরর্থক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে

* পুনরুক্ত্যানর্থক্যমিতি চেৎ; এবং ?—আত্মা বা ইদমেক ইত্যাদিব্রাহ্ম-ণেন পূর্ব্ব [illegible] নির্দ্ধারিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ব্বকঃ পুনর্নির্দ্ধারণে পুনরুক্ত্যানর্থক্যমিতি চেৎ;—তত্রৈব [illegible] নির্দ্ধারণার্থত্বাৎ পুনরুক্ততাদোষঃ। এবং ?—তস্যৈব কর্ম্মসম্বন্ধিনো জগৎসৃষ্টিস্থিতিসংহারাদিবিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বাৎ, কেবলোপাস্যত্বার্থত্বাদ্বা, অথবা [illegible] সন্দর্ভে আত্মনঃ কর্ম্মণোঽঙ্গত্বেনোপাসনাপ্রাপ্তৌ কর্ম্মপ্রস্তাবে-ঽবিহিতত্বাৎ কেবলোঽপ্যাত্মোপাস্য ইত্যেবমর্থং, তেনাভেদোপাস্যত্বাদেক কর্ম্মবিষয়ে ভেদদৃষ্টিভাক্, স এবাকর্ম্মকালেঽভেদেনাপ্যুপাস্য এবাত্মা ইত্যে-বমপুনরুক্ততা।

পারে যে, পূর্ব্বে যে কর্ম্মের সহযোগে জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবার কথা বলা হইয়াছে, এখানেও তাহারই নির্ণয় হইয়াছে, তবে এখানে যে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সে আত্মা জগৎসৃষ্টিস্থিতিসংহারক্রিয়ারূপ কতকগুলি বিশেষ কর্ম্মবান্, এইটুকু প্রভেদ মাত্র; সুতরাং তাহা হইলে আর পুনরুক্তি ও তজ্জন্য আনর্থক্য দোষ ঘটিতে পারিতেছে না।

অথবা "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদি উত্তরগ্রন্থ সন্দর্ভ বা প্রবন্ধ এইরূপেও উপপন্ন করা যাইতে পারে। যথা, কর্ম্মপ্রস্তাবে কর্ম্মী-আত্মাকে কখন কর্ম্মের অঙ্গরূপে, কখনও বা কর্ম্মাঙ্গ উক্থ-আদির * আশ্রয় রূপেই উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং কর্ম্ম সম্বন্ধ ভিন্ন আর উপাসনার অন্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এই বিধান দ্বারা পাওয়া যাইতেছে যে, কেবল মাত্র আত্মাও উপাস্য। অবশ্য কর্ম্মী ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানকালে পৃথক্‌রূপে কেবল আত্মার উপাসনা করিবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

কিংবা, একই আত্মা কর্ম্মকালে ভেদদর্শনের সহযোগে, অর্থাৎ 'এই' এই শব্দের উল্লেখ করিয়া ভিন্নভাবে উপাস্য এবং অকর্ম্মকালে সেই আত্মাই অভেদযোগে, অর্থাৎ 'আমি' এই শব্দ উল্লেখ করিয়া অভিন্ন ভাবে উপাস্য; সুতরাং এরূপ হইলে আর পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বিষয়ের সহিত এ সিদ্ধান্তে পুনরুক্তি দোষ উপস্থিত হইতেছে না। আবার তজ্জন্য দুটির বিধানও অনর্থক হইতেছে না।

---

* যজ্ঞাঙ্গবিশেষ।

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥" ইতি। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" ইতি চ বাজিনাম্। ন চ শতবর্ষাৎ পরমায়ুর্মর্ত্ত্যানাং, যেন কর্ম্মপরিত্যাগেনাত্মোপাসনমুপপদ্যেত। দর্শিতঞ্চ "তাবন্তি পুরুষায়ুষোঽহ্নাং সহস্রাণি ভবন্তি" ইতি বর্ষশতঞ্চায়ুঃ কর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্। দর্শিতশ্চ মন্ত্রঃ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদিঃ। তথা "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" ইত্যাদ্যাশ্চ। "তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহন্তি" ইতি চ। ঋণত্রয়শ্রুতেশ্চ। তত্র পারিব্রাজ্যাদিশাস্ত্রং

বাজসনেয় উপনিষদে দুইটি এই প্রকার মন্ত্র আছে,—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥" ইতি

তথা,—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। ইতি

ইহার অর্থ এই, 'কর্ম্ম ও জ্ঞান এক সহযোগে অনুষ্ঠান করিয়া মরিলে আর মরিতে হয় না, অমর হইয়া যায়। কর্ম্ম করিয়া শত বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে।' অবশ্য মরণশীল মানব শতবর্ষের পর আর বাঁচিয়া থাকিতে পারে না যে, তাহার পর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আত্মার উপাসনা করিবে। বাজসনেয়ে পুরুষের আয়ুঃ সংখ্যা শত বর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অন্য "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" এই শ্রুতিতেও শতবর্ষ আয়ুঃ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখানেও "বৃহতী সহস্রাখ্য" শাস্ত্রের অক্ষর সংখ্যা ছত্রিশ হাজার;—এই কথা বলিয়া পুরুষের আয়ুঃও ঐ ছত্রিশ হাজার দিন বলা হইয়াছে; সুতরাং সেই শত বর্ষই কর্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। আবার বলা হইয়াছে,—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি।" যতদিন বাঁচিবে, তাবৎ কালই অগ্নিহোত্রহোম করিবে। আবারও বলা হইয়াছে,—"যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" যতদিন বাঁচিবে, দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে। অন্যস্থানে বলা হইয়াছে,—"তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহন্তি" তাঁহাকে যজ্ঞপাত্র দিয়া দাহ করিবে। (অর্থাৎ ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গর্ভাধান হইতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে দাহের সময় সেই যজ্ঞকাষ্ঠগুলিও কাষ্ঠের কার্য্য করিবে।) ইহা-ত আছেই। তারপর আবার, ঋণত্রয়ের * পরিশোধ করিবার প্রস্তাবও

---

* পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ ত্রিবিধ ঋণ। সন্তানোৎপাদনে পিতৃঋণ, বেদাদি পাঠদ্বারা ঋষিঋণ ও যজ্ঞাদি সম্পাদন দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

"ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তী"ত্যাত্মবিজ্ঞানস্তুতিপরোঽর্থবাদোঽনধিকৃতার্থো বা।

ন ;—পরমার্থবিজ্ঞানে ফলদর্শনেন ক্রিয়াসম্ভবাৎ। যদুক্তং 'কর্মিণ এব চান- [illegible] কর্মাণীতি চে'ত্যাদি ; তন্ন ;—পরং হ্যাপ্তকামং সর্ব্বসংসারধর্মবর্জ্জিতং ব্রহ্মাহমস্মীত্যাত্মত্বেন বিজ্ঞানে কৃতেন কর্তব্যেন বা প্রয়োজনমাত্মনোঽপশ্যতঃ ফলদর্শনে ক্রিয়া নোপপদ্যতে। ফলাদর্শনেঽপি নিযুক্তত্বাৎ করোতীতি চেৎ ?—ন ; নিয়োগবিষয়াত্মদর্শনাদিষ্টযোগমনিষ্টবিয়োগঞ্চাত্মনঃ প্রয়োজনং পশ্যংস্তদুপায়ার্থী যো ভবতি, স নিয়োগস্য বিষয়ো দৃষ্টো লোকে ; ন তু তদ্বিপরীতনিয়োগাবিষয়ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী। ব্রহ্মাত্মত্বদর্শ্যপি সংশ্চেন্নিযুজ্যেত নিয়োগাবিষয়োঽপি সন্, ন কশ্চিন্ন নিযুক্ত ইতি সর্ব্বং কর্ম সর্ব্বেণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্যং

আছে। অতএব যে পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাস বিধানের শাস্ত্র বা উপদেশ আছে,—"ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" কামনাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচারী হইবে, তাহা হয় আত্মজ্ঞানের স্তুতিবাদ, না হয়, অন্যপ্রকার অর্থবাদ, অথবা যাহারা কর্ম্মে অনধিকারী,—কাণ, খঞ্জ, কুষ্ঠ প্রভৃতি, তাহারাই সন্ন্যাসে অধিকারী। পরন্তু সমর্থ ব্যক্তি কর্ম্মই করিবে এবং তাহার সহিত জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া পরম সুখময় স্বর্গে যাইবে, ভোগ করিবে। তাহাই—মুক্তি ; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই ; সুতরাং উপনিষদ্ বলিয়া যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক গ্রন্থ আছে ও তাহার পর্য্যালোচনা দ্বারা নির্ব্বিশেষভাব—পরমব্রহ্মের স্বরূপলাভ বা মুক্তি পাওয়া যায়, একথা বলিয়া আস্ফালন করা অনর্থক।

ইহার উত্তরে বেদান্তী বলিতে পারেন,—হাঁ, আত্মজ্ঞান কর্ম্মীর পক্ষেই বিহিত হইতে পারিত, যদি আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান থাকিত ; কিন্তু যে ব্যক্তি 'পূর্ণকাম, পূর্ণানন্দ, পরিপূর্ণ চৈতন্যময়, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই আমি' এইরূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে-ত আচরিত বা আচরিতব্য কোন কর্ম্মেরই প্রয়োজন দেখিতে পায় না।—যে ফল দেখিতে পায় না, তাহার পক্ষে কর্ম্মের বিধান কি করিয়া উপপন্ন বা ফলিত হইতে পারে ? আবশ্যক না থাকিলে কি কেহ কখনও কর্ম্ম করিয়া থাকে ? লৌকিক পুরুষেরা বলিয়া থাকেন, "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।" প্রয়োজন বোধ না থাকিলে কোন মূর্খও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় না, বিদ্বানের কথা-ত—বহু দূরে।

প্রয়োজ্যঃ। তত্ত্বনিষ্ঠস্তু ন কশ্চিৎ নিয়োক্তুং শক্যতে কেনচিৎ; আম্নায়স্যাপি তৎপ্রভবত্বাৎ; ন হি স্ববিজ্ঞানোৎপন্নেন বচসা স্বয়ং নিযুজ্যতে। নাপি

তবে, আপত্তিঃ বলিতে পার, প্রয়োজন থাক, আর নাই থাক, তুমি যখন ঈশ্বরের শাসন বা নিয়োগপালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তোমার সেই নিয়োগবলে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে।—

—কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া বলিতে পার? যাহার উপর সেই নিয়োগ খাটে না, 'তিনিই আমি' যে এইরূপ দর্শন করিতেছে, তাহার-ত কর্ম্মে নিয়োগ বা নিযুক্ত করা সে নিয়োগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কথাটা একটু সরল করিয়া বলা যাক্,—যে পুত্রপশ্বাদি ইষ্টবিষয় প্রার্থনা করে, দুঃখ বা দুঃখকর অনিষ্ট বিষয় পরিত্যাগ করে এবং ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারকে প্রয়োজন বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তিই নিয়োগের বিষয়;—ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যে আত্মা সেই প্রয়োজনকে প্রয়োজন বলিয়াই মনে না করেন, সেই 'আত্মাই আমি' এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া যে ব্যক্তি ব্রহ্মাত্মদর্শী হইয়াছেন, তিনি কি আর সে নিয়োগের লক্ষ্য হইবেন?—কখনই নহে।

যদি বল,—নিয়োগের লক্ষ্য না হইলেও যে কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইবে না, তাহা নহে; ব্রহ্মাত্মদর্শী নিয়োগের অলক্ষ্য হইলেও নিয়োগ তাঁহাকে নিশ্চয়ই কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।

—একথা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে—যে নিয়োগের লক্ষ্য, বা যে নিয়োগের অলক্ষ্য, যদি সকলেই সেই নিয়োগ দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে, সকল কর্ম্মই সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। তাহা-ত তোমারই অনভিপ্রেত।—কেবল অনভিপ্রেতই বা কেন, তাহা হইলে যে কর্ম্মকাণ্ডের মহাবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাহা স্বীকার করিবে কি? সুতরাং বলিতে হইবে,—যে নিয়োগের বিষয় বা লক্ষ্য, সেই ব্যক্তিই নিয়োগদ্বারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে,—অন্যে নহে। অতএব যে ব্যক্তি ব্রহ্মাত্মদর্শী,—নিয়োগের বিষয় বা লক্ষ্য নহে; সে ব্যক্তি নিয়োগ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য হইবে না বা তাহাকে বাধ্য করিতে পারিবে না; সুতরাং যে ব্যক্তি 'নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই আমি' এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মের ব্যবস্থা করা নিতান্ত অন্যায়।

আর এক কথা, যে ব্যক্তি 'আমিই ব্রহ্ম,—ইত্যাকার জ্ঞানলাভ করিয়া

বহুবিদ্ বাক্যবিবেকিনা ভৃত্যেন। আত্মজ্ঞস্য নিত্যত্বেঽপি শক্তিমত্ত্বাৎ সর্বান্ প্রতি নিয়োক্তৃত্বমর্থসিদ্ধমিতি চেৎ;—উক্তদোষাৎ। তথাপি সর্বেণ সর্বদা

চরিতার্থতালাভ করিয়াছে, সে-ত ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছে; সুতরাং সে বেদবাক্যের নিয়োগ মানিয়া চলিতে বাধ্য কিসে?—বেদ ঈশ্বরের বাক্য। পরমঈশ্বর কি সেই বেদবাক্যের আদেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য, না তাঁহার তদনুসারে চলা উচিত? অবিবেকী ভৃত্যের কথানুসারে কি কখন বহুবিৎ স্বামী চলিয়া থাকেন? সুতরাং ব্রহ্মবিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য নহেন।

ভাল, বেদ ঈশ্বরজ্ঞানজন্ত হইলে, যেমন পাণিনিজ্ঞান জন্ত ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম মানিয়া পাণিনি চলিতে বাধ্য হন না, ঈশ্বরও না হয় নিজজ্ঞানজন্ত বেদবাক্যের নিয়োগ অনুসারে চলিতে বাধ্য না হইতে পারেন; কিন্তু বেদ কি ঈশ্বরজ্ঞানজন্ত? তাহা-ত নহে। বেদ স্বয়ংসিদ্ধ-নিত্য-স্বাধীন-প্রমাণ; তাহার নিয়োগে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেই চলিতে বাধ্য হইবেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

—নাই বটে; তবে বেদ যদি নিত্যসিদ্ধ হইয়াও চেতন হইত, বা চৈতন্তবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে, সকলেই বেদের নিয়োগে চলিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বেদ-ত অচেতন শব্দময়; তাহার আবার নিয়োগ কি? অচেতন বৃক্ষাদি কি কোন চেতনকে নিয়োগ করিতে পারে? আচ্ছা, না হয়, অচেতন শব্দেরও নিয়োগ একটা ধরিয়া লওয়া যাক;—কিন্তু তথাপি তাহার নিয়োগ-ত বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়ের উপরে সমান কার্য্য করিতে পারে না। যদি সেরূপ অর্থাৎ বিদ্বান্-অবিদ্বানের উপর সমান কার্য্য করিতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যে সেই মহান্ দোষ উপস্থিত হয়,—'সকলেই সকল কর্ম্ম করুক।'—তাহা কি স্বীকার করিবে?

—না, তাহা স্বীকার করা যায় না। তথাপি যেমন অসঙ্গি-ব্রহ্মাত্মজ্ঞান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তেমনি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অতএব উভয় শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত বলিতে হয়,—কখনও জ্ঞানের এবং কখনও বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

—কি করিয়া করিতে হইবে? অত্যন্ত বিরুদ্ধ বিষয়ের একত্র সমাবেশ কিরূপে হইতে পারে? যে কর্ম্মী, সে আবার অকর্ম্মী-ত হইতে পারে না। ইহা কি হইতে পারে যে, অগ্নি উষ্ণও বটে, অনুষ্ণও বটে; না, গৃহ আলোকিত ও

সর্বমবিশিষ্টং কর্ম কর্তব্যমিত্যুক্তেন যোজনাংপরিহার্য এব। তদপি শাস্ত্রেণৈব বিধীয়তে ইতি চেৎ; যথা কর্মকর্তব্যতা শাস্ত্রেণ কৃতা, তথা তদপ্যাত্মজ্ঞানং তচ্চৈক কর্মিণঃ শাস্ত্রেণ বিধীয়ত ইতি চেৎ; ন;—বিরুদ্ধার্থবোধকত্বানুপপত্তেঃ। ন হ্যেকস্মিন্ কৃতাকৃতত্বানবচ্ছিন্নং তদ্বিপরীতত্বঞ্চ বোধয়িতুং শক্যম্; শীতোষ্ণতাগ্নিবাপ্যোঃ। ন চেষ্টযোগচিকীর্ষাত্মনোঽনিষ্টবিয়োগচিকীর্ষা চ শাস্ত্রকৃতা,

---

অন্ধকার দ্বারা আবৃত? সুতরাং ব্রহ্মাত্মদর্শীর কোন রূপ প্রয়োজন না থাকায় তাহার পক্ষে কর্ম্মের বিধান হইতে পারে না।

বাস্তবিক, ব্রহ্মাত্মতত্ত্বদর্শীর কোনরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা তাহার প্রয়োজন বোধ উৎপন্ন করিয়া দিবে এবং তদ্দ্বারাই তাহার প্রয়োজন বোধ হইবে; সুতরাং সেই প্রয়োজনের পূরণজন্য তাহাকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে।—ইহা বলিলে কি দোষ হয়?

—ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা হয়;—যে বেদপাঠ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ফলকাম না হইলেও বেদ বলপূর্ব্বক তাহাকে ফলকাম করিয়া দিবে। আর যাহারা বেদপাঠ করে না বা জানে না বলিয়া, যেমন অজ্ঞ গোপাল আদি, তাহাদিগের ফলকামনা জন্মিয়া দিতে না পারায়, তাহারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে না বা বাধ্য করিতে পারিবে না।—ইহা কি ন্যায্য বিচার হইল? এই জন্য বলিতে হইবে যে, স্বভাবতঃ যাহার যে ফলকামনা থাকে, তাহার উল্লেখ করিয়া তৎপ্রসঙ্গে কর্ম্মের বিধান করা হয়; কিন্তু বিধান দ্বারা তাহার ফলকামনা জন্মাইয়া দিতে পারে না।

স্বভাবতঃ যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, স্বতঃ-প্রাপ্ত কামনা উল্লেখ করিয়া তাহারই বিধান করা হয়; শাস্ত্রের ইহাই রীতি। এখন ভাবিয়া দেখ, আত্মজ্ঞানই 'ইহা কৃত বা ইহা কর্ত্তব্য' ইত্যাকার জ্ঞানের বিরোধী হইতেছে। অতএব আত্মজ্ঞান হইলে আর 'ইহা কৃত বা ইহা কর্ত্তব্য' এরূপ জ্ঞান বা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না; সুতরাং কৃতকর্ত্তব্যতাজ্ঞানবিরোধী আত্মজ্ঞান স্বভাবতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়াই শাস্ত্রদ্বারা তাদৃশ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তদ্বিরোধী কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উপদেশ পাওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যাহার পক্ষে একবার তাদৃশ আত্মজ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার পক্ষে আবার কি তদ্বিরোধিকর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ করা যুক্তিসঙ্গত? অগ্নিতে শীতলতার বা সূর্য্যে তমোরাশির ন্যায় উপদেশ কি উন্মত্তবিগীত নহে?

সর্ব্বপ্রাণিনাং স্বদর্শনাচ্ছাস্ত্রকৃতকর্ত্তৃভোক্তৃত্বং গোপালাদীনাং ন দৃশ্যেত; অশাস্ত্রার্থত্বেনাম্। যদি স্বতোহপ্রাপ্তং, তচ্ছাস্ত্রেণ বাধয়িতব্যম্। তচ্চেৎ কৃতকর্ত্তব্যতাবিরোধ্যাত্মজ্ঞানং শাস্ত্রেণ কৃতং, কথং তদ্বিরুদ্ধকর্ত্তব্যতাং পুনরুৎপাদয়েচ্ছীততামিবাগ্নৌ, তম ইব ভানৌ। ন বোধয়ত্যেবেতি চেন্ন ;—“স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ” “প্রজ্ঞানং ব্রহ্মে”তি চোপসংহারাৎ, “তদাত্মানমেবাবেৎ” “তত্ত্বমসী”-ত্যেবমাদিবাক্যানাং তৎপরত্বাৎ। উৎপন্নস্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানস্যাবাধ্যমানত্বান্নানুৎপন্নং ভ্রান্তং বেতি শক্যং বক্তুম্।

ভাল কথা; যদি দুইটিই পরস্পর বিরোধী হয়, তবে কর্ম্মকাণ্ডেরই বিধান থাকা উচিত। জ্ঞানকাণ্ডে যখন বিধির উপদ্রব নাই বলিতেছ, তখন-ত বেদান্তরাশি তাদৃশাত্মার বোধক হইতে পারে না। অতএব হয় কর্ম্মকর্ত্তার স্বরূপ কি,—তাহা জানিবার জন্য বেদান্তরাশির আরম্ভ করা হইয়াছে, না হয় “হুং, ফট্, বৌষট্, হিলিহিলি, কিলিকিলি,” ইত্যাদি অনর্থক মন্ত্রের ন্যায় জপমাত্রোপযোগী বলিয়া বেদান্তের প্রবৃত্তি বা উৎপত্তি হইয়াছে, অথবা উপাসনাক্রিয়ান্তরের বিধানার্থ উপনিষদ্ রাশির স্থান কর্ম্মকাণ্ডের শেষভাগে দেওয়া হইয়াছে।—ঐরূপ আত্মজ্ঞানের জন্য ইহার প্রবৃত্তি নহে।

—না, এরূপ বলিতে পার না;—বেদান্তে বিধি না থাকিলেও তাহার ন্যায় এমন যথেষ্ট বাক্য আছে, যদ্দ্বারা পুরুষ কর্ত্তব্যের অভিমুখে প্রেরিত হইতে পারে। যেমন, “স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ” তিনিই আমার স্বরূপ, এইরূপ জানিবে। “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” চৈতন্যই ব্রহ্ম, ইহা জানিবে। এই কথা লইয়া উক্ত প্রস্তাবের উপসংহার করা হইয়াছে। “অভয়ং বৈ জনক! প্রাপ্তোহসি, যদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি।” জনক! তুমি অভয় পাইয়াছ; কারণ,—‘আমিই ব্রহ্ম হইতেছি’ আত্মাকে এইরূপে জানিতে পারিয়াছ। “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!” এ সকলই এই আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে তাহার সহিত অভিন্ন, যেমন সুবর্ণ হইতে অলঙ্কার, মৃত্তিকা হইতে ঘট ইত্যাদি; সুতরাং সুবর্ণের সহিত অলঙ্কার ও মৃত্তিকার সহিত ঘট অভিন্ন, সেইরূপ এইসকল পরিদৃশ্যমান বস্তু এই আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সকল পরিদৃশ্যমান বিশ্বও এই আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, অভিন্ন—এক; তিনি সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি। ইত্যাদি—এই সকল বাক্য

ত্যাগেঽপি প্রয়োজনাভাবস্য তুল্যত্বমিতি চেৎ; ন ;—"নাকৃতেনেহ কশ্চনে"তি স্মৃতেঃ। "য আহুর্বিবিদিষা ঊর্দ্ধ ব্যুত্থানমেব কুর্য্যাদিতি," তেষামপ্যেষ সমানো দোষঃ। প্রয়োজনাভাব ইতি চেৎ: অক্রিয়ামাত্রস্য ব্যুত্থানস্য। অবিদ্যানিমিত্তো হি প্রয়োজনস্য ভাবো ন বস্তুধর্ম্মঃ, সর্ব্বপ্রাণিনাং তদ্দর্শনাৎ। প্রয়োজনতৃষ্ণয়া চ প্রের্য্যমাণস্য বাঙ্মনঃকায়ৈঃ

ঘারা তাদৃশ আত্মা নাই বা তাদৃশ আত্মা একটি থাকিলেও তাহার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইতে পারে না। কিংবা আত্মজ্ঞান হইলেও তাহা একটা ভ্রান্তি মাত্র, ইহা বলিতে পারিতেছ না।

যাক ; তুমি বলিয়াছ, বিদ্বানের কোনই প্রয়োজন নাই বলিয়া সে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। আচ্ছা, যখন, কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া সে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না, সেইরূপ কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া কর্ম্মের ত্যাগ বা সন্ন্যাসরূপ অনুষ্ঠানেও সে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা-ত বলিতে পারা যায়।

না,—বলিতে পার না ; গীতায় কথিত হইয়াছে, 'ইহলোকে বিদ্বানের কর্ম্মানুষ্ঠানেও কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম্মের অননুষ্ঠানেও কোন প্রয়োজন নাই।' এই বাক্যদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সন্ন্যাস বা চতুর্থাশ্রম, অর্থাৎ ভিক্ষু-আশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক যথাবিধি বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ অক্রিয়া-স্বরূপ,—অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মরহিত করিবে। তাহাকে আবার প্রয়োজন থাকা না থাকার আপত্তি কি? আত্মার স্বরূপ—অক্রিয়াস্বরূপ—আর মুক্তি বা পরম পুরুষার্থ একই পদার্থ। যখন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য,—অর্থাৎ কামাদিশূন্য সংসারাতীত পথে বিচরণ করিবে, তখন তাহার পক্ষে আবার বিধি নিষেধ কি?

অজ্ঞানবশতই প্রয়োজনের সদ্ভাব হয় এবং সেই প্রয়োজন তৃষ্ণায় প্রেরিত—অর্থাৎ লোভে পর্য্যাপ্ত হইয়া কায়িক বা মানসিক শ্রম করিতে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্বানের (আত্মজ্ঞের) অজ্ঞান নিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রয়োজনও নিবর্ত্তিত হয়; সুতরাং প্রয়োজন তৃষ্ণায় প্রেরিত না হইলে, তাহার আবার কর্ম্মে প্রবৃত্তি কিরূপে হইবে?

সন্ন্যাস, ব্যুত্থান বা ত্যাগ অক্রিয়াস্বরূপ, যাগাদির ন্যায় অনুষ্ঠেয় নহে। সন্ন্যাস অক্রিয়াস্বরূপ হইলেও অভাবাত্মক নহে ; কিন্তু ভাবপদার্থ। যেমন

---

* "সদ্ভাব"—উৎকর্ষ, অর্থাৎ সকাল হইতে সায়ংকালের কর্ত্তব্য।

প্রবৃত্তির্নাম। সোহকাময়ত জায়া মে স্যাদিত্যাদিপুত্রবিত্তাদিবিষয়ৈষণালক্ষণং কাম্যমেবেতি। উভে হ্যেতে সাধ্যসাধনলক্ষণে এষণে এবেতি বাজসনেয়িব্রাহ্মণেহবধারণাৎ। অবিদ্যাকামদোষনিমিত্তায়া বাঙ্মনঃকায়প্রবৃত্তেঃ পাঙ্ক্তলক্ষণায়া বিদুষোহবিদ্যাদিদোষাভাবাদনুপপত্তেঃ। অভাবাদক্রিয়ামাত্রং ব্যুত্থানং; ন তু যাগাদিবদনুষ্ঠেয়রূপং ভাবাত্মকং, তচ্চ বিদ্যাবৎ পুরুষধর্ম্ম ইতি ন প্রয়োজনমন্বেষ্টব্যম্। ন হি তমসি প্রবৃত্তস্যোদিতে আলোকে যদ্গর্ত্তপঙ্ককণ্টকাদ্যপতনং, তৎ কিংপ্রয়োজনমিতি প্রশ্নার্হং। ব্যুত্থানং তর্হ্যর্থপ্রাপ্তত্বান্ন চোদনার্থ ইতি গার্হস্থ্যে চেৎ পরব্রহ্মবিজ্ঞানং জাতং, তত্রৈবাবকুর্ব্বত আসনং, ন ততোহন্যত্র গমনমিতি চেন্ন,—কামপ্রযুক্তত্বাদ্গার্হস্থ্যস্য। "এতাবান্ বৈ কাম" ইতি। "উভে হ্যেতে এষণে এবে"ত্যবধারণাৎ। কামনিমিত্তপুত্রবিত্তাদিসম্বন্ধনিয়মাভাবমাত্রম্। ন হি ততোহন্যত্র গমনং ব্যুত্থানমুচ্যতে। অতো ন গার্হস্থ্যে

ঘটের অভাব-স্বরূপ পুষ্প—ভাবপদার্থ, অভাব পদার্থ নহে; সেইরূপ ক্রিয়ার অভাবস্বরূপ সন্ন্যাস—অভাবপদার্থ নহে; কিন্তু ভাবরূপ পদার্থ। তাহাই বিদ্বান্ পুরুষের স্বরূপ; সুতরাং আবার স্বতন্ত্র প্রয়োজন অন্বেষণ করিবে কেন? ইহার-ত প্রশ্নই হয় না,—অন্ধকারে প্রবিষ্ট ব্যক্তির নিকট আলোক উপস্থিত হইলে যে তাহার গর্ত্তপঙ্ককণ্টকাদিতে পতন হয় না; সেই পতন না হওয়ার প্রয়োজন কি?—কি প্রয়োজন বশতঃ সে গর্ত্তাদি মধ্যে পতিত হয় না?

তাহা হইলে সন্ন্যাস পুরুষব্যাপার সাধ্য নহে বলিয়া তাহার উপর বিধির কোনই ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ বিধি দ্বারা এমন কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারিল না যে, তদ্দ্বারা বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসীর বনগমন করিতেই হইবে; সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই যে বনে যাইতে হইবে, গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিতে পাইবে না; এরূপ নিয়ম না পাওয়ায় গৃহে বসিয়া যদি ব্রহ্মবিজ্ঞান হয়, তবে কর্ম্মাদি না করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকিবে, বনে যাইবার বা কেবল পরিব্রজন পারিব্রাজ্য বা পরিভ্রমণ করিবার কোন আবশ্যক নাই।

না,—তাহা হইতে পারে না;—কামনা প্রযুক্তই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করা হয়। যে সর্ব্বকামনা সন্ন্যাস করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে গৃহেই থাকিতে হইবে, বনে যাইতে হইবে না বা পরিব্রজন করিবার আবশ্যক নাই, এসকল কথার প্রয়োগই হইতে পারে না। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,

এবাদ্বৈত আত্মস্বরূপবিদস্ত [illegible] শুশ্রূষাতপশ্চরণাদিনিয়মাঃ প্রতিপত্তিসিদ্ধ্যর্থাঃ শিষ্যা। অত্র কেচিদাহুর্যথা ভিক্ষাটনাদিনিয়মে পরিগ্রহাভাবাৎ [illegible] স্বরূপবৃত্তিতাং দর্শয়ন্ত উত্তরমাহুঃ ;—ভিক্ষোরপি ভিক্ষাটনাদিনিয়মার্থবত্বাৎ 'দেহধারণমাত্রার্থিনো গৃহস্থস্যাপি শাস্ত্রানাত্মবেদবোক্তার্থবিনির্মুক্তস্য' 'দেহধারণমাত্রার্থমশনাচ্ছাদনমাত্রমুপজীবতো গৃহ এবাবস্থানমিতি ;—ন, 'স্বগৃহবিশেষপরিগ্রহনিমিত্ত কামপ্রযুক্তত্বাদিত্যুক্তোত্তরমেতৎ। স্বগৃহবিশেষপরিগ্রহাভাবে চ শরীরধারণমাত্রপ্রযুক্তাশনাচ্ছাদনার্থিনঃ স্বপরিগ্রহবিশেষাভাবেঽর্থাদ্ভিক্ষুত্বমেব। শরীরধারণার্থায়াং ভিক্ষাটনাদিষু প্রবৃত্তৌ যথানিয়মো ভিক্ষোঃ শৌচাদৌ চ তথা গৃহিণোঽপি বিদুষোঽকামিনোঽস্ত নিত্যকর্ম্মসু নিয়মেন প্রবৃত্তির্যাবজ্জীবাদিশ্রুতিনিযুক্তস্য প্রত্যবায়পরিহারার্থেতি। এতন্নিয়োগাবিষয়ত্বেন বিদুষঃ প্রত্যুক্তমগ্নিহোত্রাদিনিয়োজ্যত্বাচ্চেতি। যাবজ্জীবাদিনিত্যচোদনানর্থক্যমিতি চেন্ন, অবিদ্বদ্বিষয়ত্বেনার্থবত্বাৎ। যত্তু ভিক্ষোঃ শরীরধারণমাত্রপ্রবৃত্তস্য প্রবৃত্তের্নিয়তত্বং, তৎ প্রবৃত্তের্ন প্রযোজকম্। আচমনপ্রবৃত্তস্য পিপাসাপগম-

---

বিদ্বানের পক্ষে গুরুর শুশ্রূষা বা তপশ্চরণ বিষয়ে অবশ্য কর্ত্তব্যতার উপদেশও নিরর্থক বৈ কিছুমাত্র সার্থক নহে। গুরুশিষ্যভাবের বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে 'গুরুর শুশ্রূষা কর্ত্তব্য' এ জ্ঞান হয় না, বা তজ্জন্ত শুশ্রূষা করাও একরূপ অসম্ভব হয় ; সুতরাং 'ইনি গুরু, আমি শিষ্য,' এ অভিমান যদি না থাকে, তাহা হইলে বিদ্বান্ গুরুশুশ্রূষা করিতে বাধ্য নহে। সেইরূপ 'আমি অশুদ্ধচিত্ত' এ জ্ঞান না থাকিলে, বরং 'নির্ম্মল জ্যোতিঃ স্বরূপ শিবই আমি' এইরূপ জ্ঞান থাকায় বিদ্বান্ তপশ্চরণেও একান্ত বাধ্য হইতে পারে না।

'এই স্থলে কোন কোন গৃহস্থ ভিক্ষাটনাদিভয়ে পামরজনের কৃত তিরস্কারে ত্রস্ত হইয়া নিজেদের সূক্ষ্মদৃষ্টি সাধারণকে দেখাইবার জন্ত এইরূপ উত্তর করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—যেরূপ ভিক্ষুর দেহধারণার্থ ভিক্ষাটনাদির নিয়ম আছে দেখিতে পাওয় যায়, সেইরূপ অকাম গৃহস্থের দেহধারণার্থ অন্নবস্ত্রের জন্ত গৃহে থাকাই বিহিত। অকারণ ভিক্ষু হইবার প্রয়োজন কি ? তাহাতে-ত আর দুই খানি হস্তের বৃদ্ধি হইবে না, বরং প্রচুর পরিমাণে অনর্থক ক্লেশভোগ করিতে হয় ; সুতরাং গৃহে থাকাই প্রশস্ত।

—হাঁ, প্রশস্ত হইতে পারিত, যদি গার্হস্থ্যাশ্রম অভিমানের আকার বা বিষয় না হইত। ইহা বলা হইয়াছে ত। তবে আমার গৃহে থাকিবার প্রস্তাব কেন ?

বল্লাকপ্রয়োজনমর্থবদেবসম্যতে। ন চাগ্নিহোত্রাদীনাং জন্মার্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়তযোগপত্তিঃ। অর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়মোঽপি প্রয়োজনাভাবেঽনুপপন্ন এবেতি চেৎ, তন্নিয়মস্য পূর্ব্বপ্রবৃত্তিবিচ্ছেদাপত্তিক্রমে বহুগৌরবার্থপ্রাপ্তস্য চ ব্যুত্থানস্য পুনর্ব্বচনাদ্বিদুষঃ কর্ত্তব্যত্বোপপত্তিঃ। অবিদুষাপি মুমুক্ষুণা পারিব্রাজ্যং কর্ত্তব্যমেব; তথা চ শান্তো দান্ত ইত্যাদি বচনং শমদমাদীনাং আত্মদর্শনসাধনানামন্যাশ্রমেষ্বনুপপত্তেঃ। অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টমিতি চ

—আবশ্যক থাকিলেই প্রস্তাব করিতে হয়। তোমার মতে যেমন 'সপ্তাগারানসংক্লৃপ্তান্' সাত বাড়ী ভিক্ষা করিবে, এইরূপ এবং প্রত্যবায় (পাপ) পরিহারার্থ চতুর্গুণ শৌচ করিবার নিয়ম আছে; সেইরূপ আমার মতেও অকাম বিদ্বান্ গৃহী বিবাহিতা পত্নীর সহযোগে নিয়ত প্রত্যবায় পরিহারার্থ যাবজ্জীবাগ্নি-হোত্র হোম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিলে 'ঘরে বসিয়াই সন্ন্যাস' করা হইল।

না, না,—'ঘরে বসিয়া সন্ন্যাস' হয় না। যে বিদ্বান্, তাহার আবার বিবাহিতা পত্নী, অগ্নিহোত্র হোম প্রভৃতির অনুরোধ কি? পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, বিদ্বান্ নিয়োগের অধীন নহে; সুতরাং নিয়োগ চিন্তা না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। সকামেরই প্রত্যবায়, অকামের আবার পাপ বা পুণ্য কি?

—তাহা হইলে, যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রের বিধান দেখিতেছি নিরর্থক হইয়া যাইতেছে।

—কেন নিরর্থক হইবে? অবিদ্বানের পক্ষেই যাবজ্জীবাদি বিধির প্রয়োগ হওয়ার সার্থকই হইবে। যে আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই, সেই ব্যক্তিই যাবজ্জীবাদিশাস্ত্রের লক্ষ্য, বিদ্বান্ তাহার লক্ষ্য নহে।—

তবে যে শরীরধারণমাত্রে প্রবৃত্ত ভিক্ষুর ভিক্ষাটনাদি প্রবৃত্তিবিষয়ে নিয়ম আছে, সে নিয়ম প্রবৃত্তির প্রয়োজক নহে,—কিন্তু প্রাসঙ্গিক মাত্র। যেমন "আচামেৎ প্রযতঃ" এই আচমনবিধিদ্বারা নিযুক্ত হইয়া আচমনার্থ প্রবৃত্ত ব্যক্তির পিপাসা নিবৃত্তি হইলেও সেই পিপাসা নিবৃত্তি যেমন আচমন প্রবৃত্তির প্রয়োজক নহে, প্রাসঙ্গিক মাত্র; সেইরূপ জীবনধারণার্থ প্রবৃত্ত ভিক্ষুর ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্তি হইলেও ভিক্ষাদিসম্বন্ধে নিয়ম হইতে পারে না। পিপাসানিবৃত্তির ন্যায় ভিক্ষাপ্রভৃতি প্রাসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। ভিক্ষুর

জীবনধারণে প্রবৃত্তিও পূর্ব্বসংস্কারবশেই হইয়া থাকে,—তজ্জন্যই প্রবৃত্তি হয়। তবে কেবলপ্রবৃত্তিদ্বারা-ত জীবনধারণ হয় না; সুতরাং ভিক্ষাটনাদি আসিয়া যায় ও করিয়া থাকে। অতএব ভিক্ষাটনাদি প্রসঙ্গতঃ আগত ও ভিক্ষু নিয়োগের অতীত বলিয়া ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া কোনরূপ বিধানই হইতে পারে না।

সেইরূপ, যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মও প্রসঙ্গতঃ প্রাপ্ত বলিয়া ভিক্ষুরও কর্ত্তব্য, একথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, আত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যাসিদ্ধির জন্য অনেকগুলি নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করা হইয়াছিল; কেবল তাহাই নহে, অশেষবিধ অনিয়মের পরিহারার্থ তীব্রসংবেগে নিয়মের পালন করা হইয়াছিল; সুতরাং তজ্জন্য যে প্রবল সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, বিদ্যোৎপত্তি হইলেও সেই প্রবলতর সংস্কার দ্বারা শরীরধারণার্থ ভিক্ষাটনাদি নিয়মেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অনিয়মে প্রবৃত্তি হয় না। অনিয়মে প্রবৃত্তি হইতে গেলে, সেই প্রবলতর সংস্কারের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত, অনিয়মের সংস্কারকে অত্যন্ত যত্নের সহিত উদ্‌বুদ্ধ করিয়া লইবার প্রয়োজন হয়। তখন সেরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়া তাহার উদ্বোধ করা বিদ্বানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বলিয়া অনিয়মে আর তাহার প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু সংস্কারবলে নিয়মপ্রাপ্ত ভিক্ষাদিতেই প্রবৃত্তি হয়। অতএব ভিক্ষাটনাদির নিয়ম পূর্ব্বসংস্কারপ্রাপ্ত,—অর্থাৎ প্রাসাঙ্গিক মাত্র। অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম প্রসঙ্গতঃ প্রাপ্ত হইতে পারে না; কারণ, যে ব্যক্তি ‘না করিলে পাপ হয়’ এরূপ বুঝিবে, সেই নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। বিদ্বান্ তখন পাপ ও পুণ্যের অতীত; সুতরাং তাহার পক্ষে উহার ব্যবস্থাই অসঙ্গত বা উন্মত্তপ্রলাপ মাত্র।

আর এককথা, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ অসংসারী, আত্মার স্বরূপই কামকর্ম্মাদি দ্বারা দূষিত নহে,—নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ; সংসার তাঁহার কখন ছিল না, এখনও নাই, পরেও থাকিবে না; সংসার তাঁহার নিকট আকাশকুসুম সদৃশ অলীকবস্তু; সুতরাং ব্রহ্মই যখন “অহং ব্রহ্মাস্মি” অনুভব করিয়াছে; তখন ত সে অসংসারী, কামকর্ম্মাদি দোষ-ত তাহার নিকট গগনকমলিনীর ন্যায় অলীক বোধ হইয়াছে। তখন আবার তাহার পক্ষে কর্ম্মাদির বিধান কি ?”

তবে সন্ন্যাস বিধিই বা কেন ? একথা বলিতে পার না; কারণ, সন্ন্যাস-ত বিদ্বানের স্বতঃসিদ্ধ। তথাপি তাহার বিধান আছে দেখিয়া

শ্বেতাশ্বতরে বিজ্ঞায়তে; "ন কর্ম্মণা প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরি"তি চ কৈবল্যশ্রুতিঃ। "জ্ঞাত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেদি"তি চ স্মৃতেঃ। "ব্রহ্মাশ্রমপদে

বিদ্বান্ তাহার অনুমোদন করেন মাত্র, তদ্দ্বারা সেই সন্ন্যাসটি বাস্তবিক বিহিত হইতেছে না; কিন্তু আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে সন্ন্যাসের কথা বলায় যেন বিহিত হইয়াছে; সুতরাং সন্ন্যাসও প্রাসাঙ্গিক মাত্র।

সিদ্ধ বিষয়ের পুনঃ কীর্ত্তন দ্বারা তাহার কর্ত্তব্যতার স্মরণ হয় মাত্র। কর্ত্তব্যতার সমাপ্তি-ত তখনই হইয়াছে, যখন সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। তবে আবার তাহাকে কর্ত্তব্যে বাধ্য করিতে অগ্রসর হওয়া কেন? পূর্ব্ব-সংস্কারবলে নিয়মেই প্রবৃত্তির ন্যায় নিত্য কর্ম্মেও প্রবৃত্তি হইতে পারে দেখিয়া সন্ন্যাসের বিধিরূপে উপদেশ হইয়াছে, বাস্তবিক কিন্তু বিধি নহে। অতএব বিদ্বানের যখন ব্যুত্থান দশা উপস্থিত হয়, তখন তাহার পক্ষে কেবল জ্ঞানাবলম্বন করিয়া দিনযাপন ব্যতীত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের এক সহযোগে অনুষ্ঠান দ্বারা একই ফল লাভ করিবার যে বাসনা কাহারও কাহারও ছিল, তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, বিদ্বান্ যে পৃথক্ ভাবেও কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন, বোধ হয়, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বিদ্বান্-ত সর্ব্ববিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মায় অবস্থিত হন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে আর সন্ন্যাস বিধান সম্ভব নহে,—একথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি একটি শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—"শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।"—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজস্বরূপে নিজেকে দেখিবে। এই শ্রুতিতে যে শম, দম ও সন্ন্যাস আদি সাধনের কথা আছে, ইহা অন্য আশ্রমীর পক্ষে কখনই অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিধান হইতে পারে না; কারণ, অন্যাশ্রমীর পক্ষে তাহাদিগের আশ্রমোচিত যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহার সহিত সন্ন্যাসের অতিমাত্র বিরোধ উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন শ্বেতাশ্বতর শাখার শিরোভাগে আছে,—"অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ।" "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" এইরূপ কৈবল্য প্রতিপাদক শ্রুতিও আছে। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে, "জ্ঞাত্বা

বসেদি"তি চ। ব্রহ্মচর্য্যাদিবিদ্যাসাধনানাঞ্চ সাকল্যেনাত্যাশ্রমিষূপপত্তে-র্গার্হস্থ্যেঽসম্ভবাৎ।

নৈষ্কর্ম্ম্য মাচরেৎ।" তথা "ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ" সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করিবে। এই সকল ব্রহ্মচর্য্যাদিরূপ সাধনসমূহের দ্বারা আত্মজ্ঞান নিষ্পন্ন করিবার জন্য ঐ শমদমাদির বিধানকে সন্ন্যাসাশ্রমেই উপপন্ন করিতে পারা যায়; কিন্তু সংসারাশ্রমে নহে।

কোন একটি পদার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে, তাহার উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন উপায়ের আশ্রয় লওয়া আবশ্যক; কিন্তু গৃহীর পক্ষে যে ব্রহ্মচর্য্যাদির বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তদ্দ্বারা কোনক্রমেই আত্মজ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ,—গৃহীর পক্ষে ঋতুকালে স্বীয় স্ত্রীতে অভিগমনও ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে;— কিন্তু বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে কি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিতে পারিবে যে, তদ্দ্বারাও গৃহীর প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিতে পারে?—কখনই নহে।

তারপর, "একাকী যতচিত্তাত্মা"—একাকী হইয়া থাকিতে হইবে। হইতে পারে, গৃহী যখন ধ্যানাদি করিবে, তখন না হয়, স্ত্রীপুত্রাদি তাহার নিকট না থাকিল; কিন্তু তাহাও কি (অর্থাৎ একাকী থাকা) অধিকক্ষণের জন্য? —তাহা-ত নহে। তবে কি করিয়া, সেই একাকী থাকাটি আত্মজ্ঞানলাভের উপায় হইবে বলিয়া স্থির করিতে পারিব; সুতরাং গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাদি কখন সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইতে পারে না, বা তজ্জন্যই সেই অলক্ষ্যাস্পদ ব্রহ্মচর্য্যাদি আত্মজ্ঞানলাভের পক্ষে প্রকৃষ্টতম দৃঢ় উপায় বলিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদি গৃহীর পক্ষে কখনই বিহিত হয় নাই। তবে যাহারা কালক্রমে ব্রহ্মচর্য্যাদি হংসান্ত আশ্রম ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া এক দিন পরমহংসপদে আরূঢ় হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই মহত্তো মহীয়ান্ মহাত্মগণের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনের উপদেশ করিয়া, অর্থাৎ দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের সন্ন্যাসই করিতে হইবে, তবে এটি তাহার সূত্রপাতনিকা মাত্র। অতএব ঐ "শান্তোদান্তঃ"—শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যদি কোন অবিদ্বান্‌ও মুক্তির ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে এই শম, দম, সন্ন্যাস ইত্যাদির আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অবিদ্বান্ মুমুক্ষুও "চতুর্থাশ্রম, অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়া

ন চাসম্পন্নং সাধনং কস্যাচিদর্থস্য সাধনায়ালম্। যদ্বিজ্ঞানোপযোগীনি চ গার্হস্থ্যাশ্রমকর্ম্মাণি তেষাং পরং ফলমুপসংহৃতং দেবতাপ্যয়লক্ষণং সংসারবিষয়মেব।

যদি কর্ম্মিণ এব: পরমাত্মজ্ঞানমভবিষ্যৎ, সংসারবিষয়স্যৈব ফলস্যোপসংহারো নোপাপৎস্যৎ। অঙ্গফলং তদিতি চেন্ন, তদ্বিরোধ্যাত্মবস্তুবিষয়ত্বাৎ আত্মবিদ্যায়াং নিরাকৃতসর্ব্বনামরূপকর্ম্মপরমার্থাত্মবস্তুবিষয়ং জ্ঞানমমৃতত্বসাধনম্। গুণফলসম্বন্ধে হি নিরাকৃতসর্ব্ববিশেষাত্মবস্তুবিষয়ত্বং জ্ঞানস্য ন প্রাপ্নোতি;

বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ করিবে। মুক্ত্যভিলাষী অবিদ্বান্‌ও ঐ স্থানে পৌঁছাইলে তাহার আর কর্ম্ম করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যখন অবিদ্বান্ মুমুক্ষুর নিকট তোমার কর্ম্মের এই দুর্দ্দশা শ্রুতি নিজে দেখাইতেছেন, তখন বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে একবার নিজ মতটি কতদূর দৃঢ়, তাহা কি দেখিয়া লওয়া উচিত নয়?

গার্হস্থ্যাশ্রমে যে সকল কর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের এক সহযোগে অনুষ্ঠানের বিধান আছে, তাহার চরম ফল—দেবতায় লীন হওয়া বা সেই দেবতাকে পাওয়া।—তাহা-ত সংসারেরই মধ্যে। সংসার গণ্ডীর বহির্ভূত হইতে হইলে কি আর সে নিয়মে কর্ম্ম করা চলিবে? কর্ম্মীর পক্ষে যাহা সম্ভব, তাহারই বিধান আছে; কিন্তু পরমাত্ম-বিজ্ঞানের পক্ষে কোন বিধান নাই। যদি গৃহীর পক্ষে পরমাত্ম-বিজ্ঞানের বিধান হইত, তাহা হইলে গৃহীর সংসার গণ্ডীর অন্তঃপাতী দেবতাপ্রাপ্তিরূপ ফলের উপসংহার কখনই উপপন্ন হইত না।

যেমন বৃক্ষ রোপণের অবান্তর ফল ছায়া ও সৌরভ প্রাপ্তি, সেইরূপ দেবতা প্রাপ্তিরূপ যে ফলের কীর্ত্তন আছে, তাহা উহার (আত্মজ্ঞানের) একটি অঙ্গফল মাত্র,—ইহা কখনই বলিতে পার না; কারণ আত্মজ্ঞানের বিষয় আত্মা। যিনি নিত্যসিদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, যাঁহাতে কাম কর্ম্মাদি কোন দোষ নাই, নিত্যমুক্তস্বভাব, পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দই যাঁহার স্বরূপ; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যে নিবাতনিস্পন্দ প্রদীপসদৃশ নির্ম্মল জ্ঞানোদয় হইবে, সেই নির্ম্মল জ্ঞানোদয় মধ্যে তোমার দেবতাপ্রাপ্তিরূপ ফল কোথায় স্থান পাইবে? মূল কারণের সহিত অশেষবিধ সংসারই যে তখন আকাশকুসুমের ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে, তাহার কি সংবাদ রাখ না? বাস্তবিক আত্মজ্ঞানের ফল যে

তচ্চানিষ্টম্, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূদি"ত্যধিকৃত্য ক্রিয়াকারকফলাদিসর্ব্বব্যবহারনিরাকরণাদ্বিদুষঃ। তদ্বিপরীতস্যাবিদুষো যত্র হি দ্বৈতমিবেত্যুক্তা ক্রিয়াকারকফলরূপস্যৈব সংসারস্য দর্শিতত্বাচ্চ বাজসনেয়িব্রাহ্মণে; তথেহাপি দেবতাপ্যয়ং সংসারবিষয়ং যৎ ফলমশনায়াদিমদ্বস্তাত্মকং, তৎ ফলমুপসংহৃত্য কেবলং সর্ব্বাত্মবস্তুবিষয়জ্ঞানমমৃতত্বায় বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে।

ঋণপ্রতিবন্ধশ্চাবিদুষ এব, মনুষ্যপিতৃদেবলোকপ্রাপ্তিং প্রতি, ন বিদুষঃ; সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈবেত্যাদিলোকত্রয়সাধননিয়মশ্রুতেঃ। বিদুষশ্চর্ণ-

---

"অমৃত", তাহা এইরূপেই ফলিত হইয়া থাকে। এখন ভাবিয়া দেখ যে, দেবতাপ্রাপ্তি যদি আত্মজ্ঞানের অবান্তর ফল হয়, তবে "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যাদি বাজসনেয়ক শ্রুতি দ্বারা আত্মজ্ঞান হইলে যে কোনপ্রকার ইতরবিশেষভাব থাকে না,—সকলই আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হয়,—আত্মাই হয়,—এই কথা উক্ত হইয়াছে; তাহার ব্যাঘাত উপস্থিত হয় কি না? ব্রহ্মজ্ঞের কোন ভেদাভেদ থাকে না, উক্ত শ্রুতি দ্বারা তাহাই নিশ্চিত হইয়াছে, সুতরাং তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন্ মহাপ্রাণ সেই নিশ্চয়টিকে অকূলে ভাসাইয়া দিবে? কেবল ঐ শ্রুতি দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে, এরূপ নহে; পরন্তু তদ্বৈপরীত্যে,—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।" যখন দ্বৈতের ন্যায় থাকে—অর্থাৎ অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকার থাকায়, এক ভিন্ন বহু দেখিতে থাকে, তখন একক অন্য দেখে। এই শ্রুতি দ্বারা অবিদ্বানের পক্ষে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ও ফলাদির ভেদময় সংসার প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাও 'ইব' শব্দ দ্বারা 'যেন হয়' বলা হইয়াছে। সেইরূপ, এই উপনিষদেও অশনায়াদিমদ্বস্ত্বাত্মক, সংসারান্তঃপাতী, দেবতাপ্রাপ্তিরূপ যে ফল, সেই ফলের উপসংহার করিয়া তদ্বৈপরীত্যে কেবল—বিশুদ্ধ,—সর্ব্বাত্মকবস্তুবিষয়ক যে আত্মজ্ঞান, অমৃতত্বলাভই তাহার ফল বলিব, এরূপ নির্ণয় হইতে পারে। কোন্ গ্রন্থের কি বিষয় নির্ণেয়, উপক্রম ও উপসংহারাদির সাহায্যে তাহার স্থির করিতে হয়, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

তবে যে ঋণত্রয় পরিশোধের কথা বলিয়াছ, তাহার উত্তর উক্তপ্রায়ই হইয়াছে। বিদ্বানের কোনও ঋণই হয় না, তাহা অবিদ্বানেরই হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা মনুষ্য-লোক জয় করিয়া পিতৃঋণের পরিশোধ করিতে হয়; কিন্তু

প্রতিবন্ধাভাবো দর্শিত আত্মলোকার্থিনঃ,—“কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ” ইত্যাদিনা। “তদ্ধৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঋর্ষয়ঃ কাবষেয়া” ইত্যাদি। “এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুরি”তি কৌষিতকীনাম্।

অবিদুষস্তর্হ্যৃণানপাকরণে পারিব্রাজ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন,—প্রাগ্গার্হস্থ্য-

---

কৌষিতকীর কথায় শুনিতে ও দেখিতে পাইতেছি,—বিদ্বানের কোন প্রকার ঋণপ্রতিবন্ধক থাকে না। আত্মলোকার্থী বলিয়াছেন “কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ” পুত্র লইয়া কি করিব? সেইরূপ পিতৃলোক ও দেবলোকপ্রাপ্তি ফলক দেবঋণ ও ঋষিঋণও মুমুক্ষুর পক্ষে মুক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। “এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঋর্ষয়ঃ কাবষেয়া।” সেই সকল বিদ্বান্ ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,—আমরা কি জন্য অধ্যয়ন করিতে যাইব? ইহা দ্বারা যে ঋষিঋণের এবং “এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুঃ।” —পূর্ব্বকালবর্ত্তী সেই সকল বিদ্বান্‌গণ এইরূপ অগ্নিহোত্রের হোম করেন নাই বলিয়া ইহা দ্বারা যে দেবঋণের মুক্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা দেখান হইয়াছে।

বিদ্বানের পক্ষে না হয় অগত্যা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, ঋণশোধ না করিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে ত মুমুক্ষু হইলেও সন্ন্যাস গ্রহণ বিহিত হইতে পারে না; কারণ, তাহার ঋণত্রয়পরিশোধ অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ঋণ পরিশোধ না করিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে তাহার বিহিত-কর্ম্মের অননুষ্ঠান জন্য নিশ্চয়ই পাপ হইবে।

না, না,—পাপ হইবে কেন? অবিদ্বান্ যদি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তবে তাহার পাপ হইবে কেন? গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকারের পূর্ব্বেই যদি সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে তাহার কর্ম্মাদিতে অধিকার না হওয়ায় সে তৎকালে ঋণী হইতে পারে না। কর্ম্মাদিতে অধিকারী হইলে বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠান না করার জন্য অবশ্যই সে পাপী হইত। যদি অধিকারারূঢ় না হইলেও ঋণী হইতে হয়, তাহা হইলে-ত পশুপক্ষী আদি সকলেই তোমার ঋণে ঋণী হইয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইবে, যখন কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার অধিকার হইবে, তখন যদি সে ঋণ শোধ না করে, তবে সে পাপী হইতে পারে।

তাহার মধ্যেও বিশেষ আছে। যদি কোন গৃহী মুমুক্ষু হইয়া উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে কি সে ঋণ শোধ করিল না

স্যাপ্রতিপত্তেশ্চ লিঙ্গাসম্ভবাদধিকারানারম্ভোহপ্যগ্নীনাং চেৎ স্যাৎ, সর্ব্বস্য কর্ত্তব্যমিত্যনিষ্টং প্রসজ্যেত। প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি "গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বে"তি। আত্মদর্শনোপায়সাধনত্বেনৈষ্যত এব পারিব্রাজ্যং, যাবজ্জীবাদিশ্রুতীনামবিদ্বদমুমুক্ষুবিষয়ে কৃতার্থতা। ছান্দোগ্যে চ কেষাঞ্চিদ্ দ্বাদশরাত্রমগ্নিহোত্রং হুত্বা তত ঊর্দ্ধং পরিত্যাগঃ শ্রূয়তে।

যত্ত্বনধিকৃতানামপারিব্রাজ্যমিতি। তন্ন,—তেষাম্ পৃথগেবোৎসন্নাগ্নি-

---

বলিয়া পাপী হইবে?—কখনই নয়। "গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্বা বনাদ্বা।" ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছাড়িয়া গৃহে যাইবে, গৃহ হইতে চলিয়া গিয়া বনী হইবে, বনী হইয়া সে স্থানেও বৈরাগ্য না হইলে পরিশেষে ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিবে। যদি তাহা না হয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই যদি বৈরাগ্য লাভ করে, তবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস লইবে। গৃহেই বৈরাগ্য যদি হয়, বা বনেই বৈরাগ্য যদি হয়, তবে গৃহ হইতেই হউক বা বন হইতেই হউক, বৈরাগ্য উদয় হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। পরন্তু এই শ্রুতি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে মুক্তিই লক্ষ্য এবং তাহার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় বিহিত হইয়াছে। যদি মুক্তির আসন্ন উপায় সেই বৈরাগ্যোদয় আপনা হইতে হঠাৎ হইয়া পড়ে, তবে যেখানে, অর্থাৎ যে আশ্রমে থাকিয়া বৈরাগ্য হইবে, সেই স্থান হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে ঋণের প্রতিবন্ধকতা থাকিলেও শ্রুতি কি ঐরূপ উপদেশ করিতে পারিতেন? অতএব গৃহীও আত্মদর্শনকামী হইলে, যখন তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোন রূপেই প্রত্যবায়ভাগী বা পাপী হইতে হইবে না। যে অবিদ্বান্, মুমুক্ষু না হইবে, তাহারই পক্ষে যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন শাখী দ্বাদশ রাত্র পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র হোম করিয়া তার পর, ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারেন—বলিয়া ব্যবস্থা আছে। তদ্দ্বারাই যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রবিধির সঙ্কোচ হওয়ায় সন্ন্যাস বিধি দ্বারা আর তাহার সঙ্কোচ করিবার আবশ্যক হইবে না।

তাহা হইলেই হইল, অনধিকারীর পক্ষেই পারিব্রাজ্য।—না তাহা হইবে

নিরগ্নিকো বেত্যাদিশ্রবণাৎ, সর্ব্বস্মৃতিষু চাবিশেষেণাশ্রমবিকল্পঃ প্রসিদ্ধঃ সমুচ্চয়শ্চ।

যত্তু বিদুষোঽর্থপ্রাপ্তং ব্যুত্থানমিত্যশাস্ত্রার্থত্বে গৃহে বনে বা তিষ্ঠতো ন বিশেষ ইতি;—তদসৎ;—ব্যুত্থানস্যৈবার্থপ্রাপ্তত্বান্নান্যত্রাবস্থানং স্যাৎ। অন্যত্রাবস্থানস্য কামকর্ম্মপ্রযুক্তত্বং হ্যবোচাম। তদভাবমাত্রং ব্যুত্থানমিতি চ।

কেন? অনধিকারীর পক্ষে "উৎসন্নাগ্নিনিরগ্নিকো বা" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা আশ্রমের বিকল্প ও তাহার সমুচ্চয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। তদ্ভিন্ন—"ব্রহ্মচর্য্যবান্ প্রব্রজতি" "বুদ্ধা কর্ম্মাণি যানীচ্ছেৎ, তমাবসেৎ"

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
য ইচ্ছেৎ পরমং স্থানমুত্তমাং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ॥"

ইত্যাদি স্মৃতিতে আশ্রমের বিকল্প দর্শিত হইয়াছে।—এবং

"অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাম্মুৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বাচ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥"

ইত্যাদি স্মৃতিতে আশ্রমের সমুচ্চয়ে বিধান করা হইয়াছে। ফলতঃ উৎকট বৈরাগ্য হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র পাপস্পর্শ করিবে না।

এইক্ষণ কথা হইতেছে যে, বিদ্বানের ব্যুত্থান, অর্থাৎ সন্ন্যাস শাস্ত্রবিহিত নহে; কারণ, বিদ্বানের উপর কোন বিধিরই উপদ্রব খাটিবে না। যেখানে বিধির কোনই অধিকার নাই, সেখানে একটা কোনরূপ নিয়মও হইতে পারে না; এই জন্য বিদ্বান্ গৃহে বা বনে, যে কোন স্থানেই থাকিতে পারে। তাহার যে বনেই যাইতে হইবে, গৃহে থাকিতে পারিবে না, এরূপ কোন নিয়ম নাই, বা হইতে পারিল না।—সন্ন্যাস যে প্রাসঙ্গিক* মাত্র।

সন্ন্যাস প্রাসঙ্গিক মাত্র। তথাপি সন্ন্যাস লইয়া বিদ্বান্ গৃহে থাকিতে পারে না। কামনা প্রযুক্তই গৃহে থাকা হয়। সন্ন্যাস-ত কামনা প্রযুক্ত নহে; বরং তদ্বিরোধী। সুতরাং অকাম সকামের স্থানে থাকিতে পারিবে না। যদি সন্ন্যাস অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাদির ন্যায় হইত, তবে কথঞ্চিৎ গৃহে থাকিবার প্রসঙ্গ উঠিতে পারিত; যখন কামনার অভাব বা ত্যাগমাত্রই সন্ন্যাস, তখন কামনার সাগরে তাহার অবস্থান নিতান্তই অসম্ভব।

---

* বৈরাগ্য উদয় হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এই জন্য সন্ন্যাসের সহিত বৈরাষগ্যর সম্প থাকায়, এই স্থলে সন্ন্যাসকে "প্রাসঙ্গিক" বলা হইয়াছে।

যথাকামিত্বন্তু বিদুষোঽত্যন্তমপ্রাপ্তং, অত্যন্তমূঢ়বিষয়ত্বোপপত্তেঃ। তথা শাস্ত্রচোদিতমপি কর্ম্মাত্মবিদোঽপ্রাপ্তং গুরুভারবত্তয়াঽবগম্যতে, কিমুতাত্যন্তাবিবেকনিমিত্তং যথাকামিত্বম্। ন হ্যুন্মাদতিমিরদৃষ্ট্যুপলব্ধং বস্তু তদপগমেঽপি তথৈব স্যাদুন্মাদতিমিরদৃষ্টিনিমিত্তত্বাদেব তস্য। তস্মাদাত্মবিদো ব্যুত্থানব্যতিরেকেণ ন যথাকামিত্বং, ন চান্যৎ কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ সিদ্ধম্।

যত্তু "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহে"তি ন বিদ্যাবতো বিদ্যয়া সহাবিদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কস্তর্হি?—'একস্মিন্ পুরুষে একদৈব ন সহ সম্বধ্যেয়াতামিত্যর্থঃ। যথা শুক্তিকায়াং রজতং শুক্তিকাজ্ঞানে একস্য পুরুষস্য। "দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতে"তি হি কাঠকে। তস্মান্ন বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যাসম্ভবোঽস্তি। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্বে"ত্যাদি-

---

যাহারা অজ্ঞানে অত্যন্ত মূঢ়, তাহারাই যথাকাম অবস্থান করিয়া থাকে; কিন্তু বিদ্বান্ যথাকাম অবস্থান করিতে পারে না; কারণ, বিদ্বান্ একান্ত অকাম। যখন শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মই গুরুভারবোধে বিদ্বান্ পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর; তখন তাহার পক্ষে অত্যন্ত অবিবেকনিমিত্ত যথাকাম অবস্থান করিতে উপদেশ দেওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না যে, উন্মাদদৃষ্টি পুরুষ গগনে গন্ধর্ব্ব-নগরাদি দেখিয়াছে বা তিমির-দোষদৃষ্টি মানব দু'টি চন্দ্র দেখিয়াছে বলিয়া, যখন নয়নের উন্মাদদর্শনদোষ বা তিমিরদোষ অপহৃত হইবে, তখনও তাহাদিগকে কেহ বাধ্য করিয়া আবার গগনে গন্ধর্ব্বনগর ও একচন্দ্রে দ্বিচন্দ্র দর্শন করাইতে পারে। যতক্ষণ দোষ ছিল, ততক্ষণ ভ্রমদর্শন করিয়াছিল। এখন দোষ নষ্ট হইয়াছে, তখন আবার ভ্রমদর্শন কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব আত্মবিদ্ ব্যক্তির পক্ষে ব্যুত্থান, অর্থাৎ সন্ন্যাস ব্যতিরেকে যথাকামাবস্থান বা অন্য কিছু কর্ত্তব্য নাই বা হইতে পারে না।

তার পর যে বলিয়াছ, "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহার ঐরূপ অর্থই নহে। তাহার অর্থ এই যে, একই পুরুষে একই কালে ঐ উভয় সম্মিলিত (একত্রে মিলিত) হইয়া থাকিতে পারে না। যেমন একই ব্যক্তি যে সময়ে শুক্তিকায় শুক্তিকাই দেখিতেছে, তখনই যেমন আবার শুক্তিকাকে রজত বলিয়া দেখিতে পারে না; সেই রূপ। ঠিক এই কথাই কাঠকেও উক্ত হইয়াছে। অতএব

শ্রুতেঃ, তপ-আদিবিদ্যোৎপত্তিসাধনং, গুরূপাসনাদি চ কর্ম্মাবিদ্যাত্মকত্বাদবিদ্যোচ্যতে। তেন বিদ্যামুৎপাদ্য মৃত্যুং কামমতিতরতি। ততো নিষ্কামস্ত্যক্তৈষণো ব্রহ্মবিদ্যয়া অমৃতত্বমশ্নুত ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ,—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" ইতি।

যত্তু পুরুষায়ুঃ সর্ব্বকর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি, অবিদ্বদ্বিষয়ত্বেন পরিহৃতং, ইতরথাঽসম্ভবাৎ।

যত্তু বক্ষ্যমাণমপি পূর্ব্বোক্তং তুল্যত্বাৎ কর্ম্মণাঽবিরুদ্ধমাত্মজ্ঞানমিতি, তৎ সবিশেষনির্ব্বিশেষাত্মতয়া প্রত্যুক্তং উত্তরত্র ব্যাখ্যানে দর্শয়িষ্যামঃ। অতঃ কেবলনিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মৈকবিদ্যাপ্রদর্শনার্থমুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে।

বিদ্যা,—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভ হইলে সে পুরুষে আর অবিদ্যার সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তপস্যাদি ও গুরুশুশ্রূষাদি যে জ্ঞানোৎপত্তির উপায়ীভূত কর্ম্ম, তাহা অবিদ্যাত্মক বলিয়া অবিদ্যাশব্দ বাচ্য; কিন্তু তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষাদি দ্বারা বিদ্যাকে উৎপন্ন করিয়া লইয়া মৃত্যুরূপ কামকে অতিক্রম করিবে। তার পর, নিষ্কাম বিদ্বান্ ত্যক্তৈষণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা অমৃত ভোগ করিবে। এইরূপ দেখাইয়াই মাধ্যন্দিনশাখায় শেষভাগে এই মন্ত্র পাঠ করিয়াছেন,—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" ইতি।

আর যে বলিয়াছ,—পুরুষের আয়ুঃ শতবর্ষ মাত্র। শ্রুতি কর্ম্ম করিয়া শতবর্ষ বাঁচিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন; সুতরাং তারপর, কবে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইবে? তাহার উত্তর প্রায় দিয়াছি। যে সন্ন্যাসগ্রহণে অসমর্থ, সেই অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্দ্বারা তাহার চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইবে।

আরও যে বলিয়াছ, পরে এমন কর্ম্মের কথা আছে, যাহার সহিত আত্মজ্ঞানের বিরোধ হয় না। তাহারও ত উত্তর দত্তপ্রায়। মন্দাধিকারীর পক্ষে সবিশেষ আত্মজ্ঞান ব্যবস্থিত আছে; সুতরাং তদ্দ্বারা তাহারা নির্ব্বিশেষ আত্মজ্ঞানে অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়াই বলা হইয়াছে। অতএব নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, বিশুদ্ধ আত্মা পরব্রহ্মের সহিত জীবের কোনও ভেদ নাই—অভেদ। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যা প্রদর্শনার্থ এই উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে,—"আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদি।

ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।

আত্মেতি। আপ্নোতেরত্তেরততের্বা পরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽজোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়োঽদ্বয়ো বা ইদং যদুক্তং নামরূপকর্ম্মভেদভিন্নং জগদাত্মৈবৈকোঽগ্রে

'এই পরিদৃশ্যমান বস্তু সকল সৃষ্টির পূর্ব্বে একই আত্মার স্বরূপে অবস্থান করিয়াছিল। অন্য কিছুরই কোনরূপ ব্যাপার বা অর্থক্রিয়া ছিল না,—ক্ষয়শীল কিছুই ছিল না।'

আত্মশব্দটি (১। আপ্নোতীতি আপ্+মন্, বা ২। আদত্তে ইতি আ+দা+মন্, বা ৩। অত্তি ইতি অদ্+মন্, ৪। আততনোতীতি আ+তন্+মন্) ইত্যাদি রূপে সাধিত হইতে পারে। ইহার মধ্যে—

১। আপ্তি অর্থে জ্ঞান ও ব্যাপ্তি,—অর্থাৎ সর্ব্বত্র অবস্থান বুঝায়। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে,—যাঁহার জ্ঞানের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র আছে, তিনি আত্মা,—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। আপ্তি-অর্থে প্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি বুঝায়। তদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে, যিনি বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুটিকেই একই সময়ে পাইতে পারেন, তিনিই আত্মা,—অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত।

২। আদান-অর্থে গ্রহণ বুঝায়। তদ্দ্বারা যিনি সকলকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আত্মা,—অর্থাৎ জগতের সহিত অভিন্ন হইয়াও শুদ্ধিপ্রাপ্ত,—সংসারধর্ম্মহীন।

৩। অদন অর্থে খাওয়া বুঝায়। তদ্দ্বারা—যিনি সকলের ভক্ষক, বা সর্ব্বসংহারক, তিনি আত্মা,—অর্থাৎ জগৎসংহারক বা নিজ ভিন্ন সকলেরই বাধক, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্তস্বভাব।

৪। আতত অর্থে অব্যাহতব্যাপ্তি। তদ্দ্বারা স্বজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ ও স্বগতভেদশূন্য অদ্বিতীয় যিনি, তিনি আত্মা,—শান্ত শিব, এইরূপ বুঝিতে পারা যায়।

এই সকল অর্থের যে কোনও একটি অর্থ লইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার স্বরূপে কোনরূপ দোষস্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই আত্মা।

ঈশ্বরের সুষুপ্তি অবস্থাকে মহাপ্রলয় বলা হয়। সে সময়ে কোন পদা-

জগতঃ সৃষ্টেঃ প্রাগাসীৎ। কিং নেদানীং স এবৈকঃ? ন;—কথং তর্হ্যাসীদিতি? উচ্যতে;—যদ্যপীদানীং স এবৈকস্তথাপ্যস্তি বিশেষঃ। প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতনামরূপভেদমাত্ম(ভেদাত্ম)ভূতং আত্মৈকশব্দপ্রত্যয়গোচরং জগদিদানীং ব্যাকৃত-নামরূপভেদত্বাদনেক-শব্দ-প্রত্যয়গোচরমাত্মৈকশব্দ-প্রত্যয়গোচরঞ্চেতি বিশেষঃ। যথা সলিলাৎ পৃথক্-ফেননামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্ সলিলৈকশব্দ-প্রত্যয়গোচরমেব ফেনম্ যদা সলিলাৎ পৃথঙ্ নামরূপভেদেন ব্যাকৃতং-ভবতি, তদা সলিলং ফেনশ্চেত্যনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্; সলিলমেবেতি চৈকশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ চ ফেনং ভবতি; তদ্বৎ।

থেরই নাম ও রূপ থাকিতে পারে না। যে কিছু নাম ও রূপ, সে সমস্তই অবিদ্যার পরিণাম। অবিদ্যাও ঈশ্বরের সিসৃক্ষামাত্র,—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা মাত্র। ভগবান্ সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেই সেই ইচ্ছা ক্রমশঃ জগতের প্রকাশ,—নাম ও রূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আবার যখন সে ইচ্ছার উপসংহার করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন জগতিক সকলেই স্বীয় স্বীয় নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎস্বরূপে অবস্থান করে; সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে পরিদৃশ্যমান এই সকল জাগতিক পদার্থ নামরূপপরিমুক্ত হইয়া একাত্মরূপে অবস্থিত হইয়াছিল।

তবে কি এখন আত্মা একরূপে অবস্থিত নহেন?—হাঁ।—নহেন। আত্মা এখন একরূপে অবস্থিত হইলেও একটু বিশেষ আছে।—উৎপত্তির পূর্ব্বে নাম ও রূপের প্রকাশ ছিল না, কেবল আত্মাই ছিলেন; তখন জগৎকে একাত্মরূপে জানিতে, বুঝিতে ও বলিতে হইত; আর এখন,—সৃষ্টির পর, জগতের নাম ও রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগৎ অনেক-শব্দের বাচ্য ও অনেকজ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়াছে, আবার অনেক সময় একাত্ম-রূপেও জ্ঞেয় হইয়াছে। এইত জগতের ও একাত্মার অনেক বিশেষত্ব; যেমন জলরাশি যখন ফেন ও বুদ্বুদাদিরূপে পৃথক্ ভাবে বিকাশিত না হয়, তখন সেই 'একই জল' রূপে জ্ঞেয় ও 'একই জল' নামে অভিহিত হয়; আবার যখন সলিলরাশি হইতে পৃথক্ভাবে ফেন ও বুদ্বুদাদির বিকাশ হয়, তখন 'এটা জল,' 'ওটা ফেন,' 'সেটা বুদ্বুদ,' এইরূপে জ্ঞেয় ও এইরূপে নানা শব্দে অভিহিত হয়, আবার 'ওসবই জল,'—এইরূপ একই শব্দে কথিত ও একই জলরূপে পরিজ্ঞাত হয়; সেইরূপ

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি ॥ ১ ॥

নান্যৎ কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি মিষন্নিমিষদ্ব্যাপারবদিতরদ্বা। যথা সাংখ্যানামনাত্মপক্ষপাতি স্বতন্ত্রং প্রধানম্। যথা চ কাণাদানামণবো, ন তদ্বদিহান্যদাত্মনঃ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে। কিন্তর্হি? আত্মৈক এবাসীদিত্যভিপ্রায়ঃ।

স সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাদাত্মা এক সন্নীক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। ননু প্রাগুৎপত্তেরকার্য্যকরণত্বাৎ কথমীক্ষিতবান্? নায়ং দোষঃ;—সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ,—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদিঃ। কেনাভি-

---

'ব্যাপারশালী বা অব্যাপার অন্য কোনও পদার্থই ছিল না।'

সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলেন,—পদার্থ দুইটি; প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ বহু, নিত্য এবং অজ্ঞান, আত্মশক্তি বলিয়া আত্মারই অন্তর্ভুক্ত, তদ্বিপরীত পরিণামস্বভাব প্রকৃতিও নিত্য। প্রকৃতির সরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম, এই দ্বিবিধ পরিণাম বা ক্রিয়া হইয়া থাকে। যখন ভোগাপবর্গার্থ পঙ্গ্বন্ধের সন্নিপাত সদৃশ পুংপ্রকৃতির সংযোগ হয়, তখন প্রকৃতি বিরূপ পরিণামমুখে ধাবিত; আবার যখন অধিকার পরিসমাপ্ত হয়, তখন সমস্ত জগতের নামরূপের উপসংহার করিয়া স্বীয় অঙ্গে আনিয়া মিশাইয়া নিজের সত্ত্বকে সত্ত্বরূপে, রজোকে রাজোরূপে এবং তমোগুণকে তমোগুণরূপে অবস্থিত করান। সেই অবস্থানকে সরূপ পরিণাম বলে। এই অবস্থাই মহাপ্রলয়। সুতরাং এই মহাপ্রলয়ে অন্য কিছু না থাকিলেও পুরুষগণ ও সরূপপরিণামশীলা প্রকৃতি মাত্র থাকেন। কণাদমতাবলম্বীরা বলেন, জগতের মহাপ্রলয় হইলেও পার্থিব, জলীয়, তৈজস, ও বায়বীয় পরমাণু, এবং আকাশ, কাল, দিক্, মনঃ, জীবাত্মা, সমবায়সম্বন্ধ, বিশেষ পদার্থ, নিত্যগুণ সকল ও অভাবাদি নানাবিধ নিত্য পদার্থ থাকিয়া যায়; কিন্তু এই উপনিষদের মতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই মহাপ্রলয়ে একই আত্মা ছিলেন, অন্য কিছুই পরিণামশীল বস্তু ছিল না।—অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কেবল একই আত্মা ছিলেন।

'প্রাণীগণের কর্ম্মফল উপভোগ করিবার পক্ষে উপযুক্ত অম্ভঃ (জল)

স ইমাঁল্লোকানসৃজত।

আরেবেত্যাহ। লোকানম্ভঃপ্রভৃতীন্ প্রাণিকর্মফলোপভোগস্থানভূতান্ নু সৃজৈ সৃজেয়মিতি ॥ ১ ॥

এবমীক্ষিত্বালোচ্য স আত্মা ইমাঁল্লোকানসৃজত সৃষ্টবান্। যথেহ বুদ্ধিমাংস্তক্ষাদিরেবম্প্রকারান্ প্রাসাদাদীন্ সৃজ ইত্যীক্ষিত্বেক্ষানন্তরং প্রাসাদাদীন্ সৃজতি, তদ্বৎ।

ননু সোপাদানস্তক্ষাদিঃ প্রাসাদাদীন্ সৃজতীতি যুক্তং; নিরুপাদানস্ত্বাত্মা কথং লোকান্ সৃজতি ইতি? নৈষ দোষঃ;—সলিলফেনস্থানীয়ে আত্মভূতে নামরূপেঽব্যাকৃতে আত্মৈকশব্দবাচ্যে ব্যাকৃতফেনস্থানীয়স্য জগত উপাদান-

---

প্রভৃতি স্থান সকল আমি সৃষ্টি করিব, তিনি (নিজে সর্ব্বজ্ঞস্বভাব বলিয়া এক মাত্র হইলেও) এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন॥' ১॥

'তিনি এই লোকগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'

—ভগবান্ সৃষ্টির পূর্ব্বে একই ছিলেন, আর তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদি কিছুই ছিল না। তাহা হইলে, অখণ্ড একরস আত্মার এরূপ ইচ্ছা কি করিয়া সম্ভবে?

সম্ভবে,—আত্মা যে সর্ব্বজ্ঞস্বভাব। এ সৃষ্টি, আত্মার সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির একটি বিকাশ বলিয়া বিজ্ঞানসৃষ্টি বা জ্ঞানের বিকাশ মাত্র। কার্য্যের বিকাশ ইহার বহুপরে হইয়াছিল।—তাহাকে স্থূলসৃষ্টি বলা হয়। যেমন কোন স্থপতিপ্রবর শিল্পী, একটি বিশাল হর্ম্ম্যভবনের আলেখ্য সৃষ্টি 'ইট কাট চুণ' ব্যতিরেকেও মনে মনে সম্পাদন করিতে পারে; সেইরূপ ভগবান্ জগতের আলোচনা প্রথমে করিয়া, পরে তাহার বিকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অন্যান্য উপাদানের কিছুই প্রয়োজন হয় নাই।

—প্রয়োজন না হইয়া পারে না। স্থূলসৃষ্টি করিতে হইলেই তাহার উপাদান চাই। স্থপতিবৃন্দও কি 'ইট কাট চুণ' ব্যতীত বিচিত্র হর্ম্ম্যভবনের স্থূলতঃ বিকাশ করিতে পারে?

—পারে না সত্য; কিন্তু সলিল হইতে যেরূপ ফেন ও বুদ্বুদাদির সৃষ্টি হয় এবং সেই ফেন ও বুদ্বুদাদি সলিলেই মিশিয়া থাকে; সেইরূপ নামরূপ জগৎ যে আত্মার অব্যাকৃতভাবে লুক্কায়িত ছিল, সেই অব্যাকৃত-নামরূপ

ভূতে সম্ভবতঃ। তস্মাদাত্মভূতনামরূপোপাদানভূতঃ সন্ সর্বজ্ঞো জগন্নির্মিমীত ইত্যবিরুদ্ধম্।

অথবা, যথা বিজ্ঞানবান্মায়াবী নিরুপাদান আত্মানমেবাত্মান্তরত্বেনাকাশেন গচ্ছন্তমিব নির্মিমীতে, তথা সর্বজ্ঞো দেবঃ সর্বশক্তির্মহামায় আত্মানমেবা-

আত্মাই জগতের উপাদান হইতে পারেন। অর্থাৎ মূল সৃষ্টির ইচ্ছা বা মায়া হইতেই জগতের সৃষ্টি। সেই মায়া যাঁহার শরীর, তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ একই আত্মা। সমস্ত জগৎ মায়ায় প্রলীন হইলে মায়াও ঈশ্বরে বিলীনপ্রায় হইয়া থাকে। তখন মায়ায় কোন প্রকার ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া না থাকায় কিছুই নাই বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য ঐ অবস্থাই মহাপ্রলয়শব্দে কথিত হয়। যখন সে অবস্থায় অজ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন অজ্ঞানশক্তি বা সৃষ্টির ইচ্ছা বা মায়ার বিকাশ হয়; সুতরাং তখন মায়া-শরীরগ্রহণ করিয়া ঈশ্বর যেন নিদ্রা হইতে সৃষ্টি করিতে থাকেন। সেই মায়াই জগৎসৃষ্টির উপাদান হইতে পারে। ঈশ্বর মায়াকে অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা আকাশাদি ভূতপঞ্চকের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব ঈশ্বরের অন্য উপাদান না থাকিলেও তিনি নিজে মায়োপাদান বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

অথবা, যেমন বিজ্ঞানবান্ মায়াবী ঐন্দ্রজালিক পুরুষ কোন প্রকার উপাদান না লইয়া আপনাকে যেন অন্য আর একজন নিজের আদর্শস্বরূপ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিতেছে বলিয়া দেখা যায় বা দেখা দেয়, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মহামায়াবী সর্ব্বজ্ঞদেব নিজেকেই অন্য আত্মারূপে ও জগদ্রূপে নির্ম্মাণ করেন। ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়াক্ষেত্রে যতক্ষণ থাকা যায়, ততক্ষণ যেমন নিপুণ অর্থাৎ সতর্ক হইয়া দেখিলেও মায়ার খেলা বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না, সেইরূপ এই মহামায়াবীর সংসারক্ষেত্রে যতক্ষণ থাকা যাইবে, ততক্ষণ নিপুণ হইয়া দেখিলেও এসমস্ত খেলাকে কিছুতেই মায়াময় বলিয়া ধরিবার বুঝিবার উপায় নাই। এরূপ হইলে-অ উপাদান ব্যতীতও জগৎসৃষ্টি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে।

এইরূপ আত্মাই কার্য্য ও কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন স্বীকার করায় নিম্নোক্ত বিরুদ্ধ মতগুলি সদোষ বলিয়া নিরাকৃত হইতে পারে।

হেত্বাত্মকত্বেন অপলাপেন নির্দিষ্টমিতি দুরুক্তম্। এবং সতি কার্য্যকারণো-ভয়াসদ্বাদাদিপক্ষাশ্চ ন প্রসজ্যন্তে, সুনিরাকৃতাশ্চ ভবন্তি।

১। যদৃচ্ছাবাদীরা বলিয়া থাকে,—যে কোনও কার্য্য আপনা আপনি উৎপন্ন হয়, তাহার উৎপত্তির জন্য কোনপ্রকার কারণ আবশ্যক হয় না; সুতরাং নির্হেতুকই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে।

২। বৈনাশিকগণ বলিয়া থাকেন,—'নানুপমৃদ্যাবির্ভাবাসম্ভবাৎ', কারণ বিনষ্ট হইলে, তবে কার্য্যোৎপত্তি হইবে। ফলতঃ অসৎ হইতেই সৎ-কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

৩। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন,—অসৎ হইতেই অসৎ হয়,—"শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য।" অসৎই স্বরূপ, ভাবমাত্রেই বিনষ্ট হয়, বিনাশ বস্তুরই স্বরূপ।

৪। সাংখ্যবাদীরা বলিয়া থাকেন,—সৎই কার্য্য সৎই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়; তবে উভয়েই পরিণামশীল;—অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহার মধ্যে যে মতে যে দোষ হয়, তাহা দেখান যাইতেছে।

১। কোনও কারণ ব্যতীত যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তবে ত আকাশ হইতেই মনুষ্যাদির উৎপত্তি হইতে পারে, বা বৃক্ষাদি হইতেও শশাদি পশুর উৎপত্তি হইতে পারে। যেহেতু, কোন প্রকার কার্য্যেরই কোন একটি কারণ নির্দিষ্ট নাই। যখন তখন যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে ও হওয়াই উচিত।

২। কারণ যদি অসৎ হয়; তবে যে দধি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত, সে দুগ্ধাদি সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত হয় কেন? অবশ্য দধির উৎপত্তিকারণ দুগ্ধ, এই জানিয়াই-ত লোকে দধিনির্ম্মাতা দুগ্ধের সংগ্রহ করে।

৩। অসৎ হইতে অসৎ কার্য্য হয় বলিলে, সেই অসৎ কার্য্য দ্বারা ব্যবহার নির্ব্বাহ বা তাহার প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান কি করিয়া উপপন্ন করিবে? যাহা নাই,—তাহা হইতে একটি কার্য্য হইল; কিন্তু সেও নাই; কারণ, উভয়েই অসৎ। সেস্থলে আমরা যাহা দেখিতেছি, ব্যবহার করিতেছি, সেগুলি কি নাই বা অসৎ? যদি অসৎই হয়, তবে তাহার আবার জ্ঞান কি করিয়া হইতে পারে?

৪। পরিণামী কারণের পরিণামও সৎ, কার্য্যও সৎ, কারণও সৎ। ভালকথা, যখন কারণ সৎ, কারণের ব্যাপার সৎ, কার্য্যও সৎ, তখন ত আপৎ চুকিয়াই রহিয়াছে, কোন কার্য্যের ত আর উৎপত্তি আবশ্যক হইবে না। যে নাই, তাহারই উৎপত্তি চাই, যে আছে, তাহার আবার উৎপত্তি কি জন্য? অথচ লোকে সমস্ত কার্য্যেরই উৎপত্তির জন্য অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়া থাকে। কার্য্য যদি সৎই হয়, তবে তাহার আবার উৎপত্তি কি জন্য আবশ্যক হইবে? সুতরাং কেবল সৎ বলিয়া স্থির থাকিতে পারে না।

ঐ সকল মতে এইরূপ বহুপ্রকার দোষ দেখিয়া শ্রুতি নিজেই বলিলেন, আত্মাই পূর্ব্বে ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সেই আত্মা ইচ্ছা করিলেন, আর তাঁহারই অঙ্গ হইতে দীপ হইতে, দীপের উৎপত্তির ন্যায় নানা প্রকার পদার্থ সৃষ্টি হইল। পরিণামে সকলেই আবার তাঁহার অঙ্গে বিলীন হইবে। কিছুই থাকিবে না। একমাত্র আত্মাই কেবল থাকিবেন। যেমন সম্মুখে দর্পণ না থাকিলে, দর্পণের মধ্যে পতিত প্রতিবিম্ব হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, একখানি মাত্র মুখই থাকে, সেইরূপ মায়াদর্পণ ভঙ্গ হইলে, এক আত্মাই থাকিবেন। ইহা দ্বারা বিবর্ত্তবাদই উপনিষদের যেন অভিপ্রায় বোধ হইতেছে; কারণ, প্রথম বলিতেছেন যে, আত্মা একই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলেন “বহু স্যাং” এই ইচ্ছা দ্বারা তিনি প্রপঞ্চাকারে বহু হইলেন। সে অবস্থায়ও তিনি একই আছেন, ইহাও উপনিষৎ দেখাইতেছেন। আবার দেখাইতেছেন,—প্রপঞ্চতঃ আকার দেখিতে পাইলেও আত্মার কোনরূপ বিকৃতিও ঘটে নাই, তিনি বা তাঁহার যেরূপ থাকা উচিত; সেইরূপে পূর্ব্বে ছিলেন,—এখন আছেন, পরেও থাকিবেন।—ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে?

—দর্পণস্থানীয় মায়ায় আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া এক আত্মাই বহু আকারে প্রতিভাসিত হইয়াছেন।

বস্তুর প্রতিবিম্ব কিছুই নহে,—মিথ্যা।

—ইহাই বুঝিতে হইবে।

এইরূপে যে প্রপঞ্চের উপপত্তি করা হয়; তাহাকে বিবর্ত্তবাদ বলা হয়। বিবর্ত্ত বলিতে আর কিছুই নহে,—প্রতিবিম্ব বা প্রতিকৃতি। যাহা যাহা নহে; তাহাকে যে তাহাই দেখা, সেই হইল,- বিবর্ত্ত দেখা।

"অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ।"

—যে যাহা, সে তাহাই থাকিলে, অথচ তাহাকে অন্যরূপে যে দর্শন করা হয়—বা অন্যরূপে প্রকাশ পায়; সেই অতথা প্রকাশকে বিবর্ত বলে। যেমন, চন্দ্র একই আছেন, তোমার চক্ষুর দোষবশতঃ তুমি তাহা দুটী করিয়া দেখিলে। এস্থলে তোমার নিকট একচন্দ্রের যে সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ, তাহাই বিবর্ত। সেইরূপ, একই আত্মা অজ্ঞানদোষে সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ পান, সেই সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ বা বহুরূপে প্রকাশই বিবর্ত।

—এই বিবর্তবাদ অবলম্বন করায় উপনিষদের মতে, পূর্বোক্ত[illegible]মতগুলি দূষিত ও এমতটি নির্দোষ, ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে।

যদি এইরূপ উপনিষদেরই মত; তবে আবার সৃষ্টির কথা পড়িবার কি আবশ্যক হইয়াছে?

—আছে। ঐ বিবর্তবাদটিকে দৃঢ় করাই প্রয়োজন আছে। যাহারা কোনরূপ তলাইয়া কোন গ্রন্থের ভাবগাম্ভীর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করে না তাহাদিগকেও উপনিষদের মনোগত ভাব বুঝাইতে হইবে। উপনিষদের মনোগত ভাব,—আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

—এটি কি করিয়া বুঝাইতে পারা যাইবে? না, যদি এ সৃষ্টিটাকে 'ঝুটা বানাইয়া' দেওয়া যায়। সকলেই বলিয়া থাকে, এ জগৎ সত্য; তাই শ্রুতি দেখাইতেছেন,—দেখ, এ জগৎ অজ্ঞাত বস্তু হইতে যদি হইত তবে সেই বস্তুগুলি সন্দিগ্ধ বলিয়া কখনও সে সৃষ্টিতে সন্দেহ আসিত কিন্তু নিত্যসিদ্ধ আত্মা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।—তথাপি এ জগৎ যাহা হইতে হয়, তাহাতেই যাইয়া আবার বিনাশপ্রাপ্ত হয়।—তবেই দেখ এ সৃষ্টি কিরূপ?

—আত্মা হইতেই হয়; কিন্তু আত্মায় থাকে না;—তাহার অর্থ,—এ সৃ কিছুই নহে,—মিথ্যা।

—এক চন্দ্রে দুইটি চন্দ্র হইল; কিন্তু ঐ দুটি চন্দ্র সেই প্রথমোক্ত চন্দ্রে কি আছে? দর্পণগৃহে শত-সহস্র দর্পণ আছে; তুমি সে গৃহে প্রবি হইবামাত্রই যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই তুমি—তুমি তখন শত-সহস্র রূপে প্রতিভাসিত, সেই শত-সহস্র তুমি, আর স্বয়ং তুমি, তুমিই কি?—সেই শত-সহস্র তুমি, অথচ তুমি ব্যতীত ঐ শত-সহস্র 'তুমি' হইতে পার না

অম্ভো মরীচীর্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা-ঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো, যা অধস্তাত্তা আপঃ ॥ ২ ॥

ইমাঁল্লোকানসৃজত,—অম্ভো মরীচীর্মরমাপ ইতি। আকাশাদিক্রমেণাণ্ডমুৎপাদ্যাম্ভঃপ্রভৃতীন্ লোকানসৃজত। তত্রাম্ভঃপ্রভৃতীন্ স্বয়মেব ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ। অদস্তদম্ভঃশব্দবাচ্যো লোকঃ পরেণ দিবং দ্যুলোকাৎ পরেণ পরস্তাৎ সোঽম্ভঃশব্দবাচ্যো লোকঃ। অম্ভোভরণাৎ। দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাশ্রয়স্তস্যাম্ভসো লোকস্য। দ্যুলোকাদধস্তাদন্তরিক্ষং যত্তন্মরীচয়ঃ। একোঽপ্যনেকস্থানভেদত্বাদ্বহুবচনভাক্। মরীচিভির্বা রশ্মিভিঃ সম্বন্ধাৎ। পৃথিবী মরো ম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ভূতানীতি। যা অধস্তাৎ পৃথিব্যাস্তা আপ উচ্যন্ত, আপ্নোতের্লোকাঃ। যদ্যপি

—এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে,—যাহা হইতে যাহা হয়, তাহাতে যদি তাহা না থাকে; তবে তাহা সত্য নহে।

—আত্মা হইতে জগৎ হইয়াছে,—অথচ আত্মায় জগৎ কখনই নাই,—সুতরাং জগৎ সত্য নহে।—সৃষ্টি বাক্যের এইটিই প্রয়োজন; সুতরাং এই নিমিত্ত বিবর্ত্তবাদকেই দৃঢ় করা আবশ্যক।

'অম্ভোলোক, মরীচিলোক, মরলোক ও আপলোক।'—

আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি; এই পাঁচ প্রথমে সৃষ্টি করিয়া স্বীয় প্রতিবিম্বরূপে সেই পঞ্চভূত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও তাঁহাদিগকে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থূল ভূতপঞ্চ সৃষ্টি করিলেন। সেই স্থূল ভূতপঞ্চকে একত্রিত করিয়া একটি ডিম্বাকারের অণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে 'অম্ভঃ'-আদি লোক চতুষ্টয় সৃষ্টি করিলেন। 'জলের ন্যায় তরল পদার্থ হইতে হইয়াছিল বলিয়া এবং বৃষ্টিবারি সেই উর্দ্ধপ্রদেশ হইতে আপতিত হয় বলিয়া দ্যুলোকের উর্দ্ধদেশবর্ত্তী মহঃ-আদিলোক সকল, এবং সেই অম্ভঃ-লোকের আশ্রয় স্থান স্বরূপ দ্যুলোক (স্বর্লোক), সে সকল গুলিই অম্ভঃ-শব্দে কথিত হইয়া থাকে। আর স্বর্গলোকের নিম্নতলবর্ত্তী যে অন্তরীক্ষ লোক, তাহাকে মরীচিলোক বলা হয়।' ঐ স্থানে চন্দ্রসূর্য্যাদির কিরণরাজি বিকাশ পায় বলিয়া 'মরীচিলোক' বলা হইয়াছে। 'পৃথিবীই মরলোক।'—পৃথিবীতে লোক সকল মরে, এই নিমিত্ত মরণধারা পৃথিবী ব্যাপ্ত বলিয়া পৃথিবী মর-শব্দে অভিহিত হয়।' আর 'পৃথিবীর নিম্নপ্রদেশে যে লোক, তাহাকে আপলোক বলিয়া জানিবে।' 'অম্ভোলোক-

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামুর্চ্ছয়ৎ ॥ ৩ ॥

পঞ্চভূতাত্মকত্বং লোকানাস্তথাপি অব্বাহুল্যাদব্নামভিরেবাম্ভোমরীচীর্ম্মরমাপ ইত্যুচ্যতে ॥ ২ ॥

সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলোপাদানাধিষ্ঠানভূতান্ চতুরো লোকান্ সৃষ্ট্বা স ঈশ্বরঃ পুনরেবেক্ষেত। ইমে ত্বম্ভঃপ্রভৃতয়ো ময়া সৃষ্টা লোকাঃ পরিপালয়িতৃবর্জ্জিতা বিনশ্যেয়ুঃ। তস্মাদেষাং রক্ষণার্থং লোকপালান্ লোকানাং পালয়িতৄন্ নু সৃজৈ সৃজেঽহমিতি।

এবমীক্ষিত্বা,—

সোঽদ্ভ্য এবাপ্‌প্রধানেভ্য এব পঞ্চভূতেভ্যো যেভ্যোঽম্ভঃ প্রভৃতীন্ সৃষ্টবান্

বাসিজীবিগণ ঐ লোককে প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহার নাম ‘আপ’।—যদ্যপি প্রত্যেক লোকেই পঞ্চভূতের সম্বন্ধ অব্যভিচারী।—অর্থাৎ সেই পঞ্চীকৃত অণ্ড হইতেই এই লোকচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি যে লোকে যাহার ভাগ বা অংশ অধিক, সেই লোককে সেই নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। যেমন অম্ভোলোকে অপের বাহুল্য, মরীচিলোকে কিরণের আধিক্য, মরলোকে মরণের আধিক্য ও আপলোকের আপ্তি—প্রাপ্তি বাহুল্য বলিয়া “অম্ভঃ, মরীচি, মর, ও আপ” নামেই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। লোকে এইরূপই ব্যবহার দেখা যায়; যেমন যে দেশে জলের ভাগ অধিক, সে দেশকে জলময় দেশ বা ‘জলাদেশ’ বলা হয়। এস্থলেও সেইরূপই কথিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রাণীর সঞ্চিত কর্ম্মফলের উপভোগ করিবার যোগ্য আশ্রয় স্থান সকল সৃষ্টি করিয়া—

‘সেই ঈশ্বর আবার চিন্তা করিয়াছিলেন,—এই সকল ‘অম্ভঃ’ প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিয়াছি সত্য; (কিন্তু এই সকল লোককে পালন করিতে পারে, এরূপ লোকপালগণকে সৃষ্টি না করিলে লোকগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; সুতরাং) ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকের পালনকারী লোকপালগণকে সৃষ্টি করিব।’

এইরূপ চিন্তাকরিয়া,—

‘সেই ভগবান্ অপ্‌বহুল তরল সেই পঞ্চভূত হইতেই করচরণশিরস্ক

তমভ্যতপত্তস্যাঽভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাঽণ্ডম্।

তেভ্য এবেত্যর্থঃ। পুরুষং পুরুষপ্রকারং শিরঃপাণ্যাদিমন্তং সমুদ্ধৃত্যাদ্ভ্যঃ সমুপাদায় মৃৎপিণ্ডমিব কুলালঃ পৃথিব্যা অমূর্চ্ছয়ৎ সংমূর্চ্ছিতবান্ সম্পিণ্ডিতবান্ স্বাবয়বসংযোজনেনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তং পিণ্ডং পুরুষবিধমুদ্দিশ্যাভ্যতপৎ, তদভিধ্যানং সঙ্কল্পং কৃতবানিত্যর্থঃ। "যস্য জ্ঞানময়ং তপ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্যাভিতপ্তস্যেশ্বরসঙ্কল্পেন তপসাভি-

---

পুরুষাকার পিণ্ড একটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার অঙ্গের ও প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব বিধান করিয়াছিলেন।'

যেমন কুম্ভকার তরল মৃৎস্তূপ হইতে একটি মৃৎপিণ্ড তুলিয়া লইয়া তাহাকে সংমূর্চ্ছিত—অর্থাৎ যে-স্থানে যে অবয়ব বিন্যাস করা উচিত, সেইরূপ সেই স্থানে সেই অবয়ব বিন্যাস করে ; সেইরূপ ভগবান্ সেই তরলাকার অপ্ বহুল পঞ্চভূত হইতে একটি পিণ্ড তুলিয়া লইয়া, তাহার হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন।

এই পঞ্চীকৃত অপ্ প্রধান তরল পঞ্চভূতকে মনু অপ্ শব্দেই ব্যবহার করিয়াছেন,—"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্॥"

এই অপ্ কেই 'কারণবারি' বলা হয়। ইহাকেই 'কারণার্ণব' বলিয়া থাকে। (মহাভারত হরিবংশ অধ্যায় এবং বিষ্ণুপুরাণ ও কূর্ম্মপুরাণাদি দ্রষ্টব্য। সুতরাং "অপ্" শব্দে যাঁহারা জল বলিয়া অর্থ করেন, সে "অপ্" ইহা হইতে স্বতন্ত্র) ॥ ৩ ॥

"পুরুষাকার সেই পিণ্ডকে উদ্দেশ করিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সঙ্কল্পে সঙ্কল্পিত সেই পিণ্ডের, পক্ষীর অণ্ডের ন্যায় একটি মুখাকার গর্ত্ত আবির্ভূত হইয়াছিল।'

—ঈশ্বরের তপস্যা বা চিন্তা অথবা সঙ্কল্পাদি জ্ঞানব্যতীত আর কিছুই নহে। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" যাঁহার জ্ঞানই তপঃ। অন্যপ্রকার কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি বা কষ্টকরক্রিয়া তাঁহার নাই ; সুতরাং ভগবান্ পিণ্ডটি লইয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন যে, ইহার জীবনরক্ষা-আদির উপায় প্রথমেই কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের এইরূপ জ্ঞান হইবামাত্র 'যথাকামাবসায়িত্ব রূপ' ঐশ্বর্য্যমহামহিমপ্রভাবে সেই পিণ্ডের প্রথমতঃ যে একটি দ্বার বা

মুখাদ্বাগ্বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতাং অক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বক্-

---

তপ্তস্য পিণ্ডস্য মুখং নিরভিদ্যত মুখাকারং শুষিরমজায়ত ; যথা পক্ষিণোঽণ্ডং নিরভিদ্যত।

এবং তস্মান্নির্ভিন্নান্মুখাদ্বাক্করণমিন্দ্রিয়ং নিরবর্ত্তত ; তদধিষ্ঠানাগ্নিস্ততো বাচো লোকপালঃ। তথা নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্। নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণবায়ুরিতি সর্ব্বত্রাধিষ্ঠানং, করণং, দেবতা চ ত্রয়ং ক্রমেণ নিরভিন্নমিতি।

খাদ্যগ্রহণের উপযোগী একটি গর্ত্ত আবিষ্কৃত হইল, সেটি প্রথমোৎপন্ন বলিয়া, তাহার নাম হইল মুখ (আদিম)।—এরূপ সকলেই করিতে পারে,—ইচ্ছাশক্তিকে আয়ত্তীকৃত করিতে পারিলে, সে যেরূপ ইচ্ছা করিবে, অন্যে তাহার সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে ; এই গুণকে যোগীরা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যমধ্যে 'যথাকামাবসায়িত্ব' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ; সুতরাং ঈশ্বর জ্ঞানের সাহায্যে (যে ক্ষণেই) ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই পিণ্ডের ঊর্দ্ধপ্রদেশে একটি মুখাকার গর্ত্ত হইল। তাহাই মুখশব্দে কথিত।

'সেই নির্ভিন্ন বা বিকসিত মুখ হইতে বাক্ ইন্দ্রিয় নির্ব্বর্ত্তিত হইল। বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে বচন বা বাক্য, নানাপ্রকার কথা বলা। সেই বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নিই বাগিন্দ্রিয়ের লোকপাল হইলেন। প্রথমে হইল মুখ, তারপর মুখে বাক্-ইন্দ্রিয় হইল পরে সেই বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নিদেবতা নির্ভিন্ন হইয়া তাহাকে অধিকার করিলেন। সেইরূপ, তারপর নাসিকাদ্বয় নির্ভিন্ন হইল, তাহাতে প্রাণ জন্মিল এবং সেই প্রাণ হইতে বায়ুর অভ্যুদয় বা আবির্ভাব হইল ; সুতরাং নাসিকাদ্বয়ে বায়ু প্রাণের অধিষ্ঠাতারূপে লোকপালের কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরে দুইটি চক্ষুঃ নির্ভিন্ন হইল, চক্ষুর্গোলকদ্বয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় হইল, এবং তাহা হইতে সূর্য্যের উদয় হইল। এইজন্য চক্ষুর্গোলকে সূর্য্যই চক্ষুর্দ্বয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া লোকপালকার্য্য করিতে লাগিলেন। তারপর দুইটি কর্ণশষ্কুলী নির্ভিন্ন হইল। সেই কর্ণছিদ্রদ্বয়ে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইল ও তাহা হইতে দিক্‌সকল অভ্যুত্থিত বা উদিত

নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদাত্মষট্কে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

অক্ষিণী, কর্ণৌ, ত্বক্, হৃদয়মন্তঃকরণাধিষ্ঠানম্, মনোঽন্তঃকরণম্, নাভিঃ সর্ব্বপ্রাণনিবন্ধনস্থানং। তস্মাদপানসংযুক্তত্বাদপান ইতি পায্বিন্দ্রিয়মুচ্যতে। তস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃত্যুর্যথান্যত্র, তথা শিশ্নং নিরভিদ্যত। প্রজননেন্দ্রিয়স্থানমিন্দ্রিয়ং রেতোবিসর্গার্থত্বাৎ সহ রেতসোচ্যতে রেতস আপ ইতি ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎকৃতাবৈতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

হইল। অতএব দিক্ সকলই শ্রোত্রের অধিষ্ঠাতারূপে লোকপালের কার্য্য করিতে লাগিল। অনন্তর চর্ম্মসম্বন্ধ ত্বগুলের নির্ভেদ হইল, তাহাতে লোমসহচরিত স্পর্শনেন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি হইল এবং তাহা হইতে ওষধিবনস্পতির অধিদেবতা বায়ুর উদ্ভব হইল। এজন্য বায়ুই ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া লোকপালের কার্য্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অন্তঃকরণ গোলক নির্ভিন্ন হইল। সেই হৃদয়ে অন্তঃকরণ মনঃ উদ্ভূত হইল, তথা হইতে চন্দ্রমার অভ্যুদয় হইল, সুতরাং চন্দ্রমাই মনের অধিষ্ঠাতা ও লোকপালরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তারপর নাভি নির্ভিন্ন হইল, নাভি হইতে অপানসংবন্ধ পায়ু-ইন্দ্রিয়ের (মলদ্বারের) উদ্ভব হইল এবং সেই পায়ু-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মৃত্যুদেবই তাহার লোকপাল। এই নাভিই সর্ব্বপ্রাণবন্ধন স্থান। সেইরূপ শিশ্ন অর্থাৎ প্রজননেন্দ্রিয়স্থান সঞ্জাত বা উৎপন্ন হইল, সেই প্রজনস্থানে রেতঃসম্বন্ধ প্রজননেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল এবং সেই রেতঃ—অর্থাৎ উপস্থ হইতে অপের সৃষ্টি হইল, সেই অপ্ তাহার অধিষ্ঠাতাদেবতা হইয়া লোকপালকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪ ॥

ইতি আত্মষট্কে প্রথমখণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥ ১ ॥

তা এতা অগ্ন্যাদয়ো দেবতা লোকপালত্বেন সঙ্কল্প্য সৃষ্টা ঈশ্বরেণাস্মিন্ সংসারার্ণবে সংসারসমুদ্রে মহত্যবিদ্যাকামকর্ম্মপ্রভবদুঃখোদ্রেকে তীব্ররোগজরামৃত্যুমহাগ্রাহে অনাদাবনন্তে অপারে নিরালম্বে বিষয়েন্দ্রিয়জনিতসুখলবক্ষণবিশ্রামে পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থতৃষ্ণামারুতবিক্ষোভোত্থিতানর্থশতমহোর্ম্মৌ মহারৌরবাদ্যনেকনিরয়গতহাহেত্যাদিকূজিতাক্রোশনোদ্ভূতমহারবে সত্যার্জ্জবদানদয়াহিংসাদমশমধৃত্যাদ্যাত্মগুণপাথেয়পূর্ণজ্ঞানোডুপে সৎসঙ্গসর্ব্বত্যাগমার্গে মোক্ষতীরে এতস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্ পতিতবন্তঃ।

‘ঈশ্বর লোকপালরূপে সঙ্কল্পিত সেই অগ্নি-আদি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়া এই সংসারস্বরূপ মহাসমুদ্রে নিপতিত করিয়াছিলেন।’

—এই সংসার বা পরিদৃশ্যমান জগৎ বিরাট্ পুরুষের দেহ। সংসারটি মহাসমুদ্রের ন্যায়,—অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মাদি হইতে যে দুঃখ জন্মে, সেই দুঃখই ঐ সমুদ্রের জল। রোগ শোক জরা মৃত্যু তাহার জলচারী তীব্রপ্রভাব হিংস্র প্রকৃতি মকর প্রভৃতি জলজন্তু। এ সাগরের আদি ও অন্ত কিছুই নাই, অপার; নিরাশ্রয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে ক্ষণিক সুখলেশ জন্মে, কেবল সেইটুক ধরিয়াই বিশ্রাম করিতে পারা যায়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদির পঞ্চ বিষয় উপভোগের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই বায়ুরূপী হইয়া ঐ সমুদ্রে অশেষবিধ অনর্থরূপে উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত করিয়াছে। মহারৌরব আদি নরকসমূহ হইতে উত্থিত ‘হা হতাশ রোল’ প্রভৃতি কর্ণজ্বরকারী বিকট চীৎকার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম অপত্য আদির বিয়োগজনিত মাতৃ প্রভৃতি গুরুজনের মৃত হৃদয় হইতে সদ্য উত্থিত ইন্দ্রিয়োচ্ছোষণকর পাষাণবিদারণকারী আক্রন্দনই ঐ সাগরের কল্লোল মহাধ্বনি। সত্য, সারল্য, দান, দয়া, অহিংসা, শম, দম ও ধৃতি, আদি আত্মগুণরূপ পাথেয়ে পূর্ণ জ্ঞানই ঐ সাগরের পারে যাইবার একমাত্র ভেলা। সৎ-সঙ্গ ও সর্ব্বত্যাগই ঐ সমুদ্রের

তস্মাদগ্ন্যাদিদেবতাপ্যয়লক্ষণাপি যা গতির্ব্ব্যাখ্যাতা জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠানফলভূতা, সাপি নালং সংসারদুঃখোপশমায়েত্যয়মত্র বিবক্ষিতার্থঃ। যতঃ এবং, তস্মাদেবং বিদিত্বা, পরং ব্রহ্মাত্মাত্মনঃ সর্ব্বভূতানাঞ্চ যো বক্ষ্যমাণবিশেষণঃ, প্রকৃতশ্চ জগদুৎপত্তিস্থিতিসংসারহেতুত্বেন সর্ব্বসংসারদুঃখোপশমনায় বেদিতব্যঃ, তস্মাৎ "এষ পন্থা এতৎ কর্ম্মৈতদ্ ব্রহ্মৈতৎ সত্যং যদেতৎ পরব্রহ্মাত্মজ্ঞানম্" "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে"তি মন্ত্রবর্ণাৎ।

তং স্থানকরণদেবতোৎপত্তিবীজভূতং পুরুষং প্রথমোৎপাদিতং পিণ্ডমা-

পরপারে যাইবার পরিচিত নিরুপদ্রব পথ। ঐ সমুদ্রের তীরপ্রদেশেই মোক্ষ।—এইরূপ মহাসাগরে নিপতিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঋক্‌পাদে স্পষ্টই বলা হইল,—অগ্নি-আদিদেবতাগণকে সংসারসাগরে নিপতিত করিলেন। যখন অগ্ন্যাদিদেবতাগণ সংসারে পতিত, তখন তাঁহাদিগের জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের একসহযোগে যদি অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাহইলে তাহাহইতে যে ফলোদয় হইবে, সে ফল সংসারমণ্ডলান্তর্বর্ত্তি-প্রদেশবিশেষেই নিশ্চয় আবদ্ধ থাকিবে। কেবল সংসারসীমাবদ্ধ থাকিবে, এমন নহে; তদ্দ্বারা সংসারদুঃখের কোনও রূপে কখনই উপশম হইতে পারিবে না। অতএব ইহা জানিয়া কেবলমাত্র আত্মার জ্ঞানে তৎপর হওয়া উচিত। নিজের ও সমস্তপ্রাণীর যিনি আত্মা, ইহার পর যাঁহার নির্ণয়ার্থ কতকগুলি বিশেষণ—ধর্ম্ম উপস্থাপিত করা যাইবে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই উপনিষদের প্রারম্ভ হইয়াছে, সর্ব্ববিধসংসারদুঃখাপশমনের জন্য তাঁহাকেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ রূপে জানা উচিত। 'এই যে পরব্রহ্মের সহিত আত্মার একতাজ্ঞান, ইহাই সংসারসাগরের পরপারে যাইবার একমাত্র পন্থাঃ; আত্মতত্ত্বলাভার্থে কিছু কর্ম্ম যদি কর্ত্তব্য থাকে, তবে ইহাই কর্ম্ম, আর সব অকর্ম্ম; যদি কিছু বৃহত্তম পদার্থ থাকে, তবে এই ব্রহ্মজ্ঞানই বৃহত্তম, যদি কিছু সত্য বলিয়া জানিতে হয়, তবে ইহাই একমাত্র সত্য; অন্য সকলই মিথ্যা। 'এই সংসারার্ণবকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপযুক্ত পন্থা আর নাই।' ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণ দেদীপ্যমান থাকায়, বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কেবলাত্মবিজ্ঞান ভিন্ন আর অন্যপ্রকার পথ নাই। অতএব একমাত্র পথই—আত্মজ্ঞান।

ত্মানমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জদনুগমিতবান্ সংযোজিতবানিত্যর্থঃ। তস্য কারণভূতস্যাশনায়াদিদোষবত্বাৎ তৎকার্য্যভূতানামপি দেবতানামশনায়াদিমত্বম্।

তাস্ততোঽশনায়াপিপাসাভ্যাং পীড্যমানা এবং পিতামহং স্রষ্টারমব্রুবন্নুক্তবত্যঃ। আয়তনমধিষ্ঠানং নোঽস্মভ্যং প্রজানীহি বিধৎস্ব, যস্মিন্নায়তনে প্রতিষ্ঠিতাঃ সমর্থাঃ সন্তোঽন্নমদাম ভক্ষয়াম ইতি ॥ ১ ॥

'গোলক, করণ ও দেবতার উৎপত্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ, প্রথমে উৎপাদিত, পিণ্ডস্বরূপ সেই আত্মা বিরাট্ পুরুষকে অশনায়া (বুভুক্ষা বা ভোজন করিবার ইচ্ছা) ও পিপাসার (পান করিবার ইচ্ছার) সহিত সংযোজিত করিয়াছিলেন।'—ক্ষুধা ও পিপাসা পূর্ব্বোৎপন্ন পুরুষকে আশ্রয় করিল।

যখন সেই পিণ্ডের ভোজনেচ্ছা ও পিপাসা উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার ফলে দেবতাগণ সেই ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াছিল, তখন তাহার চিন্তা কখনই অস্বাভাবিক হইতে পারে না।

কোনরূপ বাধা না থাকিলে, কারণের যাবতীয় গুণ প্রায়শঃ কার্য্যে উপসংক্রামিত হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম; সুতরাং দেবতাগণের বুভুক্ষা ও পিপাসা হইয়াছিল।

'তারপর সেই দেবতাগণ অশনায়া ও পিপাসা দ্বারা পীড্যমান হইয়া সৃষ্টিকারী পিতামহকে বলিয়াছিল,—আমরা যে আয়তনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভোজন করিতে সমর্থ হইব ও অন্ন ভোজন করিতে পারিব, আমাদিগকে তাদৃশ আয়তন (থাকিবার স্থান) সম্পাদিত করিয়া দাও।'

এই বিরাট্ দেহ দেবতাগণের আয়তন বা শরীর হইতে পারিত; কিন্তু বিরাটের দেহটি এতই বিশাল যে, তত বড় দেহে দেবতাগণ থাকিতে ও সেই দেহের উপযুক্ত আহার সম্পাদন করিতে অসমর্থ বলিয়া নিজেদের যোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টিদেহ সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যদ্যপি আমাদের ব্যষ্টি দেহের ন্যায় ব্যষ্টিদেহ দেবতাগণের না থাকিলেও তাঁহারা চরু পুরোডাশাদিহবিঃ ভোজন করিতে সমর্থ, তথাপি দেবতার যোগ্য ব্যষ্টি দেবদেহ ব্যতীত কি হবির্ভোজনাদিও সম্পন্ন হইতে পারে? এই জন্যই দেবতারা এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল ॥ ১ ॥

তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তাভ্যোঽশ্বমানয়ত্তা অব্রুন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥ ২ ॥

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ, তা অব্রুবন্ সুকৃতম্ বতেতি। পুরুষো বাব সুকৃতং তা অব্রবীদ্‌যথায়তনং প্রাবিশতেতি ॥ ৩ ॥

এবমুক্ত ঈশ্বরস্তাভ্যো দেবতাভ্যো গাং গবাকৃতিবিশিষ্টং পিণ্ডং তাভ্য এবাদ্ভ্যঃ পূর্ব্ববৎ পিণ্ডং সমুদ্ধৃত্য মূর্চ্ছয়িত্বা আনয়ৎ দর্শিতবান্। তাঃ পুনর্গবাকৃতিং দৃষ্ট্বাঽব্রুবন্। ন বৈ নোঽস্মদর্থমধিষ্ঠানায়ান্নমত্তুময়ম্ পিণ্ডোঽলম্। ন বৈ অলং পর্য্যাপ্তম্। ন যোগ্য ইত্যর্থঃ।

গবি প্রত্যাখ্যানে তথৈবাশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥

সর্ব্বপ্রত্যাখ্যানে তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ স্বযোনিভূতম্। তাঃ স্বযোনিং

'ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর সেই অপ্‌বহুল তরল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত রাশি হইতে পূর্ব্ববৎ একটি পিণ্ডের উদ্ধার করিয়া পরস্পর অবয়ব সংযোজন দ্বারা গবাকৃতি একটি পিণ্ড তাহাদিগকে দিবার জন্য আনিয়াছিলেন।

সেই দেবগণ সেই পিণ্ডটিকে গবাকৃতি দেখিয়া বলিয়াছিল, ইহা আমাদিগের অধিষ্ঠানের এবং ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভোজন করিবারও যোগ্য এ পিণ্ড নহে।'

(বোধ হয় গোশরীরের মুখভাগের উপরে দন্ত না থাকায় দূর্ব্বাদির মূল তুলিয়া চর্ব্বণের অসুবিধা হইবে। এই জন্য গোশরীর প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।)

'সেইরূপে সেই তরল পঞ্চীকৃত রাশি হইতে অশ্বাকারের একটি পিণ্ড উদ্ধৃত ও সংমূর্চ্ছিত করিয়া দেবতাগণের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলেন। দেবতাগণ তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—ইহাও আমাদিগের থাকিবার ও ইহাতে থাকিয়া ভোজনাদির সুবিধা হইবে না, বা এটিতে থাকিবার এবং থাকিয়া ভোজনাদির সুযোগ্য এটি হইবে না। (অশ্বটা বিবেকজ্ঞানহীন বলিয়াই অযোগ্য হইল।) ॥ ২ ॥

এইরূপে ঈশ্বরের সমস্ত তির্য্যক্ জাতির দেহসরূপ দেহ আনিয়া সেই

অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে

পুরুষং দৃষ্ট্বাঽখিন্নাঃ সত্যঃ সুকৃতং শোভনমিদমধিষ্ঠানং বতেত্যব্রুবন্। তস্মাৎ পুরুষো বাব পুরুষ এব সুকৃতং, সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ। স্বয়ং বা স্বেনৈবাত্মনা স্বমায়াভিঃ কৃতত্বাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে। তা দেবতা ঈশ্বরোঽব্রবীৎ। ইষ্টমাসামিদমধিষ্ঠানমিতি মত্বা সর্ব্বে হি স্বযোনিষু রমন্তে। অতো যথায়তনং যস্য যদ্বদনাদিক্রিয়াযোগ্যমায়তনং, তৎ প্রাবিশতেতি ॥ ৩ ॥

তথাস্ত্বিত্যনুজ্ঞাং প্রতিলভ্য ঈশ্বরস্য নগর্য্যামিব বলাধিকৃতাদয়ো, অগ্নির্ব্বাগভিমানী বাগেব ভূত্বা স্বাং যোনিং মুখং প্রাবিশত্তথোক্তার্থমন্যৎ। বায়ুর্নাসিকে

দেবতাগণকে দেখাইলে, তাঁহারা সে সমস্ত 'প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর ঈশ্বর সেই তরলায়িত ভূতরাশি হইতে একটি—পিণ্ড উদ্ধার করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোজন করিয়া—'স্বযোনিভূত বিরাট্ পুরুষের দেহের সজাতীয় একটি পুরুষাকার দেহ আনিয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত করিলেন। তাহারা স্বযোনিভূত পুরুষাকার দেহ দেখিয়া অখিন্নভাবে বলিয়াছিল।—

—বেশ ত সুকৃত বা সুনির্ম্মিত হইয়াছে। সকলপ্রকার পুণ্যকর্ম্মের কারণ বলিয়া পুরুষই সুকৃত. অর্থাৎ ইহা দ্বারা অনেক পুণ্যকর্ম্ম হইবে, এই জন্যই এই পুরুষাকার এত শোভমান হইয়াছে। অথবা ঈশ্বর মায়ার সাহায্যে নিজেই এই পুরুষ দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া এটি সুষ্ঠু কৃত, অর্থাৎ অতিশয় সুন্দর করা হইয়াছে। ঈশ্বর সেই দেবতাগণকে বলিয়াছিলেন ;—(এইরূপ অধিষ্ঠান বা দেহ আমাদিগের অভিলষিত, এই মনে করিয়া সকলেই স্বযোনিজাত পরিবারবর্গে রমমাণ হইয়া থাকে।) সুতরাং তোমরা, যাহার যে যে আয়তন বা গোলক স্থান, সে সেই গোলক স্থানেই প্রবেশ কর।'—অর্থাৎ ইহাই তোমাদের উপযুক্ত অধিষ্ঠান ; অতএব তোমরা যথাযোগ্য স্থানে প্রবেশ কর ॥ ৩ ॥

রাজার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বলাধিকৃত সেনাপতি প্রভৃতিরা যেরূপ নগরীর মধ্যে যথাস্থানে প্রবেশ করে ; সেইরূপে ঈশ্বরের অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া দেবতাগণের মধ্যে,—

'অগ্নি বাগভিমানী বলিয়া বাক্‌মূর্ত্তিতে, অর্থাৎ বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ

প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্ মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশৎ ॥ ৪ ॥

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ

আদিত্যোঽক্ষিণী, দিশঃ কর্ণৌ, ওষধিবনস্পতয়স্ত্বচম্, চন্দ্রমা হৃদয়ম্, মৃত্যুর্নাভিম্, আপঃ শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥ ৪ ॥

এবং লব্ধাধিষ্ঠানাসু দেবতাসু নিরধিষ্ঠানে সত্যাবশনায়াপিপাসে তমীশ্বরমব্রূবতামুক্তবত্যৌ, আবাভ্যামধিষ্ঠানমভিপ্রজানীহি চিন্তয় বিধৎস্বেত্যর্থঃ। স ঈশ্বর এবমুক্তস্তেঽশনায়াপিপাসেঽব্রবীৎ। ন হি যুবয়োর্ভাবরূপত্বাচ্চেতনাবদ্বস্ত্বনধিকৃত্যান্নাত্তৃত্বং সম্ভবতি; তস্মাদেতাস্বেবাগ্ন্যাদিষু যুবাং দেবতাস্বধ্যা-

---

করিল। প্রাণাভিমানী-বায়ু, প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বারে প্রবিষ্ট হইল। চক্ষুরভিমানী আদিত্য, চক্ষুঃস্বরূপে অক্ষিগোলকে প্রবেশ করিল। শ্রোত্রাভিমানী দিক্‌সকল, শ্রোত্ররূপে কর্ণগর্ভে প্রবেশ করিল। সলোম ত্বগভিমানী, বায়ু (ওষধিবনস্পতি) সলোমত্বঙ্মূর্ত্তি ধরিয়া চর্ম্মমণ্ডলে প্রবেশ করিল। মনোঽভিমানী চন্দ্রমাঃ, অন্তঃকরণরূপে হৃদয়পুণ্ডরীকে প্রবেশ করিল। অপানসংবদ্ধ পায়ু-অভিমানী মৃত্যু, অপানসম্বদ্ধ পায়ুরূপে নাভিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। রেতঃসম্বদ্ধ উপস্থাভিমানী অপ্ সকল, রেতঃসম্বদ্ধ শিশ্নাকারে শিশ্নমণ্ডলে প্রবেশ করিল ॥' ৪ ॥

এইরূপে দেবতাগণ স্ব স্ব আয়তনে অধিষ্ঠিত হইলে, অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা নিরাশ্রয় হইয়া সেই ঈশ্বরকে বলিয়াছিল,—আমাদিগের দু'টির অধিষ্ঠানের বিষয় একটু চিন্তা করুন,—অর্থাৎ আশ্রয়স্থান প্রদান করুন। আমরা কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্ন ও জলের পান ও ভোজন করিব? এই কথা বলিলে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন,—তোমরা দুইজনে ভাবপদার্থমাত্র,—অর্থাৎ চেতনাবিশিষ্ট বস্তুর ধর্ম্মবিশেষ; সুতরাং তোমরা সেরূপ বস্তুর আশ্রয় না পাইলে অন্নজলের অত্তা—খাদক হইতে পারিবে না। এইজন্য

করোমীতি। তস্মাদ্যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদাত্মষট্‌কে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ষ্যাধিদেবতাসু আভজামি বৃত্তিসংবিভাগেনানুগৃহ্ণামি। এতাসু ভাগিনৌ যদ্দেবত্যো যো ভাগো হবিরাদিলক্ষণঃ স্যাৎ, তস্যাস্তেনৈব ভাগেন ভাগিনৌ ভাগবত্যৌ বাং করোমীতি সৃষ্ট্যাদাবীশ্বর এবং ব্যদধাৎ যস্মাত্তস্মাদিদানীমপি যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ অর্থায় হবির্গৃহ্যতে চরুপুরোড়াশাদিলক্ষণং, ভাগিন্যৌ এব ভাগবত্যাবেবাস্যাং দেবতায়ামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

তোমাদিগের দুইজনকে এই আত্মাধিকারী (অধ্যাত্মে) দেহাধিকারে বাগাদিকরণরূপী এবং দেবতাধিকারে (অধিদৈবতে) অগ্ন্যাদিরূপী দেবতাগণের মধ্যেই বৃত্তি বিভাগ দ্বারা অনুগ্রহ করিলাম,—অর্থাৎ দেবতাগণের মধ্যে সমানবৃত্তিভোগী হইয়া থাকিবে। ইহাদিগের মধ্যে যে দেবতার বা যে করণের উদ্দেশে চরু ও যজ্ঞিয় ঘৃতাদি বা শব্দাদি বিষয় গৃহীত হইবে, তোমরা দুইজনে সেই ভাগেই সমভাগী হইবে। ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে এইরূপ বিধান করিয়াছিলেন বলিয়া, যে কোন দেবতার বা করণের জন্য হবিঃ, পুরোডাশাদি বা শব্দাদি বিষয় গৃহীত হইবে, সেই দেবতায় বা সেই করণে অশনায়া ক্ষুধা ও পিপাসা, তাহার ভাগহারিণী বা অংশভাগী হইয়া অধিষ্ঠিত হইবে ॥ ৫ ॥

ইতি আত্মষট্‌কে দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়খণ্ডঃ।

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥ ১ ॥

সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥ ২ ॥

স এবমীশ্বর ঈক্ষত। কথমিমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ ময়া সৃষ্টা অশনায়াপিপাসাভ্যাঞ্চ সংযোজিতাঃ। অতো নৈষাং স্থিতিরন্নমন্তরেণ। তস্মাদন্নমেভ্যো লোকপালেভ্যঃ স্বৈজে সৃজে ইত্যেবং হি লোকে ঈশ্বরানুগ্রহে নিগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যং দৃষ্টং স্বেষু; তদ্বন্মহেশ্বরস্যাপি সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বান্ প্রতি নিগ্রহানুগ্রহে স্বাতন্ত্র্যমেব ॥ ১ ॥

স ঈশ্বরোঽন্নং সিসৃক্ষুস্তা এব পূর্ব্বোক্তা অপ উদ্দিশ্যাভ্যতপৎ। তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্য উপাদানভূতাভ্যো মূর্ত্তির্ঘনরূপং ধারণসমর্থং চরাচরলক্ষণমজায়তোৎপন্নং। অন্নং বৈ তন্মূর্ত্তিরূপং, যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়ত ॥ ২ ॥

‘সেই ঈশ্বর তারপর বিতর্ক করিয়াছিলেন, এই-ত লোক ও লোকপালগণের সৃষ্টি করিলাম; কিন্তু অন্ন ব্যতীত ইহাদিগের জীবনধারণ কি রূপে সম্ভব হইবে? অতএব ইহাদিগের জন্য অন্ন সৃষ্টি করিব॥’

—লোকে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বীয় জনের উপর অনুগ্রহ ও নিগ্রহ বিষয়ে অধিপতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, সেইরূপ সকলের ঈশ্বর সেই মহেশ্বরের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ জগতের অধিপতি ঈশ্বর লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদিকে ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর্য দেখিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের খাদ্যোপযোগীস্বরূপ খাদ্যাখাদ্য অন্নের সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন॥ ১ ॥

‘সেই ঈশ্বর সেই তরল পঞ্চীভূত রাশিকে উদ্দেশ করিয়া অন্ন সৃষ্টির জন্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন’—অর্থাৎ ‘সেই পঞ্চভূত হইতে মনুষ্যাদির অন্ন ব্রীহ্যাদি (ধান্যাদি) ও মার্জ্জারাদির অন্ন মূষিকাদি জন্মাক।’ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অন্ন সৃষ্টির জন্য সেই পঞ্চ ভূত ঈশ্বরের জ্ঞানা-

তদেনৎ সৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ তদ্বাচাঽজিঘৃক্ষত্তন্না-শক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনদ্বাচাঽগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৩ ॥

তদেনদন্নং লোকপালানামভিমুখেঽসৃষ্টং তদ্যথা মূষকাদির্মার্জ্জারাদি-গোচরে সন্ মম মৃত্যুরয়মিতি মত্বা পরাগঞ্চতীতি পরাঙ্ সদত্যতী-ত্যাজিঘাংসদতিগন্তুমৈচ্ছৎ পালয়িতুং প্রারভত ইত্যর্থঃ। তদস্যাভিপ্রায়ং মত্বা স লোকলোকপালসংঘাতঃ কার্য্যকারণলক্ষণঃ পিণ্ডঃ প্রথমজত্বাদন্যাংশ্চান্নাদান-পশ্যংস্তদন্নং বাচা বদনব্যাপারেণাজিঘৃক্ষদ্গ্রহীতুমৈচ্ছৎ তদন্নং নাশক্নোৎ সমর্থোঽভবদ্বাচা বদনক্রিয়য়া গ্রহীতুমুপাদাতুম্। স প্রথমজঃ শরীরী যদ্যদি হৈনদ্বাচাঽগ্রহৈষ্যদগৃহীতবান্ স্যাৎ, সর্ব্বোঽপি লোকস্তৎকার্য্যভূতত্বাদন্ন-মভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যত্তৃপ্তোঽভবিষ্যৎ। ন চৈতদস্ত্যতো নাশক্নোদ্বাচা গৃহীতুমিত্যবগচ্ছামঃ পূর্ব্বজোঽপি। সমানমুত্তরম্ ॥ ৩ ॥

রূঢ় হওয়ায়—সেই "অপ্ হইতে ঘনাকার শরীরধারণসমর্থ মূষকাদি ও ব্রীহিআদি চরাচর মূর্ত্তি জন্মিয়াছিল। সেই যে মূর্ত্তি জন্মিয়াছিল,—তাহাই অন্ন।' ২ ॥

যেমন মূষকাদি মার্জ্জারাদির নিকট সৃষ্ট হইয়া,—এ আমার মৃত্যুস্বরূপ, আমি ইহার খাদ্য, এ আমার খাদক বা মারক বলিয়া মনে করিয়া থাকে ও পলাইতে আরম্ভ করে, সেইরূপে 'ঐ মূর্ত্তিধারী সেই সকল অন্ন বহির্ভাগ অবলম্বন করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।' সেই সকল অন্নের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সেই লোকপাল সমূহে বিরচিত কার্য্যকরণস্বরূপ পিণ্ড প্রথমোৎপন্ন বলিয়া অন্যান্য অন্নভোজীকে দেখেন নাই ; সুতরাং ভোজনের জন্য অন্নের নাম ধরিয়া ডাকিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাক্যদ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। সেই প্রথমজ শরীরী যদি বাক্য-দ্বারা সেই মূর্ত্তিময় অন্নকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তদনন্তর-জাত অন্নভোজীরাও,—অর্থাৎ সকল প্রাণীরাই অন্নের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বা বর্ণনা করিয়া ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত।' ৩ ॥

তৎপ্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাঽগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৪ ॥
তচ্চক্ষুষাঽজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাঽগ্রহৈষ্যদ্দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৫ ॥
তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাঽগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৬ ॥
তত্ত্বচাঽজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোত্ত্বচা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনত্ত্বচাঽগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৭ ॥

তৎ প্রাণেন তচ্চক্ষুষা তচ্ছ্রোত্রেণ তত্ত্বচা তন্মনসা তচ্ছিশ্নেন তেন করণব্যাপারেণান্নং গ্রহীতুমশক্নুবন্ পশ্চাদপানেন বায়ুনা মুখচ্ছিদ্রেণ তদন্নমজিঘৃক্ষৎ

তারপর, তিনি সেই অন্নকে প্রাণদ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাণদ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি যদি প্রাণদ্বারা এই অন্নের গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অনন্তরজাত অন্নাদগণও প্রাণদ্বারা অন্নকে অভিপ্রাণীত করিয়া, অর্থাৎ আঘ্রাণ করিয়াই অন্ন ভোজনে তৃপ্ত হইতে পারিত ॥ ৪ ॥

তদনন্তর, তিনি সেই অন্নকে চক্ষুর্দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু চক্ষুর্দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি যদি চক্ষুর্দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে অন্যান্য অন্নভোজীরা, অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেই চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়াই অন্ন ভোজনের তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইত ॥ ৫ ॥

অনন্তর, তিনি শ্রোত্রদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রোত্রদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে তিনি সক্ষম হন নাই। যদ্যপি তিনি শ্রোত্রদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে সকল অন্নভোজীরাই শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করিয়াই অন্ন ভোজনের তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইত ॥ ৬ ॥

পরে, তিনি ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যদি তিনি ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ

তন্মনসাঽজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনন্মনসাঽগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৮ ॥
তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাঽগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৯ ॥
তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদাঽবয়ৎ সৈষোঽন্নস্য গ্রহো
যদ্বায়ুরন্নায়ুর্ব্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥ ১০ ॥

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি স ঈক্ষত কতরেণ

তদাঽবয়ৎ তদন্নমেবং জগ্রাহাশিতবান্। তেন স এষোঽপানবায়ুরন্নস্য গ্রহোঽন্নগ্রাহক ইত্যেতৎ। যদ্বায়ুর্যো বায়ুঃ অন্নায়ুরন্নবন্ধনোঽন্নজীবনো বৈ প্রসিদ্ধঃ স এষ যো বায়ুঃ ॥ ৪—১০ ॥

স এবং লোকলোকপালসঙ্ঘাতস্থিতিমন্ননিমিত্তাং কৃত্বা পুরপৌরতৎপালয়ি-

---

করিতে পারিতেন, তবে অন্য ভোক্তারা, অর্থাৎ সকলেই অন্নকে স্পর্শ করিয়াই ভোজনের তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিত ॥ ৭ ॥

তদনন্তর, তিনি মনঃ দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু মনঃ দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি যদি মনঃ দ্বারা ধ্যান করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে অন্যান্য অন্নভোজীরাও মনঃদ্বারা ধ্যান করিয়া অন্নকে ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত ॥ ৮ ॥

তারপর, তিনি শিশ্নদ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু শিশ্নদ্বারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যদি তিনি শিশ্নদ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে অন্য ভোক্তারাও, অর্থাৎ সকল প্রাণীই শিশ্নদ্বারা অন্নকে বিসর্জ্জন করিয়া অন্নভোজনের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত ॥ ৯ ॥

পরে, মুখছিদ্রদ্বারা অন্তর্গমনকারী অপান বায়ু কর্ত্তৃক তিনি অন্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং গ্রহণ করিতেও,—অর্থাৎ অপান বায়ুকর্ত্তৃক মুখদ্বারা অন্ন ভোজন করিতেও পারিয়াছিলেন। সেই জন্য সেই এই অপানবায়ু অন্নের গ্রহ,—অর্থাৎ অন্নগ্রাহক বা ভক্ষক। যে বায়ু অন্নায়ুঃ বা অন্নজীবন বা অন্নবন্ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ, সে বায়ু এই অপানই—অপাননামে প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ ॥ ১০ ॥

তারপর, আবার তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন;—

প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাঽভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাঽভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা

তৃহ্নিভিসহায়ং স্বামীব ঈক্ষত কথং নু কেন প্রকারেণেতি বিতর্কয়ন্নিদং মদৃতে মামন্তরেণ পুরস্বামিনম্। যদিদং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং কার্য্যং বক্ষ্যমাণং কথং নু খলু মামন্তরেণ স্যাৎ পরার্থং সৎ, যদি বাচাঽভিব্যাহৃতমিত্যাদি কেবলমেব বাগ্ব্যবহরণাদি তন্নিরর্থকং, ন কথঞ্চন ভবেৎ। বলিস্তুত্যাদিবৎ পৌরবন্দ্যাদিভিঃ প্রযুজ্যমানং স্বাম্যর্থং সত্তৎস্বামিনমন্তরেণাসত্যেব স্বামিনি; তদ্বৎ। তস্মান্ময়া পরেণ স্বামিনাঽধিষ্ঠাত্রা কৃতাকৃতফলসাক্ষিভূতেন ভোক্ত্রা ভবিতব্যং, পুরস্যেব রাজ্ঞা। যদি নামৈতৎ সংহতকার্য্যস্য পরার্থত্বং পরার্থিনং মাঞ্চেতনমন্তরেণ ভবেৎ পুরপৌরকার্য্যমিব, তৎস্বামিনমন্তরেণাথ কোঽহং কিংস্বরূপঃ কস্য বা স্বামী, যদ্যহং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমনুপ্রবিশ্য বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদিফলং নোপলভে; রাজেব পুরমাবিশ্যাধিকৃতপুরুষকৃতাকৃতাবেক্ষণম্। ন কশ্চিন্মামযং

কি প্রকারে এই সকল অন্ন, লোক ও লোকপালগণ আমাব্যতিরেকে সার্থক হইবে, অর্থাৎ এই সকল কার্য্যকরণাত্মক সফল হইতে পারে? তিনি আবার পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন,—কোন্ মার্গদিয়াই বা এই পুরস্বরূপ দেহমধ্যে প্রবেশ করি? আবার তিনি তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন,—যদি কেবল বাক্ই বাগ্ ব্যবহার করিল, অর্থাৎ কথা কহিতে বা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইল, যদি কেবল ঘ্রাণই, অর্থাৎ প্রাণ বা প্রাণবায়ু আঘ্রাণ লইল, যদি কেবল চক্ষুই দর্শন করিল, যদি কেবল শ্রোত্রই শ্রবণ করিল, যদি কেবল ত্বক্ই স্পর্শ করিতে থাকিল, যদি কেবল মনই ধ্যানে ব্যাপৃত হইল, যদি কেবল অপানই ভোজ্য গ্রহণ করিতে থাকিল এবং যদি কেবল শিশ্নই বিসর্জ্জন করিতে থাকিল; তবে আর আমি কে রহিলাম?[১]

—যেমন কোন গৃহপতি পুর, পৌরজন ও তদুভয়ের পালনকারীর যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া পর্য্যালোচনা করে,—আমি যদি এই পুরের স্বামী না থাকি, তবে ইহা কি প্রকারে হয়? যেমন স্বামীর জন্য উপস্থাপিত পৌরবন্দীআদির স্তবপাঠ স্বামী না থাকিলে বৃথা হয়, সেইরূপ আমি যদি এই পুরে কৃতাকৃতফলের সাক্ষীভূত ভোক্তা না হই; তাহা হইলে যেমন রাজা না থাকিলে রাজপুর বৃথা হয়, সেইরূপ এ পুরও বৃথা হইবে। পক্ষান্তরে, আমিই

স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥ ১১ ॥

সন্নেবংরূপশ্চেত্যধিগচ্ছেদ্বিচারয়েৎ। বিপর্য্যয়ে তু যোঽয়ং বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদীদমিতি বেদ, স সন্ বেদনরূপশ্চেত্যধিগন্তব্যোঽহং স্যাং, যদর্থমিদং সংহতানাং বাগাদীনামভিব্যাহৃতাদি। যথা স্তম্ভকুড্যাদীনাং প্রাসাদাদিসংহতানাং স্বাবয়বৈরসংহতপরার্থত্বং; তদ্বদিত্যেবমীক্ষিত্বাঽতঃ কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। প্রপদঞ্চ মূর্দ্ধা চাস্য সঙ্ঘাতস্য প্রবেশমার্গাবনয়োঃ কতরেণ মার্গেণেদং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতলক্ষণং পুরং প্রপদ্যৈ প্রপদ্যেয়মিতি ॥ ১১ ॥

বা কে, আর আমি কিসেরই বা স্বামী, যদি আমি কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতরূপ দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বাগাদি-ইন্দ্রিয়ের কথোপকথনাদিরূপফলের উপভোগ নাই করিলাম? রাজা যদি পুরপ্রবেশ করিয়া অধিকৃত রাজপুরুষদিগের কার্য্যাকার্য্য অবেক্ষণ করিতে না পারিলেন, তবে তিনি কি প্রকারের রাজা? যেমন কেহই সেই রাজাকে অবলম্বন করিয়া 'এ রাজা এই প্রকার সদ্গুণশালী;—এইরূপে তাঁহার কার্য্যালোচনা করে না; সেইরূপ আমাকে অবলম্বন করিয়া কেহই 'এই দেহের অধীশ্বর, এই প্রকারের স্বরূপশালী;'—এইরূপে পর্য্যালোচনা করিবে না। বিপর্য্যয়ে,—অর্থাৎ যদি আমি এই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই বাগাদি-ইন্দ্রিয়গ্রামের বচনব্যবহারাদিফলের উপভোক্তা হইতে পারি, তবে লোকে আমাকে এইরূপে জানিবে যে, আমি বাগাদিকরণ-সমূহকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে বাগ্ব্যবহারাদি করিয়া থাকি। অতএব আমি সৎস্বরূপ জ্ঞান (বেদস্বরূপ) স্বরূপী, অর্থাৎ সৎ ও চিৎস্বরূপ,—যাহার জন্য সংহত-বাগাদিকরণগ্রামের এই বাগ্ব্যবহারাদি হইয়া থাকে। যেমন স্তম্ভ, কুড্য (দেওয়াল), ইষ্টক, চূর্ণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের সংহননে—তাদৃশ গ্রন্থিদ্বারা বিনির্ম্মিত একটি সংহত ভবন, স্বাবয়বীভূত সেই স্তম্ভকুড্যাদি দ্বারা অসংহত—অনির্ম্মিত কোন অপরব্যক্তির জ[illegible] ব্যবহৃত হয় (সংহতদ্রব্য পরার্থই ব্যবহৃত হয়।); সেইরূপ নানাবিধ উপাদান দ্বারা বিনির্ম্মিত এই সংহত দেহও পর-পুরুষের জন্যই ব্যবহৃত হইতে বাধ্য। ঈশ্বর এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন,—এদেহে-ত আমায় অনুপ্রবেশ করিতেই হইবে, তবে এখন কোন্ পথ দিয়া প্রবেশ করি, দেহরূ-

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনং তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥ ১২ ॥

এবমীক্ষিত্বা, ন তাবদ্ভৃত্যস্য প্রাণস্য মম সর্ব্বার্থাধিকৃতস্য প্রবেশমার্গেণ প্রপদাভ্যামধঃ প্রপদ্যে; কিন্তর্হি?—পারিশেষ্যাদস্য মূর্দ্ধানং বিদার্য্য প্রপদ্যেয়মিতি। লোক ইবেক্ষিতকারী স স্রষ্টেশ্বর এতমেব মূর্দ্ধসীমানং কেশবিভাগাবসানং বিদার্য্য ছিদ্রং কৃত্বা এতয়া দ্বারা মার্গেণেমং লোকং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং প্রাপদ্যত প্রবিবেশ।

সেয়ং হি প্রসিদ্ধা দ্বাঃ। মূর্দ্ধনি তৈলাদিধারণকালে তদ্রসাদিসংবেদনাৎ। সৈষা বিদৃতির্বিদারিতত্বাদ্বিদৃতির্নাম প্রসিদ্ধা দ্বাঃ। ইতরাণি তু শ্রোত্রাদিদ্বারাণি ভৃত্যাদিস্থানীয়সাধারণমার্গত্বান্ন সমৃদ্ধীনি নানন্দহেতূনি, ইদন্তু দ্বারং পরমেশ্বরস্যৈব কেবলস্যেতি। তদেতন্নান্দনং, নন্দনমেব নান্দনমিতি দৈর্ঘ্যং ছান্দসং। নন্দত্যনেন দ্বারেণ গত্বা পরস্মিন্ ব্রহ্মণীতি।

ত মাত্র দু'টি পথ আছে, একটি পাদাগ্র ও একটি মূর্দ্ধা; আমি ইহার মধ্যে কোন্ পথ দিয়া এইরূপে প্রবেশ করিব? ॥ ১১ ॥

তিনি এইরূপ বিচার করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, যে আমার অধিকারে সর্ব্বথা অধিকৃত, সেই ভৃত্যস্বরূপ প্রাণেরই ত প্রবেশ মার্গ পদদ্বয়ের অগ্রভাগ। আমি তদ্দ্বারা কেন প্রবেশ করিব? আমি এই পিণ্ডের মূর্দ্ধা বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিব;—'এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঈক্ষিতকারী স্রষ্টা সেই ঈশ্বর, সেই এই কেশবিন্যাসের অবসান-স্থান (মস্তকের মধ্য স্থানে একটি ঘূর্ণমান কেশাবর্ত্ত (গোলা) থাকে।) বিদারণ করিয়া (একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া) সেই দ্বার দ্বারা প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই প্রসিদ্ধ দ্বারের নাম বিদৃতি; কারণ, বিদারণ দ্বারা হইয়াছিল। (ইতর শ্রোত্রাদি দ্বার ভৃত্যাদি স্থানীয় [illegible]ারণ; সুতরাং তাদৃশ সমৃদ্ধিশালী নহে বা তাদৃশ আনন্দদায়কও নহে। এ দ্বারটি কেবল পরমেশ্বরের প্রবেশের জন্য হইয়াছিল।) অতএব অতীব আনন্দদায়ক। (এই দ্বার দ্বারা আত্মা পরব্রহ্মে যাইয়া আনন্দভোগ করেন বলিয়া) এই দ্বারটি নান্দন—আনন্দপ্রদ। এইরূপে সৃষ্টি করিয়া জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট সেই ঈশ্বরের তিনটি ক্রীড়াস্থান বা বসতির স্থান নির-

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি।

তস্যৈব সৃষ্টা প্রবিষ্টস্য জীবেনাত্মনা রাজ্ঞ ইব স্বং পুরম্। ত্রয় আবসথা জাগরিতকাল ইন্দ্রিয়স্থানং দক্ষিণং চক্ষুঃ, স্বপ্নকালেঽন্তর্ম্মনঃ, সুষুপ্তিকালে ইদং হৃদয়াকাশমিত্যেতদ্বক্ষ্যমাণা বা ত্রয় আবসথাঃ,—পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বঞ্চ শরীরমিতি। ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যাঃ। ননু জাগরিতং প্রবোধরূপত্বান্ন স্বপ্নো নৈবং স্বপ্ন এব। কথং?—পরমার্থস্বাত্মপ্রবোধাভাবাৎ, স্বপ্নবদসদ্বস্তুদর্শনাচ্চ। অয়মেবাবসথশ্চক্ষুর্দ্দক্ষিণং প্রথমঃ। মনো অন্তরং দ্বিতীয়ঃ। হৃদয়াকাশস্তৃতীয়। অয়মাবসথ ইত্যুক্তানুকীর্ত্তনমেব।

তেষু ত্বয়মাবসথেষু পর্য্যায়েণাত্মভাবেন বর্ত্তমানোঽবিদ্যয়া দীর্ঘকালং গাঢ়ং প্রসুপ্তঃ স্বাভাবিক্যা ন প্রবুধ্যতে; অনেকশতসহস্রানর্থসন্নিপাতজদুঃখং মুহুর্মুহুরভিঘাতানুভবৈরপি ॥ ১২ ॥

স জাতঃ শরীরে প্রবিষ্টো জীবাত্মনা ভূতান্যভিবৈখ্যদ্ ব্যাকরোৎ।

স কদাচিৎ পরমকারুণিকেনাচার্য্যেণাত্মজ্ঞানবোধকৃচ্ছব্দকর্য্যাং বেদান্তমহাবাক্যভের্য্যাং তৎকর্ণমূলে তাড্যমানায়ামেতমেব সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেন প্রকৃতং

পিত আছে।—ইন্দ্রিয়, মনঃ ও হৃদয়। প্রথম, জাগরিতকালে ইন্দ্রিয়স্থান,—দক্ষিণচক্ষুঃ; দ্বিতীয়, স্বপ্নকালে কণ্ঠস্থিত স্থান,—মনঃ;—তৃতীয়,—সুষুপ্তিকালে,—হৃদয়াকাশ। অথবা ইহার পর যে আবসথ্যের বা বাসস্থানের কথা বলা যাইবে; পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভাশয় ও নিজশরীর। স্বপ্ন ও তিনটি—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই দক্ষিণ চক্ষুই প্রথম আবসথ, এই অন্তর মনঃ দ্বিতীয় আবসথ এবং এই হৃদয়াকাশ তৃতীয় আবসথ (এইসকল আবসথে পর্য্যায়ক্রমে বর্ত্তমান আত্মা অবিদ্যাদ্বারা দীর্ঘকাল ধরিয়া এমন গাঢ়ভাবে প্রসুপ্ত, যে অনেক শতসহস্র অনর্থসন্নিপাতজনিত দুঃখমুদ্গরের তীব্র অভিঘাত দ্বারাও কখনই প্রবুদ্ধ হন না, অর্থাৎ পরমার্থ বোধ হয় না, কেবল স্বপ্নবৎ অসদ্বস্তুরই জ্ঞানমাত্র হইয়া থাকে।) ॥ ১২ ॥

সেই ঈশ্বর জীবাত্মরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতগণকে স্বতুল্য করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন।—'আমি মনুষ্য' এই জ্ঞানে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতেরই আত্মরূপে প্রকাশ, 'আমি বধির' এই জ্ঞানে আকাশকে আত্মরূপে প্রকাশ, 'আমি কুষ্ঠ'—এই জ্ঞানে বায়ুকে, 'আমি কাণ' এই জ্ঞানে তেজকে, 'আমি

স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতী৩ । তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র-

---

পুরুষং পুরি শয়ানমাত্মানং ব্রহ্ম বৃহত্তমং তকারেণৈকেন লুপ্তেন ততমং ব্যাপ্ততমং পরিপূর্ণমাকাশবৎ প্রত্যবুধ্যতাপশ্যৎ,—কথম্ ? ইদং ব্রহ্ম মমাত্মনঃ স্বরূপমদর্শং দৃষ্টবানস্মি। অহো ইতি বিচারণার্থা প্লুতিঃ পূর্ব্বম্।

যস্মাদিদমিত্যেবং যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম সর্ব্বান্তরমপশ্যন্ন পরোক্ষেণ। তস্মাদিদং পশ্যতীতি ইদন্দ্রো নাম পরমাত্মা। ইদন্দ্রো হ বৈ নাম প্রসিদ্ধো লোক ঈশ্বরঃ। তমেবং ইদন্দ্রং সন্তম্ ইন্দ্রম্ ইতি পরোক্ষেণ পরোক্ষাভিধানেনাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ সংব্যবহারার্থং পূজ্যতমত্বাৎ প্রত্যক্ষনামগ্রহণভয়াৎ।

তথা হি পরোক্ষপ্রিয়াঃ পরোক্ষনামগ্রহণপ্রিয়া ইব হেব হি যস্মা-

খেঁদা' এই জ্ঞানে জগৎকে, 'আমি বোবা' এই জ্ঞানে পৃথিবীকে আত্মরূপে ভাবিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই শরীরে কি এতদ্ভিন্ন অন্য আত্মাকে জানিতে পারিয়াছিল ?—অন্য আত্মাকে জানিতেও পারে নাই বা বলিতেও পারে নাই।

এই পর্য্যন্তই অধ্যারোপ প্রকরণ।—এই জন্য "ইতি"-শব্দ এস্থলে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এইরূপেই ঈশ্বর জীবাত্মরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সংসার ভোগ করিয়াছিলেন। তারপর, একদিন পরমকারুণিক আচার্য্য আত্মজ্ঞানপ্রবোধকারী বেদান্তমহাবাক্যরূপমহাশব্দকোলাহলকারী ভেরী, তাঁহার (জীবাত্মার) কর্ণমূলে বাজাইয়া দিলে, * 'তিনি এই সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী প্রভুত নবদ্বার-পুরে শয়ান পুরুষকে (জীবাত্মাকে,—নিজের স্বরূপকে) বৃহত্তম ব্যাপ্ততম আকাশবৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন,—'এই ব্রহ্মই আমার আত্মার স্বরূপ দেখিতেছি যে।'—ব্রহ্মকে সম্যক্‌ভাবে জানিতে পারিয়াছি কিনা,— বিচার করিয়া;—'ঠিক জানিয়াছি।'—এইরূপ নিশ্চয়ের পরে, নিজের কৃতার্থ[illegible] খ্যাপন করিয়াছিলেন,—'অহো ঠিকই জানিয়াছি বটে।' (বিচারণার্থ প্লুতি † থাকিলে, তাহার অর্থ এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।)

---

* শিষ্য আচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইলে পর।

† দূরাহ্বান, গান ও রোদনাদি স্থলে যে স্বর আলাপন করিয়া চলিতে থাকে, অর্থাৎ "অ—অ—অ" এই ত্রিমাত্রস্বর উচ্চারণকেই প্লুত কহে; তাহার ধর্ম্মই প্লুতি।

মিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ॥ ১৩ ॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদাত্মষট্কে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩ ॥

উপনিষৎক্রমেণ প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়খণ্ডঃ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

দেবাঃ, কিমু সর্ব্বদেবানামপি দেবো মহেশ্বরঃ? দ্বির্ব্বচনং প্রকৃতাধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশঙ্করভগবৎকৃতাবৈতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

যেহেতু,—‘এই দেখিলাম।’—এইরূপে ব্রহ্মকে সকলেরই অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেইহেতু পরমাত্মার একটি নাম ইদন্দ্র। লোকে, অর্থাৎ জগতে, ঈশ্বর ইদন্দ্রনামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইদন্দ্রনামে প্রসিদ্ধ থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্গণ সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য অতীব পূজ্যতমের সেই ইদন্দ্রনাম প্রত্যক্ষগ্রহণভয়ে কথঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া ‘ইন্দ্র’ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

‘পূজ্যগণের প্রকৃতনাম বলিতে নাই;—দেবগণ যেন নামের পরোক্ষটাকেই ভালবাসেন। দেবগণ যেন নামের পরোক্ষটাকেই ভালবাসেন।’ সুতরাং যিনি দেবগণেরও দেবতা, তিনিও যে নামের পরোক্ষতাকে ভালবাসিবেন; সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?’ যথাযথ নামকে রূপান্তরিত করিয়া যে স্বরূপাচ্ছাদন করা যায়, তাহাকে নামের পরোক্ষতা কহে। যেমন শ্যালককে খালা বলা ইত্যাদি, স্ত্রীসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে।

প্রস্তাবিত অধ্যায় পরিসমাপ্তি করিবার জন্য দ্বির্ব্বচন প্রযুক্ত হইয়াছে। ১৩।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড। ৩।

ঐতরেয়োপনিষদের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অস্মিংশ্চতুর্থেঽধ্যায় এষ বাক্যার্থঃ;—জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কৃদসংসারী সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বমিদং জগৎ স্বতোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরমনুপাদায়ৈবাকাশাদিক্রমেণ সৃষ্ট্বা স্বাত্মপ্রবোধনার্থং সর্ব্বাণি চ প্রাণিশরীরাণি স্বয়ং প্রবিবেশ। প্রবিশ্য চ স্বমাত্মানং যথাভূতমিদং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎ প্রত্যবুধ্যত। তস্মাৎ স এব সর্ব্বশরীরেষ্বেক এবাত্মা নান্য ইতি। অন্যোঽপি "স ম আত্মা" "ব্রহ্মাস্মীত্যেবং বিদ্যাদি"ত্যাত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীদি"তি "ব্রহ্ম তত্ত্বমি"তি চোক্তম্। অন্যত্র চাসর্ব্বগতস্য সর্ব্বাত্মনো বালাগ্রমাত্রমপ্যপ্রবিষ্টং নাস্তীতি কথং সীমানং বিদার্য্য প্রাপদ্যত পিপীলিকেব সুষিরম্?

নম্বত্যল্পমিদং চোদ্যং, বহু চাত্র চোদিতব্যম্। অকরণঃ সমীক্ষত, অনুপাদায় কিঞ্চিল্লোকানসৃজত, অদ্ভ্যঃ পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ, তস্যাভিধ্যানান্মুখাদি নির্ভিন্নং, মুখাদিভ্যশ্চাগ্ন্যাদয়ো লোকপালাস্তেষাঞ্চাশনায়াদিসংযোজনং,

গত চতুর্থ অধ্যায়ে এইরূপ একটি মাত্র বাক্যার্থ হইবে,—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কারী অসংসারী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত সর্ব্ববিৎ ব্রহ্ম অন্যবিধ কোনও বস্তু গ্রহণ না করিয়াই আকাশাদি ক্রমে এই সকল পরিদৃশ্যমান জগৎকে উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগের অন্তরে জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং প্রবেশ করিয়া 'এই ব্রহ্মই যে আমি'—এইরূপে নিজের আত্মাকে যথাযথ দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন। অতএব তিনিই সমস্তশরীরে একই ভাবে অবস্থিত, প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন নহে।

'এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—যিনি সর্ব্বব্যাপী, ও সকলেরই স্বরূপ; তিনি যে কুত্রাপি বালাগ্রমাত্রও প্রবিষ্ট নহেন, একথা-ত কোনক্রমেই বলিতে পারা যায় না; সুতরাং তিনি পিপীলিকার গর্ত্তে প্রবেশের ন্যায় কেশবিন্যাসের সীমাপ্রদেশ বিদারণ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, একথাটি কিরূপ?

কেবল তাহাই কেন?—এখানে বহুতর প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে।—

১। তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল না; তথাপি তিনি তর্ক-বিতর্ক ও সঙ্কল্পাদি করিয়াছিলেন কিরূপে?

তদায়তনপ্রার্থনং, তদর্থং গবাদিপ্রদর্শনং, তেষাং যথায়তনং প্রবেশনং, সৃষ্টস্যান্নস্য পলায়নং, বাগাদিভির্জিঘৃক্ষা। এতৎ সর্ব্বং সীমাবিদারণপ্রবেশপর্য্যন্তম্। অস্তু তর্হি সর্ব্বমেবেদমনুপপন্নম্ ? ন ;—অত্রাত্মাববোধার্থমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সর্ব্বোঽয়মর্থবাদ ইত্যদোষঃ, মায়াবিবদ্বা মহামায়াবী দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বমেতচ্চকার সুখাববোধপ্রতিপত্ত্যর্থং লোকবদাখ্যায়িকাদিপ্রপঞ্চ ইতি যুক্ততরঃ পক্ষঃ। ন হি সৃষ্ট্যাখ্যায়িকাদিপরিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ

২। উপাদান কিছুই গ্রহণ করেন নাই; অথচ লোকসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিপ্রকারে ?

৩। তাঁহার হস্তপদাদি কিছুই ছিল না; কিন্তু তিনি পঞ্চীকৃত তরল অপ্‌ময় পঞ্চভূত রাশি হইতে পুরুষাকার পিণ্ডের উদ্ধার করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সংযোজন করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে উপপন্ন হয় ?

৪। তিনি অভিধ্যান করিলেই পিণ্ডের মুখাদি নির্ভিন্ন হইয়াছিল, মুখাদি হইতে অগ্নি-আদি দেবগণ লোকপালরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই পিণ্ডে ও লোকপালে অশনায়া ও পিপাসার সংযোগ হইয়াছিল এবং তাহারা আয়তন প্রার্থনা করিয়াছিল, আবার সেই জন্য গবাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দেখান, দেখাইলে তাহারা স্বস্বস্থানে প্রবেশ করিল, তাহারা অন্ন প্রার্থনা করিল, ঈশ্বর অন্নের সৃষ্টি করিলেন, অন্নগণ খাদককে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, বাগাদি দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ইত্যাদি। এগুলি সীমাবিদারণ ও গর্ত্তে প্রবেশের ন্যায়ই।

—ভাল, যদি এ সকল হাস্যকর ব্যাপারই হয়; তবে এগুলি কিছুই নহে, উন্মত্ত প্রলাপ;—এই কথাই বল না কেন ?

— না, তাহা বলিতে পারা যায় না। এস্থলে কেবল আত্মজ্ঞানার্থ ঐ সকল বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক বাক্যেরই পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য নাই। সকল বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য না থাকায় আত্মাকে বোঝান মাত্রই ঐ সকলবাক্যের একমাত্র উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া ঐ সকল বাক্যকে অর্থবাদ বলা যায়; সুতরাং ঐ সকল বাক্যের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাৎপর্য্য না থাকায় ঐ সকল বাক্যার্থের সহিত প্রধান বাক্যের আর কিছুমাত্র বিরোধ হইতে পারে না। মায়াবী ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তির ন্যায় মহামায়াবী সর্ব্বশক্তিসমন্বিত

ফলমিষ্যতে। ঐকাত্ম্যস্বরূপপরিজ্ঞানাদমৃতত্বং ফলং সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধম্। স্মৃতিষু চ গীতাদ্যাসু ;—"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" ইত্যাদিষু।

ননু ত্রয় আত্মানো, ভোক্তা কর্ত্তা সংসারী জীব একঃ সর্ব্বলোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ। অনেকপ্রাণিকর্মফলোপভোগযোগ্যানেকাধিষ্ঠানবল্লোকদেহনির্ম্মাণেন লিঙ্গেন যথাশাস্ত্রপ্রদর্শিতেন পুরপ্রাসাদাদিনির্ম্মাণলিঙ্গেন তদ্বিষয়কৌশলজ্ঞানবান্, তৎকর্ত্তা তক্ষাদিরিব, ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞো জগতঃ কর্ত্তাঽদ্বিতীয়শ্চেতন আত্মাঽবগম্যতে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "নেতি নেতী"ত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ঔপনিষদঃ পুরুষস্তৃতীয়ঃ। এবমেতে ত্রয় আত্মনোঽন্যোন্যবিল-

---

সর্ব্বজ্ঞদেব এ সকল করিয়াছেন, ইহাই অনায়াসে বুঝাইবার জন্ত লৌকিক আখ্যায়িকার ন্যায় এই সকল বাক্ প্রপঞ্চ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে মাত্র। সৃষ্টি-প্রতিপাদক আখ্যায়িকাদির পরিজ্ঞানে যে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে, ইহা-ত দেখি না। তবে ঐকাত্ম্যবিজ্ঞানে যে অমৃতফল লাভ হয়, তাহা সমস্ত উপনিষদ্-প্রসিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা-আদি স্মৃতিতেও ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ;—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।"
ইত্যাদি।

—অতএব তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে?

—আত্মৈক্যই অধ্যাত্মার্থ, ইহা কিরূপে স্থিরীকৃত হইল?—

—আত্মা ত তিনটি ;—প্রথম আত্মা—সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কর্ত্তা, ভোক্তা সংসারী জীব। দ্বিতীয় আত্মা— তক্ষাদির ন্যায় চেতন জগন্নির্ম্মাতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। তৃতীয় আত্মা—উপনিষদ্-প্রসিদ্ধ পুরুষ। এই তিনটি আত্মাই পরস্পর বিভিন্ন। ইহাদিগের একতা কখনও নাই বা হইতেও পারে না। ইহার মধ্যে আবার একই আত্মা অদ্বিতীয় ও অসংসারী,—ইহা কিরূপে জানিতে পারা যায়?

—ভাল, জীবকেই বা কিরূপে কর্ত্তা ভোক্তা ও সংসারী বলিয়া জানিতে পারা যায়? জীবকে ঐ ঐ রূপে জানিতে পারা যায় বলিয়া যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিতেছ, তাহা-ত প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ ; সুতরাং তাদৃশ বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হইতেছে? যখন উপনিষৎ প্রমাণের দ্বারা তোমার কথিত জীবব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হই-

ক্ষণাঃ। তত্র কথমেক এবাত্মাঽদ্বিতীয়োঽসংসারীতি জ্ঞাতুং শক্যতে? তত্র জীব এব তাবৎ কথং জ্ঞায়তে? নন্বেবং জ্ঞায়তে শ্রোতা মন্তা দ্রষ্টাঽঽদেষ্টাঽঽঘোষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতেতি।

ননু বিপ্রতিষিদ্ধং জ্ঞায়তে? যঃ শ্রবণাদিকর্ত্তৃত্বেনাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো-বিজ্ঞাতেতি চ। তথা "ন মতের্ম্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি চ? সত্যং, বিপ্রতিষিদ্ধং, যদি প্রত্যক্ষেণ জ্ঞায়তে। সুখাদিবৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানঞ্চ নিবার্য্যতে "ন মতের্ম্মন্তারমি"ত্যাদিনা; জ্ঞায়তে তু শ্রবণাদিলিঙ্গেন। তত্র কুতো বিপ্রতিষেধঃ?

ননু শ্রবণাদিলিঙ্গেনাপি কথং জ্ঞায়তে?—যাবতা, যদা শৃণোতি আত্মা শ্রোতব্যং শব্দং, তদা তস্য শ্রবণাদিক্রিয়য়ৈব বর্ত্তমানত্বান্মননবিজ্ঞানক্রিয়ে ন

তেছে না. তখন সেই অসিদ্ধভেদ অবলম্বন করিয়া তৎপ্রযুক্ত কর্ত্তৃত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্টরূপেও জীব জ্ঞেয় নহে।

—কেন, জীবকে এইরূপে জানিতে পারা যাইবে;—জীব শ্রবণকর্ত্তা, জীব মননকর্ত্তা, জীব দর্শনকর্ত্তা, জীব উপদেশ করিয়া থাকে, জীব বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান সম্পন্ন ইত্যাদি।

ইহা-ত অত্যন্ত বিরুদ্ধজ্ঞানের কথা বলিতেছে,—যাহাকে শ্রবণাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিতেছ, উপনিষদে তাহাকে শ্রবণ করিবার অযোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। উপনিষদে আরও বলিয়াছেন,—তিনি মননের কর্ত্তা—মন্তা, বিজ্ঞানের কর্ত্তা—বিজ্ঞাতা এবং শ্রবণের কর্ত্তা—শ্রোতা নহেন। কেবল ইহাই নহে,—শব্দাদির ন্যায় শ্রবণের বিষয়, হিতাহিতের ন্যায় মননের বিষয় এবং মণিপ্রভাদির ন্যায় বিজ্ঞানের বিষয়ও নহেন; সুতরাং যিনি শ্রবণের বিষয় বা শ্রবণের কর্ত্তা নহেন, তাঁহাকে যদি শ্রবণের বিষয় বা শ্রবণের কর্ত্তা বলা যায়, তবে কি বিরুদ্ধকথনের দোষ স্পর্শ করিবে না?

—সত্য, দোষ হইতে পারে; কিন্তু করা যায় কি? যখন দুই প্রকারের দুইটি শ্রুতিই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা জীব বিজ্ঞেয় নহে, শ্রোতব্য নহে বা মন্তব্যও নহে, কিন্তু অনুমানাদিদ্বারা বিজ্ঞেয়, শ্রোতব্য ও মন্তব্যও হইবে।—এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে, শ্রুতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা হয় না।

—তথাপি জীবের বিজ্ঞেয়তা অনুপপন্ন।—এক আত্মায় এককালে ত

সম্ভবত আত্মনি পরত্র বা। তথান্যত্রাপি মননাদিক্রিয়াসু শ্রবণাদিক্রিয়াশ্চ স্ববিষয়েষ্বেব। ন হি মন্তব্যাদন্যত্র মন্তুর্মননক্রিয়া সম্ভবতি।

ননু মনসঃ সর্ব্বমেব মন্তব্যম্? সত্যমেবং, তথাপি সর্ব্বমপি মন্তব্যং মন্তারমন্তরেণ ন মন্তুং শক্যম্। যদ্যেবং কিং স্যাৎ? ইদমত্র স্যাৎ, সর্ব্বস্য যোঽয়ং

কখনই জ্ঞানবয় হইতে পারে না;—যখন জীব শ্রোতৃশক্তিকে অবলম্বন করিয়া শ্রবণক্রিয়ায় ব্যাপৃত আছে, তখন জীবের আত্মবিষয়কই হউক, আর অন্য-বিষয়কই হউক, মনন ও বিজ্ঞানক্রিয়া হইতে পারে না,—অর্থাৎ শ্রবণকালে অন্য কোন বিষয়ের অনুমিতিজ্ঞান জীবের পক্ষে অসম্ভব। সেইরূপ—আবার যখন জীব অন্যবিষয়ের অনুমানে ব্যাপৃত; তখন আর নিজসম্বন্ধে মননাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে; কারণ, মননকর্ত্তা যে বিষয়ের মনন করিবে, সে বিষয় ভিন্ন অন্যবিষয়ের মনন করা সে সময়ে অসম্ভব। তাহা হইলেই হইল,—অন্যবিষয়ের অনুমান কালে নিজের বিষয়ের অনুমান হয় না, আবার অন্যবিষয়ের শ্রবণাদিকালে তদ্ভিন্ন অন্যবিষয় ও নিজের সম্বন্ধেও অনুমানাদি করা যায় না; সুতরাং জীব একইকালে প্রত্যক্ষ প্রমাণ-দ্বারা অজ্ঞের ও অনুমানদ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারিল না।

ভাল, "মনসো বশে সর্ব্বমিদং বভূব" এই শ্রুতিদ্বারা সমস্ত বিষয়ই-ত মনের মন্তব্য; তবে আত্মা কেন মন্তব্য হইতে পারিবে না?

সত্য বটে, মনের মন্তব্য বিষয় সকলই। তথাপি একজন মন্তা বা মনন-কর্ত্তা না থাকিলে-ত আর মনঃ আপনাআপনি মনন করিতে পারিবে না; সুতরাং একজন মননকর্ত্তার আবশ্যক।

হউক না আবশ্যক; তাহাতে কি?

তাহাতে এই যে,—যে সকলেরই মননকর্ত্তা, সেই মননকর্ত্তাই—মন্তব্য-বিষয় সে কখনই হইবে না। একই ব্যক্তি যেমন নিজেই খাদ্য ও নিজেই খাদক হইতে পারে না; সেইরূপ একই ব্যক্তি নিজেই মন্তব্যবিষয় ও নিজেই মন্তা হইতে পারে না; তাহা হইলে 'কর্ম্মকর্তৃত্ববিরোধ' উপস্থিত হয়।—অর্থাৎ কর্ত্তা যদি নিজের কর্ম্ম নিজে হয়, তবে সে নিজের নিকট ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন আলোক-প্রকাশক, ঘট প্রকাশ্য; এখানে প্রকাশ্য ও প্রকাশক, দুইটি পরস্পর ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; সেইরূপ, কর্ত্তা ও কর্ম্ম, দুইটি পরস্পর ভিন্ন। যদি কর্ত্তা নিজেই কর্ম্ম হয়, তবে নিজের

মন্তা, স মন্তৈবেতি ন মন্তব্যঃ স্যাৎ। ন চ দ্বিতীয়ো মন্তুর্মন্তাহস্তি। যদা স আত্মনৈব মন্তব্যস্তদা যেন চ মন্তব্য আত্মাহন্যেন যশ্চ মন্তব্য, তাবাত্মানৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। এক এবাত্মা দ্বিধা মন্তৃমন্তব্যত্বেন বিদলকীভবেদ্বংশাদিব-উভয়থাপ্যনুপপত্তিরেব। যথা প্রদীপয়োঃ প্রকাশ্যপ্রকাশকত্বানুপপত্তিঃ সমত্বাৎ, তদ্বৎ। ন চ মন্তুর্মন্তব্যে মননব্যাপারশূন্যঃ কালোহস্ত্যাত্মমননায়।

মধ্যেও ভেদ আসিয়া যায়, অথচ নিজের নিকট নিজে ভিন্ন নহে।—এই দোষ হয় বলিয়া আত্মা মন্তা ও মন্তব্য হইতে পারে না, তবে কেবল মন্তাই হইতে পারে। তাহাও অন্যের প্রতি,—নিজের মন্তা নিজে হইতে পারে না।

তারপর, নিজ হইতে ভিন্ন অন্য একজনকে মন্তা বলিতে হইলেও সে ব্যক্তি অচেতন হইলে কিছু নিজের মন্তা হইতে পারিবে না; সুতরাং চেতন আত্মাই আত্মার মন্তা, এইরূপ বলিতে হইবে। তাহা হইলে, তোমাকে বলিতে হইতেছে যে, একাধারে দুটি আত্মা আছেন; তন্মধ্যে একজন অন্যজনের মননকর্ত্তা। অথবা বলিতে হইবে,—যেমন একটি বংশখণ্ড চিরিয়া দুইফলকে পর্য্যবসন্ন হয়, সেইরূপ একই আত্মা চিরিয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া, একটি অন্যটির মনন করিয়া থাকে।—এই দুই প্রকার কল্পনাই অনুপপন্ন। অথবা একস্থানে উপস্থিত দুইটি প্রদীপের মধ্যে একটি প্রকাশ্য ও অন্যটি প্রকাশক; দুইটিই সমান বলিয়া যেমন একথাটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; সেইরূপ দুইটি আত্মার মধ্যে কোনটির ইতরবিশেষভাব না থাকিলেও একটি অন্যটির মন্তা বা এক আত্মা অন্য আত্মার মন্তব্য বিষয়, একথাটিও নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

তারপর, বলিতে পার যে, একশরীরে দুইটি আত্মার মধ্যে একজন অন্যের মন্তা, এরূপ কল্পনা না করিয়া ইহাও কল্পনা করিতে পারা যায় যে, আত্মার দুইটি অংশ আছে। সেই দুই অংশের একাংশে মনন কর্তৃত্ব ও অন্য অংশে মননের বিষয়তা,—অর্থাৎ একাংশে মন্তা এবং অন্যাংশে মন্তব্য।—একথা বলা যায় না;—আত্মার যদি দু'টি অংশ থাকে, তাহা হইলে আত্মাকে সাবয়ববস্তু বলিতে হয়; যে সাবয়ব বস্তু, সে-ত নিত্য নহে;—যেমন ঘটপটাদিবস্তু সাবয়ব বলিয়া অনিত্য; সেইরূপ আত্মাও যদি সাবয়ব বস্তু হন, তবে আত্মাও বিনাশী হইয়া পড়েন; সুতরাং একাংশে মন্তা ও অন্য অংশে মন্তব্যবিষয়, একই আত্মা হইতে পারেন না।

যদ্যপি বিজ্ঞেনাত্মনঃ স্বরূপেণ মন্তা, তথাপি পূর্ব্ববদেব নিরোধেন মন্তব্য আত্মা। যশ্চ তস্য মন্তা, তৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাং, এক এব বা দ্বিধেতি পূর্ব্বোক্তো দোষঃ। ন প্রত্যক্ষেণ নাপ্যনুমানেন জ্ঞায়তে চেৎ, কথমুচ্যতে "স ম আত্মেতি বিদ্যাদি"তি, কথং বা শ্রোতা মন্তেত্যাদি?

ননু শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবানাত্মা অশ্রোতৃত্বাদি প্রসিদ্ধমাত্মনশ্চ, কিমত্র বিষমং পশ্যসি? যদ্যপি তব ন বিষমং, তথাপি মম তু বিষমং প্রতিভাতি। কথম্? যদাসৌ শ্রোতা, তদা ন মন্তা, যদা মন্তা, তদা ন শ্রোতা। তত্রৈবং সতি, পক্ষে

আরও এক কথা,—বোধ হয় সেরূপ মন্তা কেহই নাই, যে মনের চিন্তন ব্যাপারকে উপেক্ষা করিয়া কখনও কোনও বিষয়ের মনন করিতে পারে। কোনও বিষয়ের মনন করিতে হইলেই মনকে করণ বলিয়া নিশ্চয় মানিতে হইবে। যেমন বৃক্ষাদি ছেদন করিতে হইলে কুঠারাদিকে নিতান্ত আবশ্যক: সেইরূপ কাহাকেও চিন্তা করিতে হইলে মনের একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে, আত্মা মনের-ও বিষয় নহেন।

তারপর, অনুমান দ্বারাও আত্মার মনন কি করিয়াই বা সম্ভবপর হয়? দুই জন না থাকিলে-ত একজন অন্যজনকে মনন বা অনুমান করিতে পারে না; সুতরাং এস্থলেও সেই পূর্ব্বোক্ত দোষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব জীব প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা অবিজ্ঞেয় ও অনুমান দ্বারা বিজ্ঞেয়; ইহা অসম্ভব হাস্যকর কথা।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, আত্মাকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সাহায্যে বা অনুমান-প্রমাণের সহায়তায়-ত জানিতে পারা যায় না, ইহা যেন স্থিরই হইল; কিন্তু "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" এবং "শ্রোতা মন্তা" ইত্যাদি—এসকল শ্রুতি বাক্য কি নিরর্থক হইবে, না ইহার কোন সার্থক্য আছে?

জিজ্ঞাসা হইলে বুঝিতে হইবে সন্দেহ আছে; কিন্তু এস্থলে তোমার সন্দেহ কি? আত্মা শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবান্, আবার অন্যত্র অশ্রোতৃত্বাদি-ও প্রসিদ্ধ; সুতরাং এস্থলে আবার সন্দেহ কি—?

হাঁ, তোমার নিকট ঐ দুইটি বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে না পারে; কিন্তু আমি-ত ঐ দুইটির পরস্পর বৈষম্য দেখিতেছি; কারণ,—যখন জীব শ্রোতা, তখন মন্তা নহে; আবার যখন মন্তা, তখন-ত শ্রোতা নহে। পক্ষান্তরে, যখন শ্রোতা ও মন্তা, তখন অশ্রোতা ও অমন্তা নহে।

শ্রোতা মন্তা, পক্ষে ন শ্রোতা নাপি মন্তা। তথাঽশ্রোত্রা[illegible] যদৈবং, তদা শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবানাত্মাঽশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবান্ বেতি সংশয়স্থানে কথং তব ন বৈষম্যম্? যথা দেবদত্তো গচ্ছতি, তদা ন স্থাতা গন্তৈব। যদা তিষ্ঠতি, তদা ন গন্তা স্থাতা এব। তদাস্য পক্ষ এব গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বঞ্চ, ন নিত্যং গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বং বা; তদ্বৎ।

অত্র কাণাদাদয়ঃ পশ্যন্তি। পক্ষপ্রাপ্তে নৈব শ্রোতৃত্বাদিনাঽঽত্মোচ্যতে শ্রোতা মন্তেত্যাদিসংযোগজন্মযৌগপদ্যঞ্চ জ্ঞানস্য হ্যাচক্ষতে। দর্শয়ন্তি চাত্রমনা-

---

সেইরূপ যখন অশ্রোতা ও অমন্তা, তখন আবার শ্রোতা ও মন্তা নহে।— এই যদি নিশ্চয় হইল, তবে শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবান্ আত্মা শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবান্ নহেন,—এইরূপ বলিলে তোমার যে কেন বৈষম্য বোধ হয় না, তাহা-ত বুঝিতে পারিতেছি না। ভাল, দেবদত্ত যখন গমনকারী, তখন দেবদত্ত অবস্থানকারী নহে, গমনকারীই। আবার যখন অবস্থানকারী, তখন গমনকারী নহে, অবস্থানকারীই। যখন দেবদত্ত গমনকারী; তখন কি দেবদত্ত কেবল গমনকারীই, কখনও অবস্থানকারী নহে বা গমনকারী ও অবস্থানকারীই নহে, এরূপ বুঝিতে পারা যায়?

এই বৈষম্য পরিহার করিতে বৈশেষিককার কণাদের মতাবলম্বীগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন;—

মনঃ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এমন কি অণুপরিমাণ মাত্র। এইজন্য যখন কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন আর অন্যবিষয়ের জ্ঞান হয় না। কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে হইলে, প্রথম আত্মার সহিত মনের সংযোগ, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ থাকা আবশ্যক। মনঃ অতিক্ষুদ্র বলিয়া একটি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে আর অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই একসময়ে একবিষয়ের জ্ঞান ভিন্ন অন্যবিষয়ের জ্ঞানও হইতে পারে না; সুতরাং এককালে একই পুরুষের বহুবিধ জ্ঞান না হইতে পারায় আত্মার কদাচিৎ শ্রোতৃত্বধর্ম্ম থাকে, কদাচিৎ বা সেই শ্রোতৃত্বধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আবার যখন কোন বিষয়ের অনুমানাদি করে, তখন আত্মার শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং আত্মার শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম সংযোগজ ও উৎপদ্যমান; কাদাচিৎকজ্ঞানের সাহায্যেই তাহার

ইত্থং নাব[illegible] যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গমিতি চ ন্যায়াৎ। ভবত্বেবং, কিং তব নষ্টম্? যদ্যেবং স্যাদস্ত্বেবং, তথৈবং চেৎ; শ্রুত্যর্থস্তু ন সম্ভবতি। কিং "ন শ্রোতা মন্তে"ত্যাদিশ্রুত্যর্থঃ? শৃণু;—ন শ্রোতা মন্তেত্যাদিবচনাৎ।

উপপত্তি হইয়া থাকে। অতএব শ্রুত্যুক্ত শ্রোতৃত্বাদিধর্ম আত্মার কোনও পক্ষে প্রাপ্তমাত্র, নিত্যসিদ্ধ নহে। আবার অশ্রোতৃত্ব-আদি ধর্ম্মও কাদাচিৎক,—সকল সময়ে থাকে না, কখন থাকে মাত্র। ইহা তার মতেও অসিদ্ধ নহে; কারণ, নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন "যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গং।" মনঃ যে অণুপরিমাণ, ইহার নির্ণয় করিতে হইলে মনের ব্যাপারের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, কখনও একই কালে একই পুরুষের কোনও একটি বিষয় ভিন্ন বহুবিষয় অবলম্বন করিয়া বহুপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহাদ্বারা স্থির করিতে হইবে যে, মনঃ এতই ক্ষুদ্রপরিমাণ বস্তু যে, কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলে, আর অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের অংশ বিশেষ না থাকায় সংযোগ হইতে পারে না বা তজ্জন্যই জ্ঞানান্তর উৎপন্ন হইতে পারে না।

—ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন একবিধ জ্ঞানই উৎপন্ন হইবে, অন্যবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিবে না; তখন আত্মা একই কালে শ্রোতা ও দ্রষ্টা বা শ্রোতা ও মন্তা কিংবা শ্রোতা ও অনুমন্তা হইতে পারে না; সুতরাং শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মও কখন উৎপন্ন হইবে, কখন উৎপন্ন হইতে পারিবে না। তাহা হইলে ঐ শ্রোতৃত্ব বা অশ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম কাদাচিৎক এবং অনিত্যসিদ্ধ—সংযোগজ মাত্র।

ভাল, তাহা হইলে তোমার মতেও এইরূপ স্বীকার করিলে ক্ষতি কি আছে?

এইরূপ স্বীকার করিলে, হয় ত তোমার কিছু ইষ্ট সিদ্ধি হইলেও হইতে পারে; কিন্তু—শ্রুত্যর্থ অসম্ভব হইয়া উঠে।

আত্মা শ্রোতা ও মন্তা, ইহা কি শ্রুতিসম্মত নহে?

— না, শ্রুতিই বলিয়াছেন,—"ন শ্রোতা ন মন্তা" ইত্যাদি।

কেন, কণাদের মত প্রদর্শন কালে তুমি ত দেখাইয়াছ যে, কখনও

ননু পাক্ষিকত্বেন প্রত্যুক্তং ত্বয়া, ন নিত্যমেব শ্রোতৃ[illegible] অভ্যুপগমাৎ। ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্ব্বিপরিলোপো "বিদ্যত" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবং তর্হি নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাদ্যভ্যুপগমে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধা যুগপজ্জ্ঞানোৎপত্তিরজ্ঞানাভাবচাত্মনঃ কল্পিতঃ স্যাৎ। তচ্চানিষ্টমিতি নোভয়দোষোপপত্তিঃ, আত্মনঃ শ্রুত্যাদিশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বশ্রুতেঃ। অনিত্যানাং মূর্ত্তানাঞ্চ চক্ষুরাদীনাং দৃষ্ট্যা-

---

শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, কখনও বা অশ্রোতৃত্বাদিই আত্মার থাকে। তবে আবার 'না, বলিতেছ কেন?

কণাদমতাবলম্বীরা সেরূপ স্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু শ্রুতির সম্মান রক্ষা করিতে হইলে সে মত মানিতে পারা যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"নহি শ্রোতুঃ শ্রুতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে।" ইত্যাদি। শ্রোতার শ্রবণ কখনও বিলুপ্ত হইবে না। অতএব আত্মার শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম নিত্যসিদ্ধ,—অনিত্যসিদ্ধ নহে।

এরূপ স্বীকার করিলে বলিতে হয়,—শ্রুতি (শ্রবণজ্ঞান), মতি (মনন জ্ঞান), বিজ্ঞপ্তি (ধ্যানজনিত জ্ঞান), দৃষ্টি (দর্শনজ্ঞান), স্পৃষ্টি (স্পর্শজ্ঞান), ঘ্রাতি (ঘ্রাণজ্ঞান) প্রভৃতি সর্ব্ববিধজ্ঞানই আত্মার নিত্যসিদ্ধ। কেবল তাহাই নহে, ঐ সকল জ্ঞান সর্ব্বদাই আছে বলিতে হয়; কারণ নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান সকলই। তদ্ভিন্ন আরও বলিতে হয় যে, ঐ সকল জ্ঞান আত্মার স্বরূপতঃ নিত্যসিদ্ধ থাকায় কখনও কোনও বিষয়ের জ্ঞান থাকিবে না বা হইবে না বা নাই, ইহাও বলিবার অধিকার নাই—বা থাকে না; সুতরাং আত্মার সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানই আছে, অজ্ঞান কোনও বিষয়েই নাই,—এক কথায় ইহাই মানিতে হয়।--হইল বা, নাহয়—তাহাই মানিলাম; ক্ষতি কি?—ইহা বলিতে পার না; কারণ, একথাটি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ।

—কৈ, কেহ কি সর্ব্বদাই সকল বিষয় জানিতে শুনিতে পারিতেছে? অতএব ঐ—"নহি শ্রোতুঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অন্যরূপ অর্থ করিতে হইবে।

না;—শ্রুতির অন্যবিধ অর্থও করিতে হইবে না এবং এককালেও সর্ব্বদাই শ্রবণজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানই হওয়া উচিত বা কোনও বিষয়ের অজ্ঞান না থাকা আবশ্যক,—এই দুইটি দোষও হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতি যখন আত্মার উভয় প্রকারই আছে বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তাহা

দ্যনিত্যত্বমেব সংযোগবিয়োগধর্ম্মিণাম্। যথাঽঙ্গুল্যোর্দ্দলনং তুণাদিসংযোগজন্যত্বাত্তদ্বৎ। ননু নিত্যস্যামূর্ত্তস্যাসংযোগবিভাগধর্ম্মিণঃ সংযোগজদৃষ্ট্যাদ্যনিত্য-

---

আছে, তবে তুমি তাহার উপপত্তি করিতে পারিতেছ না। আমি তোমায় তাহার উপপত্তি করিয়া দিতেছি।—

পরিস্ফুট আলোকে একটি ফুল ফুটিয়া আছে। সেই ফুলের সহিত প্রথমে চক্ষুর সংযোগ হইল। সংযোগ হওয়ায় চক্ষুরই সাহায্যে তরল জ্যোতির্ম্ময় অন্তঃকরণে সেই পুষ্পের আকারের ন্যায় একটি বৃত্তি (প্রতিবিম্ব) হইল অন্তঃকরণের সহিত আত্মার ইতরেতরাধ্যাস (উভয়ে এক হইয়া থাকা) হওয়ায় আত্মাও স্থির করেন যে, ঐ পুষ্পের আকার আমারই হইয়াছে; সুতরাং আমি ঐ পুষ্প দেখিতেছি।

—এস্থলে মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে অন্যরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—অন্তঃকরণ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও তরল পদার্থ। যখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, তখন চক্ষুঃপ্রণালী দ্বারা অন্তঃকরণ সেই বিষয়ের উপর যাইয়া পড়ে। যেমন কোন পুষ্করিণীর পাড় কাটিয়া একটি নালা কাটিয়া দিলে, সেই নালা দিয়া জলটি কোন ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ-ক্ষেত্রে গিয়া পড়ে ও ক্ষেত্র ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ হইলে সেই জলও ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ হয়; সেইরূপ চক্ষুঃটিও একটি প্রণালী মাত্র। যখন চক্ষুর সহিত পুষ্পের সংযোগ হইল, তখন ঐ চক্ষুঃপ্রণালী সাহায্যে জলস্বরূপ ঐ জ্যোতির্ম্ময় অন্তঃকরণ পুষ্পের উপর যাইয়া পড়িয়া পুষ্পের যে আকার, সেই আকার গ্রহণ করিয়া থাকে।

—এই আকার গ্রহণকেই বৃত্তি, পরিণাম ও ব্যাপারনামে কীর্ত্তিত করা হয়। এই বৃত্তি চক্ষুর সাহায্যে হইলে ইহার নাম দৃষ্টি, কর্ণের সাহায্যে হইলে শ্রুতি ইত্যাদি বলা হয়। ইহাকে বৃত্তিজ্ঞানও বলে। এই বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য। আর ইহার সাহায্যে যে আত্মাদ্বয়ের ব্যবচ্ছেদ বা ব্যবধান তিরোহিত হইয়া একতা হয়, তাহাই প্রকৃত ফলীভূত জ্ঞান। সেই ফলীভূত জ্ঞান নিত্য।—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি পুষ্পের উপর হওয়ায় পুষ্প যে চৈতন্যসত্তায় সত্তাবান্, সেই চৈতন্য (বিষয় চৈতন্য বা বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্য), ও যে প্রমাতা জীব পুষ্পদর্শন করিতেছে, সেই প্রমাতৃ চৈতন্য—এই চৈতন্যদ্বয় এক হইয়া যায়। যেমন ঘটের ছিদ্র মধ্যে

ধর্ম্মবত্ত্বং সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ;—"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদ্যা। এবং তর্হি দ্বে দৃষ্টী চক্ষুষোঽনিত্যা দৃষ্টির্নিত্যা চাত্মনঃ। তথা চ দ্বে শ্রুতী শ্রোত্রস্যানিত্যা আত্মস্বরূপস্য চ নিত্যা। তথা মতী বিজ্ঞাতী বাহ্যাবাহ্যে। এবং হ্যেব চেয়ং শ্রুতিরুপপন্না ভবতি, "দৃষ্টের্দ্রষ্টা শ্রুতেঃ শ্রোতা" ইত্যাদ্যা। লোকেঽপি প্রসিদ্ধং চক্ষুষস্তিমিরাগমাপায়য়োর্নষ্টা দৃষ্টির্জাতা দৃষ্টিরিতি চক্ষুর্দৃষ্টেরনিত্যত্বম্। তথা শ্রুতিমত্যাদীনামাত্মদৃষ্ট্যাদীনাঞ্চ নিত্যত্বং

আকাশ, যদি ঘটটি গৃহের মধ্যে লওয়া যায়, তবে গৃহের মধ্যের আকাশের সহিত অভিন্ন হয়; সেইরূপ পুষ্প ও অন্তঃকরণ একই স্থানে থাকায় পুষ্প-চৈতন্য (বিষয়চৈতন্য) ও প্রমাতৃচৈতন্য—এক হইয়া যায়।—অর্থাৎ তখন পুষ্পের সত্তা আর পৃথক্ থাকে না,—দর্শনকারী জীবেরই সত্তায় সত্তাবান্ হয়; সুতরাং জীব মনে করে—'আমি পুষ্প দেখিতেছি।'—

—ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যে কোনও দর্শন বা শ্রবণাদি স্থলে দুইটি করিয়া জ্ঞান হয়; তন্মধ্যে একটি মুখ্য জ্ঞান, অন্যটি গৌণ অন্তঃকরণের বৃত্তিই গৌণজ্ঞান এবং চৈতন্যদ্বয়ের অভেদই মুখ্য জ্ঞান। এক্ষণ ভাবিয়া দেখ যে, ঐ বৃত্তিজ্ঞান বা চাক্ষুষবৃত্তি, শ্রাবণবৃত্তি প্রভৃতি জ্ঞান-গুলি—জন্য বা উৎপত্তিশীল, আর চৈতন্যের অভেদ ত নিত্যসিদ্ধ; কারণ কখনই চৈতন্যের ভেদ নাই। যাহা কিছু ভেদ বোধ হয়, তাহা কোনও কারণ বশতঃ কাল্পনিক মাত্র; সুতরাং মুখ্যশ্রবণ, মুখ্যদর্শন, মুখ্যস্পর্শ, মুখ্যঘ্রাণ ও মুখ্য আস্বাদন প্রভৃতি জ্ঞানগুলি আত্মার নিত্যসিদ্ধ, আত্মা তদ্দ্বারা শ্রোতা, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, ঘ্রাতা ও আস্বাদয়িতা বলিয়া নিত্যই বিখ্যাত হইতে পারেন। আবার যখন চক্ষুর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, কর্ণের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ আছে; তখন আত্মা ঔপাধিকদ্রষ্টা নহেন বলিয়াও বিখ্যাত হইতে পারেন; কারণ, তখন তিনি ঔপাধিক শ্রোতাই হইয়াছেন।

—তাহাহইলে দু'টি দৃষ্টি; একটি চক্ষুর অনিত্য দৃষ্টি, এবং অন্যটি আত্মার (অভেদ) নিত্যদৃষ্টি। সেইরূপ শ্রুতিও দু'টি, মতিও দু'টি এবং বিজ্ঞাতিও দু'টি। তাহা হইলে এই শ্রুতিও বেশ উপপন্ন,—বিচারদ্বারা স্থির হইতেছে যে,—"দৃষ্টের্দ্রষ্টা শ্রুতেঃ শ্রোতা" ইত্যাদি। লোকেও দেখিতে পাওয়া যায়; অনেকেই বলিয়া থাকে,—অন্ধকারে চক্ষুর দৃষ্টি লোপ পাইয়াছে। আলোক আসিল আর চক্ষুর দৃষ্টি জন্মাইল। সেইরূপ আত্মার শ্রুতিমতি-আদি দৃষ্টি-

প্রসিদ্ধমেব। লোকে বদন্তি হ্যুদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নেঽদ্য ময়া ভ্রাতা দৃষ্ট ইতি। তথাবগতবাধির্য্যঃ স্বপ্নে শ্রুতো মন্ত্রোঽদ্যেত্যাদি।

যদি চক্ষুঃসংযোগজৈবাত্মনো নিত্যদৃষ্টিস্তন্নাশে নশ্যেত, তদোদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নে নীলপীতাদীনি ন পশ্যেৎ। ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরিত্যাদ্যা চ শ্রুতিরনুপপন্না স্যাৎ। "তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশ্যতী"ত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ।

নিত্যাত্মনোদৃষ্টির্ব্বাহ্যানিত্যদৃষ্টের্গ্রাহিকা। বাহ্যদৃষ্টেশ্চোপজনাপায়াবানিত্য-ধর্ম্মবত্ত্বাত্তদ্গ্রাহিকায়া আত্মদৃষ্টেস্তদ্বদবভাসত্বমনিত্যত্বাদিভ্রান্তিনিমিত্তং লোকস্যেতি যুক্তম্। যথা ভ্রমণাদিধর্ম্মবদলাতাদিবস্তুবিষয়দৃষ্টিরপি ভ্রমতীব; তদ্বৎ। তথা চ শ্রুতিঃ;—"ধ্যায়তীব লেলায়তী ব"তি। তস্মাদাত্মদৃষ্টের্নিত্যত্বান্ন যৌগপদ্যমযৌগপদ্যং বাহস্তি।

গুলি নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধও আছে; কারণ, লোকে অন্ধও বলিয়া থাকে,—আজি স্বপ্নে আমার ভ্রাতাকে দেখিয়াছি। সেইরূপ কোনও বধির বলিয়া থাকে,—স্বপ্নে দিব্য মন্ত্র আমি শুনিয়াছি। ইত্যাদি

যদি আত্মার নিত্যদৃষ্টি চক্ষুঃসংযোগজন্যই হয় এবং চক্ষুর সংযোগ নষ্ট হইলে যদি সে দৃষ্টির নাশ হয় বল, তবে যাহার বাহ্যচক্ষুঃ লোপ পাইয়াছে,—অর্থাৎ অন্ধের স্বপ্নকালে নীল পীতাদি দর্শন কি করিয়া উপপন্ন হইবে? কেবল তাহাই নহে,—"নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।" ইত্যাদি শ্রুতিও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। "তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতিরও নিতান্তই অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। অতএব আত্মার দৃষ্টি নিত্যই, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

তারপর বলিতে পার,—যদি আত্মদৃষ্টি নিত্যই হয়, তবে কোনও একটি বিষয়ের জ্ঞান চিরকাল না থাকে কেন?—ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই আর সন্দেহ থাকিতে পারিবে না। আত্মার দৃষ্টি নিত্যসিদ্ধ হইলেও যেমন ভ্রমণবিশিষ্ট অলাতচক্রে) লাঠির মুখে আগুন লাগাইয়া ঘুরাইলে যে আগুনের চক্রাকার দেখা যায়) দত্তদৃষ্টি পুরুষের দৃষ্টিও যেন ঘুরিতে থাকে; সেইরূপ বাহ্যদৃষ্টির (চাক্ষুষাদি বৃত্তির) উৎপত্তি ও বিনাশ থাকায়, সেই বাহ্যদৃষ্টির অনুরূপরূপগ্রহণকারিণী আত্মদৃষ্টিরও যেন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে,—এইরূপ অবভাস (অন্তের অন্যরূপে প্রকাশরূপ মিথ্যাজ্ঞান) হয় মাত্র, বাস্তবিক আত্মদৃষ্টির উৎপত্তি-বিনাশ নাই।—আত্মদৃষ্টি চিরকাল একাকারেই আছে ও

বাহ্যানিত্যদৃষ্ট্যুপাধিবশাত্তু লোকস্য। তার্কিকাণাঞ্চাগমসম্প্রদায়বর্জ্জিতত্বাদনিত্যাঽঽত্মনো দৃষ্টিরিতি ভ্রান্তিরুপপন্নৈব। জীবেশ্বরপরমাত্মভেদকল্পনা চৈত-

---

থাকিবে। শ্রুতিতেও ইহা বিবৃত হইয়াছে,—"ধ্যায়তীব লেলায়তীব।"—অর্থাৎ গ্রাহ্যদৃষ্ট্যাদিগত ধ্যানাদিক্রিয়া তাহার গ্রাহক স্বাক্ষিচৈতন্যে অবভাসিত হয় মাত্র; তদ্দ্বারা সাক্ষিচৈতন্যে ধ্যানাদিক্রিয়া আছে, ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? অতএব আত্মদৃষ্টি নিত্য বলিয়া তাহার যৌগপদ্য বা অযৌগপদ্য কিছুই নাই।—আত্মার দৃষ্টি একই রূপ, নানারূপ দৃষ্টি নাই; সুতরাং একইকালে একই পুরুষে নানাবিধজ্ঞান হউক বা নানাবিধ জ্ঞান না হউক, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। সাধারণলোকের বিবেচনায় বাহ্য অনিত্যদৃষ্টিই (চক্ষুরাদিবৃত্তি) সত্যদৃষ্টি বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে; এজন্য তাহাদিগের ভ্রম বা প্রমাদ নিতান্ত অনুগ্রহের বিষয়।

এসকল বিষয় স্ববুদ্ধিপ্রভাবে কেহই বুঝিতে সক্ষম নহে। আগমসম্প্রদায়পরম্পরার সেবা না করিলে বুঝিবার যোগ্যতা জন্মায় না; সুতরাং যাহারা আগমসম্প্রদায়ের সেবা করে নাই বা সেবা করিয়া থাকে না, তাহাদিগের পক্ষে ভ্রম প্রমাদ যে অনিবার্য্য, ইহা বলাই বাহুল্য। তার্কিকগণ অত্যন্ত পরীক্ষা-কুশল হইয়াও আগমসম্প্রদায়ের সেবক নহেন বলিয়া মহাভ্রান্তিজালে পতিত হইয়াছেন। তাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে,—আত্মার দৃষ্টি অনিত্য। কেবল এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই যে তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, এমন নহে; এইজন্যই তাঁহারা জীবের সহিত ঈশ্বরের ও জীব বা ঈশ্বরের সহিত পরমাত্মার এবং জীবেরও পরস্পর ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন।

সেইরূপ জ্ঞানের অনিত্যত্ব এবং জ্ঞানের ভেদ কল্পনাকে মূল করিয়া, আস্তিকের অস্তিত্ব কল্পনা, নাস্তিক শূন্যবাদীদিগের নাস্তিত্বকল্পনা, আর দিগম্বর জৈনদিগের অস্তিত্বনাস্তিত্বকল্পনা এবং অন্যান্য সকলের সাবয়বত্ব ও নিরবয়বত্বাদি কল্পনা, যাবতীয় নামবিশেষরূপ মানস কল্পনা বিশেষ, সমস্ত বেদ ও সমস্ত প্রজ্ঞা যে আত্মার নিকট পৌঁছাইলে এক হইয়া যায়, সেই আত্মার স্বরূপভূত নিত্যনির্বিশেষ দৃষ্টিতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে সে দৃষ্টির কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, ফলতঃ সেগুলি কাল্পনিক বলিয়া প্রথিত হয়, ইহাই দেখিতে পাইতেছি।

ম্নিমিত্তৈব। তথাঽস্তি নাস্তীত্যাদ্যাশ্চ যাবন্তো বাঙ্মনসয়োর্ভেদা যত্রৈকং ভবন্তি, তদ্বিষয়ায়া নিত্যায়া দৃষ্টের্নির্বিশেষায়াঃ।

অস্তি নাস্তীত্যেকং নানাগুণবদগুণম্। জানাতি ন জানাতি ক্রিয়াবদক্রিয়ম্। ফলবদফলম্। সবীজং নির্ব্বীজম্। সুখং দুঃখম্। মধ্যমমধ্যমম্। শূন্যমশূন্যম্। পরোঽহমন্য ইতি বা সর্ব্ববাক্প্রত্যয়াগোচরে পরে যো বিকল্প-

যদিও সেই সেই তার্কিকগণ বহুবিধ তর্কের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্বাদি কল্পনা করিয়াছেন সত্য, তথাপি—"স এষ নেতি নেতি আত্মা"—ইহা নহে, ইহা নহে, বিচার দ্বারা এইরূপে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে যে পদার্থ পরিশেষে অত্যাজ্য বা অপরিহার্য্য হইয়া থাকেন, তিনিই আত্মা। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" মনের সহিত বাক্যও যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহার নিকট হইতে নিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ বহুবিধ শ্রুতির সহিত তাঁহাদিগের স্বীকৃত পদার্থগুলির অত্যন্ত দুশ্ছেদ্য বিরোধ উপস্থিত হয় বলিয়া—এবং তাঁহাদিগের তাদৃশ বহুবিধ কল্পনা সত্ত্বে মোক্ষ হইবার উপায় নাই বলিয়া তাঁহাদিগের কল্পনা প্রমাণপথের পথিক নহে।

—তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—আস্তিকেরা বলিয়া থাকেন, অস্তি; নাস্তিকেরা বলেন,—নাস্তি; ইহা ত আছেই। তারপর, বৈশেষিকগণ বলেন, (আত্মা এক ও নির্গুণ হইলেও) নানাগুণবান্—চতুর্দ্দশ গুণবিশিষ্ট আত্মা, সুষুপ্তিকালে কিছুই জানিতে পারেন না, অন্য সময়ে সমস্তই জানিতে সমর্থ। কেহ কেহ বলেন,—পরলোকে ফল ভোগার্থ যাইয়া থাকেন; সুতরাং ক্রিয়াবান্। অন্য কেহ বলেন,—ইহলোকে থাকিয়াই শরীরান্তরগ্রহণ করিয়া থাকেন। দেহাত্মবাদে বা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে পরলোকস্থায়ী আত্মা না থাকায় সে মতে আত্মা অফল। যাঁহারা পরলোকস্থায়ী আত্মা মানেন, তাঁহাদের মতে আত্মা ফলবান্। দেহাত্মা ক্ষণিকবাদীর পক্ষে আত্মা কর্ম্ম ও তজ্জন্য বাসনার আশ্রয় না হওয়ায় পরলোকে নির্ব্বীজ। আবার নিত্যাত্মবাদিদিগের মতে কর্ম্ম ও তজ্জন্য বাসনার আশ্রয় বলিয়া সবীজ। বৈশেষিকাদিবাদে আত্মা সুখরূপ নহে; সুতরাং দুঃখস্বরূপ। অথবা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের মতে সোপপ্লব চিত্ত সন্ততিই সংসারী আত্মা, তিনি নির্ব্বাণকামীর নিকট হেয়; সুতরাং সে আত্মা দুঃখস্বরূপ সন্দেহ নাই; অন্যথা পরিত্যাজ্য কেন হইবে? দিগম্বরদিগের মতে আত্মা শরীরের

মিতুমিচ্ছতি; স নূনং খমপি চর্ম্মবদ্বেষ্টয়িতুমিচ্ছতি। সোপানমিব চ খং পদ্ভ্যামারোঢ়ুমিচ্ছতি। জলে খে চ মীনানাং বয়সাঞ্চ পদং দিদৃক্ষতে। নেতি নেতি "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইতি শ্রুতিভ্যঃ। "কোঽদ্ধা বেদ" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণাৎ।

কথং তর্হি তত্ত্ব সম আত্মেতি বেদনং, ব্রূহি কেন প্রকারেণ তমহং স ম আত্মেতি বিদ্যাম্? অত্রাখ্যায়িকামাচক্ষতে। কশ্চিৎ কিল মনুষ্যো

হস্তেই কর্ম্মপাশদ্বারা আবদ্ধ; সুতরাং মধ্যভূত আত্মা। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ বলেন,—সর্ব্বই শূন্য, শূন্যই তত্ত্ব। অন্যেরা বলিয়া থাকেন, শূন্য নহে, সৎপদার্থ। কেহ কেহ বলেন, আমি অন্য, তিনি অন্য, তাঁহাতে আমাতে কোনই সাদৃশ্য নাই। ইত্যাদি বহুবিধ কল্পনা যে বাঙ্মনসের অগোচর স্বস্বরূপে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করে; সে নিশ্চয় চর্ম্মের ন্যায় আকাশকেও বেষ্টন (গোটা) করিতে বা পদদ্বারা সোপানে আরোহণের ন্যায় আকাশেও আরোহণ করিতে প্রস্তুত। কেবল তাহাই নহে,—জলে বিচরণশীল মৎস্যের ও আকাশে উড্ডীন পক্ষীসমূহের পদ দর্শন করিতে ইচ্ছুক বলিয়াই যেন বোধ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"কো অদ্ধা বেদ" কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ? "ক ইহ প্রবোচৎ" কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহাকে বলিয়া বুঝাইতে বা বুঝিতে সক্ষম?

ভালই হইল, আমরা না হয় নাই জানিতে পারিতেছি; কিন্তু তোমার কথিত শ্রুতির অর্থসাহায্যে বুঝিতেছি যে, কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না।—এটি অবশ্য আমাদিগের আশ্বস্ত হইবার মহান্ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

—ভাল জিজ্ঞাসা করি,—প্রদর্শিত শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা শ্রবণ ও মননেরই বিষয় হইতে পারে না।—তবে আবার অন্য শ্রুতিতে কথিত হইতেছে যে, "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" তিনি আমার আত্মা ইহা জানিবে। আমিও যাহা, তিনিও তাহা;—এই হইলেই ত সমান দর্শন হয়। এখন যদি তোমার প্রদর্শিত শ্রুতির অর্থে শ্রবণ মননের অযোগ্য বলিয়াই আত্মা সিদ্ধ হন, তবে আবার এ কি কথা,—"স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"—অতএব তুমিই বলিয়া দাও;—তিনি ও আমি সমান, ইহা কি করিয়া জানিতে পারি?

মুগ্ধঃ কৈশ্চিদুক্তঃ কস্মিংশ্চিদপরাধে সতি, ধিক্ ত্বাং, নাসি মনুষ্য ইতি। স মুগ্ধতয়াঽঽত্মনো মনুষ্যত্বং প্রত্যায়িতুং কঞ্চিদুপেত্যাহ ;—ব্রবীতু ভবান্ কোঽহমস্মীতি। স তস্য মুগ্ধতাং জ্ঞাত্বাঽঽহ,—ক্রমেণ বোধয়িষ্যামীতি স্থাবরাদ্যাত্মভাবমপোহ্য ন ত্বমমনুষ্য ইতি উক্ত্বা উপররাম। মুগ্ধঃ স তং প্রত্যাহ;—ভবান্ মাং বোধয়িতুং প্রবৃত্তস্তূষ্ণীং বভূব, কিং ন বোধয়তীতি। তাদৃগেব তদ্ভবতো বচনং। নাস্যমনুষ্য ইতি উক্তেঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনো ন প্রতিপদ্যতে যঃ, স কথং মনুষ্যোঽসীত্যুক্তোঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যেত ?

তস্মাদ্যথাশাস্ত্রোপদেশ এবাত্মাববোধবিধির্নান্যঃ। ন হ্যগ্নের্দাহ্যং তৃণাদ্য-

---

দেখ, এই প্রকার অনুরূপ বিষয়ের একটি গল্প আছে,—

কোন একটি মনুষ্য অত্যন্ত মুগ্ধ, অর্থাৎ অতিশয় বোকা ছিল। এখন একদিন সে কোনও অপরাধ করায়, কোন ব্যক্তি তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলে,—তুই মনুষ্য নহিস্। তারপর, সে ভাবিল, তবে-ত আমি আর মনুষ্য নই, অমনুষ্য হইয়া গিয়াছি। এই ভাবিয়া স্থির করিল যে, আমি কাহারও নিকটে যাইয়া, "আমি যে মনুষ্য, ইহা বুঝিয়া আসি।"—সে এইরূপ স্থির করিয়া একজনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, মহাশয়! বলুন্ না আমি কে? তিনি তাহার মুগ্ধতা (বোকামী) জানিতে পারিয়া বলিলেন,—আচ্ছা থাক ; ক্রমে বুঝাইয়া দিব। তারপর, তিনি ক্রমে ক্রমে স্থাবরাদি পশু পর্য্যন্ত সকল জাতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, যাহা তাহাতে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ পশ্বাদির স্বভাবজাত যে সকল ধর্ম্ম, তাহা মনুষ্যের ধর্ম্ম হইতে পারে না ইত্যাদি,—ইহা প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, ইহাদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে,—তুমি-ত অমনুষ্য নহ, এই কথা বলিয়া বিরাম করিলেন। তারপর, সেই মুগ্ধ আবার তাঁহাকে বলিল,—আপনি আমাকে বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। কৈ আমাকে বুঝাইতেছেন না যে,—'আমি মনুষ্য ?'

—তোমার কথাটিও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে।—তুমি অমনুষ্য কখনই নহ,—একথা বলিলেও যে নিজের মনুষ্যত্ব জানিতে না পারে ;—তুমি মনুষ্যই হইতেছ,—একথা বলিলেও সে কি করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব জানিতে সক্ষম হইবে ? অতএব আত্মাববোধের উপায় একমাত্র যথাশাস্ত্র উপদেশ, ভিন্ন-ত আর অন্য উপায় কিছুই দেখি না। তৃণাদি অগ্নিরই দাহ্য পদার্থ, তাহা কি

ন্যেন কেনচিদ্দগ্ধুং শক্যম্। অতএব শাস্ত্রং আত্মস্বরূপং বোধয়িতুং প্রবৃত্তং সদমনুষ্যত্বপ্রতিষেধনেনৈব নেতি নেতীত্যুক্ত্বোপররাম। তথাঽনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনং "তত্ত্বমসি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেদি"ত্যেবমাদ্যপি চ।

যাবদয়মেবং যথোক্তমিমমাত্মানং ন বেত্তি, তাবদয়ং বাহ্যানিত্যদৃষ্টিলক্ষণমুপাধিমাত্মত্বেনোপেত্যাবিদ্যয়োপাধিধর্ম্মানাত্মনো মন্যমানো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্য-

---

আর অন্য কেহ দগ্ধ করিতে সক্ষম হয়?—কখনই নহে। এই জন্যই শাস্ত্র আত্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া অমনুষ্যত্বপ্রতিষেধের ন্যায় 'নেতি নেতি' বা তন্ন তন্ন বলিয়া বিরাম করিয়াছেন। সেইরূপ, ব্রহ্ম অনন্তর অবাহ্য, এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি সর্ব্বানুভূ;—এইরূপই পূর্ব্বাচার্য্যদিগের উপদেশ। "তত্ত্বমসি"—তুমি সেই আত্মাই হইতেছ; যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, তখন আবার কিসের দ্বারা কি দেখিবে?—ইত্যাদি শ্রুতিও সেইরূপ স্বরূপ বলিয়া বিরাম করিতেছেন।

—সুতরাং আমি আর কি করিয়া বুঝাইব?

—এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে, আত্মার কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্ম আছে, ইহা প্রকৃত প্রমাণদ্বারা জানিতে পারা যায় না; সুতরাং সেই কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্ম আত্মার আছে বলিয়া যদি কোনরূপ প্রমাণাদিদ্বারা জ্ঞান হয়, তবে সে জ্ঞান অজ্ঞানমূলক ভ্রমমাত্র বলিয়া, আত্মা সংসারিরূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মমাত্র, অন্য কিছুই নহেন। এই ন্যায়ানুসারে ঈশ্বরকে যে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কল্পনা করা হয়, বা অন্য নানাপ্রকার-ধর্ম্ম-বিশিষ্টরূপে কল্পনা করা হয়, তাহাও উপাধির সাহায্যবশতঃ বলিয়া ভ্রমমাত্র; কারণ, ভেদে কোনও প্রমাণ নাই; বরং অভেদে আগম ও আগমানুগৃহীত অনুমানাদি প্রবল প্রমাণ থাকায়, বাস্তবিক ঈশ্বরও ব্রহ্মমাত্রই। অতএব আত্মা তিনটি নহেন, আত্মা একটি মাত্র, অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ স্বরূপ,—নিত্যচিন্ময়।

—যতদিন পর্য্যন্ত জীব পূর্ব্বকথিত প্রকারে আত্মাকে এইরূপে জানিতে না পারিবে; ততদিন সে বাহ্য অনিত্য দৃষ্টির (বৃত্তির) আধার অন্তঃকরণকে (উপাধিকে) আত্মরূপে অবলম্বন করিয়া অবিদ্যা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত উপাধিধর্ম্মগুলিকে,—কাণত্ব, খঞ্জত্ব, বধিরত্ব এবং মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতিকে আত্মার উপাধি মনে করিয়া ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত দেব-

ওঁ পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি, যদেতদ্রেতঃ।
তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসম্ভূতাত্মন্যেবাত্মানং

স্তেষু দেবতির্য্যঙ্ নিরয়স্থানেষু পুনঃপুনরাবর্ত্তমানোঽবিদ্যাকামকর্ম্মবশাৎ সংসরতি।

স এবং সংসরন্নুপাত্তদেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং ত্যজতি। ত্যক্ত্বাঽন্যমুপাদত্তে। পুনঃপুনরেবমেব নদীস্রোতোবজ্জন্মমরণপ্রবন্ধাবিচ্ছেদেন বর্ত্তমানঃ কাভিরবস্থাভির্ব্বর্ত্তত ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্ত্যাহ শ্রুতির্ব্বৈরাগ্যহেতোঃ।

অয়মেবাবিদ্যাকামকর্ম্মাভিমানবান্ যজ্ঞাদিকর্ম্ম কৃত্বা অস্মাল্লোকাদ্ধূমাদিক্রমেণ চন্দ্রমসম্প্রাপ্য ক্ষীণকর্ম্মা বৃষ্ট্যাদিক্রমেণেমং লোকং প্রাপ্যান্নভূতঃ পুরুষাঽগ্নৌ হুতঃ। তস্মিন্ পুরুষে হ বৈ অয়ং সংসারী রসাদিক্রমেণাদিতঃ

তির্য্যঙ নরস্থানে পুনঃপুনর্ব্বার আবর্ত্তমান হইয়া অবিদ্যা ও কামকর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ যাতায়াত করিতে থাকিবে। সে জীব এইরূপে যে দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত (শরীর) গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, সেই শরীর আবার ত্যাগ করিবে, আবার ত্যাগ করিয়া আবার অন্য একটি শরীর গ্রহণ করিবে। এইরূপ বারংবার নদীর স্রোতের ন্যায় জন্মমরণ-প্রবন্ধের অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান থাকিয়া কিরূপ শোচনীয়তর অবস্থায় রহিয়াছে, ইহাই দর্শন করাইয়া বৈরাগ্যোদয়ের জন্য শ্রুতি বলিতেছেন,—"পুরুষেঽবা অয়ম্ আদিতো গর্ভোভবতী"তি।

ঐ জীবই আদিতে কামকর্ম্মাভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। পরে দেহ ত্যাগ করিলে, ধূমাদি ক্রমে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হইয়া কাম্যকর্ম্মফলের উপভোগ করিতে করিতে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া আইসে, তখন বৃষ্টি আদিক্রমে এই লোকে আপতিত হইয়া তিল, যব, ধান্য মুদ্গাদিতে আবিষ্ট হইয়া থাকে। কালে পুরুষেরা সেই সকল ভক্ষণ করিয়া রসরূপে পরিণত করে; ক্রমশঃ শোণিত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জারূপ হইতে শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে।—

'এই জীব প্রথমতঃ পুরুষে যে রেতঃ আছে, সেই রেতোরূপে গর্ভ হইয়া থাকে,—অর্থাৎ এই জীব প্রথমে রেতোরূপে পুরুষের মধ্যে বা গর্ভে প্রবেশ করে। সেই প্রসিদ্ধ এই রেতঃ (অন্নময় পিণ্ডের রসাদি) সকল

বিভর্ত্তি তদ্যথা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি, তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ১ ॥

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা, তস্মাদেনাং ন হিনস্তি, সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥ ২ ॥

প্রথমতো রেতোরূপেণ গর্ভো ভবতীতি তদাহ। যদেতৎ পুরুষে রেতস্তেন রূপেণেতি।

তচ্চৈতদ্রেতোঽন্নময়স্য পিণ্ডস্য সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যো রসাদিলক্ষণেভ্যস্তেজঃ সাররূপং শরীরস্য সম্ভূতং পরিনিষ্পন্নং তৎ পুরুষস্যাত্মভূতত্বাদাত্মা। তমাত্মানং রেতোরূপেণ গর্ভীভূতমাত্মানমাত্মন্যেব স্বশরীরে এবাত্মানং বিভর্ত্তি ধারয়তি। তদ্রেতো যদা যস্মিন্ কালে ভার্য্যা ঋতুমতী তস্যাং যোষাঽগ্নৌ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি উপগচ্ছন্। অথ তদৈনদেতদ্রেত আত্মনো গর্ভভূতং জনয়তি পিতা, তদস্য পুরুষস্য স্থানান্নির্গমনং রেতঃসেককালে রেতোরূপেণাস্য সংসারিণঃ প্রথমং জন্ম প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিঃ,—তদেতদুক্তং পুরস্তাদসাবাত্মাঽমুমাত্মানমিত্যাদিনা ॥ ১ ॥

তদ্রেতো যস্যাং স্ত্রিয়াং সিক্তং সৎ তস্যা আত্মভূয়মাত্মাঽব্যতিরেকতাং যথা পিতুরেবং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি যথা স্বমঙ্গং স্তনাদি, তথা তদ্বদেব। তস্মাদ্ধেতোরেনাং মাতরং স গর্ভো ন হিনস্তি পিটকাদিবৎ। যস্মাৎ স্তনাদি স্বাঙ্গবদা-

অঙ্গ অপেক্ষা সার বলিয়া তেজোরূপে পরিনিষ্পন্ন, অর্থাৎ সমুদ্ভূত হইলে, (পুরুষ, আত্মভিমানের বিষয় যে দেহ, সেই দেহরূপে পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া) আত্মশব্দবাচ্য রেতকে আত্মাভিমানের আস্পদ নিজশরীরে ধারণ করিয়া থাকে। যখন সেটি (ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে) স্ত্রীতে (যোষাগ্নিতে) সিক্ত করে, তখন এ (জীব) জন্মায়,—অর্থাৎ গর্ভরূপে পরিণত হয়।—সেই ইহার প্রথম জন্ম ॥’ ১ ॥

‘সেই রেতঃ, যেমন নিজের অঙ্গ স্তনাদি কোনরূপ পীড়াকর হয় না, সেইরূপ যাহাতে তাহার নিষেক হয়, সেই স্ত্রীর (মাতার) আত্মভাব প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু এ স্ত্রীর (মাতার) কোনরূপ হিংসা করে না। সেই অন্তর্বত্নীও ভর্ত্তার আত্মভূত বা আত্মস্বরূপ গর্ভকে আপনার উদরে প্রবিষ্ট

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি, তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩ ॥

স্বভূয়ং গতং, তস্মান্ন হিনস্তি ন বাধত ইত্যর্থঃ। সাঽন্তর্ব্বত্নী এবমস্য ভর্ত্তুরাত্মানমত্রাত্মন উদরে গতং প্রবিষ্টং বুদ্ধা ভাবয়তি বর্দ্ধয়তি পরিপালয়তি গর্ভবিরুদ্ধাশনাদিপরিহারমনুকূলাশনাদ্যুপযোগঞ্চ কুর্ব্বতী ॥ ২ ॥

সা ভাবয়িত্রী ভর্ত্তুরাত্মনো গর্ভভূতস্য ভাবয়িতব্যা রক্ষয়িতব্যা চ ভর্ত্তা ভবতি। ন হ্যপকারপ্রত্যুপকারমন্তরেণ লোকে কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্বন্ধ উপপদ্যতে। তং গর্ভং স্ত্রী যথোক্তেন গর্ভধারণবিধানেন বিভর্ত্তি ধারয়তি অগ্রে প্রাগ্ জন্মনঃ। স পিতাঽগ্র এব পূর্ব্বমেব জাতমাত্রং জন্মনোঽধ্যূর্দ্ধং জন্মনো জাতং কুমারং জাতকর্ম্মাদিনা পিতা ভাবয়তি।—

স পিতা যদ্যস্মাৎ জাতমাত্রং কুমারং জন্মোনোঽধ্যূর্দ্ধমগ্রে জাতমাত্রমেব জাতকর্ম্মাদিনা যদ্ভাবয়তি, তদাত্মানমেব ভাবয়তি; পিতুরাত্মৈব হি পুত্ররূপেণ জায়তে। তথা হ্যুক্তং;—"পতির্জ্জায়াং প্রবিশতী"ত্যাদি। তৎ কিমর্থমাত্মানং পুত্ররূপেণ জনয়িত্বা ভাবয়তি? উচ্যতে।—এষাং লোকনাং সন্তত্যৈ

জানিয়া, তাহাকে পালন করিয়া থাকেন।'—অর্থাৎ গর্ভের হানিকর ভোজ্যপেয়াদির ত্যাগ এবং অনুকূল ভোজন ও পেয়ের উপয়োগ, অর্থাৎ ভোজনাদি করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

'সেই গর্ভিণী—গর্ভভূত ভর্ত্তার আত্মাকে পালন করিয়া থাকেন বলিয়া, ভর্ত্তার উচিত,—তাঁহার পালন করা। (উপকারের প্রত্যুপকার ব্যতীত কি, কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ হয়?) সেই গর্ভের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী (মাতা) যথোক্ত গর্ভধারণ-বিধানানুসারে ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই পিতাও গর্ভের জন্মের পর, জাতমাত্র কুমারকে জাতকর্ম্মাদি দ্বারা পরিপালন করিয়া থাকেন।' ৩ ॥

—সেই যে পিতা জন্মের পর,—জাতমাত্র কুমারকে (জাতকর্ম্মাদি দ্বারা) পরিপালন করিয়া থাকেন, সে-ত নিজেরই পরিপালন করেন; (কারণ

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যাঽয়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, তদস্য তৃতীয়ং জন্ম।

অবিচ্ছেদায়েত্যর্থঃ। বিচ্ছিদ্যেরন্ হীমে লোকাঃ পুত্রোৎপাদনাদি যদি ন কুর্য্যুঃ কেচন, পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মাঽবিচ্ছেদেনৈব সন্ততা হি প্রবন্ধরূপেণ বর্ত্তন্তে হি যস্মাদিমে লোকাস্তস্মাত্তদবিচ্ছেদায় তৎ কর্ত্তব্যং, ন মোক্ষায়েত্যর্থঃ। তদস্য সংসারিণঃ পুংসঃ কুমাররূপেণ মাতুরুদরাদ্‌যন্নির্গমনং, তদ্রেতোরূপাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং জন্ম দ্বিতীয়াবস্থাভিব্যক্তিঃ॥ ৩॥

তস্য পিতুঃ সোঽয়ং পুত্রাত্মা পুণ্যেভ্যঃ শাস্ত্রোক্তেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মনিষ্পাদনার্থং প্রতিধীয়তে পিতুঃ স্থানে পিত্রা যৎ কর্ত্তব্যং তৎকরণায় প্রতিনিধীয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচ সম্পত্তিবিদ্যায়াং বাজসনেয়কে ;—"পিত্রানুশিষ্টোঽহং ব্রহ্মাঽহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি প্রতিপদ্যত ইতি।

পিতার দেহাংশই-ত পুত্রদেহরূপে উৎপন্ন হয়।) পিতা নিজেকে পুত্ররূপে জন্মাইয়া কি জন্য পালন করেন,—না,—এইলোকের ধারাবাহিক প্রবাহ রাখিবার জন্য। যদি কেহই এইরূপে—পুত্রোৎপাদন না করে, তবে-ত এলোক এককালে উচ্ছিন্ন হইয়াই যায় ; সুতরাং এলোক এইরূপেই প্রবাহিত, অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই বিস্তৃত হইতেছে (বলিয়া বংশরক্ষার জন্য পুত্রোৎপাদন কর্ত্তব্য ; কিন্তু মুক্তির জন্য নহে।)—'এই ইহার দ্বিতীয় জন্ম।' (সংসারীজীবের কুমাররূপে যে মাতার উদর হইতে বাহিরে নির্গমন, এটি রেতোরূপ অপেক্ষা দ্বিতীয় জন্ম,—অর্থাৎ দ্বিতীয়াবস্থার অভিব্যক্তি বলিতে হইবে) ॥ ৩ ॥

সেই যে এই পিতার পুত্ররূপ আত্মা, অথবা আত্মস্বরূপ পুত্র, ইনি পিতার শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্ম্ম সকল নিষ্পাদনার্থ প্রতিনিধি হন,—অর্থাৎ পিতার যাহা কর্ত্তব্য, সেই কর্ম্ম করিবার অধিকারী। তারপর, যথাকালে পিতা নিজের সমস্ত ভার পুত্রে নিক্ষেপ বা অর্পণ করিয়া পুত্রের পিতাস্বরূপ অন্য আত্মা (পুত্র) দ্বারা কর্ত্তব্য ঋণত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া শেষ বয়স প্রাপ্ত হইলেই প্রয়াণ বা ইহলোক পরিত্যাগ করে। সে জীব এই লোক হইতে প্রয়াণ

তদুক্তমৃষিণা ॥ ৪ ॥

অথানন্তরং পুত্রে নিবেশ্যাত্মনো ভারমস্য পুত্রস্যোক্তয়োঽয়ং যঃ পিতাত্মা কৃতকৃত্যঃ কর্ত্তব্যাদৃণত্রয়াদ্বিমুক্তঃ কৃতকর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। বয়োগতো গতবয়া জীর্ণঃ সন্ প্রৈতি ম্রিয়তে। স ইতোঽস্মাৎ প্রয়ন্নেব শরীরং পরিত্যজন্নেব তৃণজলূকাবদ্দেহান্তরমুপাদদানঃ কর্ম্মচিতং পুনর্জ্জায়তে। তদস্য মৃত্বা প্রতিপত্তব্যং, যত্তৃতীয়ং জন্ম। ননু সংসরতঃ পিতুঃ সকাশাদ্রেতোরূপেণ প্রথমং জন্ম। তস্যৈব কুমাররূপেণ মাতুর্দ্বিতীয়ং জন্মোক্তম্। তস্যৈব তৃতীয়ে জন্মনি বক্তব্যে প্রেতস্য পিতুর্যজ্জন্ম, তত্তৃতীয়মিতি কথমুচ্যতে? নৈষ দোষঃ ;—পিতাপুত্র-

কালেই, অর্থাৎ দেহ ত্যাগের সময়ে, তৃণজলৌকার ন্যায় ভাবনাকে দীর্ঘীভূত করিয়া কর্ম্মসঞ্চিত অন্য দেহে যাইয়া আবার জন্ম গ্রহণ করেন।* সেই ইহার তৃতীয় জন্ম ॥'

—কথাগুলি বড় জটিল হইয়াছে।—যাহার (যে আত্মার) সংসরণ হইতেছে, রেতোরূপে তাহার পিতার নিকট প্রথম জন্ম। তাহারই মাতা হইতে কুমাররূপে দ্বিতীয় জন্ম কথিত হইল। তাহারই-ত তৃতীয় জন্ম বলিতে হইবে।—তা না বলিয়া বলা হইল কি না,—প্রেত পিতার যে জন্ম, সেই তৃতীয় ;—এ কি?

—তাহাতে দোষ হয় না ;—বক্তার উদ্দেশ্য, পিতা ও পুত্রের ঐকাত্ম্য। সেই পুত্রও নিজের পুত্রে ভারার্পণ করিয়া মরিবার কালে তৃণজলৌকার ন্যায় দীর্ঘভাবনা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবে, যেমন পিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে সেই জন্মই-ত পুত্রের পক্ষে তৃতীয় হইল। শ্রুতি মনে করিয়াছেন, একস্থার একাংশে যাহা কথিত হইল, তাহা অন্যাংশেও সুতরাং কথিত হইয়াছে ; কারণ, পিতা ও পুত্রের আত্মভেদ-ত

---

* জোঁক যখন গমন করে, তখন একটিতৃণকে আশ্রয় করিয়া বা ভূমিতে ভর দিয়া অন্যটি ত্যাগ করে, সেইরূপ জীবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলেই, তাহার এই জন্মের অনুষ্ঠিত পাপ পুণ্যাদি কর্ম্ম সকল চিত্ত মধ্যে উদিত হয়, তদনন্তর সেই জীব নিজ কর্ম্মানুষ্ঠান সঞ্চিত কর্ম্মের অনুরূপ অন্য এক দেহ আশ্রয় বা ধারণ পূর্ব্বক জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাকেই পরলোক গমন বলে এবং এইরূপে জীব দেহধারণ করিয়া পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে।

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বাঃ শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫ ॥

য়োরৈকাত্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সোঽপি পুত্রঃ স্বপুত্রে ভারং নিধায়েতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে যথা পিতা তদন্যত্রোক্তমিতরত্রাপ্যুক্তমেব ভবতীতি মন্যতে শ্রুতিঃ, পিতাপুত্রয়োরৈকাত্ম্যত্বাৎ ॥ ৪ ॥

এবং সংসরন্নবস্থাব্যক্তিত্রয়েণ জন্মমরণবন্ধারূঢ়ঃ সর্ব্বো লোকঃ সংসারসমুদ্রে নিপতিতঃ কথঞ্চিদ্‌যথাশ্রুত্যুক্তমাত্মানং বিজানাতি যস্যাং কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং, তদৈব মুক্তসর্ব্বসংসারবন্ধনঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যেতদ্‌বস্তু তদৃষিণা মন্ত্রেণাপ্যুক্তমিত্যাহ,—গর্ভে নু মাতুর্গর্ভাশয়ে এব সন্। ন্বিতি বিতর্কে।।অনেক জন্মান্তরভাবনাপরিপাকবশাদেষাং দেবানাং বাগগ্ন্যাদীনাং জনিমানি জন্মানি বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণ্যন্ববেদমহমহোঽনুবুদ্ধবানস্মীত্যর্থঃ। শতমনেকং বহ্ব্যো মা মাং পুর আয়সীরায়স্যো লোহময্য ইবাঽভেদ্যানি শরীরাণীত্যভিপ্রায়ঃ। অরক্ষন্ রক্ষিতবত্যঃ। সংসারপাশনির্গমনাদধোঽধঃ পশ্যন্ শ্যেন ইব জালং

নাই।—অর্থাৎ পিতার দু'টি দেহ, একটি নিজের ও অন্যটি পুত্রের; সুতরাং একস্থানে যাহা কথিত হইয়াছে, বাধা না থাকিলে, অন্য স্থানেও নিশ্চয়ই তাহাই কথিত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

—এইরূপে সংসৃত সকল জীবই তিনটি অবস্থার তিন প্রকার অভিব্যক্তি দ্বারা জন্মমরণ-প্রবাহে আরূঢ় হইয়া সংসারসমুদ্রে নিপতিত হয় এবং যে কোন অবস্থায় অবস্থান করিয়া শ্রুত্যুক্ত আত্মাকে যথাকথঞ্চিৎ ভাবে জানিতে পারে; সেই অবস্থাতেই সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়।—এই বিষয়টি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও মন্ত্রে বলিয়াছেন,—'অহো! আমি মাতৃগর্ভাশয়ে অবস্থান করিয়াই অনেক জন্মান্তরে জনিত ভাবনার পরিপাকবশতঃ এই সকল বাক্-অগ্নি-আদি দেবগণের সমস্ত জন্মবৃত্তান্তই অনুবুদ্ধবান্, অর্থাৎ অবগত হইয়াছি। আমাকে লৌহময় পুরীর ন্যায় অভেদ্য শরীর সকল ততদিন রাখিতে পারিয়াছিল, যতদিন না আমি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তীব্রবলধারী আত্মজ্ঞানসামর্থ্যে নির্গত হইতে পারিয়াছি।'

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৬ ॥

(যথাস্থানং গর্ভিণ্যঃ।)

ইত্যৈতরেয়োপনিষদাত্মষট্কে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

উপনিষৎক্রমেণ দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ইত্যৈরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি ঋগ্ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডান্তর্গতদ্বিতীয়ারণ্যকে পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ্যকে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

ভিত্বা জবসা আত্মজ্ঞানকৃতসামর্থ্যেন নিরদীয়ং নির্গতোঽস্মি। অহো গর্ভ এব শয়ানো বামদেব ঋষিরেবমুবাচৈবৈতৎ ॥ ৫ ॥

স বামদেবঋর্ষির্যথোক্তমাত্মানমেবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাচ্ছরীরস্থাঽবিদ্যাপরিকল্পিতস্যাঽঽয়সবদনির্ভেদ্যস্য জননমরণাদ্যনেকানর্থশতাবিষ্টশরীরপ্রবন্ধনস্য পরমাত্মজ্ঞানামৃতোপযোগ-জনিতবীর্য্য-কৃত-ভেদাচ্ছরীরোৎপত্তি-বীজাঽবিদ্যাদি-নিমিত্তোপমর্দ্দহেতোঃ শরীরবিনাশাদিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধঃ পরমার্থভূতঃ সন্নধোভাবাৎ সংসারাদুৎক্রম্য জ্ঞানবিদ্যোতিতামলসর্ব্বাত্মভাবমাপন্নঃ সন্নমুষ্মিন্ যথোক্তেঽজরেঽমরেঽমৃতেঽভয়ে সর্ব্বজ্ঞেঽপূর্ব্বেঽনপরেঽনন্তেঽবাহ্যে প্রজ্ঞানামৃতৈকরসে প্রদীপবন্নির্ব্বাণমত্যগমৎ স্বর্গে লোকে স্বস্মিন্নাত্মনি স্বে স্বরূপেঽমৃতঃ

—আহা! বামদেব ঋষি গর্ভেই শয়ান হইয়া এইরূপ এইকথা বলিয়াছিলেন।' ৫ ।

'সেই বামদেব ঋষি, যথোক্ত আত্মাকে এইরূপে জানিতে পারিয়া, এ (স্বীয়) শরীরের বিনাশ হইলে, পরমাত্মস্বরূপ হইয়া অধোভূত সংসার মণ্ডল হইতে উৎক্রমণ করিয়া, আত্মজ্ঞান দ্বারা সমস্ত কামনার পূর্ণত

যথোক্তবদাত্মজ্ঞানেন পূর্ব্বমপ্যাপ্তকামতয়া জীবন্নেব সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা ইত্যর্থঃ। দ্বির্ব্বচনং সফলস্য সোদাহরণস্যাত্মজ্ঞানস্য পরিসমাপ্তিপ্রদর্শনার্থম্ ॥ ৬ ॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎকৃতাবৈতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

প্রাপ্ত হইয়া, স্বস্বরূপে (পরমাত্মস্বরূপে) অবস্থান করিয়া অমৃত হইয়াছিলেন, অমৃত হইয়াছিলেন,—অর্থাৎ জরামরণ-বিহীন হইয়াছিলেন ॥' ৬ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

পঞ্চমখণ্ডঃ।

ওঁ কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা।

ব্রহ্মবিদ্যাসাধনকৃতসর্ব্বাত্মভাবফলাবাপ্তিং বামদেবাদ্যাচার্য্যপরম্পরয়া শ্রুত্যাঽবদ্যোত্যমানাং ব্রহ্মবিৎপরিষদ্যত্যন্তপ্রসিদ্ধামুপলভমানা মুমুক্ষবো ব্রাহ্মণা অধুনাতনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসবোঽনিত্যাৎ সাধনলক্ষণাৎ সংসারাদাজীবভাবাদ্ব্যাবৃৎসবো বিচারয়ন্তোঽন্যোন্যং পৃচ্ছন্তি,—কোঽয়মাত্মেতি কথং যমাত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাদ্বয়মুপাস্মহে, কঃ স আত্মেতি। যঞ্চাঽঽত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাদুপাসীনো বামদেবোঽমৃতঃ সমভবৎ, তমেব বয়মপ্যুপাস্মহে, কো নু খলু স আত্মেতি। এবং জিজ্ঞাসাপূর্ব্বমন্যোন্যং পৃচ্ছতামতিক্রান্তবিশেষবিষয়শ্রুতিসংস্কারজনিতা স্মৃতিরজায়ত। তং প্রপদাভ্যাং প্রাপদ্যত ব্রহ্মেমং পুরুষং। স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। এতমেব পুরুষম্। অত্র দ্বে ব্রহ্মণী ইতরেতরপ্রাতিকূল্যেন প্রতিপন্নে ইতি। তে চাঽস্য পিণ্ডস্যাঽঽত্মভূতে। তয়োরন্যতর আত্মোপাস্যো ভবিতুমর্হতি। যোঽত্রোপাস্যঃ, কঃ স আত্মেতি বিশেষনির্দ্ধারণার্থং পুনরন্যোন্যং পপ্রচ্ছুর্ব্বিচারয়ন্তঃ।

ব্রহ্মবিৎপরিষদে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যাসাধানকৃত সর্ব্বাত্মভাবরূপ ফলপ্রাপ্তি, বামদেবাদি পুরাতন আচার্য্যপরম্পরাক্রমে শ্রুতিতে পরিদৃশ্যমান হইতে দেখিয়া অধুনাতন মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া এবং সাধ্যসাধনলক্ষণ অনিত্যসংসারে আত্মভাব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া বিচারমুখে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—"কোঽয়মাত্মেতি।"

—'এই ইনিই আত্মা,—এইভাবে আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি ;—ইনি কে ? যে আত্মাকে—"এই ইনিই আত্মা,"—এইভাবে উপাসনা করিয়া বামদেব অমৃত হইয়া গিয়াছিলেন, সে আত্মা কে ?"

—এইরূপ পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে পূর্ব্ব পঠিত শ্রুতির সংস্কার জাগরূক হওয়ায় মনে পড়িল,—এক আত্মা সেই পিণ্ডের পাদাগ্র হইতে পিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেম, আর এক আত্মা সেই পিণ্ডের কেশবিন্যাসের সীমা-বিদারণ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দু'টি ব্রহ্ম বা আত্মা পরস্পার বিরুদ্ধভাবে আছেন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ১ ॥

পুনস্তেষাং বিচারয়তাং বিশেষবিচারণাস্পদবিষয়া মতিরভূৎ। কথং দ্বে বস্তুনী অস্মিন্ পিণ্ড উপলভ্যেতে অনেকভেদভিন্নেন করণেন। যেনোপলভ্যতে, যশ্চৈক উপলভ্যতে করণান্তরোপলব্ধবিষয়স্মৃতিপ্রতিসন্ধানাৎ। তত্র ন তাবদ্‌যেনোপলভ্যতে, স আত্মা ভবিতুমর্হতি। কেন পুনরুপলভ্য ইতি। উচ্যতে।—যেন বা চক্ষুষা রূপং পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি শ্রোত্রভূতেন

সে দুইটিই পিণ্ডের আত্মভূত। তাহার মধ্যে অন্যতর একটি উপাস্য হইতে পারেন। যাহাই হউক, এখন আমাদিগের কোন্ আত্মা উপাস্য হইবেন? —বিচারমুখে নির্দ্ধারণার্থ পরস্পর এইরূপ—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

তারপর, তাঁহাদিগের বিচার করিতে করিতে এইরূপ সুমতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।—দু'টি বস্তু এই পিণ্ডে উপলব্ধ হইতেছে।—তাহার মধ্যে প্রথম,—চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি-অনেকভেদভিন্ন একজাতীয় করণ,—যদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়। আর; দ্বিতীয়—যে একমাত্র উপলব্ধি করে; সে বহু নহে,—এক; কারণ, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি রূপযুক্ত পুষ্পাদি দেখিয়া, পরে অন্ধ হইলেও সেই রূপবান্ পুষ্পের প্রতিসন্ধান এবং প্রত্যভিজ্ঞান বা প্রতি স্মরণ,—যে আমি বাল্যকালে চক্ষুষ্মান্ ছিলাম, সেই আমি এখন অন্ধ হইয়া আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করিতেছি;—এই আকারে স্মরণ—করিয়া থাকে, ইত্যাকার স্মৃতি, আত্মা ভিন্ন ভিন্ন হইলে হইতে পারে না; সুতরাং বাল্যকালে যে আত্মা ছিলেন, এখন বৃদ্ধকালেও সেই আত্মাই আছেন, মধ্যে কেবল দেহটির বিকার হইতেছে মাত্র। অতএব বাল্য-বার্দ্ধক্যাদি কালের আত্মা একই। —এতদুভয়ের মধ্যে যদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়, সে আত্মা হইতে পারে না; কিন্তু যে উপলব্ধি করে, সেই আত্মা হইতে পারে। কিসের দ্বারা উপলব্ধি হয়?—

—বলা যাইতেছে,—

—'যে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, যে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে,

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ।

শব্দং, যেন বা ঘ্রাণভূতেন গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বাক্করণভূতেন বাচং নামাত্মিকাং ব্যাকরোতি গৌরশ্ব ইত্যেবমাদ্যাং সাধ্বসাধ্বিতি চ। যেন বা জিহ্বাভূতেন স্বাদ্চাস্বাদু চ বিজানাতীতি ॥ ১ ॥

কিং পুনস্তদেকমনেকধা ভিন্নং করণমিত্যুচ্যতে।—

যদুক্তং পুরস্তাৎ প্রজানাং রেতো হৃদয়ং হৃদয়স্য রেতো মনো মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ। হৃদয়ান্মনো, মনসশ্চন্দ্রমা, তদেবৈতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈকমেতদনেকধা। এতেনান্তঃকরণেনৈকেন চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি শ্রোত্রভূতেন শৃণোতি ঘ্রাণভূতেন জিঘ্রতি বাগ্‌ভূতেন বদতি জিহ্বাভূতেন রসয়তি স্বেনৈব বিকল্পনারূপেণ মনসা বিকল্পয়তি হৃদয়রূপেণাধ্যবস্যতি। তস্মাৎ সর্ব্বকরণবিষয়ব্যাপারকমেকমিদং করণং সর্ব্বোপলব্ধ্যর্থমুপলব্ধুঃ। তথা চ কৌষীতকীনাং;—"প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা রূপাণ্যাপ্নোতী"ত্যাদি। বাজসনেয়কে চ,—"মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতী"ত্যাদি। তস্মাদ্ধৃদয়-

যে ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ করে, যে বাক্‌করণের দ্বারা নামাত্মক সাধু ও অসাধু গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ, হস্তী,—গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা, ইত্যাদি বাক্যের ব্যাকরণ—স্ফুরণ করে এবং যে জিহ্বা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু জানিতে পারে ॥ ১ ॥

—এই যে, (প্রজাগণের রেতঃ হৃদয়কে উৎপন্ন করে, হৃদয় হইতে মনের সৃষ্টি হয়, মন হইতে চন্দ্রমার আবির্ভাব হয়; সুতরাং হৃদয়ের রেতঃ-সারভূত কার্য্য মনঃ। অতএব) এই হৃদয়ই মনঃ;—(এ মনঃ এক;—এ এক হইয়াও অনেকরূপে দর্শনশ্রবণাদি করে বলিয়া অনেক প্রকারের। এই-ই করণ; ইহাদ্বারা দর্শনাদি করে।)—এই সব।

—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে,—প্রজাগণের রেতঃ,—অর্থাৎ সারভূত কার্য্য হৃদয়, হৃদয়ের রেতঃ,—সারভূত কার্য্য মনঃ, মনদ্বারা আপের ও বরুণের সৃষ্টি হইয়াছে; হৃদয় হইতে মনঃ, মনঃ হইতে চন্দ্রমাঃ।—সেই হৃদয়ই-ত মনঃ,—আর সেই মনই-ত এক হইয়াও এই শ্রবণাদি কার্য্যসমূহের করণভেদে অনেক।

মনোবাচাস্য সর্বোপলব্ধিকরণত্বং প্রসিদ্ধম্। তদাত্মকশ্চ প্রাণো যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণ ইতি ব্রাহ্মণম্। করণসংহতিরূপশ্চ প্রাণ ইত্যবোচাম প্রাণসংবাদাদৌ। তস্মাৎ যৎ পদ্ভ্যাং প্রাপদ্যত ন তদ্ব্রহ্ম, তদুপলব্ধ্যুপলব্ধিকরণত্বেন গুণভূতত্বান্নৈব তদ্ব্রহ্মোপাস্যাত্মা ভবিতুমর্হতি। পারিশেষ্যাদ্যস্যোপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থা এতস্য হৃদয়স্য মনোরূপস্য করণস্য বৃত্তয়ো বক্ষ্যমাণাঃ, স উপলব্ধোপাস্য আত্মা নোহস্মাকং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ।

তদন্তঃকরণোপাধিস্থস্যোপলব্ধুঃ প্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থা যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ো বাহ্যান্তর্বর্ত্তিবিষয়বিষয়াস্তা ইমা উচ্যন্তে ;—

—ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে,—এক অন্তঃকরণই চক্ষুঃ হইয়া রূপদর্শন, শ্রোত্র হইয়া শব্দ শ্রবণ, ঘ্রাণ হইয়া গন্ধঘ্রাণ, মনোরূপে বিকল্প এবং হৃদয়রূপে অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করে ; সুতরাং উপলব্ধা পুরুষের সকল প্রকার উপলব্ধি করিবার একমাত্র করণ,—এই মনঃ, সকল করণের উপরই প্রভুত্ব করিয়া থাকে। সেইরূপই কৌষীতকিগণের বাক্য শ্রবণ করা যাইতেছে ;—প্রজ্ঞাদ্বারা বাক্-করণে সমারূঢ় হইয়া, বাক্ দ্বারা সমস্ত নাম উল্লেখ করিতেছে, প্রজ্ঞা দ্বারা চক্ষুতে সমারূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপের দর্শন করিতেছে, ইত্যাদি। বাজসনেয়কেও সেই একই কথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—মনদ্বারাই দর্শন করে, মনদ্বারা শ্রবণ করে, হৃদয় দ্বারা রূপের দর্শন করে, ইত্যাদি। অতএব হৃদয় ও মনঃশব্দের বাচ্য যে অন্তঃকরণ, সে সমস্ত উপলব্ধিরই করণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহাই দেখিতেছি। প্রাণ আবার তদাত্মক,—অর্থাৎ প্রাণ, প্রজ্ঞা বা মনঃ, এ একই অর্থবোধক শব্দভেদ।—'যে প্রজ্ঞা, সেই প্রাণ ; যে প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা ;' এইরূপ ব্রাহ্মণভাগে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রাণসংবাদাদিতেও করণসমুদায়ই প্রাণ, ইহা বলিব। অতএব যিনি, পদদ্বয় অবলম্বন করিয়া সেই পিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেও ব্রহ্ম ; তবে উপলব্ধার উপলব্ধির করণ বলিয়া সে গুণভূত অপ্রধান ; সুতরাং সে বস্তু, ব্রহ্মরূপে উপাস্য যে আত্মা, সে আত্মা হইতে পারে না।—এখন দুইটি আত্মার মধ্যে-ত একটি অনাত্মা হইয়া গেল। তবে রহিল আর একটি, যে সীমাভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অগত্যা পরিশিষ্ট যে উপলব্ধার উপলব্ধির জন্য এই

সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২ ॥

সংজ্ঞানং সংজ্ঞপ্তিশ্চেতনভাবঃ। আজ্ঞানমাজ্ঞপ্তিরীশ্বরভাবঃ। বিজ্ঞানং কলাদিপরিজ্ঞানম্। প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞতা। মেধা গ্রন্থধারণসামর্থ্যম্। দৃষ্টিরিন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্ববিষয়োপলব্ধিঃ। ধৃতির্ধারণং অবসন্নানাং শরীরেন্দ্রিয়াণাং যয়োত্তম্ভনং ভবতি। ধৃত্যা শরীরমুত্তম্ভীতি হি বদন্তি। মতির্মননম্। মনীষা তত্র স্বাতন্ত্র্যম্। জূতিশ্চেতসো রুগাদিদুঃখিত্বভাবঃ। স্মৃতিঃ স্মরণম্। সঙ্কল্পঃ শুক্লকৃষ্ণাদিভাবেন সঙ্কল্পনং রূপাদীনাম্। ক্রতুরধ্যবসায়ঃ। অসুঃ প্রাণনাদিজীবনক্রিয়ানিমিত্তা বৃত্তিঃ। কামোঽসন্নিহিতবিষয়াকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণা। বশঃ স্ত্রীব্যতিকরাদ্যভিলাষ-ইত্যেবমাদ্যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ। প্রজ্ঞপ্তিমাত্রস্য

মনোরূপ অন্তঃকরণ-হৃদয়ের বৃত্তি সকল বলা যাইবে, সেই উপলব্ধাই আমাদিগের উপাস্য আত্মা হইতে পারেন।—এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

—সেই অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে অবস্থিত উপলব্ধিকারী প্রজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তরবিষয়কে অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণের যে সকল বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই সকলের বিষয় বলা যাইতেছে।—সংজ্ঞান সংজ্ঞপ্তি বা চৈতন্যভাব; আজ্ঞান, আজ্ঞপ্তি বা ঈশ্বরভাব; বিজ্ঞান,—লৌকিকজ্ঞান বা শিল্পকলাদিপরিজ্ঞান; প্রজ্ঞান, প্রজ্ঞপ্তি বা প্রকৃষ্টজ্ঞান; মেধা, গ্রন্থধারণসামর্থ্য; দৃষ্টি, ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের উপলব্ধি; ধৃতি,—ধারণ,—অবসন্ন শরীর বা ইন্দ্রিয়ের উত্তম্ভন বা অবলম্বন যদ্দ্বারা হয়; লোকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেকে বলিয়া থাকে,—ধৃতিবশতই তাদৃশ উত্তেজনা সত্ত্বেও শরীরকে থামাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে; মতি, মনন; মনীষা,—মননে স্বাধীনতা; জূতি,—রোগাদিজনিত চিত্তের দুঃখিত্বভাব, স্মৃতি—স্মরণ; সঙ্কল্প—কোনও একটি রূপের শুক্লকৃষ্ণাদিভাবে কল্পন বা সম্যক্ কল্পনা; ক্রতু,—অধ্যবসায়; অসু,—প্রাণন-আদি জীবনক্রিয়ানিমিত্ত বৃত্তিবিশেষ, বা প্রাণবৃত্তি; কাম,—অসন্নিহিত বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণা; বশ,—স্ত্রীবিলাসাদির ইচ্ছা; ইত্যাদি অন্তঃকরণবৃত্তিগুলিই প্রজ্ঞপ্তিমাত্র;

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব ॥ ৩ ॥

পলব্ধ্যুপলব্ধ্যর্থত্বাৎ শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপাধিভূতাস্তদুপাধিজনিত গুণনামধেয়ানি ভবন্তি সংজ্ঞাদীনি।

সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞপ্তিমাত্রস্য প্রজ্ঞাননামধেয়ানি ভবন্তি, ন স্বতঃ সাক্ষাৎ। তথাচোক্তং;—প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতীত্যাদি ॥ ২ ॥

স এব প্রজ্ঞানরূপ আত্মা ব্রহ্মাপরং, সর্ব্বশরীরস্থপ্রাণপ্রজ্ঞাত্মান্তঃকরণোপাধিষ্বনুপ্রবিষ্টো জলভেদগতসূর্য্যপ্রতিবিম্ববদ্ধিরণ্যগর্ভঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা। এষ এবেন্দ্র ইন্দ্রগুণাদ্দেবরাজো বা। এষ প্রজাপতির্যঃ প্রথমজঃ শরীরী। যতো মুখাদিনির্ভেদদ্বারেণাগ্ন্যাদয়ো লোকপালা জাতাঃ। প্রজাপতিরেষ এব যেঽপ্যেতে অগ্ন্যাদয়ঃ সর্ব্বে দেবা এষ এব। ইমানি চ সর্ব্বশরীরোপাদানভূতানি। পঞ্চপৃথিব্যাদীনি মহাভূতান্যন্নান্নাদত্বলক্ষণান্যেতানি। কিঞ্চেমানি চ ক্ষুদ্রৈরল্পকৈর্মিশ্রাণি। ইবশব্দোঽনর্থকঃ।

উপলব্ধা শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির কারণ বলিয়া উপাধিস্বরূপ; সংজ্ঞানাদি—সেই উপাধিজনিত গুণের নামধেয়মাত্র হইতেছে।

—'এসকলই প্রজ্ঞপ্তিমাত্র প্রজ্ঞানেরই বা প্রকৃতজ্ঞানের নাম উপাধিযোগে হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ নাম হইতে পারে না॥' ২ ॥

'এই প্রজ্ঞানরূপ আত্মাই অপর ব্রহ্ম, সমস্ত স্থূল শরীরস্থ প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা, অন্তঃকরণোপাধি সমূহে অনুপ্রবিষ্ট জলভেদগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বসদৃশ হিরণ্যগর্ভই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা। ইনিই ইন্দ্র;—গুণতঃ দেবরাজ বা ইনিই প্রজাপতি, যিনি প্রথমজ শরীরী, যাঁহা হইতে মুখাদিনির্ভেদদ্বারা অগ্ন্যাদিলোকপালসমূহ জন্মিয়াছে; সেই প্রজাপতি এই দেবই। আর এই যে অগ্ন্যাদি-দেবতা সকল, সেই সকলও ইনিই। আর এই সকল পঞ্চভূত সমস্ত শরীরের উপাদান পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ্ ও জ্যোতিঃ, এই মহাভূত সকল অন্ন ও অন্নাদরূপে বিখ্যাত। আর যাহারা অল্প অল্প মিশ্রও; সে সকলই ইনি॥' ৩ ॥

বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎকিঞ্চেদং প্রাণি-জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্, সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥৪॥

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাঽস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ৎস্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামনাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৫ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্যাত্মষট্কে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

উপনিষৎক্রমেণ তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি ঋগ্‌ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডান্তর্গতদ্বিতীয়ারণ্যকে
ষষ্ঠ্যাধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সর্পাদীনি বীজানি কারণানি ইতরাণি চেতরাণি চ দ্বৈরাশ্যেন নির্দ্দিশ্যমানানি। কানি তানীত্যুচ্যতে—অণ্ডজানি পক্ষ্যাদীনি। জারুজানি জরায়ুজানি মনুষ্যাদীনি। স্বেদজানি যূকাদীনি। উদ্ভিজ্জানি চ বৃক্ষাদীনি। অশ্বাঃ, গাবো, মনুষ্যাঃ, হস্তিনঃ, অন্যচ্চ যৎকিঞ্চেদং প্রাণিজাতম্। কিং তৎ? জঙ্গমং যচ্চলতি পদ্ভ্যাং গচ্ছতি। যচ্চ পতত্রি আকাশেন পতনশীলম্। যচ্চ স্থাবরমচলং, সর্ব্বং তদশেষতঃ প্রজ্ঞানেত্রম্। প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞা, তচ্চ ব্রহ্মৈব।

'ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ,—কারণস্বরূপ, অন্যান্য অণ্ডজ পক্ষী-আদি; জারুজ,—জরায়ুজ মনুষ্যাদি; স্বেদজ,—যূকাদি; উদ্ভিজ্জ,—বৃক্ষাদি; অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী এবং অন্য যাহা কিছু প্রাণিজাত, অর্থাৎ জঙ্গম,—যাহারা পদদ্বারা চলিয়া বেড়ায়; যে পতত্রি,—আকাশে পতন(গমন)শীল; যাহা স্থাবর,—চলিতে পারে না; সে সকলই প্রজ্ঞানেত্র,—ব্রহ্মপরিচালিত বা প্রজ্ঞাই ইহাদের

নীয়তে অনেনেতি নেত্রং ; প্রজ্ঞা নেত্রং যস্য তদিদং প্রজ্ঞানেত্রম্। প্রজ্ঞানে ব্রহ্মণ্যুৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞাশ্রয়মিত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ পূর্ব্ববৎ। প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বা সর্ব্ব এব লোকঃ। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ তস্মাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

তদেতৎ প্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিবিশেষং সন্নিরঞ্জনং নির্ম্মলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমেকমদ্বয়ং নেতি নেতীতি সর্ব্ববিশেষাপোহসংবেদ্যং সর্ব্বশব্দপ্রত্যয়াগোচরং তদত্যন্তবিশুদ্ধপ্রজ্ঞোপাধিসম্বন্ধেন সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং। সর্ব্বসাধারণাব্যাকৃতজগদ্বীজপ্রবর্ত্তকং নিয়ন্তৃত্বাদন্তর্যামিসংজ্ঞং ভবতি। তদেব ব্যাকৃতজগদ্বীজভূতবুদ্ধ্যাত্মাভিমানলক্ষণহিরণ্যগর্ভসংজ্ঞং ভবতি। তদেবান্তরণ্ডোদ্ভূতপ্রথমশরীরোপাধিমদ্বিরাট্‌প্রজাপতিসংজ্ঞং ভবতি। তদুদ্ভূতাগ্ন্যাদ্যুপাধিমদ্দেবতাদিসংজ্ঞং ভবতি। তথা বিশেষশরীরোপাধিষ্বপি ব্রহ্মাদিস্তম্ব-

---

প্রবর্ত্তক ; উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কালে প্রজ্ঞান ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত,—অর্থাৎ প্রজ্ঞাশ্রয়—ব্রহ্মাশ্রয়। সকল লোকই প্রজ্ঞানেত্র, জ্ঞানচক্ষুঃ ; সমস্ত জগতেরই প্রতিষ্ঠাস্থান প্রজ্ঞাই ; সুতরাং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম॥' ৪ ॥

—প্রত্যস্তমিত সর্ব্ববিধোপাধিবিশেষ, সৎ, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক, অদ্বিতীয়, ইহা নয়, এরূপ নয়, এইরূপে সমস্ত বিশেষত্ব নিরাকরণ করিয়া যাঁহাকে জানিতে হয়,—সর্ব্বশব্দ ও সর্ব্বপ্রত্যয়ের অবিষয় ব্রহ্ম। তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা (অন্তঃকরণ) রূপ উপাধির (ইতরেতরাধ্যাসাখ্য) সম্বন্ধ দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। অব্যাকৃত সর্ব্বসাধারণ জগদ্বীজ-অজ্ঞানের প্রবৃত্তিকারী নিয়ন্তৃ বলিয়া অন্তর্যামী-নামে বিখ্যাত হন। তিনিই ব্যাকৃত সমস্ত জগদ্বীজবুদ্ধিরূপ উপাধির (ইতরেতরাধ্যাসাখ্য) সম্বন্ধ দ্বারা আদি-অভিমানকারী হিরণ্যগর্ভ-নামে প্রসিদ্ধ। তিনিই হিরণ্যগর্ভের অন্তরে জাত অণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া প্রথমতঃ শরীররূপ উপাধির আধ্যাসিক সম্বন্ধদ্বারা (অর্থাৎ পরমব্রহ্মে জগতের আরোপ দ্বারা) বিরাট্‌-প্রজাপতি-নামে প্রখ্যাত। তিনিই বিরাজনির্ম্মিত পিণ্ডের মুখাদি হইতে জাত অগ্ন্যাদি উপাধির সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া দেবতানামে অভিহিত হন। সেইরূপে তিনিই ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ শরীরোপাধির সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া, সেই সেই নাম ও আকার লাভ করিয়া থাকেন। সেই একমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার-প্রকার

পর্য্যন্তেষু তত্ত্বনামরূপলাভো ব্রহ্মণঃ। তদেতদেকং সর্ব্বোপাধিভেদভিন্নং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিস্তার্কিকৈশ্চ সর্ব্বপ্রকারেণ জ্ঞায়তে বিকল্প্যতে চানেকধা।

“এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।

ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতমি”ত্যাদ্যা স্মৃতিঃ। স বামদেবোঽন্যো বা এবং যথোক্তং ব্রহ্ম বেদ প্রজ্ঞেনাত্মনা যেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽমৃতা অভূবন্, তথাঽয়মপি বিদ্বানেতেনৈব প্রজ্ঞানেনাত্মনা। অস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। অস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবদিত্যোমিতি॥ ৫॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎকৃতাবৈতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

প্রাপ্ত হইয়া, সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত তার্কিককর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞাতও হন, আবার অনেক প্রকারে বিকল্পিতও হন। স্মৃতিই আছে ;—

‘কেহ ইঁহাকে অগ্নি বলেন ; অন্যে ইঁহাকে মনু প্রজাপতি বলেন ; অপর কেহ ইঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া থাকেন ; অন্য কেহ বা ইঁহাকে প্রাণ বলিয়া থাকেন ; কেহ বা শাশ্বত ব্রহ্মই বলেন।’

—সেই বামদেব বা এই প্রকার কোন অধিকারী যথোক্ত ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন ;— যে প্রজ্ঞান আত্মার সহিত অভেদ হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ অমৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ উক্ত অধিকারী বিদ্বান্ এই প্রজ্ঞান আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া, এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন ঐ সুখময় লোকে যাইয়া, সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হইয়া, অমৃত হইয়াছিল॥’ ৫॥

উপনিষৎক্রমে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমখণ্ড॥ ১॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

(ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণের আরণ্যককাণ্ডান্তর্গত দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথমখণ্ড সমাপ্ত॥ ১॥)

ঐতরেয়ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ॥ ৬॥

সপ্তমখণ্ডঃ।

—ষষ্ঠে তত্ত্ববিদ্যাং পরিসমাপ্য সপ্তমে শান্তিকরং মন্ত্রং পঠতি।—

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম্ম এধি বেদস্য ম আনীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাঽধীতেনাঽহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্। ইতি

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্যাত্মষট্কে ষষ্ঠঃ খণ্ড ॥ ৬ ॥

উপনিষৎক্রমেণ চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ড ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ঋগ্ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডান্তর্গতদ্বিতীয়ারণ্যকে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ্যকে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

---

* যথোক্ততত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকগ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তা মদীয়া বাক্ সর্ব্বদা মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনসা যদ্যচ্ছব্দজাতং বিবক্ষিতং, তদেব পঠতি। মনশ্চ মদীয়ং বাচি প্রতিষ্ঠিতম্, যদ্যদ্বিদ্যাপ্রতিপাদকত্বেন বক্তব্যং শব্দজাতমস্তি, তদেব মনসা বিবক্ষ্যতে। এবমন্যোন্যানুগৃহীতে বাঙ্মনসে বিদ্যার্থগ্রহণং সাকল্যেনাবধারয়িতুং শক্নুতঃ। মনসঃ সাবধানত্বাভাবে সুপ্তোন্মত্তপ্রলাপাদিবদ্যৎ কিঞ্চিদসঙ্গতং ক্রয়াৎ [illegible] বাচঃ পাঠকত্বাভাবে সতি গদ্গদরূপয়া বাচা বিবক্ষিতং সর্ব্বং ম[illegible]চার্য্যতে। অতস্তয়োরন্যোন্যানুকূল্যমস্ত্বিত্যেবং প্রার্থ্যতে। আবিঃশব্দেন স্বপ্রকাশং ব্রহ্মচৈতন্যমুচ্যতে। প্রজ্ঞানশব্দেন ব্যবহৃতত্বাত্তস্যাঽবির্ভূতরূপত্বম্। তথাবিধ হে আত্মন্। মদর্থমাবিরেধি;—অবিদ্যাবরণাপনয়েন প্রকটীভব। হে বাঙ্মনসে! মে মদর্থং বেদস্য যথোক্ততত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকস্য গ্রন্থস্যাঽনীস্থ আনয়নসমর্থে ভবতম্। মে শ্রুতং ময়া শ্রোত্রেণানগতং গ্রন্থতদর্থজাতং মা প্রহাসীর্মা পরিত্যজতু বিস্মৃতং মা ভূদিত্যর্থঃ।

---

* ষষ্ঠখণ্ডের ভাষ্য সুস্পষ্ট ও আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক নহে বলিয়া, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্য করেন নাই। তবে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর মাধবাচার্য্য এই খণ্ডের টীকা করিয়াছেন। অবশ্য আমূল ঐতরেয় উপনিষদের টীকাই তাঁহার আছে। অনাবশ্যক বোধে তাহা আমরা গ্রহণ করি নাই। যে স্থানে ভাষ্য নাই, কেবল সেই স্থানেই দেওয়া গেল। শান্তির অনুবাদ প্রথমেই প্রদত্ত হইয়াছে।

অনেনাঽধীতেন গ্রন্থেন বিস্মরণরহিতেনাহং,
অহনি রাত্রৌ চাঽঽলস্যং পরিত্যজ্য নিরন্তরং পঠামি।
গ্রহ ঋতং পরমার্থভূতং বস্তু বদিষ্যামি, বিপরীতার্থবদনং কদা।।

তার্থঃ। ঋতং মানসং সত্যং বাচিকঞ্চ মনসা বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য বাচা বাদ

তার্থঃ। তন্ময়া বক্ষ্যমাণং ব্রহ্মতত্ত্বং মাং শিষ্যমবতু সম্যগ্বোধেন পালয়তু। তথা তদ্ব্রহ্মতত্ত্বং বক্তারমাচার্য্যমবতু বোধকত্বসামর্থ্যপ্রদানেন পালয়তু। পুনরপ্যবতু মামিত্যুক্তিঃ ফলবিষয়া। পূর্ব্বং সাধনকালে শিষ্যাচার্য্যয়োঃ পালনং প্রার্থিতম্। ইদানীং ফলকালেঽপি প্রার্থ্যতে। তত্র শিষ্যস্যাবিদ্যাকার্য্যনিবৃত্তিঃ ফলম্। আচার্য্যস্য তু তাদৃশশিষ্যদর্শনেন বিদ্যাসম্প্রদায়প্রবৃত্তিপ্রযুক্তঃ পরিতোষঃ ফলম্। অনেন মন্ত্রপাঠেন বিদ্যোৎপত্তেঃ পুরা বিদ্যাপ্রতিবন্ধকা বিঘ্নাঃ পরিহ্রিয়ন্তে। বিদ্যোৎপত্তেরূর্দ্ধমসম্ভাবনাবিপরীতভাবনোৎপাদকা বিঘ্নাঃ পরিহ্রিয়ন্তে। অবতু বক্তারমিত্যভ্যাসোঽধ্যায়সমাপ্ত্যর্থো দ্বিতীয়ারণ্যকসমাপ্ত্যর্থশ্চ ॥

(অথোত্তরশান্তিঃ।)

ওঁ উদিতঃ শুক্রিয়ং দধে। তমহমাত্মনি দধে। অনু মামৈত্বিন্দ্রিয়ম্। ময়ি শ্রীর্ম্ময়ি যশঃ। সর্ব্বঃ সপ্রাণঃ সবলঃ। উত্তিষ্ঠাম্যনু মা শ্রীঃ। উত্তিষ্ঠন্ত্বনু মাঽঽয়ন্তু দেবতাঃ। অদব্ধং চক্ষুরিষিতং মনঃ। সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ। তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্। ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ।

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্যাঃ ষষ্ঠকং সমাপ্তম্ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইতি ঋগ্ব্রাহ্মণারণ্যকান্তর্গত দ্বিতীয়ারণ্যকং সমাপ্তম্।

সমাপ্তা সটীকশাঙ্করভাষ্যোপেতৈতরেয়োপনিষৎ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ * ॥

বিজ্ঞাপন।

—ষষ্ঠে তবকি

ওঁ -

"ঐতরেয়োপনিষৎ" খানিই আমার শাস্ত্র-গ্রন্থ-প্রচারকার্য্যের প্রথম প্ররোচক, উৎসাহদাতা গুরু বা পথি-প্রবর্ত্তক। আমার যাবতীয় প্রকাশিত শাস্ত্র-গ্রন্থ মধ্যে, এই খানিই সর্ব্বপ্রথমে ১৮০৩ শকাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। একণে ১৮২৯ শকাব্দে পুনরায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষ্যের অনুরূপ বঙ্গানুবাদ সহিত বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল।

মাননীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্ত-বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের বঙ্গানুবাদবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করায়, আমি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি

উপনিষৎ-কার্য্যালয়: শ্রাবণ
১০২ নং, বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট,
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।